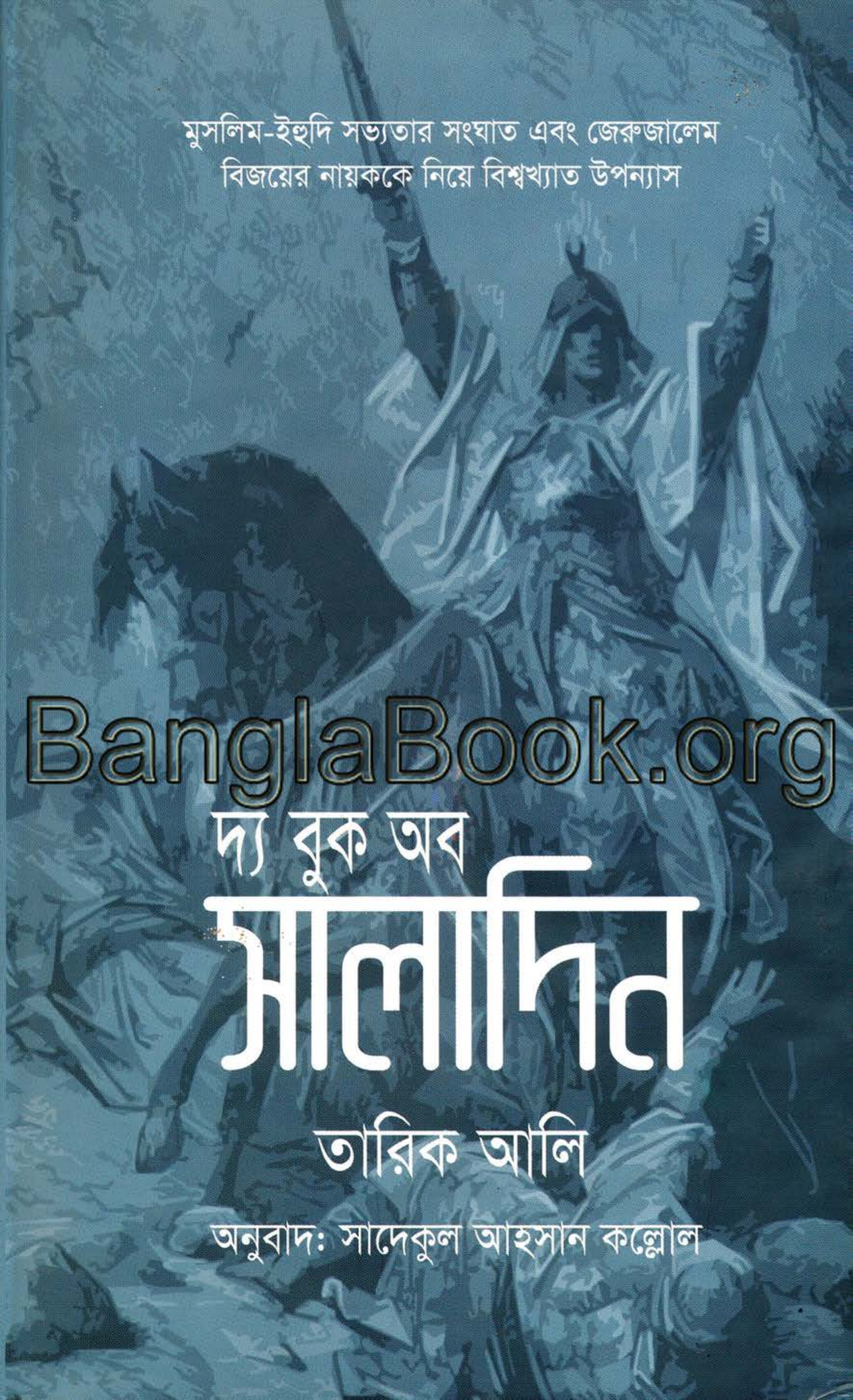

মুসলিম-ইহুদি সভ্যতার সংঘাত এবং জেরুজালেম বিজয়ের নায়ককে নিয়ে বিশ্বখ্যাত উপন্যাস

BanglaBook.org

# দ্য বুক অব সালাদিন

## তারিক আলি

অনুবাদ: সাদেকুল আহসান কল্লোল

তারিক আলীর নতুন উপন্যাস দ্বাদশ শতকের কায়রো, জেরুজালেম আর বাগদাদের সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত প্রেক্ষাপটে রচিত। দ্য বুক অব সালাদিন এক ইহুদি অনুলেখক ইবনে্ ইয়াকুবের জবানীতে জেরুজালেম মুক্তকারী কুর্দি যোদ্ধা সালাহ্ আলদিনের কল্পিত স্মৃতিকথা। সালাহ্ আলদিন অনুলেখককে নিজের স্ত্রী আর পরিচারকের সাথে কথা বলার অনুমতি দেন যাতে করে সে তার একটা আপাতসম্পন্ন চরিত্র চিত্রিত করতে পারে। পরস্পর সংযুক্ত কাহিনির অবতারণা শুরু হয় উষ্ণ পার্থিব আবেগ আর রসিকতাপূর্ণ কাহিনি সামনে আসতে শুরু করে। যেখানে আদর্শের সাথে বাস্তবতা আর স্বপ্নের সাথে আকাঙ্ক্ষার নিরন্তর সংঘাত। উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সুলতানের প্রিয়তমা স্ত্রী জামিলা আর হারেমের সর্বশেষ আগত সুন্দরী হালিমার মধ্যকার প্রেম কাহিনি। সিরিয়া আর মিসরে সুলতান হিসেবে সালাদিনের উত্থান কাহিনিতে সুন্দর করে বর্ণিত হয়েছে। এবং ক্রমশ জেরুজালেম দখলে তার প্রয়াসের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। কাহিনির প্রেক্ষাপট মধ্যযুগীয় হলেও আধুনিক কায়রো বাগদাদ আর দামেস্কের সম-সাময়িক ঘটনাবলীর সাথে অনেকে আপাত মিল খুঁজে পেতে পারে। বঞ্চিতদের হতাশা মনোবলহীন সৈনিকের আকুতি আর আস্থা করা যায় না এমন মৈত্রী সম্পর্ক দ্য বুক অব সালাদিনের আবহ সৃষ্টি করেছে। মুসলিম আর খ্রিস্টান সভ্যতার সংঘাত নিয়ে কল্পিত পাঁচ পর্বের উপন্যাসের এটি দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্ব দ্য স্যাডো অব দি প্রোমেগ্রানেট ট্রি' স্পেনে মুসলিম সভ্যতার পতনের উপর আধারিত।

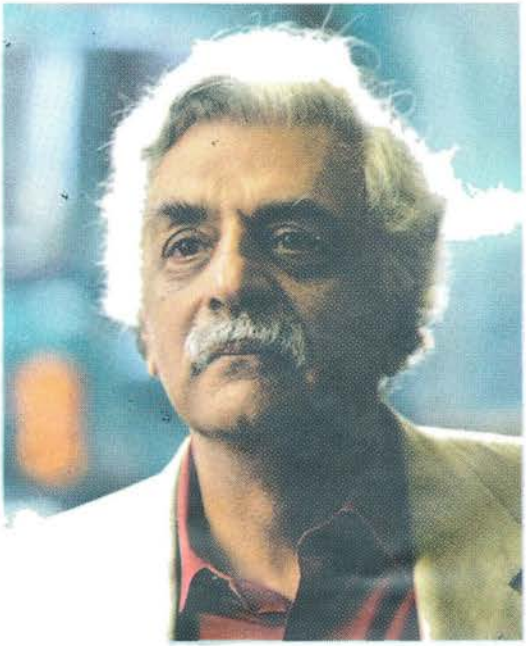

তারিক আলি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং লেখক। তিনি পৃথিবীর ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে এক ডজনের বেশি বইয়ের লেখক এবং সেইসঙ্গে মঞ্চ আর চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্যও লিখেছেন। ইসলামের ইতিহাস অনুসন্ধানী উপন্যাস পঞ্চকের প্রথম গ্রন্থ শ্যাডোস অব দ্য পোমেগ্রানেট ট্রি। উপন্যাসটি বারোটির বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং প্রকাশিত হওয়ার পর স্পেনে ১৯৯৪ সালে আর্চবিশপ ক্লেমেন্তে ডেল ইন্সটিটিউট রোজাটিয়া ডি ক্যাস্ট্রো পুরস্কার লাভ করে।

# দ্য বুক অব সালাদিন

তারিক আলি

অনুবাদ: সাদেকুল আহসান কল্লোল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রোদেলা

দ্য বুক অব সালাদিন
তারিক আলি
অনুবাদঃ সাদেকুল আহসান কল্লোল

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৬

রোদেলা ৩৬৬

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
সেল: ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে রাকিবুল হাসান

http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের প্রিন্টিং প্রেস
৫৭ ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্যঃ ৪৮০.০০ টাকা মাত্র

---

The Book Of Saladin: by Tariq Ali
Translated by Sadekul Ahsan Kollol
First Published *Ekushe Boimela 2016*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69. Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web: www.rodela prokashani.com

Price: Tk. 480.00 only US $ 10.00
ISBN: 978-984-91334-2-1 Code: 366

লেখকের উৎসর্গ

আইসা, চেঙ্গিস্ এবং নাতাসার জন্য

# সূচিপত্র


ম্যাপ: ১১

লেখকের দায়বদ্ধতা ১৩

শব্দকোষ ১৫

**কায়রো** ১৭

ইবনে মায়মুনের সুপারিশে আমি সুলতানের বিশ্বস্ত অনুলেখকের পদ লাভ করি ১৯

সাধির সাথে আমার দেখা হয় এবং সুলতান তার স্মৃতিকথা লিখে রাখার আদেশ দেন ২৫

একটা অদম্য আবেগের মোকদ্দমা: হালিমার গল্প আর সুলতানের বিচার ৩৫

একজন খোজা মহান সুলতান জেঙ্গিকে হত্যা করে এবং সালাহ্ আল-দ্বীনের পরিবারের ভাগ্যের মোড় ঘুরে যায়; সাধির গল্প ৪৬

ইবনে মায়মুনের প্রজ্ঞা এবং তার বিধানসমূহ ৫৯

সালাহ্ আল-দ্বীনের দামাস্কাসের ছেলেবেলার স্মৃতি; সুলতানের প্রথম দৈহিক অভিজ্ঞতা লাভ সম্বন্ধে সাধির বয়ান ৬৫

কায়রোর বসন্ত উৎসব; তুর্কি অধ্যুষিত বসতিতে যৌন-কামনা উদ্রেককারী পুতুল-নাচ ৭৪

এক শেখের গল্প, যে নিজের প্রেমিককে হাভেলিতে রাখতে, নিজের বোনকে বাধ্য করেছিল তাকে বিয়ে করতে এবং তাদের তিনজনের জন্যই যা দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি বয়ে এনেছিল ৮১

একজন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য তরুণ সালাহ্ আল-দ্বীনকে তার রক্ষিতা পরিত্যাগ করলে সে সরাইখানায় মদ খেয়ে মাতলামি করে; তার চাচাজান শিরকুহ মিসর দখলে পরিচালিত একটা সংক্ষিপ্ত অভিযানে যোগ দিতে তাকে অনুরোধ করে তার মনোযোগ অন্যদিকে পরিচালিত করতে; সালাহ্ আল-দ্বীন ফাতেমিদ খলিফার দরবারে উজিরের দায়িত্ব লাভ করে ৯০

হালিমার কাহিনি শুনতে আমি গোপনে তার সাথে দেখা করি; সে আমায় তার হারেমের জীবনকাহিনি এবং সুলতানা জামিলার সৌন্দর্যের কথা শোনায় ১১১

অন্ধ শেখ আর সাধির গল্প; সালাহ্ আল-দ্বীন বলেন তিনি কীভাবে তার প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছেন ১২১

সুলতান কায়রোর নতুন নগরদুর্গ পরিদর্শন করেন, কিন্তু জেরুজালেম থেকে টেম্পলারদের রোষের হাত থেকে পালিয়ে আসা জনৈক খারেজি খ্রিস্টান, তুলুজের বার্ট্রান্ডদের সাথে দেখা করার জন্য তাকে ফিরে আসতে হয় ১৩২

তুলুজের বার্ট্রান্ডের ওপর নজরদারি করে সাধি ব্যভিচারের প্রতি ক্যাথার বৈরিতা পরীক্ষা করে; জামিলা স্মৃতিচারণ করে সালাহ্ আল-দ্বীন কীভাবে তার পেটের ওপর বীর্যপাত করে নবীজির ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেছেন ১৪৬
সুলতান নূর আল-দ্বীনের মৃত্যু এবং সালাহ্ আল-দ্বীনের সুযোগ ১৫৩
সাধির বিষণ্ণতার কারণ; তার বিষাদময় প্রেমকাহিনি ১৬০
বিদ্বান ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে আমার সাক্ষাৎ আর তার অপূর্ব স্মৃতিশক্তি দেখে আমার বিস্ময় ১৭১
আমি অপ্রত্যাশিতভাবে হাভেলিতে পৌঁছে ইবনে মায়মুনকে আমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পাই ১৮০

**দামাস্কাস** ১৮৭
সুলতানের প্রিয় ভাস্তেদের সাথে আমি দেখা করি এবং জেরুজালেম স্বাধীন করা নিয়ে তাদের কথা বলতে শুনি ১৮৯
হালিমার ছেলের খৎনায় সাধির পৌরোহিত্য; ফাররুখ শাহের মৃত্যু ১৯৮
জামিলার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে হালিমা এবং পরবর্তী ঘটনা হৃদয়বিদারক ২০৫
জামিলার দামেস্ক ত্যাগ এবং মানসিক প্রশান্তি ফিরে পাবার আশায়, নিজের পিতার প্রাসাদে গমন; সালাহ্ আল-দ্বীনের অসুস্থতা এবং দ্রুত তার শয্যাপাশে আমার উপস্থিতি ২১৯
সুলতান শ্যাতিলনের রেনাল্ডের প্রতি নিজের আমৃত্যু ঘৃণার কথা ঘোষণা করেন; সাধির মৃত্যুবরণ ২২৭
এক বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর; উসামা স্থূল কাহিনি আর সচেতন ভাবনা দ্বারা সুলতানের মনোরঞ্জন করে ২৩৬
খলিফার চিঠি এবং ইমাদ আল-দ্বীনের ধীশক্তি আর কূটনীতি দ্বারা মধ্যস্থতা করা সুলতানের প্রত্যুত্তর; প্রেম সম্বন্ধে জামিলার ভাষণ ২৪৯
আমি সাধিকে স্বপ্নে দেখি; সুলতান তার যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ২৫৬
**জেরুজালেম** ২৬৭
সুলতান শিবির স্থাপন করেন এবং তার সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল থেকে সৈন্যরা এসে সমবেত হতে আরম্ভ করে ২৬৯
খোজা আমজাদের কাহিনি এবং কীভাবে সে শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও যৌনমিলনে সক্ষম ২৭৯
ফ্রানজের ভেতরে বিভক্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর করা হয় ২৮৯
যুদ্ধ শুরুর সূচনালগ্ন ২৯৫
হাত্তিনের নিশ্চায়ক যুদ্ধ ৩০০
দামেস্কের কোকিলকণ্ঠী গায়িকা, জুবাইদার কথা সুলতান চিন্তা করেন ৩১০
যুদ্ধের শেষ মন্ত্রণাসভা ৩১৮
মহান বিজয়ী হিসেবে সালাহ আল-দ্বীন প্রশংসিত হন কিন্তু তিনি তায়র দখল করা থেকে বিরত থাকেন যদিও ইমাদ আল-দ্বীন তাকে ঠিক সেটাই করতে বলেছিল ৩২৩

কায়রোয় হালিমার মৃত্যু; জামিলাকে দায়ী করে কুৎসিত গুজবের সৃষ্টি ৩৩৪
জেরুজালেমের উপকণ্ঠ থেকে আমি কায়রোতে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে দারুণ আবেগময় একটা চিঠি লিখি ৩৪৫
সালাহ্ আল-দ্বীনের জেরুজালেম দখল; এক সুদর্শন কপ্ট নুবাদকের প্রতি ইমাদ আল-দ্বীনের দৃষ্টি; হালিমার স্মৃতির সাথে জামিলার সমঝোতা ৩৫০
আলেপ্পোর কাজি মসজিদে ধর্মোপদেশ দেন; তুলুজের বার্ট্রান্ডের কাছ থেকে সুলতানকে একটা পত্র প্রেরণ করা হয়; কায়রোতে ফ্রানজদের একটা হামলায় আমার পুরো পরিবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে ৩৫৯

**ইবনে মায়মুনকে লেখা যত চিঠি ৩৬৭**
আমার প্রত্যাবর্তনকে সুলতান স্বাগত জানান; তায়রে ইংল্যান্ডের রিচার্ডের হুমকি প্রদান; প্রণয়-পীড়িত ইমাদ আল-দ্বীন ৩৬৯
আক্রেতে ফ্রানজ মহামারির পুনরাগম এবং সালাহ্ আল-দ্বীন বিষণ্নতায় আক্রান্ত; তিনি তার অন্তরের একান্ত সন্দেহ আমায় খুলে বলেন ৩৭৬
আক্রের পতন; ইমাদ আল-দ্বীনের বয়ানে সিংহের ন্যায় নিতম্বের অধিকারী রিচার্ডের কথা; তাকি আল-দ্বীনের মৃত্যু ৩৮৩
সিংহের ন্যায় নিতম্বের অধিকারীর ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন এবং সুলতানের দামেস্কে অবসরগ্রহণ ৩৯০
সুলতানের মহাপ্রস্থান ৩৯৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

## দ্বাদশ শতাব্দির শেষার্ধে নিকট প্রাচ্যের মানচিত্র

# লেখকের দায়বদ্ধতা

কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনের কোনো ধরনের কল্পিত বিনির্মাণ সব সময়ই লেখকের জন্য একটা সমস্যা সৃষ্টি করে। একটা ভালো কাহিনির জন্য সত্যিকারের ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তকে কি পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত? আমার মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে চরিত্রগুলোর কল্পিত অন্তর্লোক একজন লেখক যত বেশি খুঁটিয়ে দেখবে, ঐতিহাসিক ঘটনা আর তথ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কথাটা এমনকি ক্রুসেডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে খ্রিস্টান আর মুসলমান দিনপঞ্জি রচয়িতারা প্রায়ই আদতে যা ঘটেছিল তার একেবারে ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন।

১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডের সময় জেরুজালেমের পতন মুসলিমবিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, যা ছিল তাদের সর্বোচ্চ অর্জন। দামেস্ক, বাগদাদ, আর কায়রো ছিল বড়বড় সব শহর, যাদের সম্মিলিত জনসংখ্যা বিশ লাখের বেশি– এটা এমন একটা সময়ের অগ্রসর শহুরে সভ্যতা যখন লন্ডন আর প্যারিসের উভয় শহরের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও কম। মুসলিম বাহিনীকে বর্বরদের স্রোত যেভাবে পরাস্ত করে তাতে করে বাগদাদে অধিষ্ঠিত খলিফা বিচলিত হয়ে পড়েন। এটা একটা লম্বা দখলদারিত্বের সূচনা করে।

সালাহ্ আল-দ্বীন (পশ্চিমাদের কাছে সালাদিন নামেই বেশি পরিচিত) ছিলেন একজন কুর্দিশ যোদ্ধা, যিনি ১১৮৭ সালে জেরুজালেম পুনরায় দখল করেন। এই কাহিনির প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলো সম্ভ্রান্ত ঐতিহাসিক চরিত্রের ওপর আধারিত। তাদের ভেতর আছে সালাহ্ আল-দ্বীন স্বয়ং, তার ভাইয়েরা, আব্বাজান, চাচাজান এবং ভাস্তেরা। ইবনে মায়মুন একজন মহান ইহুদি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক– দার্শনিক, মায়মোনিডাস। কথক আর সাধির চরিত্র আমার নিজের সৃষ্টি, তাদের জন্য আমি পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

মেয়েদের চরিত্রগুলো– জামিলা, হালিমা এবং অন্য সবাই– কল্পনা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মেয়েরা মধ্যযুগের ইতিহাসের এমন একটা বিষয়, যা সম্বন্ধে সচরাচর নীরবতা পালন করা হয়েছে। সালাহ আল-দ্বীনের, আমাদের বলা হয়েছে, সন্তানের সংখ্যা ষোলোজন; কিন্তু তাদের বোন বা মায়েদের কথা কোথাও লেখা নেই।

ইসলামের সূচনালগ্নে খলিফা ছিলেন পার্থিব আর আধ্যাত্মিক শাসক। তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রথম যুগের সহচর বা সাহাবিদের প্রশংসাধ্বনি দ্বারা নির্বাচিত হতেন। ইসলামের মাঝে গোষ্ঠীগত বিরোধ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী দাবির জন্ম হয় এবং শিয়া মতবাদের জন্ম মোহাম্মদের উত্তরাধিকারীদের মাঝে রাজনৈতিক বিভেদের সৃষ্টি করে। সুন্নি মুসলমানরা বাগদাদের খলিফাকে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু গৃহযুদ্ধ আর শিয়াদের সাফল্য কায়রোতে ফাতেমি খিলাফতের পত্তন ঘটায়, অন্যদিকে আব্বাসীয়দের দ্বারা স্থানচ্যুত সুন্নি অংশ মুসলমান স্পেনের কর্ডোভায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে সাফল্যের শীর্ষে পৌছায়। সালাহ্ আল-দ্বীনের মিসর বিজয়ের মাধ্যমে ফাতেমি খিলাফতের সমাপ্তি ঘটে এবং সমগ্র আরব ভূখণ্ড বাগদাদের খলিফার নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে আসে। সালাহ্ আল-দ্বীন সিরিয়া আর মিসরের সুলতান মনোনীত হন এবং মধ্যযুগের আরব ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকে পরিণত হন। বাগদাদের খিলাফত শেষ পর্যন্ত ১২৫৮ সালে মোঙ্গল বাহিনীর আক্রমণের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং অটোমান তুর্কির পুনর্জাগরণের আগ পর্যন্ত এর কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

তারিক আলি
জুন, ১৯৯৮

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

# শব্দকোষ

| | |
|---|---|
| আন্দালুস | মুসলমান স্পেন |
| আতাবেগ | উচ্চপদস্থ অমাত্য |
| *বানজ* | হাশিশ |
| *চোগান* | পোলো |
| দার আল-হিকমা | গণগ্রন্থাগার |
| দিমাস্ক | দামেস্ক |
| ফ্রানজ | পশ্চিম থেকে আগত ফ্রাংক বা ক্রুসেডারের দল |
| *গাজী* | মুসলমান যোদ্ধা |
| *হাদিস* | মহানবী (সা.)-এর বাণী, তার জীবন-যাপন সম্বন্ধে ঐতিহ্যবাহী বর্ণনা |
| *হাম্মাম* | স্নানাগার |
| *হাসাসিনস* | আসাসিস, শিয়া সম্প্রদায়ের এই নামে পরিচিত একটা গোত্রে সদস্য |
| ইফরিকিয়া | আফ্রিকা |
| ঈসা | যিশু |
| কা'বা | মক্কার পবিত্র পাথর |
| কাজি | মুসলমান বিচারক শহরে শান্তি বজায় রাখা আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অসাধারণ দায়িত্বের অধিকারী |
| আল-কুদস | জেরুজালেমের আরবি নাম |
| *খামরিয়াহ্* | সুরার আনন্দের মহিমা কীর্তনকারী |
| *লাবিনেহ* | দই থেকে প্রস্তুত একপ্রকার পানীয় |
| *ময়দান* | খেলা বা কুচকাওয়াজের জন্য নির্বাচিত সমতল ভূমি |
| *মামলুক* | ক্রীতদাস |
| মিসর | মিসর |
| *মি'জার* | একটা বিশাল চাদরের মতো কাপড়, যা মাথার আঙরাখা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রাক ইসলামিক যুগের আরবদের ব্যবহৃত কটিবস্ত্র |
| মুসা | মোজেস |
| *মুশরিফ* | অর্থ নিয়ন্ত্রক |
| *কালিমা* | আল্লাহর বাণী |
| রুমি | রোমান |
| *সাকালাবি* | শ্বেতাঙ্গ দাস |
| শাম | সিরিয়া |
| *তামর* | খেজুরের সুরা |
| ইউনানি | গ্রিক |

কায়রো

এক

# ইবনে মায়মুনের সুপারিশে আমি সুলতানের বিশ্বস্ত অনুলেখকের পদ লাভ করি

অনেক বছর আমাদের পুরাতন হাভেলিটার কথা আমার মনেই পড়েনি। অগ্নিকাণ্ডের পর অনেকগুলো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমার হাভেলি, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, আমার মেয়ে, আমার দুই বছরের নাতি- সবাই সেখানে খাঁচায় আবদ্ধ জন্তুর মতো সেখানে ফাঁদে আটকা পড়েছিল। নিয়তির যদি অন্য কোনো অভিপ্রায় না থাকত, আমারও সেদিন তাদের সাথে ছাই হয়ে যাবার কথা। আমার প্রায়ই মনে হয় আগুনের লেলিহান শিখার যন্ত্রণা আমিও যদি ভাগ করে নিতে পারতাম।

সবই যন্ত্রণাবিধূর স্মৃতি। আমি তাদের মানসপটের গহিনে লুকিয়ে রাখি। আমি এই গল্প আজ যখন লিখতে আরম্ভ করেছি তখন সেই অভিশপ্ত ঘরের প্রতিচ্ছবি যেখানে একদা সব কিছু শুরু হয়েছিল আমি স্পষ্টভাবে সেসব কিছু পুনরায় দেখতে পাচ্ছি। আমাদের স্মৃতির গহ্বরগুলো অসাধারণ। বহুদিন আগের ভুলে যাওয়া অন্ধকার কোণে চাপা পড়ে লুকিয়ে থাকা অনুষঙ্গ, সহসা আলোর অভিষিক্ত হয়। আমি সব কিছু এখন দেখতে পাচ্ছি। সব কিছু পরিষ্কারভাবে আমার মনে পড়ছে যেন স্বয়ং সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

সেটা ছিল খ্রিস্টান দিনপঞ্জি অনুসারে ১১৮১ সালের কায়রোর শীতকালের এক হাড় কাঁপানো রাত। বাইরের রাস্তা থেকে কেবল বিড়ালের মিউ মিউ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রাব্বি মুসা ইবনে মায়মুন, আমাদের পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু, সেই সাথে এই পরিবারের স্বঘোষিত চিকিৎসক, কাজি আল-ফাদিল, যিনি বেশ কয়েক দিন ধরেই অসুস্থ, তাকে পরিচর্যা করে ফেরার পথে আমার হাভেলিতে যাত্রাবিরতি করেছে।

আমরা রাতের খাওয়া শেষ করে রং-বেরঙের উলের পুরু কম্বলের ওপর স্যাটিন আর রেশম দিয়ে মোড়া তাকিয়ার মাঝে আরাম করে বসে নীরবে নিজেদের পুদিনার কুচি দেয়া চায়ে চুমুক দিই। কামরাটার ঠিক মাঝখানে একটা বিশালাকৃতির গোল কাঠকয়লা ভর্তি ব্রেজিয়ার গনগন করে জ্বলে, আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা মেঝেতে এলিয়ে বসে ওপরের গম্বুজে আগুনের প্রতিফলন দেখতে পাই, পুরো দৃশ্যটা দেখে মনে হয় রাতের আকাশে যেন আগুন জ্বলছে।

আমি কিছুক্ষণ পূর্বের আমাদের কথোপকথন নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আমার বন্ধু তার চরিত্রের ক্রোধ আর প্রচণ্ডতার মাত্রা প্রকাশ করায় আমি যুগপৎ বিস্মিত আর দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছি। আমাদের ফেরেশতা দেখা যাচ্ছে আমাদের আর সবার মতোই রক্তমাংসের মানুষ। বাইরের লোকদের জন্য মুখোশটা প্রযোজ্য। ইবনে মায়মুন আন্দালুস থেকে কী পরিস্থিতিতে পলায়ন করতে এবং কর্ডোভা থেকে কায়রোয় থিতু হবার পথে দীর্ঘ পনেরো বছরের যাত্রা শুরু করেছিলেন, আমরা সেসবই আলোচনা করছিলাম। মাগরেবি শহর ফেজেই যার দশ বছর অতিবাহিত হয়। পুরো পরিবারটা সেখানে বাধ্য হয় ভান করতে যে তারা ইসলামের নবীর অনুসারী। ইবনে মায়মুন এই মুহূর্তে স্মৃতিটা স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। তাকে মূলত প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার বিষয়টাই বেশি বিরক্ত করছে। তার সহজাত প্রবৃত্তির সাথে ছদ্মবেশের ধারণা একেবারেই খাপ খায় না।

আমি তাকে এভাবে আগে কখনো কথা বলতে দেখিনি। তার এই পরিবর্তন আমার নজরে পড়ে। সে যখন কথা বলে তার চোখ দুটো তখন জ্বলজ্বল করে, তার দু'হাতের তালু মুষ্ঠিবদ্ধ। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, এটা কি সেই অভিজ্ঞতা, যা ধর্ম সম্বন্ধে তার দুশ্চিন্তাকে জাগরূক করেছে? বিশেষ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো ধর্ম সম্পর্কে, তরবারির অগ্রভাগ যে ধর্মবিশ্বাস আরোপে সহায়তা করেছে। আমি নীরবতার চাঁদর সরিয়ে প্রশ্ন করি।

'ইবনে মায়মুন, ধর্মবিশ্বাস ছাড়া একটা পৃথিবী কি সম্ভব? প্রাচীনকালে মানুষ অনেক দেবতার উপাসনা করত। তারা অন্য দেবতার সমর্থকদের সাথে লড়াই করার জন্য নিজেদের উপাসনা করা দেবতাকে ব্যবহার করত। আমাদের এখন একজন আরাধ্য এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের অবশ্যই তার জন্য লড়াই করতে হবে। পুরো বিষয়টাই তাই এখন স্পষ্টীকরণের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টাকে আপনার দর্শন কীভাবে ব্যাখ্যা করে?'

প্রশ্নটা তাকে আমোদিত করে, কিন্তু সে কোনো উত্তর দেয়ার আগেই আমরা দরজায় জোরে করাঘাতের শব্দ শুনতে পাই এবং তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

'আপনি কি কাউকে আশা করছেন?'

আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাই। সে সামনের দিকে ঝুঁকে এসে ব্রেজিয়ারের উষ্ণতায় নিজের হাত দুটো গরম করে। আমরা দুজনই যদিও উলের কম্বল দিয়ে নিজেদের মুড়ে রেখেছি; কিন্তু তারপরও আমরা শীত অনুভব করতে পারি। আমি সহজ প্রবৃত্তিতে সাথে সাথে বুঝতে পারি, এত রাতে দরজার কড়া আমার বন্ধুর জন্যই সরব হয়েছে।

'একজন ক্ষমতাশীল লোকের পরিচারকই কেবল এভাবে দরজায় করাঘাত করবে', ইবনে মায়মুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। 'কাজির স্বাস্থ্যের হয়তো হঠাৎ অবনতি হয়েছে আর তাকে দেখতে আমায় এখনই যেতে হবে।'

আহমেদ, আমার ভৃত্য, একটা মশাল নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে, যেটা তার হাতে রীতিমতো কাঁপছে। তার পেছন পেছন হালকা লাল চুল আর সাদামাটা

চেহারার, মাঝারি উচ্চতার একজন লোক ভেতরে প্রবেশ করে। সে একটা কম্বল দিয়ে নিজেকে ভালোমতো মুড়ে রেখেছে এবং হাঁটার সময় তার ডান পা সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। ইবনে মায়মুন উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাবার সময় আমি তার চেহারায় সহসা ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যেতে দেখি। আমি এই লোকটাকে আগে কখনো দেখিনি। লোকটা আর যেই হোক নিশ্চিতভাবেই কাজি নয়, কারণ তাকে আমি বেশ ভালো করেই চিনি।

আমি, নিজেও উঠে দাঁড়াই আর নতজানু হয়ে অভিবাদন জানায়। আমার অতিথি আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত বুঝতে পেরে মুচকি হাসে।

'আমি দুঃখিত অবাঞ্ছিতের মতো এত রাতে এভাবে উপস্থিত হয়েছি। কাজি আমায় জানিয়েছে যে ইবনে মায়মুন আমাদের শহরে উপস্থিত আছেন এবং আপনার বিখ্যাত হাভেলিতে রাতটা অতিবাহিত করবেন। আমি কি ইসহাক ইবন ইয়াকুবের হাভেলিতে আসিনি?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

'আমি আশা করি,' গভীর রাতের আগন্তুক হালকা মাথা নত করে বলে, 'যে এভাবে সতর্ক না করে আমার আগমনের জন্য আপনি আমায় মার্জনা করবেন। একই দিনে দুজন বিখ্যাত বিদ্যানুরাগীর সাথে আলাপ করার সুযোগ আমি সচরাচর পাই না। ইবনে মায়মুনের সাথে আলাপের সুযোগ বা সকাল সকাল শয়নের উপকারিতার মাঝে আমার ভাবনাগুলো সিদ্ধান্তহীনতার স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, নিদ্রার চেয়ে আপনার বাণী অবশ্যই অবশ্যই অনেক বেশি উপকারী। আর এই যে আমি চলে এসেছি।'

'ইবনে মায়মুনের যেকোনো বন্ধুই এখানে সর্বদাই সাদরে অভ্যর্থিত। অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করেন। আমরা কি আপনাকে একপাত্র গরম স্যুপ নিবেদন করতে পারি?'

'সাহসীদের অধিপতি, আমার মনে হয় আপনার শরীরের জন্য এটা বেশ ভালোই হবে,' ইবনে মায়মুন মৃদু স্বরে কথাটা বলে।

আমি তখনই কবল বুঝতে পারি আমি সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ইনিই ইউসুফ সালাহ্-উদ-দীন স্বয়ং। আমার হাভেলিতে। আমি নতজানু হয়ে এবার তার পা স্পর্শ করি।

'ইয়োর ম্যাজেস্টি, আপনাকে চিনতে না পারার জন্য আমায় মার্জনা করবেন। আপনার দাস মার্জনা ভিক্ষা চাইছে।'

তিনি হেসে উঠে আমায় দু'হাতে টেনে তুলে দাঁড় করান।

'আমি দাসদের জন্য খুব একটা ভাবিত নই। তারা বড্ড বেশি বিদ্রোহপ্রবণ। কিন্তু একপাত্র স্যুপ হলে অবশ্য মন্দ হয় না।'

পরবর্তীতে, তিনি তার স্যুপ শেষ করার পর, মাটির যে পাত্রে স্যুপ পরিবেশিত হয়েছে সেগুলোর উৎস সম্বন্ধে আমায় প্রশ্ন করেন।

'আর্মেনিয়ার লাল মাটি দিয়ে কি এগুলো তৈরি হয়নি?'

আমি বিস্ময়ে মাথা নাড়ি।

BanglaBook.org

'আমার ঠাকুরমার কাছে এগুলোর মতোই প্রায় কিছু পাত্র আছে। তিনি কেবল বিয়ে আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সেগুলো বের করেন। তিনি আমায় বলতেন আর্মেনিয়ার পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত তার গ্রাম থেকে সেগুলো নিয়ে এসেছেন।'

সুলতান, সেদিন গভীর রাতে, ইবনে মায়মুনকে ব্যাখ্যা করেন যে, তার একজন আস্থাভাজন অনুলেখক নিয়োগ করা প্রয়োজন। তিনি এমন একজনকে কাজটার জন্য মনোনীত করতে চান, যাকে তিনি তার স্মৃতিকথা লেখানোর জন্য মুখে মুখে বলতে পারবেন। তার ব্যক্তিগত সচিব নানান চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। তাকে ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। তার পক্ষে নিজের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে শব্দের মানে বিকৃত করতে সম্ভব।

'বন্ধু আমার আপনি খুব ভালো করেই অবগত আছেন,' ইবনে মায়মুনের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থেকে, সুলতান বলেন, 'যে মাঝে মাঝে এমন সময়ও আসে যখন দিনের প্রতিটি মিনিট আমাদের জীবনে বিপদের ঝুঁকি থাকে। আমরা শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করার সময় আমাদের নেই। একজন তার নিজের ভাবনার মাঝে একাকী বিচরণ করার বিলাসিতা কেবল যখন শান্তি বজায় আছে তখনই করতে পারে।

'এখন যেমন?' সুলতান বিড়বিড় করে বলেন। 'আমি বিশ্বাস করতে পারি এমন একজনকে আমার দরকার, যে আমি মাটিতে মিশে যাবার পরে সত্যি উন্মোচনে দ্বিধা করবে না।'

'মহামহিমের যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনই মানুষ আমি চিনি,' ইবনে মায়মুন বলে, 'আপনার অনুরোধের ভেতরেই একটা সমস্যা আছে। আপনি এক শহরে কখনো খুব বেশি দিন অবস্থান করেন না। এই অনুলেখককে আপনার সাথে সাথে হয় ভ্রমণ করতে হবে নতুবা দামেস্কে আমাদের আবার আরেকজনকে খুঁজে বের করতে হবে।'

সুলতান কথা না বলে কেবল মুচকি হাসেন।

'কেন নয়? এবং তৃতীয় আরেকটা শহর হাতছানি দিচ্ছে। আমি শীঘ্রই আল-কুদস দর্শনের ব্যাপারে আশাবাদী। আমাদের তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনজন অনুলেখক দরকার। তিনটা শহরের প্রত্যেকটা জন্য একজন করে। আমিই যেহেতু লেখক, নিজেকে পুনরাবৃত্তি না করার বিষয়টা আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে।'

প্রচণ্ড বিস্ময়ে আমার আর আমার বন্ধুর দম বন্ধ হয়ে আসে। আমরা আমাদের উত্তেজনা গোপন করার কোনো চেষ্টাই করি না এবং আমার মর্যাদাসম্পন্ন অতিথিকে এটা আপাতভাবে প্রীতই করে। জেরুজালেম– ইসলামি দুনিয়ায় যা আল-কুদস হিসেবে পরিচিত– শত্রুর দখলে থাকা একটা শহর। ফ্রানজরা আত্মতৃপ্ত আর উদ্ধত হয়ে গেছে। মহামান্য সুলতান এইমাত্র ঘোষণা করেছেন এবং সেটা আমার হাভেলিতে, যে তিনি শহরটা থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করতে আগ্রহী।

BanglaBook.org

তিন বছরের বেশি সময় ধরে কলঙ্কের কালিমা, আমরা, যারা এই অঞ্চলে সব সময় বসবাস করছি এবং ফ্রানজরা, যারা পানি অতিক্রম করে এসেছে, পরস্পরের টুঁটি চেপে ধরে আছি। ১০৯৯ সালে তাদের হাতে জেরুজালেমের পতন হয়েছিল। পুরাতন শহরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, সেখানের সড়কগুলো ইহুদি আর মুসলমানদের রক্তে ভেসে গিয়েছিল। উপকূলবর্তী শহরগুলোর তুলনায় এখানে আমাদের পৃথিবী আর বর্বরদের মাঝে সংঘটিত এই যুদ্ধ অনেক বেশি নিষ্ঠুর ছিল। প্রত্যেক ইহুদি আর মুসলমানকে খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়েছিল। স্থলভাগের ওপর দিয়ে, মসজিদ আর সিনাগগে সমবেত উপাসকবৃন্দের মাঝে স্বেচ্ছাচারের এই সংবাদ আতঙ্ক বাড়িয়ে দেয়। পশ্চিম থেকে আগত সৈন্যদের এই সমাবেশ থেকে বিদ্রোহীদের অভিশাপ দেয়া হয় এবং এই জঘন্য কাজের প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এখন বোধ হয় সেই সময় এসেছে। এই লোকটার শান্ত সমাহিত আত্মবিশ্বাস বোধ করি যথার্থ। আমার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে।

'আমার বন্ধু, ইবন ইয়াকুব, যার হাভেলিকে আজ রাতে ইয়োর এক্সিলেন্সি নিজের উপস্থিতি দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, আমাদের সম্প্রদায়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিদ্যানুরাগী। আপনার অনুলেখক হিসেবে আমি তার চেয়ে উপযুক্ত আর কারো কথা চিন্তা করতে পারছি না। সে আপনার উচ্চারিত একটা শব্দও অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না।'

সুলতান দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি কি আগ্রহী?'

'বিশ্বাসীদের অধিপতি, আমি আপনার সেবায় হাজির। কেবল একটা শর্ত আছে।'

'বলেন।'

'আমি প্রাচীন নৃপতিদের সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পাঠ করেছি। শাসককে সাধারণত দেবতা বা দানব হিসেবে বিনির্মাণ করা হয়, পুরোটাই নির্ভর করে ভাষ্যটা দরবারের একজন অমাত্য নাকি কোনো শত্রু কর্তৃক লিখিত। এই ধরনের বইগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। সত্য আর অসত্য যখন একই প্রেক্ষাপটে জড়াজড়ি করে অবস্থান করে তখন তাদের আলাদা করে শনাক্ত করা কঠিন। আমাকে অবশ্যই মহামহিমকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার অনুমতি দিতে হবে, যা আপনার জীবনের কোনো বিশেষ অধ্যায়ের দ্যোতনা বুঝতে আমায় সাহায্য করবে। এটার হয়তো কোনো প্রয়োজন হবে না; কিন্তু আমরা সবাই আপনার কাঁধে ভর করে থাকা দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে জানি এবং আমি...'

আমার কথার মাঝে বাধা দিয়ে তিনি হেসে ওঠেন।

'আপনার যা ইচ্ছা আমায় জিজ্ঞেস করতে পারবেন। আমি আপনাকে সেই অধিকার দান করছি। কিন্তু আমি হয়তো সব সময় উত্তর নাও দিতে পারি। সেটা আবার আমার অধিকার।'

আমি মাথা নিচু করে রাখি।

BanglaBook.org

'আপনাকে যেহেতু প্রাসাদে নিয়মিত আসতে হবে, আমরা আপনার নিয়োগ গোপন রাখতে পারব না; কিন্তু আমি বিচক্ষণতা আর নির্ভুলতাকে মূল্য দিই। আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের ভেতরে অনেকেই আছে, আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কাজি, আল-ফাদিলও বাদ যায় না, যারা আপনাকে ঈর্ষা করবে। আমাদের আল-ফাদিল নিজে যেখানে একজন সহজাত লেখক আর সর্বজন শ্রদ্ধেয়। আমার মুখের কথা সে নিশ্চিতভাবেই লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম; কিন্তু সে বড্ড বেশি অলংকারবহুল ভাষা ব্যবহার করে, আমার রুচির সাথে যা খাপ খায় না। সে বিষয়বস্তুকে এত বেশি বাহারি শব্দের মোড়কে আবৃত করে যে, মাঝে মাঝে সেসব শব্দের মানে অনুমান করাই কঠিন হয়ে ওঠে। সে শব্দের কুশলী বাজিকর, একজন জাদুকর যে ছদ্মবেশ ধারণে সিদ্ধহস্ত।

'আমি চাই, আমি যা বলব আপনি সেটাই কোনো ধরনের অলংকরণ ব্যতিরেকে লিপিবদ্ধ করবেন। আগামীকালই প্রাসাদে চলে আসেন এবং আমরা একটা প্রারম্ভিক সূচনা করব। আপনি যদি এখন আমায় কিছুক্ষণের জন্য মার্জনা করেন, আমি একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ইবনে মায়মুনের সাথে পরামর্শ করতে চাই।'

আমি বিনা বাক্যে কক্ষ থেকে বের হয়ে আসি।

আমি এক ঘণ্টা পরে যখন খোঁজ নিতে আসি যে, তারা কি আরেকবার গরম গরম মুরগির স্যুপ খেতে আগ্রহী। আমি আমার বন্ধুর স্পষ্ট আর পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

'আপনার কাজিকে আমি প্রায়ই বলি যে, আমাদের আত্মার আবেগ, যা আমরা নিজেদের ভেতরে অনুভব করি, আমাদের স্বাস্থ্যে অনেক বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত করতে পারে। ইয়োর হাইনেস যে সমস্ত আবেগ আপনাকে বিপর্যস্ত করে সেগুলোকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে। আবেগগুলোর উৎস খুঁজে বের করে সেগুলোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি কি আমায় সব কিছু বলেছেন?'

কোনো উত্তর নেই। সুলতান এর কয়েক মিনিট পরেই আমার হাভেলি ত্যাগ করেন। তিনি আর কখনো আসবেন না। তার পরিচারকরা অবশ্য আমার পরিবারের জন্য নিয়মিত বিরতিতে উপহার সামগ্রী নিয়ে হাজির হবে এবং আব্রাহামের ত্যাগস্বীকারকে স্মরণীয় করে রাখতে মুসলমানদের যে ঈদ-উল-আজহার উৎসব, সেটা উদ্‌যাপন করতে ভেড়া বা ছাগল দিয়ে যায়।

সেই রাত থেকে তিনি জেরুজালেমের উদ্দেশে যাত্রা করার দিন পর্যন্ত প্রতিটি দিন সুলতানের সাথে আমার দেখা হয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে আমায় বাসায় পর্যন্ত ফিরতে দিতেন না এবং তার প্রাসাদেই আমাকে আমার ব্যক্তিগত কামরা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সুলতান ইউসুফ সালাহ-উদ-দীন ইবনে আইয়ুবী আমার জীবনের পরবর্তী আটটা মাসের দায়িত্ব অধিগ্রহণ করেছিলেন।

BanglaBook.org

## দুই

# সাধির সাথে আমার দেখা হয় এবং সুলতান তার স্মৃতিকথা লিখে রাখার আদেশ দেন

ইবনে মায়মুন আমায় সতর্ক করে দেয় যে, সুলতান অন্ধকার থাকতেই শয্যা ত্যাগ করেন। তিনি ভোর হবার অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে, অজু করে এক কাপ কুসুম গরম পানি পান করেন আর ঘোড়ায় চেপে শহরের ঠিক বাইরের প্রান্তদেশে অবস্থিত মুকাত্তাম পাহাড়ি এলাকায় গমন করেন। সেখানে দুর্গপ্রাসাদ তৈরির কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। সুলতান, নিজে স্থাপত্যশিল্পের একজন আগ্রহী অনুরাগী, প্রায়ই মূল স্থপতির নকশা খারিজ করে দেন। তিনিই কেবল জানেন যে, নতুন পরিকাঠামো নির্মাণের কারণ ফ্রানজের বিরুদ্ধে কায়রোর নিরাপত্তাবিধান নয়, বরং সুলতানকে প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনরুত্থানের হাত থেকে নিরাপদ রাখা।

শহরটা উদ্দামতার জন্য সুপরিচিত। শহরটা খুব দ্রুত বেড়ে ওঠায় ভবঘুরে লোকদের আকর্ষণ করেছে আর নানা ধরনের অসন্তুষ্টি জমাট বেঁধে উঠছে। কায়রোর শাসকরা এ কারণেই শঙ্কিত।

সুলতান, এখানেও তার ঘোড়ার গতিময়তার সাথে নিজের দক্ষতাকে পরখ করার প্রয়াস পান। তিনি মাঝে মাঝে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আফডালকে সাথে নিয়ে আসেন। আফডালের বয়স এখন মাত্র বারো বছর এবং কায়রোতে এবারই প্রথম সে এত দীর্ঘসময় অবস্থান করছে। সুলতান ছেলেকে যুদ্ধের কৌশল আর কূটনীতিতে চৌকস করতে সময়টা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর তা ছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজবংশের পরম্পরা অর্জিত বা বিলুপ্ত হয়। সালাদিন তার আব্বাজান আইয়ুব আর চাচাজান শিরকুহর কাছে এসব বিষয়ে পারদর্শী হয়েছেন।

সেদিন প্রত্যুষে সুলতান যখন ফিরে আসেন, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি কপালে হাত ছুঁইয়ে নীরবে তাকে অভিবাদন জানাই।

'ইবনে ইয়াকুব, আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন,' তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নামার ফাঁকে আমায় বলেন। তাকে ঘর্মাক্ত আর আকস্মিক আবেগে মুখমণ্ডল রক্তিমাভ, যেখানে তার দু'চোখে একটা শিশুর চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। তার সমস্ত মুখাবয়বে সন্তুষ্টি আর সার্থকতা স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

BanglaBook.org

'বন্ধু, আমাদের কাজের জন্য এটা নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ। আমি স্নান শেষ করে লাইব্রেরিতে প্রাতরাশের জন্য তোমার সাথে যোগ দেব। কাজিসাহেব আসার আগে আমরা নিভৃতে একাকী অন্তত এক ঘণ্টা সময় পাব। সাধি তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

পর্বতশীর্ষে জমাট বরফের মতো শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত, নব্বইয়ের কাছাকাছি বয়সের এক প্রবীণ কুর্দিশ যোদ্ধা, এগিয়ে এসে আমার কনুই ধরে লাইব্রেরির দিকে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। সে যেতে যেতে নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে থাকে। সে ইউসুফের জন্মের অনেক আগে থেকেই বর্তমান সুলতানের আব্বাজানের অধীনে একজন পরিচারক হিসেবে নিয়োজিত ছিল এবং আইয়ুব আর তার ভাই শিরকুহ মেসোপটেমিয়ার সমভূমির দিকে তখনো নেমে আসেনি।

'আমিই সেই, সাধি, যে তোমাদের বর্তমান সুলতানকে যখন তার বয়স আট বছরও হয়নি তখন তাকে শিখিয়েছে কীভাবে ঘোড়ায় চাপতে হয় এবং তরবারি ব্যবহার করতে হয়। আমিই সেই, সাধি, যে...'

আমি বৃদ্ধ লোকটার কথা আরেকটু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়তো মনোযোগ দিয়েই শুনতাম এবং খুঁটিনাটি বিষয় জানার জন্য তাকে প্রচুর প্রশ্ন করতাম; কিন্তু সেদিন আমার ভাবনাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। প্রাসাদে সেটাই ছিল আমার প্রথম আসা এবং এটা অস্বীকার করাটা বোকামি হবে যে আমি সেদিন আসলেই দারুণ উত্তেজিত ছিলাম। আমার ভাগ্য সহসাই বদলে যেতে শুরু করেছে। আমি আমাদের সময়ের পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকের একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হতে চলেছি।

BanglaBook.org

আমাকে আমাদের শহরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে নিয়ে আসা হয়। দর্শনের বইয়ের সংখ্যাই সেখানে কেবল এক হাজারের বেশি হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে জ্যামিতি, অ্যারিস্ততল থেকে ইবনে রুশদ– সব কিছুই সেখানে রয়েছে। ইবনে মায়মুন যখন আল-কিনডি, সাহলান ইবন কায়সান এবং আবুল ফাহল দাউদের ঔষধ বানানোর নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে চান তখন সে এখানেই আসে। এবং সেই সাথে অবশ্যই, সেরাদের ভেতরে সেরা, আল-রাজি, চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান প্রতিভা। ইবনে মায়মুন আশা করেন তার নিজের পুস্তক আর পাণ্ডুলিপিগুলো তার মৃত্যুর পরে এখানেই সংরক্ষণ করা হোক।

গ্রন্থাগারের ভেতরে প্রবেশ করতে, আমি এর বিশালতত্ব দ্বারা অভিভূত হয়ে যাই এবং শীঘ্রই দারুণ সব চিন্তার মাঝে হারিয়ে যাই। অপরূপ সুন্দর আর নিখুঁতভাবে বাঁধাই করা এই পুস্তকগুলো শত বছরের পর্যবেক্ষণ আর জ্ঞানার্জনের ভাণ্ডার। এই গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ শাখায় ধর্ম বিষয়ে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বিশ্বাস হিসেবে যে বইগুলোকে বাতিল করা হয়েছে, যেগুলো অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া দুরূহ সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। অন্যভাবে বলতে

গেলে, এ বইগুলোই হয়তো সন্দিগ্ধ মনের ভাবনার জট খুলতে সাহায্য করতে পারে। কোনো উৎসাহী পাঠক যদি গ্রন্থাগারিককে উদারতার চরম মাত্রা প্রদর্শন করে উপহার প্রদানে সম্মত থাকে তাহলেই তারা কেবল দার আল-হিকমার পাঠকক্ষে নিষিদ্ধ বইগুলো দেখতে পাবে। সব কিছু তারপরও, এমনকি সম্ভব নাও হতে পারে।

আবুল হাসান আল-বাকরির *সিরাত আল-বাকরির* কথাই ধরা যাক, গণগ্রন্থাগার আর পুস্তক-বিপণি থেকে যা একেবারে উধাও হয়ে গেছে। আল-আজহারে জনৈক ধর্মোপদেশক, ইসলামের নবীর জীবনীগ্রন্থ হিসেবে বইটিকে সর্বৈব মিথ্যা কাহিনি হিসেবে বাতিল করেছেন। তিনি এক শুক্রবার জুমার নামাজে সমবেত মুসল্লিদের অবহিত করেন যে, আল-বাকরি তার এই ঈশ্বরনিন্দার কারণে দোজখের আগুনে পুড়ছে।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত প্রদানকারী পুস্তকটি এই মুহূর্তে তার সামনে পড়ে রয়েছে। আমি বইটা তাক থেকে বের করে প্রথম পাতার শুরুর পঙ্ক্তিগুলো পড়া শুরু করার সময় আমার হাত মৃদু কাঁপতে থাকে। আমার কাছে বইটা মুসলমান ধ্যান-ধারণায় অনুমোদিত বিশ্বাসে বিশ্বাসী বলেই প্রতীয়মান হয়। আমি বইটাতে এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, মক্কা অভিমুখে জায়নামাজ বিছিয়ে প্রণত সাধির অর্ধশায়িত আকৃতি বা সুলতানের অঘোষিত আগমন কিছুই খেয়াল করি না। তিনি আমার একান্ত স্বপ্ন-কল্পনায় ব্যাঘাত ঘটান।

'নামাজ পড়া এবং অজ্ঞ থাকার চেয়ে স্বপ্ন দেখা আর জানতে চেষ্টা করা শ্রেয়। ইবনে ইয়াকুব, আপনি কি একমত?'

'ইয়োর এক্সিলেন্সি, আমায় মার্জনা করবেন, আমি...'

তিনি ইশারা করতে আমরা আসন গ্রহণ করি। প্রাতঃরাশ পরিবেশন করা হয়। সুলতানকে আচ্ছন্নচিত্ত দেখায়। আমি সহসা বিচলিত বোধ করি। আমরা নীরবে খেতে থাকি।

'আপনি কীভাবে কাজটা করবেন?'

আমি অতর্কিত প্রশ্নটা ঠিকমতো বুঝতে পারি না।

'সাহসীদের অধিনায়ক, আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি।'

তিনি হেসে ওঠেন।

'বন্ধু, শান্ত হন। ইবনে মায়মুন আমায় বলেছে যে, আপনি ইতিহাসের একজন বিদ্বজন। আপনার নিজের জনগোষ্ঠীর লোকদের ইতিহাসের একটা সংকলন তৈরি করতে আপনার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সে দারুণ প্রশংসা করেছে। আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা কি খুবই কঠিন?'

'আমি মহান তাবারির পদ্ধতি অনুসরণ করি। আমি কঠোরভাবে কালানুক্রমিক রীতি অনুসারে লিখি। আমি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সত্যসন্ধতা নির্ণয়ে কেবল তাদের সাথেই কথা বলি, যারা প্রত্যক্ষভাবে বিষয়টা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছে। আমি যখন একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য, একাধিক বর্ণনাকারীর কাছ

থেকে লাভ করি, তখন আমি সবগুলো ভাষ্যই সাধারণত পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি।'

সুলতান অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

'আপনি নিজেই নিজের বিরোধিতা করছেন। একটা ঘটনার একাধিক ভাষ্য কীভাবে থাকতে পারে? নিশ্চয়ই প্রকৃত ঘটনা কেবল একটাই হবে। একটা সঠিক বিবরণ এবং একাধিক মিথ্যা বর্ণনা।'

'মহামহিম আপনি প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। আমি ইতিহাস সম্বন্ধে কথা বলছি।'

তিনি স্মিত হাসেন।

'আমরা কি শুরু করতে পারি?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমার লেখার সরঞ্জামাদি গুছিয়ে নিই।

'আমরা কি প্রথম থেকে শুরু করব?'

'আমি সে রকমই কিছু ভেবেছি,' তিনি বিড়বিড় করে বলেন, 'যেহেতু আপনি কালানুক্রমের প্রতি ভীষণভাবে নিবেদিত। আমি আসলে আমার প্রথম কায়রো দর্শনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করাই শ্রেয় বলতে চাইছি, তাই নয় কি?'

'ও সুলতান, প্রারম্ভের সূচনা–কাল। প্রারম্ভ। আপনার জীবনের সূচনা। আপনার প্রথম স্মৃতিগুলো।'

আমি ভাগ্যবান। আমি বড় ছেলে ছিলাম না। আমার কাছ থেকে তাই খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করা হতো না। আমি একা একা বেড়ে উঠছিলাম এবং ব্যাপক স্বাধীনতা উপভোগ করতাম। আমার বেশভূষা আর আমায় এখন একজন সুলতান হিসেবে, ক্ষমতার সমস্ত প্রতীক দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখছেন। আপনি মুগ্ধ হয়েছেন এবং সম্ভবত খানিকটা ভীতও। আপনি উদ্বিগ্ন যে আপনি যদি আচরণ ও নীতিনিয়মের কতিপয় শোভনতা-শালীনতা অতিক্রম করেন আপনার ছিন্ন মস্তক হয়তো ধুলায় লুটিয়ে পড়তে পারে। এই ভয় স্বাভাবিক। এটাই সুলতানের প্রজাদের ওপর ক্ষমতা যে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু এই একই ক্ষমতা সবচেয়ে নগণ্য ব্যক্তিত্বকে রূপান্তরিত করে একটা বিশাল অনুপাতের মানব-মূর্তিতে পরিণত করতে পারে। আমাকে ভালো করে লক্ষ করেন। আমি যখন ছোট ছেলে ছিলাম আপনি যদি তখন আমায় চিনতেন এবং শাহান শাহ আমার সবচেয়ে বড় ভাই আপনি কখনো হয়তো কল্পনাও করতেন না যে আমি কখনো মিসরের সুলতান হব এবং আপনি তখন ঠিকই বলেছিলেন। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি ইতিহাস আর নিয়তি আমায় সেখানে নিয়ে এসেছে।

আমার দাদিজানই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমার মাঝে কিছু একটা লক্ষ করেছিলেন। আমার যখন নয় কি দশ বছর বয়স, তিনি আমায় এবং আমার একদল বন্ধুকে দেখেন আমরা একটা সাপ মারতে চেষ্টা করছি। আমরা

BanglaBook.org

ছেলেবেলায় এসব হাস্যকর কর্মকাণ্ডে পরস্পরের সাথে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতাম। আমরা সাপের লেজ ধরে সেটাকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে থাকতাম সাপটার মাথা পাথরে আঘাত করে গুঁড়িয়ে দেয়ার পূর্বে, বা আমাদের ভেতরে যারা সাহসী ছিল তারা সাপটার মাথা নিজেদের সশব্দ পদাঘাতে গুঁড়িয়ে দিত।

আমার দাদিজান, এই দৃশ্যটা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে, আমাকে লক্ষ করে চিৎকার করেন।

'ইউসুফ! ইউসুফ ইবনে আইয়ুব! এক্ষুনি এই মুহূর্তে এখানে এসো!'

আমার অন্য বন্ধুরা দৌড়ে পালিয়ে যেতে আমার কানের পাশে একটা থাপ্পড় প্রত্যাশা করতে করতে আমি ধীর পায়ে তার দিকে হেঁটে যাই, নিজের কানের চারপাশে থাপ্পড় আশঙ্কা করি। আমার দাদিজানেরও ছিল প্রায় এমনই পাল্লা দেয়া মেজাজ এবং সাধি আমায় একবার ঠিক এমন কথাই বলেছিল, তিনি আমার আব্বাজনের মুখে সপাটে একটা চড় বসিয়েছিলেন যখন তিনি রীতিমতো একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। এমন প্রকাশ্য প্রদর্শনীর কারণ জিজ্ঞেস করার সাহস কারো ভেতর ছিল না। আমার আব্বাজান নীরবে কক্ষ ত্যাগ করেন এবং তারা এমনটা বলে যে, মা ও ছেলে এরপর এক বছর আর কেউ কারো সাথে কথা বলেননি। শেষে আমার আব্বাজানই শেষ পর্যন্ত তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন।

তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে আমার দুই চোখে চুমু দিতে আমি বিস্মিত হই।

'তুমি নির্ভীক, কিন্তু বাছা সব সময় সতর্ক থাকবে। কিছু কিছু সাপ পাল্টা ছোবল দিতে পারে এমনকি তুমি যখন তার লেজ ধরে রেখেছ।'

আমার মনে আছে, স্বস্তিতে আমি হেসে উঠেছিলাম। তিনি তখন আমি জন্মগ্রহণ করার আগে তার দেখা একটা স্বপ্নের কথা আমাকে বলেন।

'তুমি তখনো তোমার আম্মিজানের গর্ভে ছিলে। আমার মনে হয় তুমি ভীষণ লাথি মারতে। তোমার আম্মিজান প্রায়ই অভিযোগ করত যে, তার মনে হচ্ছে সে একটা ঘোড়ার বাচ্চা জন্ম দিতে চলেছে। এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখি যে, একটা বিশাল মানুষখেকো সাপ তোমার আম্মিজানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে সূর্যের নিচে অরক্ষণীয় অবস্থায় শুয়ে আছে। তোমার আম্মিজান তার চোখ খুলে দেখে এবং ঘামতে শুরু করে। সে সেখান থেকে সরে যেতে চায় কিন্তু নিজের দেহ একবিন্দুও নড়াতে পারে না। সাপটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তারপর সহসা জাদুর গুহার দরজার মতো তার উদর খুলে যায়। একটা শিশু, হাতে একটা তরবারি নিয়ে, ভেতর থেকে হেঁটে বের হয়ে আসে এবং একটা অমিত আঘাতে সাপটার শিরশ্ছেদ করে। সে তারপর তার মায়ের দিকে তাকায় এবং পুনরায় তার উদরের নির্ভরতায় হেঁটে ফিরে যায়। বাছা আমার, তুমি কালে কালে একজন মহান যোদ্ধা হবে। এটা তোমার ভাগ্যে রয়েছে এবং আল্লাহতালা স্বয়ং তোমার পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করবেন।'

আমার দাদিজান আর তার নির্বোধ যুক্তিহীন স্বপ্নের কথায় আমার আব্বাজান আর চাচাজান তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেন কিন্তু স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে সেই সময়েই আমার ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আমায় আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

তার কথার অবশ্যই কিছুটা প্রভাব পড়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে, আমি লক্ষ করি যে, আসাদ উদ-দ্বীন শিরকুহ, আমার চাচাজান, আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তিনি আমার অশ্বকোবিদ আর অসিচালনার প্রশিক্ষণে ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রদর্শন করা শুরু করেন। আমি ঘোড়া সম্বন্ধে যা কিছু জানি সবই তার কাছে শিখেছি। ইবনে ইয়াকুব, আপনি অবহিত আছেন, নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি আমাদের সেনাবাহিনীর সকল চৌকস ঘোড়ার সম্পূর্ণ বংশবৃত্তান্ত জানি? আপনাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। আমরা আরেক দিন ঘোড়া নিয়ে কথা বলব।'

আমি যদি চোখ বন্ধ করি আর আমার একেবারে ছেলেবেলার কোনো স্মৃতির কথা চিন্তা করতে চাই তাহলে আমার মানসপটে প্রথমেই যে প্রতিকৃতিটা ভেসে ওঠে সেটা হলো বালবেকের প্রাচীন গ্রিক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তাদের আকৃতি বিস্ময়বোধ এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত সম্ভ্রমবোধে একজনকে শিহরিত করবে। মন্দিরের ভেতরের আঙিনায় প্রবেশের দরজা তার ছেলেবেলাতেও অক্ষত ছিল। দেবতাদের জন্য আক্ষরিক অর্থেই সেগুলো নির্মিত হয়েছিল। আমার আব্বাজান, মসুলের মহান সুলতান জেঙ্গির প্রতিনিধি হওয়ায় সুলতানের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্গ আর এর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। আমি এই শহরেই বড় হয়েছি। প্রাচীন অধিবাসীরা শহরটার নাম রেখেছিল হেলিওপোলিস এবং সেখানে দেবরাজ জিউসের এবং হারমেস এবং অ্যাফ্রোদিতির, উপাসনা করত।

BanglaBook.org

আমরা ছেলেবেলায় তাদের মূর্তির পাদদেশে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতাম। একটা শিশুর কল্পনাকে উসকে দিতে ধ্বংসস্তূপের চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। এই পুরনো পাথরগুলোর মাঝে জাদুকরী ক্ষমতা লুকানো ছিল। আমি পুরনো সেই দিনগুলোর দিবাস্বপ্ন দেখতাম। সেই প্রাচীন পৃথিবীর পুরোটাই তখনো পর্যন্ত ছিল উত্তর না জানা একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন। আমাদের জন্য মূর্তি পূজা ছিল সবচেয়ে জঘন্য বিরুদ্ধ বিশ্বাস, এটা এমন একটা বিষয় যা আল্লাহতালা এবং আমাদের নবীজি পৃথিবী থেকে নির্মূল করেছিলেন। এই মন্দিরগুলো এবং বিশেষ করে অ্যাফ্রোদিতি আর হার্মেসের প্রতিকৃতিগুলো দারুণ প্রীতিকর একটা অভিজ্ঞতা ছিল।

আমরা চিন্তা করতাম ব্যাপারটা ভীষণ উত্তেজনাকর হতো যদি আমরা সেই সময়ে জীবিত থাকতাম। আমরা সেখানে প্রায়ই দেবতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম। আমি ছিলাম অ্যাফ্রোদিতির সমর্থক আর আমার বড় ভাই, তুরান শাহ, ভালোবাসতো হার্মেসকে। দেবরাজ জিউসের মূর্তির কেবল পা দুটোই অবশিষ্ট থাকায় সেগুলো খুব একটা আকর্ষণীয় ছিল না। আমার মনে হয়

আমরা এখন যে দুর্গে বাস করি সেটা নির্মাণ করার সময় তার বাকি অংশ ব্যবহৃত হয়েছিল।
সাধি, অতীতের এসব অবশিষ্টাংশের দূষণীয় প্রভাবের ফলে উদ্বিগ্নবোধ করে, যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে আমাদের ভয় দেখিয়ে দূরে রাখতে। দেবতারা মানুষকে তাদের মনের কার্যকারিতা নষ্ট না করে মূর্তি বা অন্য যেকোনো কিছুতে রূপান্তরিত করতে পারে। সে জিন, প্রেত এবং অন্যান্য জঘন্য সব প্রাণীর ভয়ংকর সব গল্প.বানাত কীভাবে পূর্ণিমার সময় এরা এসব স্থানে সমবেত হয়। তারা কেবল একটা বিষয়েই আগ্রহী কীভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে জীবন্ত খাওয়া যায়। সে তার ভারী মন্দ্র কণ্ঠে যথাসম্ভব আতঙ্ক ফুটিয়ে আমাদের বলত, শতাব্দির পর শতাব্দি জিনেরা শত-সহস্র ছেলেমেয়েকে এখানে ভক্ষণ করেছে। আমাদের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে সে তারপর নিজের বক্তব্যকে কিছুটা শিথিল করত। আমরা যেহেতু আল্লাহতালা এবং নবীজির তত্ত্বাবধানে আছি, কোনো কিছুই আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।
সাধির গল্পগুলো কেবল আগ্রহের কৌতূহলে বাড়তি উৎসাহ যোগ করত। আমরা তাকে তিন দেবতার কথা জিজ্ঞেস করতাম এবং গ্রন্থাগারের পণ্ডিতদের কেউ কেউ প্রাচীন লোকজন আর তাদের বিশ্বাসের বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলত। মানুষের মতোই তাদের দেব-দেবীরা। তারা ভালোবাসতো আবার লড়াই করত এবং মানুষের অন্যান্য আবেগও তাদের ছিল। তাদেরকে আমাদের থেকে একটা বিষয়ই কেবল আলাদা করত সেটা হলো তাদের কখনো মৃত্যু হতো না। তারা তাদের আপন স্বর্গে, যা আমাদের বেহেশত থেকে একেবারেই আলাদা একটা স্থান, অনন্তকাল বেঁচে থাকত।
'তারা কি এখনো তাদের আপন স্বর্গে বাস করে?' আমার মনে আছে আমি আমার দাদিজানকে এক রাতে জিজ্ঞেস করেছিলাম।
তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।
'তোমার মাথা এসব আবোল-তাবোল বিষয় দিয়ে কে ভর্তি করছে? তোমার আব্বাজান জানতে পারলে তাদের জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন। বোকা ছেলে, তারা পাথরের মূর্তি ছাড়া আর কখনো কিছুই ছিল না। সেই যুগের মানুষ ভীষণ নির্বোধ ছিল। তারা মূর্তি পূজা করত। আমরা পৃথিবীর যে অঞ্চলে বাস করি সেখানে আমাদের নবীজি, আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দিন, সেই ব্যক্তি যিনি চিরতরে মূর্তি আর তাদের প্রভাব ধ্বংস করেছেন।'
আমাদের যা কিছু বলা হতো সবই এসব বিষয়ের প্রতি আমাদের মুগ্ধতাকে আরো বাড়িয়ে দিত। তাদের কাছ থেকে কোনো কিছুই আমাদের পৃথক রাখতে পারত না। একদিন রাতে, সেদিন ছিল পূর্ণিমা, দলের বড় ছেলেরা, আমার ভাইয়ের নেতৃত্বে, অ্যাফ্রোদিতির পুণ্যস্থান তার মন্দির দর্শনে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আমাকে রেখে যাবার পরিকল্পনা করছিল কিন্তু আমি তাদের চাপাস্বরে কথা বলতে শুনে ফেলি এবং হুমকি দিই যে, আমি আমাদের

দাদিজানকে গিয়ে সব বলে দেব। ভাইজান সেদিন আমায় ভীষণ মেরেছিল কিন্তু সেইসাথে আমাকে দলে না নেয়ার বিপদও বুঝতে পেরেছিল।
সেই রাতে ভীষণ শীত পড়েছিল। আমরা যদিও কম্বল দিয়ে নিজেদের বেশ ভালোমতো মুড়ে নিয়েছিলাম কিন্তু তারপরও আমার দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছিল আর নাকের অগ্রভাগে কোনো সাড়া পাচ্ছিলাম না। আমার মনে হয় আমরা সেদিন ছয় কি সাতজন ছিলাম। আমরা পা টিপে টিপে দুর্গ থেকে বের হয়েছিলাম। আমরা সবাই ভীত শঙ্কিত ছিলাম এবং আমি যখন পথে দু'বার একটা বুড়ো বৃক্ষের শিকড়ে পানি দেয়ার জন্য থামতে বাধ্য হই তখন আমার মনে আছে সবাই প্রতিবাদ করেছিল। আমরা অ্যাফ্রোদিতির কাছাকাছি পৌঁছাবার সাথে সাথে আমাদের আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছিল। আমরা কুকুর আর পেঁচার ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাইনি। সেদিন কোনো জিন আসেনি।
আমরা মন্দিরের চন্দ্রালোকিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সাথে সাথে বিচিত্র শব্দ শুনতে পাই। আমি আরেকটু হলে ভয়ে মারাই যেতাম এবং তুরান শাহকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরি। সেও পর্যন্ত ভয় পেয়েছে। আমরা ধীরে ধীরে শব্দের উৎসের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করি। আমাদের সামনে সেখানে সাধি সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে তার নগ্ন পশ্চাদদেশ প্রবলভাবে উঁচু নিচু হবার সময় তার কালো চুল বাতাসের ঢেউয়ের মতো উড়ছে। সে গাধার মতো সঙ্গম করছে এবং আমরা একবার যখন তাকে চিনতে পারি আমরা নিজেদের কোনোভাবেই সামলে রাখতে ব্যর্থ হই। আমাদের হাসির ঝাপটা আঙিনার ফাঁকা স্থানের ওপর দিয়ে হামলে গিয়ে সাধিকে খঞ্জরের মতো আঘাত করে। সে ঘুরে তাকায় এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমাদের উদ্দেশে গালাগালি শুরু করে। আমরা দৌড়ে পালিয়ে আসি। আমার ভাই পরের দিন তার মুখোমুখি হয়। 'গত রাতের জিনটার পাছাটা দারুণ পরিচিত ছিল, তাই না সাধি?'

সালাহ-উদ-দীন কথা থামিয়ে স্মৃতিটার কথা মনে করে হেসে ফেলেন। আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে ঠিক সেই মুহূর্তে সাধি একটা চিঠি নিয়ে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে প্রবেশ করে। সে কোনো কিছু বলার আগেই সুলতানের অট্টহাসি উচ্চগ্রামে পৌঁছে। হতভম্ব বিভ্রান্ত পরিচারক পর্যায়ক্রমে আমাদের দিকে তাকায় এবং আমি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের মুখের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক রাখি যদিও ভেতরে ভেতরে আমি হাসির দমকে ফেটে পড়ছিলাম।
সাধিকে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই মাত্র শেষ হওয়া গল্পটার কথা বলা হয়। তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে যায় এবং সে কুর্দিশ উপভাষায় সালাহ-উদ-দীনের সাথে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কথা বলে এবং কথা শেষ করে ঝড়ের বেগে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়।
সুলতান আবার হেসে ওঠেন।
'সে প্রতিশোধ নেয়ার হুমকি দিয়ে গেল। সে আপনাকে দামেস্কে আমার যৌবনের কাহিনি বলবে, সে নিশ্চিত যে আমি সেসব কথা ভুলে গিয়েছি।'
আমাদের প্রথম আলাপচারিতা এখানেই শেষ হয়।

BanglaBook.org

আমরা গ্রন্থাগার থেকে বের হলে, সুলতান একটা ইঙ্গিতের সাহায্যে জানান যে, আমার তাকে অনুসরণ করা উচিত। আমরা যে করিডর আর কামরার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাই সেগুলো সোনা বা রুপার কারুকাজ করা বৈচিত্র্যময় রেশমি বস্ত্রের সম্ভার দিয়ে সজ্জিত আর তার মাঝে মাঝে সোনা বা রুপা দিয়ে
আগে কখনো দেখিনি।

সুলতান আমাকে কল্পনা করার জন্য বেশি সময় দেন না। তিনি দ্রুত সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন, দ্রুত পদচারণার ফলে সৃষ্ট বাতাসে তার পরনের আলখাল্লাটায় ঢেউ খেলে যায়। আমরা দশনার্থীদের দর্শনদানের কক্ষে প্রবেশ করি। কক্ষের বাইরে একজন নুবিয়ান প্রহরী, তার বাঁকানো তরবারিটা দেহের একপাশে রেখে, দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা ভেতরে প্রবেশ করার সময় সে নতজানু হয়ে অভিবাদন করে। সুলতান কক্ষের ভেতরে বেগুনি রেশমে আবৃত এবং স্যাটিন আর সোনার কারুকাজ করা রেশমি বস্ত্রে আবৃত তাকিয়া দিয়ে সজ্জিত একটা উঁচু মঞ্চে বসেন।

কাজিসাহেব তার দৈনিক প্রতিবেদন পেশ আর পরামর্শ করতে ইতিমধ্যে প্রাসাদে উপস্থিত হয়েছে। তাকে কক্ষে ডেকে পাঠানো হয়। সে কক্ষে প্রবেশ করে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানো শেষ করতেই আমি বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। সুলতান আমাকে বসে থাকতে বললে আমি বেশ বিস্মিত হই। তিনি আমাকে উল্লেখযোগ্য সব কিছু পর্যবেক্ষণ আর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ দেন।

আমি কাজি আল-ফাদিলকে সামনে আর পেছনে, কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার প্রতীকস্বরূপ, তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আর পরিচারক পরিবেষ্টিত অবস্থায়, শহরের সড়কগুলোতে প্রায়ই দেখি। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। এই মানুষটাই দিওয়ান আল-ইনশা, রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির দফতরের প্রধান, যিনি মিসরের নিয়মিত আর সাবলীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন। তিনি ফাতিমিদ খলিফা আর তাদের মন্ত্রীদের অধীনে একই উদ্দীপনা নিয়ে কর্মরত ছিলেন যেমনটা এখন তিনি যে লোকটা তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছে তার প্রতি নিবেদন করেছেন। মিসরের প্রাতিষ্ঠানিকতার অবিচ্ছিন্নতাকে তিনিই বাস্তবরূপ দান করেছেন। সুলতান তাকে একজন বন্ধু আর উপদেষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং কাজি কখনো অপ্রীতিকর পরামর্শ প্রদানে পরান্মুখ হননি। সুলতান একবার কেবল তিনি যা বলতে আগ্রহী তার একটা সংক্ষিপ্তসার প্রদান করার পরে, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রীয় আর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মুসাবিদা করে থাকেন।

সুলতান তার একান্ত ব্যক্তিগত আর বিশেষ অনুলেখক হিসেবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি উঠে দাঁড়াই এবং মাথা নুইয়ে কাজিকে অভিবাদন জানাই। তিনি স্মিত হাসেন।

'ইবনে মায়মুন আপনার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, ইবনে ইয়াকুব। সে আপনার পাণ্ডিত্য আর দক্ষতাকে সম্মান করে। আমার জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট।'

আমি আমার মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। ইবনে মায়মুন আমায় সতর্ক করে দিয়েছিল যে, কাজি যদি সুলতানের বিষয়ে আধিপত্যপ্রবণ হয়ে ওঠেন এবং আমার উপস্থিতির কারণে অসন্তুষ্ট হন, আমাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে তাকে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না।'

'আর আমার অনুমোদন, আল-ফাদিল?' সুলতান জিজ্ঞাসা করেন। 'সেটার কি একেবারেই কোনো মূল্য নেই? আমি মানছি যে আমি আপনার মতো কবি বা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ নই বা আমি আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু আল-মায়মুনের মতো দার্শনিক বা চিকিৎসক নই। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আমি মানুষের চরিত্রের একজন ভালো বিচারক। ইবনে ইয়াকুবকে আমিই মনোনীত করেছি।'

'মহামহিম তার এই নগণ্য কর্মচারীর সাথে পরিহাস করছেন,' কাজি কণ্ঠে সামান্য একঘেয়েমি ফুটিয়ে উত্তর দেয়, যেন বোঝাতে চায় যে আজ তার কথার মারপ্যাঁচের এই খেলার মানসিকতা নেই।

কয়েকটা মামুলি বাক্যবাণের পরে যেখানে সে তার প্রভুর দ্বারা আরো বেশি প্ররোচিত হতে অনীহা প্রকাশ করে, কাজি পূর্ববর্তী সপ্তাহের মূল ঘটনাবলির একটা রূপকল্প বয়ান করে। এটা রাষ্ট্র পরিচালনার সবচেয়ে মামুলি পর্যেষণার একটা নিয়মিত প্রতিবেদন, কিন্তু ভাষার ওপর তার দক্ষতার কারণে মুগ্ধ না হয়ে থাকা কঠিন। প্রতিটি শব্দ যত্নের সাথে বাছাই করা হয়েছে, প্রতিটি বাক্য চমৎকারভাবে বিন্যস্ত এবং প্রতিবেদনটার উপসংহার একটা দ্বিপদী শ্লোক দিয়ে শেষ করা হয়েছে। লোকটা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। পুরো প্রতিবেদনটা প্রায় এক ঘণ্টা সময় ধরে উপস্থাপিত হয় কিন্তু এই পুরোটা সময় কাজিসাহেব একবারও কোনো কাগজপত্রের সাহায্য নেয় না। কী ভয়াবহ স্মৃতিশক্তি!

সুলতান কাজির এই দক্ষতার সাথে পরিচিত এবং প্রধান বিচারপতির নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ বক্তৃতার সময় তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য চোখ বন্ধ করে রাখেন।

'আমি এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করতে যাচ্ছি যেখানে আপনার সিদ্ধান্ত আমার প্রয়োজন, সায়্যার। আপনার এক আধিকারিক দ্বারা অপর এক আধিকারিককে হত্যার বিষয় ব্যাপারটার সাথে জড়িত।'

সুলতানকে সজাগ-সতর্ক দেখায়।

'আমায় বিষয়টা সম্বন্ধে আগে কেন অবহিত করা হয়নি?'

'আমি যে ঘটনাটার উল্লেখ করতে চলেছি সেটা মাত্র দু'দিন আগে ঘটেছে। আমি গতকাল পুরো দিনটা সত্য সন্ধানে ব্যয় করেছি। আমি এখন পুরো ঘটনাটা আপনাকে বয়ান করতে পারি।'

'আল-ফাদিল আমি শোনার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছি।'

কাজি ঘটনাটা বয়ান করতে শুরু করে।

তিন

# একটা অদম্য আবেগের মোকদ্দমা: হালিমার গল্প আর সুলতানের বিচার

মেসুদ আল-দ্বীন, আপনার অবশ্যই স্মরণ আছে যে মহামহিমের সাহসী আধিকারিকদের ভেতরে একজন। সে অনেকবার আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। দুই দিন আগে, সে তার চেয়ে অনেক অল্প বয়সী একজন তরুণের হাতে, কামিল ইবনে জাফর, আমাদের অন্যতম প্রতিভাবান অসিবিদ, আমাকে বলা হয়েছে, আমাদের শহরে, নিহত হয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আমার কাছে পৌনে একটার সময় হালিমা নিয়ে আসে। দুজন লোকের ভেতর দ্বন্দ্বের পার্থক্যের কারণেই যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল। পুরো ব্যাপারটার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে এখন আমার তত্ত্বাবধানে আত্মগোপন করে আছে। সুলতান যদি তাকে দেখতেন তাহলে সহজেই বুঝতে পারতেন কেন মেসুদ প্রাণ হারিয়ে মৃত পড়ে আছে আর কামিল কেন একই পরিণতি বরণ করতে প্রস্তুত। মেয়েটা অসামান্য রূপসী।

হালিমা এতিম একটা মেয়ে। তার বাল্যকালটা মোটেই আনন্দ উদ্বেল ছিল না। সে যেন জানতই নিয়তি কি পাপ তার দ্বারা সংঘটিত হবার জন্য অপেক্ষা করছে। মেয়েটা প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং সে নিজের সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা আর ঔদ্ধত্য দিয়ে জীবনকে সচকিত করে তোলে। কামিল ইবনে জাফরের সংসারে সে পরিচারিকা হিসেবে যোগ দেয়, যেখানে সে তার স্ত্রী আর সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল।

কামিল চাইলে তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারত। সে কামনার কাছে পরাভব মানলে তার দেহকে ব্যবহার করতে পারত, সে তাকে এমনকি স্বীকৃত উপপত্নী হিসেবে তার বাসায় রাখতে পারত। কিন্তু সে তাকে ভালোবেসে ফেলে। সে এমন মেয়ে ছিল না যে, তাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দেবে। কামিলই তাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দেয় এবং যথাসময়ে বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন হয়।

হালিমা কোনো কিছুই যেন পরিবর্তিত হয়নি এমন আচরণ করার অনুরোধ জানায়। সে সারা দিন হাভেলিতে থাকতে চায় না। সে হাভেলিতে কামিলকে

BanglaBook.org

খেদমত করবে এবং তারপর তার পুরুষ বন্ধুরা যখন উপস্থিত থাকবে সে তখন কামরার ভেতরে অবস্থান করবে। হালিমা আমায় বলেছে যে, কামিল যদিও মানুষ হিসেবে দয়ালু আর সহানুভূতিশীল ছিলেন কামিলের জন্য সে নিজের ভেতরে কোনো ধরনের আবেগ অনুভব করত না যেমনটা তিনি তার জন্য করতেন। বিয়ের ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা হলো এই যে, কামিলের মনে হয়েছিল একমাত্র এভাবেই হালিমাকে তিনি আজীবনের জন্য তার সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারবেন। হ্যাঁ, মালিক, ঠিক এই শব্দ সে ব্যবহার করেছে। সম্পত্তি।

মেসুদ প্রথমবার তার বন্ধু কামিলের, যে তার কাছে নিজের একান্ত অনুভূতি উন্মোচিত করেছিল, হাভেলিতেই হালিমাকে দেখে। কামিল তাকে হালিমার জন্য নিজের ভালোবাসার কথা মেসুদকে বলে এবং কেন সে তাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। তাকে নিয়ে দুজন পুরুষ অনেক কিছুই আলোচনা করে এবং হালিমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মেসুদ জানতে পারে।

মেসুদ যখন কোনো উৎসব আয়োজনে বন্ধুর সাথে পান করার আনন্দ পেতে হাভেলিতে আসে এবং কামিল অনুপস্থিত থাকলে সে হালিমার কাছ থেকে চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করত। সে তার সাথে এমনভাবে কথা বলত যেন দুজনর একই সামাজিক অবস্থান এবং বাজারের চলতি গুজব আর কৌতুক শুনিয়ে তাকে আনন্দ দিত, ওহ্ করুণাময় সুলতান, আপনার এই কাজি প্রায়ই সেসব কৌতুকের কেন্দ্রবিন্দু হতো। এবং মাঝে মাঝে বাগদাদের খলিফা আর আপনার ভালোমানুষিও তাদের কটাক্ষের লক্ষ্য হতো।

কামিলের আম্মিজান আর তার বড় বিবি হালিমার আচরণে বিচলিত বোধ করে। তারা তীব্র ভাষায় অভিযোগ জানায় কিন্তু কামিল সেসব পাত্তাই দেয় না।

'মেসুদকে আমি নিজের ভাইয়ের মতো দেখি,' সে তাদের বলে। 'আমি তার অধীনে ইউসুফ সালাহ আল-দ্বীনের সুপ্রসিদ্ধ বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছি। তার পরিবার দামেস্কে রয়েছে। আমার বাড়ি তারও বাড়ি। তোমরা তার সাথে আমাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতো আচরণ করবে। হালিমা আমার অনুভূতি তোমাদের চেয়ে অনেক ভালোমতো বোঝে। মেসুদকে যদি তোমাদের বিরক্তিকর মনে হয়, তোমরা তার কাছ থেকে দূরে থাকবে। আমি জোর করে তোমাদের তার সাথে কথা বলতে বাধ্য করব না।'

আর কখনো বিষয়টা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। মেসুদ ইতিমধ্যে হাভেলির একজন নিয়মিত অতিথিতে পরিণত হয়েছে।

হালিমাই প্রথম সীমা অতিক্রমের প্রয়াস নেয়। নিষিদ্ধ ফলের চেয়ে আকর্ষণীয় আর কিছুই হতে পারে না। একদিন সন্ধ্যাবেলা, কামিল আর পরিবারের অন্য সদস্যরা যখন তার বড় বিবির আব্বাজানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যায়, হালিমা বাসায় নিজেকে একলা দেখতে পায়। পরিচারক আর সশস্ত্র প্রহরীর দল তাদের মালিকের সঙ্গে কবর দিতে গেছে। মেসুদ, অসন্দিগ্ধ মেসুদ,

BanglaBook.org

পরিবারের নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর খবর সম্বন্ধে অবগত না থাকায়, বন্ধুর সাথে আহার করতে উপস্থিত হয়। সে হাভেলির খাঁ-খাঁ করতে থাকা আঙিনায় তাকে স্বাগত জানাতে সুন্দরী হালিমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তার হালকা লাল চুলে অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ খেলা করছে, তাকে দেখে তার নিশ্চয়ই তখন ককেশাসের থেকে আগত কোনো রূপকথার রাজকন্যার কথা মনে পড়েছে।

সে আমাকে পরবর্তী ঘটনাসমূহের হুবহু বিবরণ দেয়নি যে কীভাবে আমাদের উন্নত হৃদয় যোদ্ধা মেসুদ সেদিনের শেষ সন্ধ্যার আবছা আলোতে হালিমার নাশপাতি-সদৃশ্য স্তনে আলতো করে মাথা ছুঁইয়ে, তাকে নিজের রতিতৃপ্ত দেহ দিয়ে জড়িয়ে রাখা প্রেক্ষাপটের জন্ম দিয়েছিল। মহানুভব, আমি জানি আপনি খুঁটিনাটি বর্ণনার তারিফ করেন, কিন্তু আজ আপনাকে সন্তুষ্ট করতে আমার কল্পনাশক্তির শালীনতাবোধ অপারগ। তাদের পরস্পরের প্রতি অনুভূত আবেগ মন্থরগতিতে কাজ করতে থাকা বিষে পরিণত হয়।

মাস অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে, মেসুদ কেবল কামিলকে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণের সুযোগ সন্ধান করতে থাকে। তাকে হয়তো ফুসতাতে তদন্তর্ভুক্ত করা হয়, বা নতুন দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণকার্য অবেক্ষণ করতে, বা নতুন সৈন্যদের অসিযুদ্ধে প্রশিক্ষণ দিতে বা অন্য কোনো বিশেষ দায়িত্ব পালনে পাঠানো হয়, যা মেসুদের কুটিল আর আচ্ছন্ন মনে খেলা করে।

হালিমা আমায় বলেছে যে, তারা তাদের অভিসারের জন্য একটা স্থান খুঁজে বের করেছিল, জায়গাটা সে যেখানে থাকে সেই আহমুদিয়ার আবাসস্থলের কাছেই অবস্থিত। হালিমার অজান্তে, কামিলের আম্মিজান তাকে অনুসরণের জন্য বিশ্বস্ত এক ভৃত্যকে নিয়োগ করেছিল, যতক্ষণ না প্রেমিকযুগলের অভিসার নিত্য-নৈমত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে। একদিন সে তার ছেলেকে ডেকে আনতে একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করে। সে ভান করে যে মৃত্যু তার দুয়ারে এসে কড়া নাড়ছে। কামিল, দুশ্চিন্তায় পাগলপারা হয়ে তড়িঘড়ি করে বাসায় এসে উপস্থিত হয় এবং তার আম্মিজানকে সুস্থ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু সে তার মায়ের মুখের অভিব্যক্তি দেখে নিমেষে সব কিছু বুঝতে পারে। সে একটা শব্দও উচ্চারণ না করে কেবল বারো বছর বয়সী গুপ্তচর-ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে এবং নিজের ছেলেকে ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে। কামিল তার তরবারি রেখে বিদায় নিতে গেলে সে তাকে বলে, সে হয়তো শীঘ্রই এটা ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করতে পারে।

ছোট ছেলেটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়। কামিল বিমূঢ়ভাবে তাকে অনুসরণ করে। সে জানে যে তার আম্মিজান হালিমাকে অপছন্দ করে। সে ভালো করেই জানে যেখানে সে যাচ্ছে সেখানে সে হালিমাকে দেখতে পাবে। কিন্তু সে কক্ষের ভেতর প্রবেশ করার পরে যা দেখে সে জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মেসুদ আর হালিমা মেঝেতে নগ্ন অবস্থায় শুয়ে, একে-অপরকে পরমানন্দে ভাসিয়ে নিচ্ছে।

BanglaBook.org

কামিল চিৎকার করে ওঠে। সেটা ছিল একটা ভয়ংকর চিৎকার। ক্রোধ, ঈর্ষা, বিশ্বাস ভঙ্গের বেদনা– সব কিছু সেই চিৎকারের মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল। মেসুদ নিজেকে আবৃত করে এবং উঠে দাঁড়ায়, অপরাধবোধে তার মুখ বিকৃত দেখায়। সে লড়াই করার কোনো চেষ্টাই করে না। সে জানে তার কী প্রাপ্য এবং ধৈর্য সহকারে তার শাস্তির জন্য অপেক্ষা করে। কামিল তার তরবারি দিয়ে বন্ধুর হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।
হালিমা একেবারে নির্বাক হয়ে থাকে। সে কেবল মেঝে থেকে নিজের আলখাল্লাটা তুলে নেয় এবং কামরা থেকে বের হয়ে যায়। সে দেখে না যে তার প্রেমিকের ফিনকি দিয়ে বের হতে থাকা রক্ত দেখে তার স্বামী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেটা সব কিছু খেয়াল করে। সে দেখে তার মালিক নিজের মৃত বন্ধুর শবদেহকে বিকৃত করছে। সে তাকে অন্যায়কারী অঙ্গটি শবদেহ থেকে আলাদা করতে দেখে। তার ক্রোধ তারপর প্রশমিত হয়, কামিল ভগ্নস্তূপের মতো মাটিতে বসে পড়ে এবং কাঁদে। সে তার মৃত বন্ধুর সাথে কথা বলে। সে জানতে চায় মেসুদ কেন তাদের বন্ধুত্বের চেয়ে হালিমার দেহকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছে।
'আমায় যদি তুমি একবার বলতে,' সে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম।'

সুলতান কাজির গল্পের এই পর্যায়ে তার বলার মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন।
'আল-ফাদিল, যথেষ্ট। আমাদের যা জানার প্রয়োজন ছিল তার সব কিছুই আমরা শুনেছি। একটা শোচনীয় ঘটনা। আমার সেরা অশ্বারোহী যোদ্ধাদের একজন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সে নিহত হয়েছে, ফ্রানজদের হাতে না, তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর হাতে। আমার দিনটা ইবনে ইয়াকুবের সাথে এত সুন্দরভাবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু আপনি এখন এই যন্ত্রণাদায়ক কাহিনি শুনিয়ে দিনটার আমেজ নষ্ট করেছেন। এই সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। সমস্যার ভেতরেই সমাধান নিহিত আছে। তাই নয় কি ব্যাপারটা?'
কাজি বিষণ্ন ভঙ্গিতে হেসে ওঠে।
'একটা পর্যায় পর্যন্ত, অবশ্যই, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা দেখলে, এটা একটা মারাত্মক অপরাধ, যার সাথে শৃঙ্খলার বিষয় জড়িত। কামিল তার ঊর্ধ্বতন একজন আধিকারিককে হত্যা করেছে। তাকে যদি শাস্তি না দেয়া হয়, খবরটা ছড়িয়ে যাবে। এটা সৈন্যদের মনোবল দুর্বল করবে, বিশেষ করে সিরিয়ানদের, যারা মেসুদকে ভালোবাসতো। আমার মনে হয় শাস্তি দেয়া দরকার। সে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারে না। মহামহিমের রাজত্বে ন্যায়বিচারের দায়িত্ব আমার এবং কেবল আমার। আপনিই কেবল আমার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতে পারেন। এ বিষয়ে আপনি কি পরামর্শ দেবেন?'

BanglaBook.org

'আল-ফাদিল, আপনার অভিপ্রায়?'

'আমি কামিলের শিরোশ্ছেদের আদেশ দেব।'

'না!' সুলতান চিৎকার করে ওঠেন। 'আপনি দরকার মনে করলে তাকে চাবুকাঘাতের সাজা দিতে পারেন কিন্তু এর বেশি কিছু না। একটা অদম্য আবেগের আকস্মিক স্ফুরণের কারণে অপরাধটা সংঘটিত হয়েছে। বন্ধু আমার, এমনকি আপনিও এই একই পরিস্থিতিতে সংযমের অনুশীলন করা কতটা দুঃসাধ্য বুঝতে পারতেন।'

'সুলতানের যেমন অভিরুচি।'

কাজি তার আসনে বসে থাকেন। দীর্ঘদিন তার সুলতানের খেদমতে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতা থেকে সে সহজ প্রবৃত্তিতে জানে যে, সালাহ্ আল-দ্বীনের কাছে এই কাহিনির তাৎপর্য এখনো শেষ হয়নি। তাদের কেউই কয়েক মিনিটের জন্য কোনো কথা বলে না।

'আল-ফাদিল, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেন,' একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর জানতে চায়, 'সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত তরুণীর কী অবস্থা?'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজে হয়তো তাকে প্রশ্ন করতে চাইবেন এবং আমি তাই একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাকে আগেই প্রাসাদে নিয়ে এসেছি। তাকে ব্যভিচারের অপরাধে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়া উচিত। সুলতানই তার শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। এটা একটা লোকগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হতে হবে। বাজারে ইতিমধ্যে জোর গুজব যে, মেয়েটার ওপর শয়তান ভর করেছে।'

'আমার জানবার কৌতূহল হচ্ছে। মেয়েটা আসলেই কেমন ধারার জীব? আপনি যাবার সময়, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

কাজি নতজানু হয়ে মাথা নুইয়ে বিদায় নেয় এবং আমার উপস্থিতিকে ন্যূনতম স্বীকৃতি না জানিয়েই কক্ষ ত্যাগ করে।

'ইবনে ইয়াকুব, আমি একটা বিষয় এখনো বুঝতে পারছি না,' সুলতান চিন্তিত কণ্ঠে বলেন, 'আল-ফাদিল বিষয়টা কেন আমার কাছে পেশ করেছে। সে হয়তো আমার অনুমতি ছাড়া কোনো মিসরীয় আধিকারিককে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঝুঁকি নিতে চায়নি। সম্ভবত। আমার মনে হয় এটাই কারণ। কিন্তু আল-ফাদিলকে কেউ ঊন জ্ঞান করলে ভুল করবে। রঙ্গিলা উটের মতো স্বভাব আমাদের কাজিসাহেবের। আমি নিশ্চিত, এর পেছনে একটা গোপন অভিপ্রায় অবশ্যই আছে।'

একজন দ্বারিক এই সময় ভেতরে প্রবেশ করে এবং ঘোষণা করে যে, হালিমা দরজার বাইরে প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছে। সুলতান মাথা নেড়ে সম্মতি দেন এবং প্রবেশক তাকে ভেতরে তার সামনে এনে উপস্থিত করে। হালিমা তার সামনে হাঁটু ভেঙে নতজানু হয় এবং তার পায়ে কপাল ঠেকিয়ে তাকে অভিবাদন জানায়।

BanglaBook.org

'যথেষ্ট হয়েছে,' বিচারকের আসনে উপবিষ্ট একজন শাসকের রূঢ় স্বরে বলেন, 'আমাদের সামনে স্থির হয়ে বসো।'

সে উঠে বসলে, আমি প্রথমবারের মতো তার মুখমণ্ডল দেখতে পাই। তার সৌন্দর্য যেন একটা প্রদীপের মতো পুরো কক্ষটা আলোকিত করে তুলল। গড়পরতা লাবণ্যের কাতারে তাকে মোটেই ফেলা যাবে না। তার মাঝে বিদ্যমান বিষণ্নতা সত্ত্বেও, তার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত আর চিকচিক করছে। এই মেয়ে জল্লাদের সামনে কোনোভাবেই স্বেচ্ছায় যাবে না। সে মরিয়া হয়ে লড়াই করবে। তার চোখে-মুখে প্রতিরোধের সংকল্প স্পষ্ট ফুটে আছে।

আমি কাগজ-কলম নিয়ে সুলতানের দিকে ঘুরে তাকাই এবং তার মুখের কথা লিপিবদ্ধ করতে অপেক্ষমাণ, আমি দেখি তিনিও এই যুবতীর সৌন্দর্যের ছটায় সম্মোহিত হয়েছেন। তার বয়স খুব বেশি হলে বিশ বছর হবে।

সালাহ্ আল-দ্বীনের চোখে তার অজান্তে একটা আর্দ্রতা ফুটে উঠেছে আমি পূর্বে যা কখনো দেখিনি কিন্তু নারী সান্নিধ্যে কখনো তার সাথে আমি উপস্থিতও ছিলাম না। সুলতান তার দিকে এমন তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, যার সামনে অন্য যে কেউ আতঙ্কিতবোধ করবে, কিন্তু হালিমা সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সুলতানই শেষ পর্যন্ত নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নেন। প্রথম দ্বৈরথে হালিমার জয় হয়।

'আমি অপেক্ষা করছি,' তিনি অবশেষে কথা খুঁজে পান। 'আমায় বলো কেন আমি তোমায় কাজির হাতে তুলে দেব না, যে তোমার অপরাধের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ করে তোমায় মৃত্যুদণ্ড দিতে আগ্রহী।'

'ভালোবাসা যদি অপরাধ হয়,' মেয়েটা আত্মকরুণায় সিক্ত স্বরে কথা শুরু করে, 'দয়ালুদের অধিপতি, আমার তাহলে মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য।'

'ভালোবাসা নয়, হতভাগা মেয়ে, কিন্তু ব্যভিচার বটে। স্রষ্টার সামনে তুমি তোমার স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।'

মেয়েটার চোখে এ কথায় ইস্পাতের শানিত ঝিলিক দেখা যায়। বিষণ্নতা মুছে যায় এবং সে কথা বলতে শুরু করে। তার কণ্ঠস্বরও বদলে গেছে। সে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলে এবং সেখানে বিনয়ের ছিটেফোঁটাও উপস্থিত নেই। সে নিজের ধৃতি পুরোপুরি ফিরে পেয়েছে এবং সুলতানের সাথে কথা বলার সময় তার স্বরে এমন নিশ্চিত একটা ভাব উঁকি দিয়ে যায় যে, সে যেন নিজের সমকক্ষ কারো সাথে কথা বলছে।

'আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না দুজন মানুষের জন্য এই পৃথিবী কীভাবে এত ছোট প্রতিপন্ন হয়। মেসুদ যখন আমার সাথে নেই, তার স্মৃতি আমার জন্য যন্ত্রণার নামান্তর হয়ে উঠেছে। আমি বাঁচি বা মরি কোনো কিছুর আর তোয়াক্কা করি না এবং কাজির শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। সে প্রস্তরাঘাতে আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে, কিন্তু আমি করুণা ভিক্ষা করব না বা নিজের

অনুশোচনার কথা শকুনদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলব। আমি বিমর্ষ, লজ্জিত কিন্তু আমি মোটেই দুঃখিত নই। এই জীবনে আমি যতটা সম্ভব মনে করেছিলাম সুখের সংক্ষিপ্ত লহমা তার চেয়ে অনেক কিছু আমায় দিয়েছে।'
সুলতান তার আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞেস করেন। সে মাথা নাড়ে। সুলতান এরপর তাকে তার জীবনকাহিনি বলতে অনুরোধ করে।

কামিল ইবনে জাফরের পরিবারের নিকট আমায় বিক্রি করে দেয়া হয় আমার যখন দুই বছর বয়স। তারা বলেছিল আমি একজন এতিম, কুর্দি বণিকেরা অনেক দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় আমায় খুঁজে পেয়েছিল। তারা আমায় করুণা করেছিল কিন্তু তাদের করুণার স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র কয়েক বছর। কামিল বিন জাফরের মায়ের পক্ষে পুনরায় গর্ভধারণ করা সম্ভব ছিল না। তারা সেই সময় আমায় বলেছিল, তার স্বামী মারা গেছে। সে তার আব্বাজানের বাসায় বাস করত এবং এই সহৃদয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাস্তা থেকে কুড়িয়ে তার জন্য একটা সন্তান নিয়ে এসেছে। আমি ছিলাম একটা মৌসুমি বাণিজ্যের অংশ। আমি আমার অতীত সম্পর্কে এতটুকুই বলতে পারি। কামিলের তখন দশ কি বারো বছর বয়স। সে তখনই দয়ালু আর স্নেহময় একটা চরিত্র এবং সে সব সময় আমার প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখত। সে আমার সাথে এমন আচরণ করত যে, আমি যেন তার আপন মায়ের পেটের বোন। তার মায়ের অভিব্যক্তি অবশ্য ভিন্ন ছিল। তিনি কখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি যে আমাকে নিজের মেয়ের মতো নাকি আর পাঁচটা ক্রীতদাসীর মেয়ের মতো মানুষ করবেন। আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে অবশ্য হাভেলিতে আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে তার ধারণা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আমি তখনো পরিবারের সদস্যদের সাথে আহার করতাম, যা অন্য ভৃত্যদের মাঝে বিরক্তির উদ্রেক করত, কিন্তু আমাকে তার ব্যক্তিগত পরিচারিকা হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়। সেটা মোটেই খারাপ জীবন ছিল না, যদিও আমার প্রায়ই নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হতো। অন্যদের ব্যক্তিগত পরিচারিকারা আমাকে কখনো ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করত না।
প্রতিদিন হাভেলিতে একজন বৃদ্ধ লোক আসতেন আমাদের কোরআন শরিফের ফজিলত শিক্ষা দিতে এবং তিনি সেই সাথে মহানবী (সা.) আর তার সাহাবিদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ শোনাতেন। কামিল শীঘ্রই এসব পাঠে অংশ নেয়া বন্ধ করে দেয়। সে বন্ধুদের সাথে ঘোড়া নিয়ে ঘুরতে যেত আর তীরধনুক দিয়ে নিশানা ভেদ অনুশীলন করত। একদিন আমাদের পবিত্র কালাম শিক্ষা দানকারী সেই বৃদ্ধ লোকটাকে হঠাৎ দেখে ভয় পেয়ে যাই, এবং সে সময় কামিলের আম্মিজান দ্রুত সেই কামরায় প্রবেশ করে।
হুজুর সাহেব, বিড়বিড় করে আল্লাহর নাম নেন, তাকে বলেন যে, আমার কার্যকলাপ শিষ্টাচারবহির্ভূত আর আমি কামুক। তিনি তার সামনেই আমার মুখে দু'বার চড় মারেন এবং তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কামিল বাসায়

BanglaBook.org

ফিরে এলে আমি তাকে আসল ঘটনা খুলে বলি। সে তার মায়ের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সেই হুজুরকে ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের বাড়ির কাছে আসতে দেয়া হয়নি। আমার মনে হয়, তিনি আমার প্রতি কামিলের মমত্ববোধের কারণে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং শীঘ্রই তিনি তার জন্য একজন স্ত্রীর বন্দোবস্ত করেন। তিনি তার বোনের মেয়ে জেনোবিয়াকে, নির্বাচিত করেন, যে বয়সে আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।

কামিলের বিয়ের পরে আমাকে তার অল্পবয়সী স্ত্রীর প্রয়োজন খেয়াল রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি তাকে পছন্দ করতাম। আমি এই পরিবারের সাথে প্রথম যখন যুক্ত হই সেদিন থেকেই আমরা পরস্পরকে চিনি এবং আমরা প্রায়ই একে-অপরের সাথে নিজেদের গোপন কথাগুলো ভাগাভাগি করতাম। জেনোবিয়ার গর্ভে যখন কামিলের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাদের সবার মতো আমিও পুলকিত হই। আমি বাচ্চাটার দারুণ যত্ন নিতাম এবং তার প্রতি আমার ভালোবাসা এত বেড়ে যায় যে, সে যেন আমার নিজেরই সন্তান। জেনোবিয়াকে আমার ঈর্ষা হতো, যাকে আল্লাহতালা অফুরন্ত দুধের ভাণ্ডার দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

সব কিছুই দারুণ সুন্দর চলছিল– এমনকি কামিলের আম্মিজানও আগের মতো বন্ধুত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছেন– যতক্ষণ না নিয়তি নির্ধারিত সেই দিন যেদিন কামিল আমার হাত ধরে আমায় একপাশে সরিয়ে নিয়ে আসে এবং জানায় যে সে আমাকে ভালোবাসে এবং সেটা কেবল ভাইয়ের মতো ভালোবাসা নয়। আল্লাহ আমার সাক্ষী, আমি দারুণ বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। কিন্তু কামিল তারপরও নাছোড়বান্দার মতো অবিচল থাকে। আমাকে তার চাই। আমি দীর্ঘ একটা সময়, তাকে ঠেকিয়ে রাখি। আমি তার জন্য দারুণ মমত্ব অনুভব করতাম কিন্তু আবেগের কোনো উপস্থিতি সেখানে ছিল না। কখনো যে ছিল তারও কোনো আলামত দেখা যায় না।

আমি জানি না কামিলের আম্মিজান যদি ভিস্তিঅলার ছেলের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে আমাকে বিদায় করার চেষ্টা না করতেন তাহলে পরে কী ঘটত, বা আদৌ কীভাবে বিষয়টার সমাপ্তি ঘটত। লোকটা রুক্ষ প্রকৃতির ছিল এবং আমাকে খুব একটা আকর্ষণ করত না। কিন্তু বিয়ে, মহামহিম হুজুর অবশ্যই জানেন, মেয়েদের জন্য কখনো স্বেচ্ছানুবর্তী পছন্দের বিষয় না। আমার মালকিন যদি আমার ভাগ্য নির্ধারিত করতেন, আমাকে অবশ্যই তাহলে ভিস্তিঅলার ছেলেকেই বিয়ে করতে হতো।

কামিল খবরটা শুনে একদম ভেঙে পড়ে। সে ঘোষণা করে যে, এমনটা কখনো ঘটবে না আর তার স্ত্রী হতে রাজি হওয়ার জন্য তখনই আমাকে অনুরোধ করে। তার আম্মিজান খবরটা শুনে দারুণ মর্মাহত হন। তার স্ত্রী ঘোষণা করে যে, কামিলের পছন্দ, তার পরিচারিকাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে,

BanglaBook.org

তাকে ভীষণ লজ্জিত করেছে। উভয় মহিলাই পরবর্তী কয়েক মাস আমার সাথে বাক্যালাপ একেবারেই বন্ধ করে দেয়।

আমার পরিস্থিতিটা একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করেন। আমার জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য কেউ সেদিন আমার পাশে ছিল না। আমি রাতের বেলা, বিছানায় শুয়ে আমি কখনো যে মাকে দেখিনি সেই মায়ের সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতাম। আমি পুরোপুরি নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে আমার মুখোমুখি হওয়া পছন্দগুলো বিবেচনা করতে চেষ্টা করতাম। ভিস্তিঅলার ছেলের কথা চিন্তা করলেই বিবমিষাবোধ আমাকে আক্রান্ত করত। আমি তার স্পর্শ সহ্য করার চেয়ে বরং মৃত্যুবরণ করব বা কোথাও পালিয়ে যাব। কামিল, আমার প্রতি সব সময় সহৃদয় আর প্রেমময় আচরণ করেছে, একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প পছন্দ। আমি তার স্ত্রী হতে রাজি হই।

কামিল আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। আমি সন্তুষ্ট এবং অসুখী নই, যদিও জেনোবিয়া আমায় ঘৃণা করে এবং কামিলের আম্মিজান আমার সাথে এমন আচরণ করতেন, যেন আমি রাস্তা থেকে উঠে আসা ধুলোবালি। তার নিজের অতীত মেঘের মতো তার ওপর সব সময় ঝুলে থাকত। তিনি কখনো ভোলেননি যে তিনি যখন তাদের সন্তান ধারণ করে ভারী হয়ে গিয়েছিলেন তখন কামিলের আব্বাজান অন্য আরেকটা মেয়ের জন্য তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি এক রাতে কায়রোর উদ্দেশে রওনা হন এবং আর কখনো ফিরে আসেননি। আমি শুনেছিলাম, বাগদাদে তাঁর একটা পরিবার আছে, যেখানে তিনি মূল্যবান পাথর কেনাবেচার ব্যবসা করেন। তার নাম কখনো উল্লেখ করা হতো না, যদিও কামিল তার কথা অনেক চিন্তা করত। আমি এতক্ষণ এই গল্পে তার আম্মিজানের ভাষ্য বর্ণনা করলাম।

রসুইঘরে প্রচলিত আরেকটা ভাষ্য ছিল, যা সবাই জানত। আমি গল্পটা শুনেছিলাম কেবল তখনই যখন অন্য ভৃত্যরা নিশ্চিত হয় যে আমি কাহিনিটা তাদের মালকিনের কানে পৌঁছে দেব না। সত্যি ঘটনাটা হলো এই যে, একবার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে এসে তিনি যখন আবিষ্কার করেন তার স্ত্রী স্থানীয় এক বণিকের সাথে যৌনসঙ্গমে মিলিত হয়েছে কামিলের আব্বাজান আমাদের শহর থেকে পালিয়ে যান। তার গর্ভের সন্তান তার ঔরসজাত নয়। আমাদের বিয়ের পরে কামিল আমায় বিষয়টা নিশ্চিত করে। তার আম্মিজান জানতেন যে সত্যিটা আমায় বলা হয়েছে এবং তার ঘৃণার সাথে এই ভাবনাটাই মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল। আল্লাহতালা কেবল জানেন আমাদের সবার ভাগ্যে কী ঘটত।

মেসুদ তখন খুবানির মতো চোখ আর মধুর মতো মিষ্টি ঠোঁটের অধিকারী, আমার জীবনে প্রবেশ করে। সে আমাকে দামেস্কের গল্প বলে এবং কীভাবে সে সুলতান ইউসুফ সালাহ আল-দ্বীন ইবনে আইয়ুবের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। আমি তার আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে পারি না। তাকে বাধা দেয়ার

BanglaBook.org

কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমার আগে কখনো অভিজ্ঞতা হয়নি এমন কিছু একটা আমি তার জন্য অনুভব করি।

হে মহান সুলতান, আমার এইটুকুই গল্প। আমি জানি, কোনো ধরনের দুর্দৈব ছাড়াই আপনি বেঁচে থাকবেন, আপনি দারুণ সব বিজয় অর্জন করবেন, আপনি আমাদের শাসন করবেন, আপনি রায় শোনাবেন এবং আপনি যেভাবে আপনার সন্তানদের মানুষ করতে আগ্রহী আপনি নিশ্চিত করবেন তারা যেন সেভাবেই বড় হয়। আপনি যেখানে অবস্থান করছেন আপনার সাফল্য আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিয়েছে। এই পথহারা, অন্ধ এবং গৃহহীন প্রাণী তার আস্থা আপনার ওপর অর্পিত করছে। আল্লাহর অভিপ্রায় অবশ্যই পালিত হবে।

হালিমা যখন নিজের জীবনকাহিনি বলছিল, সালাহ আল-দ্বীন তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ পরম তৃষ্ণায় পান করছিলেন, প্রতিটি অভিব্যক্তি এবং তার চোখের প্রতিটি দীপ্তি খেয়াল করছিলেন। বন্য কিন্তু কোণঠাসা বিড়ালের মতো তার চোখের দৃষ্টি। তিনি এখন একজন কাজির মতো আবেগহীন, সংযত দৃষ্টিতে যেন তার মুখটা পাথরে খোদাই করা, তাকে পর্যবেক্ষণ করেন। সুলতানের দৃষ্টির তীব্রতা মেয়েটাকে বিচলিত করে তোলে। এইবার তার পালা, সে নিজের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

তিনি মুচকি হাসেন এবং হাততালি দেন। চিরবিশ্বস্ত সাধি কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সুলতান তার সাথে কুর্দি উপভাষায় কথা বলেন, যা আমি বুঝতে পারি না। শব্দনাদ হালিমার কোনো গভীর তন্ত্রীতে টোকা দেয়। সে তার সামনের লোক দুজনকে নিজেদের স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে শুনে চমকে তাকায় এবং মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে।

'তার সাথে যাও,' সুলতান তাকে বলেন। 'সে কাজির পাথর থেকে অনেক দূরে তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।'

হালিমা সুলতানের পায়ে চুমু খায় এবং সাধি তার কনুই ধরে তাকে কক্ষ থেকে বাইরে নিয়ে যায়।

'ইবনে ইয়াকুব নির্ভয়ে কথা বলেন। আপনার ধর্মবিশ্বাস আমাদের অনেক বিধান ধারণ করে। আপনি আমার স্থানে থাকলে, বাব আল-বারকিয়ার বাইরে এমন সুন্দর একটা সৃষ্টিকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে দিতেন?'

আমি কথা না বলে মাথা নাড়ি।

'মহামান্য সুলতান, আমি দিতাম না, কিন্তু মহান কাজির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার ধর্মের বেশি গোঁড়া অনুসারীদের ভেতর অনেকেই একমত হবে।'

'আমার নীতিবান অনুলেখক, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, যে আল-ফাদিল সত্যিই তাকে হত্যা করতে চায়নি। এটাই হলো পুরো বিষয়টার মর্মবস্তু। তিনি চেয়েছিলেন যে, আমি যেন সিদ্ধান্তটা নিই। এটাই সারকথা। তিনি ইচ্ছা করলে, তিনি নিজেই পুরো বিষয়টা সামলাতে পারতেন– এবং যখন

BanglaBook.org

হস্তক্ষেপ করার জন্য অনেক দেরি হয়ে যেত কেবল তখনই আমায় বিষয়টা জানাতে পারতেন। মেয়েটার কাহিনি শোনার জন্য আমায় অনুরোধ করে, তিনি জানেন যে তাকে তিনি রহস্যময় নিয়তির নিষ্ঠুর অনিশ্চয়তার কবলে ন্যস্ত করেননি। তিনি খুব ভালো করেই আমায় চেনেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখব। সত্যি কথা যদি বলতেই হয়, আমার মনে হয় আমাদের কাজিও হালিমার সৌন্দর্যে সম্মোহিত হতেন। আমার মনে হয় হারেমে সে নিরাপদেই থাকবে।

'এখন, আজকের দিনটা দারুণ ক্লান্তিকর ছিল। আমার বিশ্বাস, আপনি আমার সাথে রুটির কিছু টুকরো ভাগ করে নেবেন?'

BanglaBook.org

চার

# একজন খোজা মহান সুলতান জেঙ্গিকে হত্যা করে এবং সালাহ্ আল-দ্বীনের পরিবারের ভাগ্যের মোড় ঘুরে যায়; সাধির গল্প

আমি পরের দিন সকালবেলা পূর্বনির্ধারিত সময়ে প্রাসাদে উপস্থিত হই এবং সাধি আমায় পথ দেখিয়ে পাঠগৃহে নিয়ে আসে। সুলতান নিজে তখনো সেখানে উপস্থিত হননি। আমি আমার কাছে তখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত গ্রন্থসমূহের পৃষ্ঠায় নিজেকে ব্যস্ত করে তুলি।

আমাকে দুপুর নাগাদ একজন বার্তাবাহক, সাধি তার ঠিক পেছনেই অবস্থান করছে, আমায় জানায় যে সুলতান রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত আছেন এবং সেদিন তার আর সময় হবে না।

আমি বিদায় নিতে যাব তখন সাধি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করে ইশারা করে। আমি সামনের দিকে ঝুঁকেপড়া এই বৃদ্ধ লোকটার ব্যাপারে সতর্ক থাকি, যে এখনো নিজের সাদা দাড়ি মেহেদি দিয়ে রঞ্জিত করার মতো যথেষ্ট দাম্ভিক এবং যার তেল চকচক করতে থাকা টাক মাথা সূর্যের আলোয় বিপজ্জনকভাবে চিকচিক করে। আমার চেহারায় নিশ্চয়ই বিভ্রান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল।

'রাষ্ট্রীয় ব্যাপার?'

বৃদ্ধলোকটা হাসে, একটা কর্কশ, উচ্চৈঃস্বর, স্থূল, সন্দেহপ্রবণ হাসি, যেন নিজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

'আমার মনে হয় দুর্বলদের রক্ষাকর্তা দুর্গপ্রাসাদ পরিদর্শন করছেন না যেমনটা তার এই সময়ে করার কথা ছিল। তিনি বরং হালকা লাল চুলের মেয়েটার দেহের ফাটল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করছেন।'

আমি সামান্য চমকে উঠি, নিজেও ঠিকমতো বুঝতে পারি না সাধি যা বলেছে সেই শব্দ শুনে নাকি তারা যে বার্তা জ্ঞাপন করে সেটা অনুভব করে বেশি চমকে উঠেছি। এটা কি সত্যি হতে পারে? অশ্বারূঢ় অবস্থায় সুলতানের গতিবেগ কিংবদন্তিতুল্য এবং আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করি এই একই অসহিষ্ণুতা কি তার শয়নকক্ষের গতিময়তাকে বিশিষ্টতা প্রদান করে। আর হালিমা? সে কি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করেছে, কোনো প্রতিরোধ প্রয়াস

BanglaBook.org

ছাড়াই, বা নিদেনপক্ষে ধৈর্যধারণের জন্য মৌখিক অনুরোধ? এটা কি প্রলোভন, নাকি বলাৎকার?

প্রতিবেদন সম্ভবত নির্ভুল। আমি আরো তথ্য জানতে বেপরোয়া হয়ে উঠি কিন্তু আমি কোনো ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি, সাধিকে আরো উৎসাহিত করার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। সে এতে বিরক্ত হয়। সে আমার সাথে একটা গোপন রহস্য ভাগাভাগি করে একধরনের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির প্রয়াস নেয় এবং আমার সাড়ায় আন্তরিকতার ঘাটতিকে অবজ্ঞাপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে।

আমি তড়িঘড়ি করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় ফিরে আসি।

আমি পরের দিন ভোরে যখন ফিরে আসি, সুলতানকে পাঠগৃহে আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখে বিস্মিত হই। আমি ভেতরে প্রবেশ করার সময় তিনি স্মিত হাসেন, কিন্তু কোনো ধরনের রসিকতায় সময় নষ্ট না করে সাথে সাথে কাজ শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমার মনে হয়, সুলতানের পরিচিত কণ্ঠস্বর তার কথায় মনোযোগ দেয়ার জন্য আমাকে বাধ্য করার পূর্বে, আমি নিজের মানসপটে হালিমাকে এক ঝলকের জন্য দেখতে পাই। আমার চেয়ে বৃহত্তর কোনো শক্তির দ্বারা বলপ্রয়োগের ফলে আমার হাত যেন কাগজের ওপর গতিময়তা লাভ করে।

বাআলবেকে বসন্তকাল সব সময় গল্প বলতে আসা পর্যটকদের মতো আসে। রাতের বেলা আকাশটা দেখে মনে হবে তারকাখচিত একটা কম্বল। দিনের আলোয় এটা গাঢ় নীল রং ধারণ করে, যেন সূর্য সবার জন্য হাসছে। আমরা ঘাসের ওপর শুয়ে খুবানির ফুল ফোটার সময় বেসুরো গলায় গান গায়। আবহাওয়া ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং গ্রীষ্মকাল এগিয়ে আসতে আমরা পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা লিপ্ত হব, পরিষ্কার হ্রদের পানিতে কে প্রথম লাফ দেবে? হ্রদটা আবার গাছের একটা জটলার ভেতর লুকানো রয়েছে এবং আমরা সব সময় এর অবস্থানটি একটা গোপন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছি। যদিও বাআলবেকের সবাই এর সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে জানে।

একদিন আমরা যখন সাঁতার কাটছি তখন সাধিকে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখি। সে সেই দিনগুলোতে দৌড়াতে পারত যদিও যৌবনে সে আরো ভালো দৌড়াতে পারত। আমার দাদিজান একটা গল্প প্রায়ই বলে, সাধি কীভাবে এক পাহাড়ি গ্রাম থেকে বিশ মাইলের বেশি দূরে আরেক পাহাড়ি গ্রামে দৌড়ে যেতে পারত। সে সকালে ফজরের নামাজের পর বের হয়ে যেত এবং আমার দাদাজানকে প্রাতঃরাশ পরিবেশনের ঠিক পূর্বে ফিরে আসত। আমাদের পরিবার তিকরিতে চলে আসার আগে, ডিভনে থাকাকালীন সময়ের কথা, যা বহু বহু কাল আগের কথা।

BanglaBook.org

সাধি আমাদের পানি থেকে দ্রুত উঠে আসতে বলে এবং আমরা যেন দুর্গপ্রাসাদের দিকে যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে যাই। আমাদের আব্বাজান সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে আমাদের লক্ষ করে গালি দেয়, জঘন্য সব শাস্তির হুমকি দেয়, যদি আমরা তার আদেশ সাথে সাথে পালন না করি। তার মুখ দুশ্চিন্তায় টানটান হয়ে আছে। সেইবার আমরা তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

আমার বড় ভাই তুরান শাহ যখন এমন তাড়াহুড়োর কারণ অনুসন্ধান করে, সাধি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, তাকে বলে যে, আমাদের আব্বাজানই বলবেন আমাদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর কেমন বিপর্যয় নেমে এসেছে। আমরা সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে উঠি এবং যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াতে শুরু করি। আমার মনে আছে, তুরান শাহ, ফ্রানজদের সম্বন্ধে কিছু একটা বিড়বিড় করে আওড়ায়। তারা যদি তোরণদ্বারে অবস্থান করে তাহলে সে লড়াই করবে, সে জন্য যদি তাকে তরবারি চুরিও করতে হয়।

আমরা দুর্গপ্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছাতে বিলাপরত মেয়েদের একটা পরিচিত আওয়াজ শুনতে পাই। আমার মনে আছে, আমি তুরান শাহর হাত আঁকড়ে ধরে তার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। সাধি বিষয়টা খেয়াল করে এবং আমার আশঙ্কা নির্ভুলভাবে ভাষায় প্রকাশ করে।

সে আমায় তার কাঁধে তুলে নেয়ার ফাঁকে আমার কানে ফিসফিস করে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলে, 'তোমার আব্বাজান বেঁচে আছেন এবং সুস্থ আছেন। তুমি কয়েক মিনিটের ভেতরেই তাকে দেখতে পাবে।'

আমাদের আব্বাজান নন কিন্তু মহান সুলতান জেঙ্গি মৃত্যুবরণ করেছেন। বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা ফোরাত নদীর তীরে তার তাঁবুতে ঘুমিয়ে থাকার সময় এক মাতাল খোজার হাতে খুন হয়েছেন।

তিনি ফ্রানজদের সাথে পবিত্র ধর্মযুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। সুলতান জেঙ্গি আমার আব্বাজানকে বাআলবেকের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন এবং তিনি এখন উদ্বিগ্ন যে আমাদের বোধ হয় আবার আমাদের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে পথে নামতে হবে।

ফ্রানজদের কয়েক মাস আগে সুলতান জেঙ্গিই পরাজিত করেছিল এবং এক মাস অবরোধ করে রেখে আল-রুহা শহর দখল করেছিল, ফ্রানজরা যাকে এডেসা বলে। এই শহরটা, আমরা যখন আকুল নয়নে আল-কুদস আর খলিফা ওমরের তৈরি মসজিদের কথা বিবেচনা করি, আমাদের বিশ্বাসের খঞ্জরে একটা রত্নে পরিণত হয়েছিল।

আমার এখনো কবির লেখা শব্দগুলো মনে আছে, বাআলবেকের মালিক আর ক্রীতদাস উভয়ে প্রায়শই যা গেয়ে আকে। আমরা তাদের সাথে যোগ দিতাম এবং আমার মনে হয় যে এখনো আমি যদি গাইতে শুরু করি শব্দগুলো ঠিকঠিক আমার মনে পড়ে যাবে:

*তিনি অশ্বারোহীদের একটা স্রোতের সাথে এগিয়ে যান*
*পৃথিবীকে ওপর বন্যার পানির মতো নির্বিরোধে তারা বয়ে যায়*
*শত্রুর সাথে আলাপনে মাতে তার বর্শার ফলা*
*রক্তে আবৃত জিহ্বার মতো।*
*তিনি দয়ালু আর ক্ষমাশীল*
*কিন্তু যুদ্ধের ময়দানের উত্তেজনায় তিনি অনন্য*
*লড়াইয়ের আগুন আর উন্মত্তার মাঝে*
*পরাক্রম একমাত্র আইন*

সুলতান জেঙ্গির সাথে আমার আব্বাজানের উষ্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং তার মৃত্যুর কারণ আর যেভাবে তিনি খুন হয়েছেন তাকে সত্যিই বিচলিত করে। সাধি, বহু বছর পরে আমাকে আসল ঘটনাটা বলেছিল।

জেঙ্গি সুরাপানের দারুণ ভক্ত ছিলেন। তিনি যে রাতে খুন হন সে রাতে সুরার পুরো একটা বোতল তিনি পান করেছিলেন। তার হাতে তখনো ভৃঙ্গার ধরা, তিনি তরুণ এক সৈন্যকে শহর অবরোধের সময় যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আনতে বলেন। সুলতান তার তীব্র যৌন-লালসা প্রশমিত করতে সুদর্শন তরুণদের ব্যবহার করতেন।

ইয়ারুকতাশ, জেঙ্গিকে খুন করেছিল যে খোজা, ছেলেটাকে ভালোবাসতো। সে কোনো মতেই মেনে নিতে পারে না যে একজন বৃদ্ধ তড়িঘড়ি করে তার খোদাই করা দেহটাকে কলুষিত করছে। ঈর্ষার আবেশে অন্ধ হয়ে সে ছেলেটাকে অনুসরণ করে এবং ঘটনা কী ঘটছে নজর রাখে। সে তাঁবুর বাইরের প্রহরীদের জন্য সুরা নিয়ে আসে এবং তাদের তন্দ্রালু করে তোলে। তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, সে সন্তর্পণে তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করে তার মালিককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে, তরুণ সৈন্যটিও যোগ দেয়, যার দেহ থেকে জেঙ্গির আলিঙ্গনের উত্তাপ তখনো প্রশমিত হয়নি। সেটা ছিল তীব্র আবেগজনিত একটা হত্যাকাণ্ড।

ইতিহাস লিপিবদ্ধকারী অনুলেখকেরা ভান করেন যেন খোজা আর তার বন্ধুরা মিলে জেঙ্গির সুরাপূর্ণ আধার চুরি করেছিল। তারা ধরা পড়ে যাবার ভয়ে, মদমত্ত উন্মত্ততায় তাদের শাসককে খুন করে বসে। কিন্তু এই ভাষ্যটা একেবারেই অর্থহীন। সাধি আমায় সত্যিটা বলেছিল। সে নিশ্চয়ই আমার আব্বাজান আর চাচাজানের কাছে ঘটনাটা শুনেছিল। খুব কম বিষয়ই ছিল, যা তাদের দুজনার নজর এড়িয়ে যেতে পারত।

সেই সময় অবশ্য এ বিষয়ে আমি কিছুই না বা সামান্যই হয়তো জানতাম। আমি অবশ্য প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা অধ্যুষিত অন্য আরেক পৃথিবীর খবরাখবর সম্বন্ধে বিশেষ একটা আগ্রহী ছিলাম না। আমি আবারও পরিবারের বড় সন্তান না হবার সুবিধা ভোগ করি। শাহান শাহের জন্য সেই প্রাধিকার সংরক্ষিত



BanglaBook.org

ছিল। সে, শুক্রবার জুমার নামাজের সময় বা যখন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো আমার আব্বাজানের ঠিক পাশে বসতে বাধ্য ছিল। তাকে শাসন করার কৌশলে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। তুরান শাহ আর আমি না হেসে পারতাম না যখন দেখতাম সে আমাদের আব্বাজানের কথা বলার ভঙ্গি পরিগ্রহণ করা শুরু করেছে।

আমাদের উপকূলবর্তী শহরগুলোর, এমনকি আল-কুদসও, ফ্রানজরা যে শহরটিকে জেরুজালেম রাজ্য বলে অভিহিত করত, অবরোধ, আমার কাছে জীবনের নৈমত্তিক ঘটনাবলিতে পরিণত হয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে আমার আব্বাজান আর আমার চাচাজান শিরকুহকে অতীতের কথা আলোচনা করতে শুনতাম, বিশেষ করে বাচ্চারা উপস্থিত থাকলে তারা সেটা করতেন। তারা যদিও একে-অপরের সাথে কথা বলেন কিন্তু আমরাই ছিলাম তাদের আসল শ্রোতা। আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে কী ঘটেছে তার মাত্রা যেন বুঝতে পারি তারা সেটা এভাবেই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

বর্বরদের আগমন প্রথম কীভাবে হয়েছিল এবং তারা কীভাবে মানুষের মাংস খেত আর গোসল না করে থাকত তারা সেসব কথা আলোচনা করতেন। তারা সব সময় আল-কুদসের নিয়তির মন খারাপ করা সব কাহিনির পুনরাবৃত্তি করতেন। বর্বরের দল সব বিশ্বাসীদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আপনাদের জনগোষ্ঠীর সবাইকে, ইবনে ইয়াকুব, আমি নিশ্চিত যে আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবেই জানেন, সোলেমানের মন্দিরে জড়ো করা হয়েছিল। ফ্রানজরা মন্দির থেকে বাইরে বের হবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পবিত্র স্থানটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তারা আল-কুদসের অতীত মুছে ফেলতে আর ভবিষ্যৎ নতুন করে লিখতে চেয়েছিল, যা একটা সময়, ধর্মগ্রন্থের অধিকারী জনগোষ্ঠীদের, আমাদের সবার ছিল।

আমাকে ছেলেবেলায় আল-কুদসের গল্পই কেবল সত্যিকারের আলোড়িত করত। বর্বরদের নিষ্ঠুরতা বিষের মতো মানুষদের মূক করে দেয়। আল-কুদস কখনো আমাদের ভান করা পৃথিবী থেকে অনুপস্থিত ছিল না। আমরা আমাদের ঘোড়ার পিঠে উঠে ভান করতাম আমরা আল-কুদসের ফ্রানজদের বিতাড়িত করতে যাত্রা করেছি, ঘটনাটার মানে সচরাচর বোঝাত সাধিকে রসুইঘর থেকে বের করে দেয়া। ইবনে ইয়াকুব, সত্যিকারের সেই দিন কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়। আমাদের লোকেরা অচিরেই আল-কুদসে ফিরে যাবে। আমরা আবারও শহর অ্যান্টিওক এবং ত্রিপোলি, শহর অ্যাক্রে এবং টায়র দখল করব।

এটা নিশ্চিত যে, ফ্রানজরা পরাস্ত হবে, কিন্তু বিশ্বাসীদের শিবিরে বিভক্তির এত তীব্রতা থাকলে আমরা কীভাবে তাহলে বিজয়ী হব? প্রথমেই দেখো, আমাদের খলিফা দুজন; একজন বাগদাদে যিনি কেবল নামেমাত্র শাসক এবং অন্যজন কায়রোতে, যিনি দুর্বল। খিলাফতের পতনের ফলে সর্বত্র ছোট ছোট রাজ্য

BanglaBook.org

মাথা চাড়া দিচ্ছে। জেঙ্গি যেদিন মারা যান আমার আব্বাজান বলেছিলেন, আমরা একতাবদ্ধ না হলে ফ্রানজদের কখনো পরাস্ত করা যাবে না। তিনি একজন সেনাপতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথাটা বলেছিলেন কিন্তু কথাগুলো বৃহত্তর, আধ্যাত্মিক অর্থেও সত্যি। আমাদের নিজেদের ভেতরে শত্রুতার জড় অনেক গভীরে প্রোথিত। আমরা ফ্রানজদের প্রতিরোধ করার চেয়ে আমাদের প্রতিপক্ষের সাথে লড়াইয়ে বেশি হিংস্র। আমি এ কথাগুলো কখনো ভুলব না।

'এবং আপনার আব্বাজান?' আমি সুলতানকে জিজ্ঞেস করি। 'আপনি এখনো সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। তিনি কেমন মানুষ ছিলেন?'

আমার আব্বাজান আইয়ুব একজন সদাশয় মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিশ্বস্ত আর সতর্ক। আমাদের যখন কিছু ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতেন, তিনি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করতেন: 'সহজ হয়েছে কি? পরিষ্কার বোঝা গেছে? সবাই বুঝতে পেরেছে?'

পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে উত্তেজনা আরেকটু কম থাকলে একটা বিশাল গ্রন্থাগারের দায়িত্ব বা কায়রোর হাম্মামকে নিয়মিত কার্যকর রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত মানুষের ভূমিকায় তিনি হয়তো সন্তুষ্ট থাকতেন। ইবনে ইয়াকুব, তুমি হাসছ। তোমার মনে হচ্ছে আমি আমার আব্বাজানকে খাটো করে দেখছি? একেবারেই না। আমি কেবল বলতে চাইছি যে, আমরা সবাই আমাদের নিয়তির সৃষ্টি এবং আমাদের জীবন আমরা যে সময়ে অবস্থান করছি তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমাদের জীবনী প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করে।

ইবনে মায়মুনের কথাই ধরা যাক। তার পরিবার যদি আন্দালুস ত্যাগ করতে বাধ্য না হতো তাহলে তিনি হয়তো এখনো গ্রানাডার উজিরের দায়িত্ব পালন করতেন। আল-কুদস যদি দখলদারের কবলে না থাকত আমরা হয়তো কায়রোতে না, সেখানেই বাস করতাম।

আমাদের নবীজির কথাই ধরা যাক। তিনি সৌভাগ্যবান, নয় কি, যে দুটো বিশাল সাম্রাজ্য যখন ক্ষয়লাভ করতে শুরু করেছে সেই সময়ে তিনি তার বাণী লাভ করেন। তার মৃত্যুর ত্রিশ বছরের ভেতরে, বিশ্বাসীদের দল, আল্লাহর প্রদর্শিত পথে তাদের সবচেয়ে অকল্পনীয় জমির অংশ লাভ করেন। ফ্রানজদের ভূখণ্ডে আমরা যদি সভ্যতার আলো জ্বালতে ব্যর্থ হয়ে থাকি, সেই ব্যর্থতা কেবল আমাদেরই। ফ্রানজদের লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ করা বা তাদের শিক্ষিত করা থেকে নিজেদের বিরত রাখা ছিল একটা মানবিক ভুল ধারণা। মহানবী (সা.) জানতেন যে, আল্লাহতালার ওপর নির্ভরতাই যথেষ্ট নয়। তিনি কি মন্তব্য করেননি: 'আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, কিন্তু তোমার উটকে আগে দড়ি দিয়ে বাঁধো?'

আমার আব্বাজান, আপনাকে অবশ্যই বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, ভ্রমণ করতে মোটেই স্বচ্ছন্দবোধ করতেন না। তিনি আমার পিতামহের মতো একজন

আসনারূঢ় স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন, তাকেও, প্রসঙ্গত বলে রাখি, সাধি বলে সম্বোধিত করা হতো এবং আমার চাচাজান শিরকুহ। তারা দুজন কখনো একটা স্থানে সন্তুষ্টবোধ করতেন না। আমাদের পরিবার সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদের শত্রুরা অভিযাত্রী আর ভুঁইফোঁড় বিশেষণ দুটো প্রয়োগ করে থাকে। আমাদের মহানবী (সা.) সম্বন্ধেও ভুঁইফোঁড় শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছিল, তাই এটা আমায় মোটেই বিচলিত করে না। অভিযাত্রী মনোভাবের কথা যদি বলতে হয়, আমার মনে হয় অভিযোগটা সর্বৈব সত্যি। এই পৃথিবীতে যদি সামনে অগ্রসর হতে হয় তাহলে অভিযাত্রার মাধ্যমেই সেটা অর্জন করা সম্ভব। আপনি যদি একটা স্থানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন তাহলে আপনি সূর্যের আলোয় দগ্ধ হয়ে একটা সময় মৃত্যুবরণ করবেন। আমি কিন্তু এটাও জানি যে, আমার আব্বাজান আর্মেনিয়ার ডিভিনে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন।

জেঙ্গির নিহত হবার সংবাদ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যই ছিল না। সংবাদটা সমস্যা আর বিশৃঙ্খলার বার্তাবাহক। জেঙ্গির দুই পুত্র কালক্ষেপণ না করে আলেপ্পো আর মসুলে তাদের শাসন কায়েম করে। তাদের সামর্থ্যের ওপর আমার আব্বাজানের সামান্যই আস্থা ছিল। তার ধারণা অবশ্য ভুল প্রমাণিত হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় কে জানত যে নীতিবাগীশ আর একগুঁয়ে সেই নূর আল-দ্বীন ক্ষমতার এতটা শীর্ষে আরোহণ করবে?

আমার আব্বাজানের আশঙ্কার যথার্থতা অচিরেই প্রমাণিত হয়। দামাস্কাসের শাসকের সৈন্যবাহিনী কয়েক সপ্তাহের ভেতরেই আলবাকের তোরণদ্বারের বাইরে এসে হাজির হয়। আমার আব্বাজান ভালো করেই জানতেন প্রতিরোধ করে কোনো লাভ হবে না। তিনি অনুভব করেন যে, বিশ্বাসীদের রক্তপাত ঘটাবার কোনো কারণ নেই। তিনি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করেন এবং মানুষ তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

আমি আর আমার আব্বাজান, বহু বছর পরে যখন, একসাথে দামাস্কাসের বাইরে ঘোড়ায় চেপে অগ্রসর হচ্ছিলাম, আকাশের প্রান্তদেশ সহসা লালচে-সোনালি রং ধারণ করে। তিনিই প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ করেন এবং আমরা আমাদের ঘোড়া লাগাম টেনে থামাই, বহুদিন পরে মনে হয় প্রকৃতির এমন অননুকরণীয় সৌন্দর্যের প্রতি নীরবে শ্রদ্ধা জানাই। আমরা আবার যখন ঘোড়া নিয়ে হাভেলির দিকে ফিরে আসা শুরু করি, আমরা কেউই কোনো কথা বলি না। আমরা আকাশের রূপ দেখে শ্রদ্ধামিশ্রিত সম্ভ্রমবোধে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি, যা রাতের প্রথম তারা ফুটতে আরম্ভ করার সময় আবারও বদলে যায়। আমরা যখন বাব শারাকে পৌঁছাই, আমার আব্বাজান তার মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন।

'আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে অধিকাংশ মানুষ প্রয়োজনীয় যুদ্ধকেও বিপর্যয় বিবেচনা করে। তারা সব সময় আমাদের চেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়।



BanglaBook.org

বাছা আমার, কথাটা কখনো ভুলে যেও না। যুদ্ধে তখনই প্রবৃত্ত হবে, যখন আর কোনো উপায় থাকবে না।'

কেন এমন হয় যে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভুলে যাই এবং সেগুলো স্মরণ করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু অন্য ঘটনাগুলো আমাদের মানসপটে পরিষ্কার বিদ্যমান থাকে? আমার সেই দিনটার কথা এখনো মনে আছে। দিনটার স্মৃতি আমার মনে তাজা হয়ে আছে। আমার বড় ভাই, শাহান শাহ, কয়েক বছর পূর্বে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং আমার আব্বাজান এই ক্ষতি কখনো পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেননি। তিনি তখনো বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তুরান শাহ আর তার ভেতরে কোনো অজানা কারণে কখনো ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়নি। আমার ভাইজান, যাকে আমি ভালোবাসতাম, এতটাই একগুঁয়ে আর নিয়মানুবর্তিতা রহিত একটা চরিত্র ছিল, আমার আব্বাজানের কাছে যার বিন্দুমাত্র কোনো আবেদন নেই। আমি একদিন আম্মিজানকে তার উদ্দেশে চিৎকার করতে শুনি: 'তুরান শাহ, এটা কি যথেষ্ট নয় যে তুমি তোমার আব্বাজানের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টির সাথে সাথে আমাকে নাই বা বিরক্ত করলে। তুমি যন্ত্রণা আর সমস্যা ছাড়া আর কিছু না। আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে...' তার প্রতি অভিযোগের এত বেশি তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে যে, সে আর এসবে ভীত হয় না এবং সে আমাদের আম্মাজানের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

তুরান শাহ যেহেতু তার পছন্দের তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, আমিই আমার আব্বাজানের মনোযোগের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকার পরবর্তী স্থানে ছিলাম। আমার তখন ষোলো বছর বয়স এবং আমাকে একটা শিকারি বাজ আর কুফার দারুণ তেজি একটা ঘোড়া উপহার দেয়া হয়। আমার মনে হয় সেই প্রথমবার আব্বাজান আমাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি আমার সাথে তার সমকক্ষ এমন আচরণ করেন। আমরা অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। তিনি তার ভয় আর দুশ্চিন্তার কথা, ভবিষ্যতের কথা, আমাকে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য তিনি উপস্থিত থাকবেন না এমন একটা সময়ের কথা বলেন।

তার মরণশীলতার কথা চিন্তা করেই আমার দেহে শীতল একটা স্রোত বয়ে যায় এবং আমি কাঁপতে শুরু করি। আমার ইচ্ছা করে তাকে আলিঙ্গন করি এবং তার গণ্ডদেশ চুম্বন করি, তার কাঁধে মাথা রেখে ফুপিয়ে কেঁদে নিজেকে হালকা করি, চিৎকার করি 'আমি চাই না আপনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন', কিন্তু আমি নিজেকে সংবরণ করি। বাবা আর ছেলের ভেতর একটা পবিত্র সীমারেখা রয়েছে, যা আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনো অতিক্রম যায় না। ওষ্ঠদ্বয় নীরব থাকে। হৃদয় অসহায় বোধ করে।

আমরা বাআলবেক ত্যাগ করার কয়েক বছর পরে আমি এসব কিছু সম্বন্ধে অবহিত হই। আমার আব্বাজান দুর্গপ্রাসাদ শর্তহীনভাবে সমর্পণ করেননি।

BanglaBook.org

তিনি দামাস্কাসের কাছে আটটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটা জমিদারি, বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এবং পুরাতন শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা হাভেলি পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন। আমরা আবারও সঞ্চরমান হই। পুরাতন মন্দির আর ঝর্ণাগুলো ছেড়ে যেতে আমার মন বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমি বেড়ে ওঠার সাথে সাথে বাআলবেককে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। জীবন এখানে সুখী আর সুরক্ষিত ছিল। আজও শহরটার স্মৃতি মনে করে আমার ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস ফুটে ওঠে।
কিন্তু দামাস্কাস সেই শহর, যা আমাকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পরিণত করে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, সুলতান যখন তার কথা বলা বন্ধ করেন এবং আমি আমার ক্লান্ত হাতটিকে বিশ্রাম দিতে পারি। তিনি আমার দুরবস্থা লক্ষ করেন এবং নিজের পরিচারককে চিৎকার করে আসতে বলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি প্রদান করা হয়। আমার স্নান আর তৈলমর্দন করানো হবে। আমার দু'হাতের আঙুলগুলো থেকে ক্লান্তির ছাপ মুছে না যাওয়া পর্যন্ত সেগুলোকে মালিশ করা হবে। আমার জন্য তারপর খাবারের বন্দোবস্ত করা হবে এবং তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত বিশ্রাম করার অনুমতি লাভ করি। তিনি সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আরেকবার বসতে চান। নতুন দুর্গপ্রাসাদ, তার দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণকার্য পরিদর্শনে শহরের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় করে তার যাবার কথা এবং সেই উপলক্ষে তিনি পোশাক পরিধান করেছেন।
আমি তার উপস্থিতি থেকে বিদায় নেয়ার অব্যবহিত পূর্বে, আমি প্রচণ্ড বিস্ময়ে পরিবর্তিত হালিমাকে প্রবেশ করতে দেখি। আমরা কয়েক দিন পূর্বে যার জীবনকাহিনি নীরবে শ্রবণ করেছিলাম সেই অশ্রুসিক্ত, বিষণ্ন-নয়না প্রাণীর লেশমাত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি তার হাঁটার ভেতরে ফুটে ওঠা আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হয়ে যাই। আমায় বিব্রত করতে থাকা প্রশ্নটির উত্তরও আমি পেয়ে যাই। তার কোনো অমর্যাদা হয়নি। তিনিই বরং প্রলুব্ধ হয়েছেন।
হালিমা এখন তার সাথে দুর্গপ্রাসাদ পরিদর্শনে যেতে চায়। তার দুঃসাহস দেখে সালাহ আল-দ্বীন চমৎকৃত হন। তিনি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। সে নাছোড়বান্দা, হুমকি দেয় সে একজন সৈনিকের ছদ্মবেশ ধারণ করবে এবং ঘোড়া নিয়ে তার পেছন পেছন যাবে। সুলতানের চোখের দৃষ্টি সহসা কঠোর হয়ে যায় এবং তার মুখাবয়ব কঠোর হয়ে ওঠে। তিনি রূঢ় স্বরে কথা বলেন, তার অনুমতি ছাড়া প্রাসাদ ত্যাগ না করার জন্য হালিমাকে সতর্ক করেন। এই সুরক্ষিত প্রাকারের বাইরে তার জীবন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। কামিলকে গতকালই সদ্য প্রকাশ্যে চাবুকাঘাতের সাজা দেয়া হয়েছে, কিন্তু উপস্থিত জনতা যাদের ভেতরে অনেক মহিলাও আছে, হালিমার প্রস্তরাঘাতের জন্য

BanglaBook.org

জোর দাবি জানিয়েছে। প্রাসাদে তার শরণ লাভের খবরটা জনগণ খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেনি।

হালিমার চোখে তারপরও একটা অবাধ্য দৃষ্টি ফুটে থাকে কিন্তু সুলতানের ইচ্ছাই শেষপর্যন্ত বজায় থাকে। তিনি অবশ্য আপসের সুরে পরামর্শ দেন যে, হালিমা হয়তো আমার সাথে মধ্যাহ্নভোজনের কথা বিবেচনা করতে পারে। সে আমার দিকে খানিকটা উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকায় এবং কক্ষ ত্যাগ করে।

'মাঝে মাঝে,' সুলতান ক্লান্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করেন, 'আমার মনে হয় আমি মানুষের চেয়ে ঘোড়া ভালো চিনি। হালিমা বাচ্চা ঘোটকীর চেয়ে বেশি ঝামেলাবাজ। ইবনে ইয়াকুব, আজ দুপুরে সে যদি কৃপাবশত আপনার সাথে আহারে সম্মত হয়, আমি নিশ্চিত আপনি তাকে কিছু প্রাজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করবেন।'

হালিমা সেদিন তার সান্নিধ্যে আমায় সম্মানিত করে না। আমি ভীষণ আশাহত হই। আমি খেতে শুরু করার ঠিক পূর্বে সাধির আগমনেও আমার মেজাজের উন্নতি ঘটে না। বৃদ্ধলোকটার গল্প শোনার মতো মানসিকতা আমার তখন ছিল না কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে আমি তার সাথে খাবার ভাগাভাগি করি আর একটা ঘটনা থেকে আরেকটার সূত্রপাত ঘটে। সে অচিরেই নিজের দুঃসাহসিক কীর্তি সম্বন্ধে বড়াই করা আরম্ভ করে। প্রতিটি ঘটনায় অশ্বারোহী হিসেবে তার অসাধারণ দক্ষতা লক্ষণীয়।

আজকের আলাপের পূর্বে আমি তার সাথে এতটা সময় কখনো অতিবাহিতও করিনি বা তাকে খুব একটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণও করিনি। কিন্তু আমি এখন যখন তাকে দেখছি, যখন সে কথা বলছে, আমি তার মুদ্রাদোষের মাঝে কিছু একটা লক্ষ করি, যা আমার কাছে পূর্বপরিচিত মনে হয়। পরিচারক আর তাদের মালিক কেন তার সাথে এত শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে মুদ্রাদোষগুলো আমার তার পেছনের আসল কারণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। সে সালাহ আল-দ্বীনের মতো অবিকল একইভাবে তার ডান হাত উঁচু করে এবং ভ্রূ নাচায়।

আমি ভাবনাটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। এটাকে খুব একটা বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ মোটেই বলা যাবে না। সাধি অন্য যে কারো চেয়ে সম্ভবত সালাহ আল-দ্বীনের সাথে বেশি সময় অতিবাহিত করেছে এবং বাচ্চা ছেলেটার মাঝে তার পরিচারকের কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধলোকটা কথা বলা অব্যাহত রাখলে ভাবনাটা আবার আমার ভেতর উঁকি দেয়। আমি এবার তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করি।

'সম্মানিত চাচাজান, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি আপনার অতীতের দুঃসাহসিক কীর্তিকলাপ আর অভিযান সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন, এবং আপনার গল্পগুলো সুলতানকে বুঝতে আমায় দারুণ সাহায্য করেছে। কিন্তু আমি আপনার সম্বন্ধেও জানতে আগ্রহী। আপনার আব্বাজানের

BanglaBook.org

নাম কী? এবং আপনার আম্মিজান? আমি কেবল কৌতূহল থেকেই জানতে চাইছি না, কিন্তু...'

সে হিংস্রভাবে আমায় কথার মাঝখানে থামিয়ে দেয়।

'অভদ্র ইহুদি! আমি এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে মানুষ খুন করেছি!'

আমার মুখমণ্ডল নিশ্চয়ই ধূসর হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে পরমুহূর্তেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

আমার মতো একজন বৃদ্ধমানুষ তোমায় আতঙ্কিত করতে পারে, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আমরা মরে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবার আগে যেহেতু তুমি যা লিখছ সেগুলো প্রকাশিত হবে না, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। ডিভিনের একজন দরিদ্র রমণী আমার জন্মদাত্রী, যিনি একজন কাঠুরের একমাত্র মেয়ে, যিনি সেখানের অনেক বড়বড় বাড়িতে কাঠ সরবরাহ করতেন। তার মা তাকে জন্ম দেয়ার সময় মারা যান আর তার বাবা আর কখনো বিয়ে করেননি। আজকাল এটা বেশ বিরল একটা ঘটনা; কিন্তু দাদাজান যখন যুবক ছিলেন, প্রায় একশ বছর আগে তখন এটা অশ্রুতপূর্ব একটা ঘটনা। তিনি ছিলেন দানবের মতো বিশাল দেহের অধিকারী আর কুঠারে তার দক্ষতার কথা আশপাশের সব গ্রামের সবাই জানত। পৃথিবীর এই অংশে তার চেয়ে দ্রুত কোনো গাছ আর কেউ মাটিতে ফেলতে পারত না।

সে সাধি ইবনে মারওয়ানের, আমাদের সুলতানের দাদাজান, হাভেলির রসুইঘরের এক অল্পবয়সী রাঁধুনির অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে তার পনেরো বছর বয়সী মেয়ের জন্য এই লোকটাই উপযুক্ত। তাদের বিয়ে হয়ে যায়। আমার আম্মিজান ইবনে মারওয়ানের পরিবারের একজন সদস্যে পরিণত হন। অনুলেখক, আমি তোমায় এখনো কিন্তু বলিনি যে আমার দাদাজান যেমন তার শক্তির জন্য তেমনি আমার আম্মিজান তার সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে যা ঘটবার কথা, তাই ঘটে। মালিকের চোখ পড়ে তার ওপরে এবং নিজের ইচ্ছার কাছে তাকে নতজানু করতে বাধ্য করেন। মেয়েটা অবশ্য তাকে প্রতিরোধ করেনি। আমি সেই মিলনসম্ভূত সন্তান। আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই, সুলতানের পরলোকগত পিতা আইয়ুব আর তার চাচাজান শিরকুহর বয়স তত দিনে দশ বছরের বেশি হয়েছে। তাদের আম্মিজান ছিলেন ভয়ংকর এক রমণী। তিনি যখন সংবাদটা জানতে পারেন, তিনি জিদ ধরেন রাঁধুনি আর আমার মাকে– আমি তখনো তার গর্ভে– কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে পাশের কোনো গ্রামের পাঠিয়ে দেয়া হোক।

সাধি ইবনে মারওয়ান তার জিদের কাছে নতিস্বীকার করেন। আমার যখন জন্ম হয় আমার মা সবাইকে বিরক্ত করতে আমার নাম রাখেন সাধি। আমার গল্পটা

BanglaBook.org

এখানেই শেষ হতো, যদি না ঘটনাপ্রবাহ অন্য রকম হতো। আমার যখন সাত বছর বয়স তখন আমার মায়ের স্বামী মারা যান। তিনি আমার কাছে একজন ভালো পিতার মতো ছিলেন এবং তার নিজের ছেলের চেয়ে ভিন্ন কোনো আচরণ কখনো আমার সাথে করেননি। আমার সেই ভাইটি আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ছিল।

আমি বলতে পারব না কীভাবে খবর ইবনে মারওয়ানের কাছে পৌঁছেছিল। আমি কেবল বলতে পারি যে, একদিন তিনি তার পরিচারক কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে, ঘোড়ায় চেপে আমাদের গ্রামে প্রবেশ করেন এবং আমার মায়ের সাথে নিভৃতে কিছুক্ষণ আলাপ করেন। আল্লাহতালাই কেবল বলতে পারবেন তারা পরস্পরের সাথে কী আলোচনা করেছিলেন। আমি তাদের ঘোড়া আর ঘোড়ার রঙিন সাজসজ্জা দেখতে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম।

তাদের আলোচনা শেষ হলে, আমার মা আমায় কাছে ডেকে নিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। তিনি আমার দু'চোখে চুমু খাওয়ার সময় প্রাণপণে নিজের কান্না চেপে রাখতে চেষ্টা করেন। তিনি আমায় বলেন, সেদিনের পর থেকে আমি সাধি ইবনে মারওয়ানের হাভেলিতে কাজ করব এবং অন্ধের মতো তার আদেশ পালন করব।

আমার ভীষণ মন খারাপ হয় এবং পরবর্তী কয়েক মাস আমি গোপনে চোখের জল বিসর্জন করি। মায়ের কথা আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। বছরে একবার কি দু'বার আমি তার সাথে দেখা করতে যেতে পারতাম এবং তখন তিনি আমায় মেইজ দিয়ে তৈরি আর পাহাড়ি মধুতে সিক্ত আমার প্রিয় পিঠা তৈরি করে আমায় খেতে দিতেন।

BanglaBook.org

আমরা যখন ডিভিন ত্যাগ করে দক্ষিণে তিকরিতের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছি তখনই কেবল আমি আমার সত্যিকারের জন্মদাতা পিতাকে খুঁজে পাই। আমি আমার মায়ের কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম যে আমাদের আর কখনো দেখা হবে না। তার সাথে আমার ভাই, তার স্ত্রী আর সন্তানেরা থাকবে এবং আমি জানি তারা তাকে ভালোবাসে আর তার খেয়াল রাখবে কিন্তু তারপরও বিষণ্ণতাবোধ আমায় আচ্ছন্ন করে রাখে। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় তিনি আমার কপালে চুমু খান এবং আমায় সব কিছু খুলে বলেন। আমার সে সময়ের অনুভূতি এখন আর আমার মনে নেই। অনেক অনেক দিন আগের সব কথা। আমি একইসাথে ক্রুদ্ধ আর আনন্দিত হয়েছিলাম।

☪

সাধির গল্প আমার সন্দেহের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে এবং আমি তাকে আরো প্রশ্ন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমরা আর কোনো কথা বলার আগেই সুলতান তার দুই পুত্রকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। আমার সাথে তাদের

পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, তারা আসলে সাধিকেই খুঁজতে এসেছিলেন। ছেলে দুটোকে দেখতে পেয়ে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাদের সাথে সে বিদায় নেয়ার সময় সুলতান আমার কানের কাছে বিড়বিড় করে জানতে চান: 'মেয়েটা কি?' আমি মাথা নাড়ি এবং তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

BanglaBook.org

পাঁচ

# ইবনে মায়মুনের প্রজ্ঞা এবং তার বিধানসমূহ

সুলতানের সাথে দুটো দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর দিন অতিবাহিত করার পরে, একদিন সন্ধ্যাবেলা, আমি বাড়ি ফিরে এসে আমার স্ত্রী র‍্যাচেলকে ইবনে মায়মুনের সাথে গভীর আলোচনায় মগ্ন দেখতে পাই। সে আমাদের মহান গুরুর কাছে, আমাদের পরিবারে তিনি যে সম্মান আর প্রভাবের অধিকারী সে সম্বন্ধে ভালো করে অবহিত থাকায়, আমারই বিরুদ্ধে একপ্রস্থ অভিযোগ পেশ করছে। আমি কক্ষে প্রবেশ করতে করতে শুনতে পাই সে তাকে বলছে কীভাবে প্রাসাদে সময় অতিবাহিত করার কারণে সেটা আমার ভাবনায়, আমার চরিত্রে আর সেই সাথে 'স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত নশ্বর'দের প্রতি আমার মনোভাব প্রভাবিত করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সে আমাকে তার প্রতি আর তার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার অভিযোগ করছে।

'আমার মনে হয় বিষয়টা কাজিকে জানানো উচিত,' ইবনে মায়মুন চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন। 'আমি কি তাকে তোমার দুঃখের কারণ জানাব আর বলব যে তিনি যেন ইবনে ইয়াকুবকে শাস্তি দেন?'

আমার হাসির শব্দে র‍্যাচেল আরো ক্ষিপ্ত হয় এবং সে কক্ষ ত্যাগ করে, তার মুখ আমাদের অপ্রত্যাশিত অতিথিকে পরিবেশিত করা বাসি রুটির মতো শক্ত হয়ে আছে। ইবনে মায়মুন ক্লান্ত। কাজির দপ্তরে তাকে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং কাজির বাসভবন থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ফুসতাতে বাস করার কারণে বিষয়টা তার ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি করেছে। সে প্রতিদিন খুব ভোরে তার সাথে দেখা করে, কাজিসাহেব আর সেই সাথে তার সন্তানদের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করে এবং হারেমের অধিবাসীরাও বাদ যায় না।

তিনি এরপরে দিনের অধিকাংশ সময় কায়রোতে অতিবাহিত করে, সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরে যান। তার জন্য মানুষের বিচিত্র একটা জমায়েত অপেক্ষা করে থাকে: ইহুদি আর অন্য ধর্মের মানুষ; অভিজাত আর কৃষক; বন্ধু আর শত্রু; আর সর্বোপরি নাতিকে নিয়ে আসা পিতামহের দল। তারা সবাই তার রোগী। সাফল্যের মূল্য হিসেবে ইবনে মায়মুনের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। তার রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন

BanglaBook.org

সত্যিকারের চিকিৎসক হওয়ার কারণে তার পক্ষে কাউকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয় না।

তিনি মাঝে মাঝে যখন বিশ্রামের দারুণ চাহিদা অনুভব করেন, রাতটা আমাদের জুদেরিয়ার বাড়িতে অতিবাহিত করেন, প্রাসাদ থেকে যা অল্প কিছুটা দূরে অবস্থিত। তিনি আমায় বলেছেন এখানে তিনি পূর্ণ শান্তি উপভোগ করতে পারেন এবং নিজের প্রাণশক্তি ফিরে পান। আমি র‍্যাচেলের তোপের মুখে পড়ার জন্য তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করি।

'ইবনে ইয়াকুব, খুব সাবধান। তোমার স্ত্রী একজন ভালোমানুষ কিন্তু তার মনোবল আর তোমার প্রতি তার ভালোবাসা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। সে বেশি দিন আর তোমার অনুপস্থিতি বরদাশত করবে না। সুলতানের প্রাসাদেই মনে হচ্ছে তুমি দিনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করছ। তুমি সুলতানকে কেন বলছ না যে সাবাথের সময় পরিবারের সাথে তোমার সময় অতিবাহিত করা দরকার?'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমিও দেহে-মনে ক্লান্তি অনুভব করছিলাম।

'বন্ধু, তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সালাহ আল-দ্বীনের কাছে আমার নাম কি তুমি সুপারিশ করোনি? আমি স্বীকার করছি, কিছু কিছু সময় আছে, নিজেকে যখন সত্যিই বন্দি মনে হয়। কিন্তু তারপরও আমি তোমায় মিথ্যা বলব যদি আমি নিজেকে অসুখী দাবি করি। আসল কথা হলো, এই সুলতানকে আমার পছন্দ হয়েছে। আমরা জেরুজালেম অভিমুখে অগ্রসর হবার সময় ঘোড়া নিয়ে তাঁর পাশে পাশে এগিয়ে যেতে চাই এবং আমাদের বাহিনীর কাছে শহরটার পতন হবার সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে চাই, যখন জেরুজালেম আবারও আল-কুদস নগরীতে পরিণত হবে এবং আবারও আমরা যখন মন্দিরের আঙিনায় প্রার্থনা করতে পারব। জেরুজালেমে আমাদের সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। আমরা সেখানেই আবার সূর্যোদয়ের দেখা পাব। সেদিন প্রত্যক্ষ করতে পারলে আমার সমগ্র জীবন সার্থক হয়েছে ধরে নেব। আমাদের পবিত্র শহরে একটা নতুন যুগের সূচনা অচিরেই হতে চলেছে। সালাহ আল-দ্বীনের ওপর আমার আস্থা আছে। অনেক চিন্তাভাবনা শেষে, তার নিজস্ব নীরব উপায়ে, তিনি অবশ্যই জেরুজালেম পুনর্দখল করবেন।'

বিজ্ঞ লোকটা মাথা নাড়ে।

'আমি তোমার মনোভাব খুব ভালো করেই বুঝতে পারি, কিন্তু ইতিহাসের অংশ হতে তোমার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে র‍্যাচেলের প্রয়োজন কিন্তু মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুটোর ভেতর একটা সমতা বিধানের চেষ্টা কর। সুখ হলো ভালো স্বাস্থ্যের মতো। তুমি তখনই এর অভাব অনুভব করবে যখন সেটা আর নেই।'

ইবনে মায়মুন আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে শয্যা গ্রহণ করেন।

BanglaBook.org

আমি একাকী বসে তার পরামর্শগুলো নিয়ে চিন্তা করি। আমি কীভাবে আমার পরিবার আর আমার কাজের ভেতরে একটা সমতা বিধান করতে পারি? র‍্যাচেল চায় আমি বাড়িতে ফিরে এসে আমাদের জনগোষ্ঠীর মানুষদের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার গবেষণা শুরু করি। তার কাছে সেটা দরবারের অনুলেখকের পদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সে বুঝতে পারেনি যে ইবনে মায়মুন ইচ্ছাকৃতভাবেই আমাকে আমার গবেষণা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। সে উদ্বিগ্ন যে আমার গবেষণার ফলে রাব্বিদের ভেতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের ভঙ্গুর সামাজিক অবস্থানের কারণে শঙ্কিত, তিনি চাননি আমাদের মহান ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের সাথে, আমাদের অতীত সম্পর্কে যাদের জ্ঞান কেবল আমাদের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আমি কোনো বিরোধে জড়িয়ে পড়ি। ইবনে মায়মুন আমার সাথে একমত যে মন্দিরে পতন বা মাসাডা অবরোধের বহু আগে থেকেই আমাদের জনগোষ্ঠীর পশ্চিমমুখী অভিযাত্রার সূচনা হয়েছিল। আমরা বিষয়টা নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি।

আমি নিজেকে একটু ঠাণ্ডা করতে বাইরের আঙিনায় যেতে, তারার আলোয় আলোকিত আকাশের উজ্জ্বলতা দেখে আমি চমকে উঠি। আমি বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি তাদের নানান আকৃতি গ্রহণ করতে দেখি এবং বেহেশতের দিবি, আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জে আমি হালিমার আটপৌরে সৌন্দর্য প্রতিফলিত হতে দেখেছি। হালিমা আমার মোহমুগ্ধ করে রেখেছে। আমার ভাবনা থেকে সে বিদায় নিতে চাইছে না। সালাহ আল-দীন যখন তাকে উৎসাহ দিয়েছে তারপরও সে আজ দুপুরে কেন আমার সাথে মধ্যাহ্নভোজনে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকল? আর তিনি কেন তাকে উৎসাহিত করলেন? তিনি কি আমাকে একজন খোজা ভেবে নিয়েছেন? হালিমা কি আজ রাতে তার শয্যাসঙ্গিনী হবে নাকি তিনি ইতিমধ্যে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে অন্য মরূদ্যানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন?

আমি যখন অনেক রাতে আমাদের শয়নকক্ষের দিকে যাই তখনো এসব প্রশ্ন আমায় রীতিমতো যন্ত্রণাদগ্ধ করছে। র‍্যাচেল জেগে আছে, কিন্তু সে তখনো রেগে আছে। আমি কোমল স্বরে তার সাথে কথা বলি কিন্তু সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে। সে আমার কামনার কাছে নতি স্বীকারও করে না। সেই রাতে আমরা দুজনই নিদ্রাহীন চোখে জেগে থাকি। আমরা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে সকালের আলো ফোটার জন্য প্রতীক্ষা করি।

ইবনে মায়মুন প্রতিদিন সকালে বড় এক পেয়ালা উষ্ণ পানিতে চুমুক দিয়ে দিনের সূচনা করে থাকেন। তিনি আমার সাথে যেদিন অতিবাহিত করেন, আমাকেও একই কৃত্যানুষ্ঠান পালনে বাধ্য করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এটা আমাদের ভেতরটা পরিষ্কার করে এবং দেহকে নতুন দিনের অভিঘাতের



BanglaBook.org

জন্য প্রস্তুত করে। ইবনে মায়মুনের বিধানসমূহ মূলত নিবৃত্তিমূলক। আমরা কি খাই, এবং কত পরিমাণে এই দুটো বিষয়ের প্রতি তার প্রদত্ত গুরুত্বের ভেতরে চিকিৎসক হিসেবে তার সাফল্যের গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন শীতের মাসগুলোতে বড় পেয়ালার আট পেয়ালা পানি এবং গ্রীষ্মের সময় পানির পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে।

তিনি এসব বিষয়ে ভীষণ কঠোর। তর্ক করা নিরুৎসাহিত করা হয়। আমাদের ধর্মের তুলনামূলক দোষ-গুণ নিয়ে তার সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া সহজতর। তিনি সেসব বিষয় নিয়ে মোটেও বিব্রত হন না, কিন্তু তার চিকিৎসাসংক্রান্ত বিধানাবলির পবিত্রতা রক্ষার বিষয়ে তিনি জোর দেন। আমি কখনো তার এই কঠোরতার কারণ বুঝতে পারিনি। তিনি চিকিৎসক হিসেবে নিজের জীবিকা অর্জন করেন সম্ভবত এই ব্যাপারটার এর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে। তিনি নিজের চিকিৎসা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিজেই অনিশ্চিত এমন খবর যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তার রোগীরা হয়তো অন্য চিকিৎসকের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করবে। কিন্তু এটাও সম্ভবত না। তার কাছে রোগীরা আসে কারণ তারা জানে চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ কার্যকর।

সে এখন কাজির জন্য একটা মলম তৈরি করতে ব্যস্ত। কামরাটায় পেঁয়াজ আর রসুনের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। তিনি এসবের সাথে আর্সেনিক, গুঁড়ো করা তিতা কাঠবাদাম, শর্ষে বাটা, ভিনেগার আর সোমরাজ মিশ্রিত করেন। আমি অসুস্থ বোধ করি এবং দৌড়ে গিয়ে আঙিনার দিকের দরজা খুলে দিই, যাতে ভেতরে তাজা বাতাস প্রবেশ করতে পারে। তিনি মুচকি হাসেন।

'কাজি কি অসুস্থ?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। 'নাকি আপনি তার জন্য বিষ তৈরি করছেন? এই গন্ধই আমাকে তাড়াতাড়ি কবরে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট।'

'সে অসুস্থ না, কিন্তু ভীষণ উদ্বিগ্ন।'

'কেন?'

'তার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করেছে। তিনি পুরোপুরি টাক মাথা হতে চান না। তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে হয়তো কিছুটা বড়, কিন্তু তিনি এখনো একজন অহংকারী মানুষ। তার সম্ভবত কোনো অল্পবয়সী গ্রাম্য মেয়ের দিকে চোখ পড়েছে।'

'তার যদি কোনো মেয়ের ওপর চোখ পড়েই থাকে তাহলে সেই মেয়েকে সোনার বারকোশে সাজিয়ে তাকে উৎসর্গ করা হবে। তার মাথার কম চুলের সেখানে কোনো ভূমিকাই থাকবে না। আচ্ছা সব কিছু বাদ দেন, আপনার এই দুর্গন্ধযুক্ত মিশ্রণে কী উপকার হবে?'

'এই মিশ্রণ মাথার অবশিষ্ট চুলকে শক্তিশালী আর ঘন করবে। কে বলতে পারে, এই মিশ্রণের কারণে নতুন চুল পুনরায় গজাতেও পারে।'

'মহান আল-ফাদিল এত উদ্বিগ্ন কেন? চুল পড়ে যাওয়া নিশ্চিতভাবেই বিচক্ষণতার লক্ষণ। আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে খুব বেশি দূরে

BanglaBook.org

না, বিগত দিনগুলোতে পুরোহিত আর সম্রাটরা তাদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলতেন নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ করতে।'

'সত্যি। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী (সা.)-এর মাথায় সুন্দর চুল ছিল। তিনি চুল সাদা হয়ে যাবার ভাবনাটা ঠিক পছন্দ করতেন না। তিনি লাল অ্যামোনিয়া আর মুর্দ ফুলের তেলের মিশ্রণ বা তাদের রীতিতে যেমনটা বলা হয়েছে, চুল রং করার পক্ষপাতী ছিলেন।'

আমি তার উক্তির প্রতিবাদ করতে যাব কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের কাজিকে নবযৌবন দান করতে তিনি যে ঔষধি মিশ্রণ প্রস্তুত করছেন সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি প্রস্তুত নন।

তিনি এসবের পরিবর্তে প্রশাসক হিসেবে কাজির দক্ষতা, তার ন্যায়বিচার বোধ, তার সুলতানের সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করার মতো যোগ্যতা এবং সর্বোপরি তার শাসককে পরামর্শ প্রদানের গুণ সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করেন।

আমরা যখন আমার হাভেলি থেকে বের হয়ে প্রাসাদ অভিমুখে হাঁটছি, ইবনে মায়মুন আমার একেবারে চমকে দেন।

'ইবনে ইয়াকুব, আমার প্রশ্নের সত্যি উত্তর দেবেন। আপনার হৃদয়ে কি র‍্যাচেলের আর কোনো স্থান নেই?'

আমি মাথা নেড়ে প্রাণপণে বিষয়টা নাকচ করি। আমার হৃদয় কিন্তু তারপরও একটু দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে, যেন আমায় মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়। আমার মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আমি কোনো কথা বলতে পারি না। তিনি আমায় প্রশ্ন করা অব্যাহত রাখেন।

'আপনি কি নিশ্চিত যে সুলতানের প্রাসাদের নতুন আগতের উষ্ণ, অলংকৃত বিনুনি আপনাকে মোহমুগ্ধ করেনি?'

আমার আবারও মাথা নাড়ি। তিনি হালিমার কথা কীভাবে জানলেন? আমি আমার ভাবনা নিজের ভেতরেই রাখি। আমি আমার নিজের অনুভূতিই ঠিকমতো বুঝতে পারি না। ইবনে মায়মুন এমন সিদ্ধান্তে কীভাবে উপনীত হলেন? আমি কিছুক্ষণের জন্য হলেও কোনো কথা খুঁজে পাই না। আমি পুনরায় যখন নিজেকে ধাতস্থ করি, আমি তাকে প্রশ্ন করি তিনি আসলে কি বোঝাতে চাইছেন। তিনি প্রথমে কেবল কাঁধ ঝাঁকান, কোনো উত্তর দেন না। আমি নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করতে থাকি।

'আমার কাজের খাতিরে অনেক পরিবারের সমস্যা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়। র‍্যাচেল আজ আমায় যা বলেছে সেটা নতুন কিছু নয়। এটা অনেক পুরনো একটা গল্প। সে তার জন্য আমায় প্রার্থনা করতে বলেছে। আমি রাজি হইনি। আমি তাকে বলেছি যে, প্রার্থনা করা আর অজ্ঞ থাকার চেয়ে ভালো জানতে চেষ্টা করা আর ঘুমানো।'

'আমাদের কেউই গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুমায়নি। আমার বিবেক পরিষ্কার। আমার আত্মা পাপমুক্ত।'

BanglaBook.org

'আর আপনার হৃদয়?'
'হৃদয় স্বপ্ন দেখে। আপনি সেটা খুব ভালো করেই সেটা বুঝতে পারেন। স্বপ্নবিহীন একটা পৃথিবী কি নরকের চেয়েও জঘন্য স্থান নয়?'
'ইবনে ইয়াকুব, তার সাথে কথা বলো। র‍্যাচেলের সাথে আলোচনা করো। তার সাথে নিজের স্বপ্ন ভাগ করে নাও। নিয়তি আমাদের জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে খুব বেশি মধু উপভোগের অনুমতি দেয়নি।'
আমরা দুজন নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যাই।

BanglaBook.org

ছয়

# সালাহ্ আল-দ্বীনের দামাস্কাসের ছেলেবেলার স্মৃতি; সুলতানের প্রথম দৈহিক অভিজ্ঞতা লাভ সম্বন্ধে সাধির বয়ান

আমায় পরিচারককে অনুসরণ করে সুলতানের শয়নকক্ষে যেতে বলা হয়। তিনি বিশ্রাম করছিলেন, কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র উঠে বসে, নানান আকৃতি আর ধরনের তাকিয়ার একটা সমারোহের মাঝে হেলান দেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হাসতে চেষ্টা করেন। তাব বুক ঘড়ঘড় করছে। গলার স্বর ভাঙা। তিনি যখন সুস্থ হবেন তখন আমি ফিরে আসব বলে তাকে প্রস্তাব করতে তিনি প্রবলভাবে মাথা নাড়েন, জোর দিয়ে বলেন যে, আজকের দিনটা অপচয় করা ঠিক হবে না।

'ইবনে ইয়াকুব, জীবন খুব সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ যুদ্ধের সময় তার যেকোনো *গাজিকে* এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিতে পারেন।'

পরিচারকরা তার জন্য ঔষুধ প্রস্তুত করতে আমি নীরবে তাকিয়ে থাকি। পানিতে আদা দিয়ে সেটা ফুটানো হয় যতক্ষণ না মিশ্রণটা গাঢ় বর্ণ ধারণ করে। সালাহ্ আল-দ্বীন নাক দিয়ে মিশ্রণটার ঘ্রাণ নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেন। দ্বিতীয় পরিচারক পর্যাপ্ত পরিমাণ মধু মিশ্রিত করে আদা-পানির মিশ্রণটিকে মিষ্টি করে। রোগী এবার রুষ্ট চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে মিশ্রণটায় চুমুক দেয়। তিনি ইশারায় পাত্রটা রেখে তাদের বিদায় নিতে বলেন। পরিচারকরা নতজানু হয় এবং কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। তারা বিদায় নিচ্ছে এমন সময় সাধি কক্ষের প্রবেশ করে এবং সুলতানের কপালের উষ্ণতা অনুভব করে।

'জ্বর নেই। ভালো। শেষ বিন্দুটা পর্যন্ত যেন আপনার পেটে যায়। ইবনে ইয়াকুব, তোমায় বলছি। তোমার উপস্থিতি একটু কমাতে হবে। তার আজকে নিজের জিহ্বাকে একটু বিশ্রাম দেয়া উচিত।'

সুলতানের উত্তরের, যা ছিল হাসি আর গালাগালিপূর্ণ, প্রতীক্ষা না করেই সে কক্ষ থেকে বিদায় নেয়। তিনি কর্কশ স্বরে ফিসফিস করে কথা বলেন।

আজকে আমার পুরাতন শহরের কথা খুব বেশি মনে পড়ছে। আমি যখনই অসুস্থবোধ করি, তখনই দামাস্কাসে আমার ক্ষুদ্র কক্ষটার কথা আমার মনে

পড়ে। শহরের পশ্চিমাংশে দুর্গপ্রাসাদের কাছাকাছি একটা বাড়িতে আমরা বাস করতাম। একদিন আমি যখন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলাম, যা স্বয়ং শয়তানের আসরের ফলে সৃষ্ট মনে হচ্ছিল, সাধি আমার কক্ষে প্রবেশ করে– কিছুক্ষণ আগে ঠিক যেমন সে প্রবেশ করেছিল– এবং আমার কপালে হাত রেখে দেখে। তারপর সে আমার কানে ফিসফিস করে বলে: 'ইবনে আইয়ুব, নিজের তাগদ পুনরুদ্ধার করো। নিজের তাগদ পুনরুদ্ধার করো।'

আমাদের পরিবার যে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে আমাকে জানাবার সেটা ছিল তার নিজস্ব উপায়। আমি তার বার্তা অনুধাবন করার মতো মানসিক অবস্থায় তখন ছিলাম না এবং আমার সেই রাতে স্বপ্নদোষ হয়েছিল মনে আছে। পরের দিন সকাল নাগাদ জ্বর আবার ফিরে আসে। আমার আব্বাজান সেই একই দিন আমার কক্ষে প্রবেশ করে আমাকে বলেন যে, আমার দাদিজান ইন্তেকাল করেছেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকি এবং আমার যন্ত্রণাক্লিষ্ট কান্না নিশ্চয়ই তাকে স্পর্শ করেছিল। আমার জীবনে আব্বাজান সেই একবারই আমায় তার দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং পরম মমতায় আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

তিনি আমায় সান্ত্বনা দেন। তিনি আমায় বলেন, আল্লাহতালা, তার অসীম করুণায়, তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। তিনি কোনো প্রকার অনুশোচনা ছাড়াই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তার সন্তানের উদ্দেশে তার শেষ কথাগুলো ছিল আমায় নিয়ে। তিনি তাকে, আমার আব্বাজানের ভাষ্য অনুসারে, ভীষণ তিরস্কার করেছেন আমার এবং আমার ভবিষ্যতের প্রতি তাকে এত কম মনোযোগী হতে দেখে। তিনি আমায় এসব বলার সময়, এই তাবিজটায় যা আপনি এখন আমার বুকে দেখতে পাচ্ছেন আলতো করে হাত বোলান।

আমার দাদিজান এটা প্রথম এই গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিবছর নিয়ম করে এটা গলা থেকে খুলতেন এবং সুতাটা বড় করার সময়, অজ্ঞাত দেবতাদের উদ্দেশে বিড়বিড় করে আহ্বান করতেন– আমি এসব বিশেষ প্রার্থনার সময় তাকে কখনো আল্লাহকে ডাকতে দেখিনি– আমায় শক্তিশালী করতে। এই তাবিজটা আমার সৌভাগ্যের প্রতীক। তার কারণেই আমি এটার এত যত্ন করি কিন্তু এটা এখন আমার একটা অংশেই পরিণত হয়েছে। আমি আমার প্রতিটি যুদ্ধের আগে এটা আমার হাতের মুঠিতে ধরে আল্লাহতালার কাছে আমাদের সাফল্যের জন্য নীরবে মোনাজাত করার আগে নিজের বুকের ওপর ঘষতে থাকি।

আমি দামাস্কাসে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়েছি। আমি প্রথম কয়েক মাস বাআলবেকের স্বাধীনতার জন্য হাপিত্যেশ করতাম। দামাস্কাস ছিল বিপদসংকুল একটা শহর। আমরা এমন কোনো দিন অতিবাহিত করতাম না যেদিন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ কারো আঁততায়ীর হাতে নিহত হবার সংবাদ পেতাম না।

আমার আব্বাজানের, সহজাত প্রবৃত্তি, বরাবরের মতোই তাকে ভালোই সহায়তা করে। দামাস্কাসের উচ্চপদস্থ অমাত্য আতাবেগ তাকে দুর্গপ্রাসাদের দায়িত্ব প্রদান করেন। শহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার আব্বাজানের ওপর ন্যস্ত করা হয়। তার এই হঠাৎ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের কারণে অনেকেই তার শত্রুতে পরিণত হয়। শহরের স্থানীয় অভিজাতবৃন্দ, যাদের অনেকেই নিজেদের আল্লাহ এবং তার নবীর ওপর প্রথম বিশ্বাসস্থাপনকারী সাহাবিদের বংশধর বলে দাবি করে, প্রকাশ্যেই বৈরী মনোভাব পোষণ করে এবং আমাদের মনে মনে ঘৃণা করে। তাদের কাছে আমার আব্বাজান আর আমার চাচাজান শিরকুহ কুর্দি অভিযাত্রী, ধূর্ত সুযোগসন্ধানী ছাড়া আর কিছু না, যারা নিজেদের আত্মা আর দক্ষতা সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারীর কাছে বিক্রি করেছে। এটা অস্বীকার করা কঠিন যে, তাদের এই তাচ্ছিল্যের মাঝে খানিকটা হলেও সত্যের উপাদান লুকানো ছিল।

আমরা প্রথম যখন দামাস্কাসে পৌঁছায় তখন এর শাসনকর্তা ছিলেন আতাবেগ মুঈন আল-দ্বীন উনর। তিনিই কিন্তু তার সেনাপতিদের মাঝে বিদ্যমান দলাদলিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমার আব্বাজানকে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে অনুরোধ করেছিলেন। উনর ছিলেন সুলতান জেঙ্গি আর তার পুত্র নূর আল-দ্বীনের অন্যতম শত্রু। আমার চাচাজান শিরকুজ ছিলেন সরাসরি নূর আল-দ্বীনের অধীনে কর্মরত একজন সেনাপতি। আমি নিজেও যদি উনর আর তার মালিক আবাকের প্রতি অনুগত একজন তুর্কি হতাম তাহলে আমিও হয়তো একটু বেশিই বিচলিত বোধ করতাম। আর তা ছাড়া এটা মোটেই গোপন কোনো বিষয় ছিল না যে আমাদের গোষ্ঠীর সবার মাঝে দারুণ আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। আমার আব্বাজান আর চাচাজান পরস্পরের শত্রু হওয়া দূরে থাক তরবারির ফলা আর বাটের মতো নৈকট্য তাদের ভেতর বিদ্যমান ছিল। উনর অবশ্য আমার আব্বাজানকে বিশ্বাস করতেন। তিনি তার মৃত্যুশয্যায় সুলতান অ্যাবাককে উপদেশ দিয়েছিলেন, বা আমাদের বলা হয়েছিল, যে তিনি যেন আমার আব্বাজানের চাকরি বহাল রাখেন।

অ্যাবাক অবশ্য পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেন না। তিনি ছিলেন একজন দুর্বল চিত্তের মানুষ, সুরা আর সাকির বশবর্তী এবং সহজেই বিবেকহীন পরামর্শদাতাদের কথায় প্রভাবিত হতেন। আমায় অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তাদের দুশ্চিন্তা একেবারেই অমূলক ছিল না। নূর আল-দ্বীন যদি দামাস্কাস আক্রমণ করেন তাহলে আমার আব্বাজান কি নিজের আপন ভাই শিরকুহর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন? এই একটা প্রশ্নই তাদের দিন-রাত বিব্রত করছিল।

আমার আব্বাজান মুখোশের আড়াল ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সফল অমাত্য, এই কারণে যে তিনি মনোযোগ দিয়ে সবার কথাই

BanglaBook.org

শুনতেন এবং নিজে সামান্যই বলতেন। অ্যাবাক যখন আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাকে অবহিত করেন, আব্বাজান মুচকি হেসে তাকে বলেন, 'আমার আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তারা হয়তো ঠিকই করছে। আপনি এখানে একমাত্র বিচারক। আজ অবধি আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আমার উপস্থিতি যদি আপনাকে বিব্রত করে আমি তাহলে আগামীকাল প্রত্যুষেই আমার পরিবার পরিজন নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। আপনি কেবল আদেশ দেবেন।'

দামাস্কাসের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসক আমার আব্বাজানের চাকরি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তাকে নিজের সিংহাসন দিয়ে এই ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল কিন্তু এর ফলে বিশ্বাসীরা একত্র হয় আর সেই দিনটিকে কাছে নিয়ে আসে যখন ফ্রানজদের কাছ থেকে আমাদের ভূখণ্ড পুনরাধিকার করব।

ইবনে ইয়াকুব, আমি জানি আপনি কী চিন্তা করছেন। আপনি ভাবছেন আমাদের যদি দামাস্কাস থেকে বহিষ্কার করা হতো তাহলে কী ঘটত। আমার মনে চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ আছে অবশ্য সে ক্ষেত্রে প্রচুর রক্তপাতের বিনিময়ে সেটা সম্ভব হতো। আমার আব্বাজানের কার্যকলাপের নির্ধারক কেবল আমাদের পরিবারের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হতো না। বিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সেসব যুদ্ধের প্রতি তার সত্যিকারের অনীহা ছিল।

আমাদের স্বাধীনতা এসব বিরোধিতার কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আমাদের একা একা ঘোড়া নিয়ে বাইরে যাবার অনুমতি ছিল না। অন্ধকার হয়ে যাবার পরে শহরে ঘুরে বেড়ানো থেকে আমাদের বিরত রাখা হতো। মদ-ভাণ্ডারে কখনো প্রবেশ না করতে আমাদের সতর্ক করা হয়েছিল। আমরা যদি এই শেষ নির্দেশটা কখনো লঙ্ঘন তাহলে আব্বাজান প্রকাশ্যে আমাদের চাবকাবেন বলে শাসিয়েছিলেন।

বাধ্যতামূলক সঙ্গীদের এই দলটা আমাকে *চোগান* খেলার প্রতি আকৃষ্ট করে। আমার ভাই আল-আদিল আর আমার নিজের যেহেতু বেশ কয়েকজন প্রহরী ছিল আমরা তাদের কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিই। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় আমরা বাব-আল-ডাজাবিয়া দিয়ে সদলবলে বেরিয়ে যেতাম। সৈন্যরা প্রথমে তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করত আর আমাদের অসিবিদ্যার কলাকৌশল শেখাত। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আর সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয় আমাদের দেখানো হতো। আমাদের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হবার পরে আমরা তখন সৈন্যদের শেখাতাম কীভাবে *চোগান* খেলতে হয়।

ইবনে ইয়াকুব, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না, যে একজন যত বেশি সচেষ্ট হয় তত কম সে ক্লান্তবোধ করে? দুই ঘণ্টা এক নাগাড়ে ঘোড়া

BanglaBook.org

দাবড়াবার পরেও আমি অনায়াসে পুরোটা দিন ঘোড়ার পিঠে কাটাতে পারতাম। অথচ আমি যেদিনগুলোতে হাভেলি থেকে বের হতে পারতাম না সেদিনই আমি, ঠিক আজকের মতোই, ক্লান্ত আর হতোদ্যম হয়ে পড়তাম। আমার চিকিৎসকরা আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আমায় বলে যে, দেহের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত শোণিতধারা কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে এটা তার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু তারা কি সত্যিই সেটা বলতে পারে?

সুলতান চুপ করে থাকেন। তাকে গভীর ভাবনায় মগ্ন ধরে নিয়ে আমি আমার লেখায় কিছু সংশোধন করি, কিন্তু যখন লেখনী প্রস্তুত করে আমি পুনরায় আমাদের আলোচনা শুরু করার জন্য যখন তার দিকে তাকাই, তার চোখের পাতা দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়ে আছে। তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

সালাহ্ আল-দ্বীন ইবনে আইয়ুব যে কেবল একটা চোখেই দেখতে পান এই বিষয়টার প্রতি আমার মনোযোগ আগে কখনো আকৃষ্ট হয়নি। তিনি এখনো পর্যন্ত আমায় বলেননি কীভাবে তিনি এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন এবং ইবনে মায়মুন আমায় বারবার সতর্ক করে দিয়েছে যে, এটা একটা দারুণ স্পর্শকাতর বিষয়। আমি কোনো পরিস্থিতিতেই যেন নিজে থেকে বিষয়টা কখনো উত্থাপন না করি। একজন নিয়মনিষ্ঠ অনুলেখক হবার কারণে আমি আমার মন সব ধরনের কৌতূহল থেকে মুক্ত করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার এই বৈকল্যের সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি এবং বিষয়টা কদাচিৎ আমার ভাবনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু তারপরও বিস্ফারিত নষ্ট চোখটা নিয়ে তাকে এভাবে গভীর ঘুমে মগ্ন অবস্থায় দেখে আমার মনে হয় যেন তিনি আধেক জাগ্রত সর্বদর্শী একজন সুলতান।

আমার ভেতর ভাবনাটা একটা বিচিত্র অনুভূতির জন্ম দেয়। আমার জানতে ইচ্ছা করে তিনি কখন আর কীভাবে তার চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। এটা কি ছেলেবেলার কোনো দুর্ঘটনার ফল? যদি তাই হয়ে থাকে তবে সে জন্য কে দায়ী? যুদ্ধে এটা কীভাবে তার উপস্থিতিকে প্রভাবান্বিত করে? আমার মনে অজস্র প্রশ্নের জন্ম হতে থাকে।

আমি জানি না কতক্ষণ আমি সেখানে বসে ঘুমন্ত সুলতানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার কাঁধে একটা মৃদু টোকা আমায় সর্বব্যাপী সাধির উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সে নিজের ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে নীরবতা বজায় রাখতে অনুরোধ করে এবং কক্ষের বাইরে তাকে অনুসরণ করে ইঙ্গিত করে।

আমরা বাইরের আঙিনায় বসে যখন *লাবিনেহ*তে রুটি ডুবিয়ে সেটা মূলা আর পিঁয়াজ সহযোগে কচকচ করে চিবানোর ফাঁকে শীতের সূর্য উপভোগ করছি, আমি সাধিকে চোখের বিষয়ে প্রশ্ন করি। সে মুচকি হাসে কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। আমি আজ নাছোড়বান্দা।

BanglaBook.org

'সালাহ্ আল-দ্বীন নিজেই তোমায় বলবে। আমরা এই একটা বিষয় নিয়ে কখনো আলোচনা করি না।'

'কেন করা হয় না?'

বৃদ্ধ লোকটার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। সে উত্তর দেয়ার বদলে নিজের ঝোলানো গোঁফে লেগে থাকা টক দই মুছে নেয় আর ঢেকুর তোলে। আমি ভাবি, আজ সম্ভবত কোনো কারণে তার মেজাজ খারাপ। কোনো কারণে সে অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। সে নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছিল কারণ খোয়া যাওয়া চোখের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

সে বরং আমার কাছে উল্টো জানতে চায় যে আমি যে দিনপঞ্জির প্রতিলিপি তৈরি করছি সেখানে আইয়ুব আর তার পরিবারের লোকজন কি দিমাস্কে এসে পৌঁছেছে। আমি মাথা নাড়ি।

'তাহলে,' সে মুখে একটা কামোদ্দীপক হাসি ফুটিয়ে তুলে বলে, 'সুলতান তার যৌবনের তারুণ্যদীপ্ত দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন?'

'এখনো পুরোটা নয়।'

'এখনো নয়, বা পুরোটা কখনো নয়!' সে আমার অনুকরণ করে আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। 'সে কখনো তোমায় বলবে না। মহান লোকদের স্মৃতি সব সময় ত্রুটিপূর্ণ। তারা খুব সহজেই নিজেদের অতীতের কথা অতি সহজেই ভুলে যেতে পারে, কিন্তু প্রিয় অনুলেখক তুমি ভাগ্যবান কারণ তোমাকে সাহায্য করতে সাধি এখনো জীবিত আছে। আমরা আগে ভেড়ার মাংস দিয়ে উদরপূর্তি করব আর তারপর আমি তোমায় দামাস্কাসের গল্প শোনাব, যা আমাদের মহান সুলতান আর কখনো স্মরণ করতে পারবেন না।'

আমাদের খাবার পর্ব শেষ হবার পরে বৃদ্ধলোকটা তার কথা শুরু করে।

'আমি তোমাকে আমাদের প্রথমবার উমাইয়া মসজিদ দর্শনের কাহিনি শুনিয়ে বিরক্ত করব না, যেখানে মহান খলিফারা শুক্রবার জুমার নামাজের আগে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন এবং যেখানে তারও অনেক দিন আগে সমবেত মুসল্লির দল চাপা ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে মুয়াবিয়ার হাতে ধরা খুন হয়ে যাওয়া খলিফা উসমানের পরনের রক্তরঞ্জিত পিরানের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। সুলতানের বলার জন্য আমি সেসব রেখে দিলাম।'

সাধি এমনভাবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যেন সে এইমাত্র আমায় দারুণ একটা কৌতুক শুনিয়েছে। তার এই নিজের মন্তব্য শুনে নিজেরই হেসে ওঠার বিষয়টার সাথে আমি এখন অভ্যস্ত হয়ে গেলেও এটা আমায় বিরক্ত হওয়া থেকে কখনো বিরত রাখতে পারেনি। এসব স্নায়বিক প্রাদুর্ভাবের অব্যবহিত পরেই আমি যে তীব্র চাহনির বিষয়বস্তুতে পরিণত হতাম সেটাকে হালকা করতে আমি বাহ্যিকভাবে মুচকি হেসে উঠে আলতো করে মাথা নাড়তাম।

BanglaBook.org

আরেক পেয়ালা ঘোল সাবাড় করে এবং নিজের ঠোঁট আর গোঁফে লেগে থাকা অবশিষ্টাংশ সশব্দে চেটেপুটে পরিষ্কার করে সে পুনরায় তার গল্প বলা শুরু করে।

'গ্রীষ্মের এক নিদাঘ তপ্ত দুপুর। সবাই যার যার মতো বিশ্রাম করছে। তোমাদের সুলতানের তখন চৌদ্দ বছর বয়স, সম্ভবত তখনো চৌদ্দও পুরো হয়নি। সে গ্রীষ্মের উষ্ণ আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে, তার আব্বাজানের আদেশ অমান্য করে এবং আস্তাবলে গিয়ে হাজির হয়। সে সেখানে তার প্রিয় ঘোড়াটিকে খুঁজে বের করে, সেটার খালি পিঠেই চেপে বসে এবং একাই শহর থেকে বাইরে বের হয়। তার এটা মনে করাটা বোকামি হয়েছিল যে শহরের তোরণদ্বার অতিক্রম করার সময় তাকে কেউ চিনতে পারবে না। এটা বিপজ্জনকও বটে কারণ শহরে তার আব্বাজানের শত্রুরাও ছিল। কিন্তু কে কবে তারুণ্যের উদ্দামতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে?

'তোরণদ্বারে মোতায়েন করা প্রহরীরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তারা খুব ভালো করেই জানত যে আইয়ুবের সন্তানদের সচরাচর একাকী বাইরে বের হতে দেখা যায় না। তাদের একজন দ্রুত দৌড়ে হাভেলিতে এসে তার শহরের বাইরের বের হবার বিষয়টা জানায়। আইয়ুবকে ঘুম থেকে তুলে জানানো হয় যে কী ঘটেছে। কোনো দুর্বোধ্য কারণে, নিজের সন্তানের অবাধ্যতা তাকে ক্রুদ্ধ করার চেয়ে প্রীত করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। আমি তাকে আপনমনে হাসতে দেখি।

'তিনি আমাকে অনুরোধ করেন সালাহ আল-দ্বীনকে অনুসরণ করতে, কিন্তু সেই অনুরোধের ভেতরে উদ্বেগের লেশমাত্রও ছিল না। তাকে অনুসরণ করার, সে কোথায় যাচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমায় নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পুরোটা সময়েই বিচক্ষণ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সোজা কথায় বলা যায়। স্বাভাবিক কারণেই আমি আমায় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

'তার পথ চলার চিহ্ন–রেখা খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। বাব আল-দাজাবিয়ার ঠিক বাইরে, সুলতান নিজের সাথে করে তোমায় যখন দেখাতে নিয়ে যাবে তখন দেখতে পাবে, একটা বিশাল মাঠ রয়েছে যার ঠিক মাঝ দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হচ্ছে। দুর্গপ্রাসাদের প্রাকারে যখন তুমি দাঁড়াবে, তখন অস্তমিত সূর্যের শেষ কিরণ তোমার চোখের সাথে অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠতে পারে। *ময়দানকে* তখন অনায়াসে উৎকৃষ্ট রেশম থেকে তৈরি একটা অতিকায় গালিচা মনে হতে থাকে। সালাহ আল-দ্বীন আর তার ভাইয়েরা এখানেই *চোগান* খেলত। তারা এখানেই ঘোড়দৌড়ে মেতেছে এবং তরবারি আর তীরধনুক চালনা করতে শিখেছে। নদীটার দুই তীর ঘিরে রেখেছে অতিকায় পপলার গাছের কুঞ্জবন।

'আমি দূর থেকেই তাকে দেখতে পাই ঘোড়া নিয়ে দুলকি চালে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মাথা পুরোপুরি অরক্ষণীয় আর সেখানে শিরস্ত্রাণের কোনো

BanglaBook.org

নিরাপত্তাকবচ নেই। আমি তাকে নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতে আর মাটিতে নামতে দেখি। আমিও একই কাজ করি আর আমার ঘোড়াকে একটা গাছের সাথে বেঁধে রাখি। আমি তারপর ছেলেটার দিকে এমনভাবে অগ্রসর হতে থাকি যেন সে আমায় দেখতে না পায়। আমি শীঘ্রই কয়েকটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটা বেশ উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করি এবং আমি সেখান থেকে নিজেকে দৃশ্যমান করে না তুলেই তাকে বেশ পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ইবনে ইয়াকুব, তুমি এই বুড়ো ভামটার কথায় ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছ, বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কাহিনি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

'সালাহ্ আল-দ্বীন তার পরনের সব পরিচ্ছদ খুলে ফেলে নদীতে লাফিয়ে পড়ে। সে প্রথমে স্রোতের সাথে সাঁতার কাটে এবং তারপর স্রোতের বিপরীত দিকে। আমি আপন মনে হাসি। কী অদ্ভুত একটা ছেলে। সে আমাদের কেন কেবল বলেনি যে সে শুধু সাঁতার কাটতে আগ্রহ? তার সাথে কয়েকজন আসত আর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখত যতক্ষণ না তার সাঁতার শেষ হয়। কাহিনির সেখানেই সমাপ্তি ঘটত।

'আমি হেঁটে নদীর তীরের কাছে গিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানাতে মাত্র রওনা দিতে যাব, তখন সহসা আমি একজন নারীকে দেখতে পাই যে নিজেও অবশ্যই তাকে দেখছিল ছেলেটা সাঁতার কাটার জন্য যেখানে কাপড় খুলে রেখে গিয়েছিল সেদিকেই হেঁটে যাচ্ছে। সে কাপড়গুলো তুলে নেয় এবং সেগুলো ভাঁজ করে। সে তারপর সেখানে বসে তার সাঁতার কাটা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সে সাঁতার কেটে তীরে ফিরে আসে এবং মেয়েটাকে একটা কিছু বলে। আমি তার কথা শুনতে পাই না, যেহেতু মেয়েমানুষের উপস্থিতি লক্ষ করে, আমি পুনরায় নিজের দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করেছিলাম। মেয়েটা হাসছিল আর নিজের মাথা নাড়ছিল। সে জোর করতে থাকে। মেয়েটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, পরনের কাপড় একটানে খুলে ফেলে এবং তার সাথে পানিতে লাফিয়ে পড়ে।

'ইবনে ইয়াকুব, মেয়েটা ছিল ছেলেটার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ বয়সী একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী। তুমি বাকিটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ। তারা যখন তাদের সাঁতার কাটা শেষ করার পরে, সূর্যের আলোয় নিজেদের গা শুকিয়ে নেয় এবং তারপরই সেই ডাকিনি আমাদের ছেলের ওপরে উপবিষ্ট হয়ে তাকে শেখায় একজন পুরুষ হবার অভিজ্ঞতা কেমন। ইবনে ইয়াকুব, আল্লাহ মেহেরবান, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে তারা ছিল বেহায়া নির্লজ্জ। সেখানে নির্মেঘ নীলাকাশের নিচে, আরশ থেকে তাকিয়ে থাকা সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার দৃষ্টির নিচে, তারা একেবারে জানোয়ারের মতো আচরণ করছিল।

'আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি, আমার প্রভুর আদেশমতো সব কিছু মানসপটে স্মৃতিবদ্ধ করতে থাকি। মেয়েটা আগে প্রস্থান করে। মেয়েটা মনে হয় যেন

BanglaBook.org

স্রেফ গায়েব হয়ে যায়। আমাদের ছেলে সেখানে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে এবং তারপর পোশাক পরিধান করে। এই সময়, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি নিজের উপস্থিতি জানান দেয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম। বাআলবেকের ঘটনার জন্য এটা হতো আমার প্রতিশোধ কিন্তু আমাকে সুনির্দিষ্ট আদেশ দেয়া হয়েছে। কিশোর সালাহ আল-দ্বীনের স্থৈর্য জাগরূক হবার জন্য অপেক্ষা না করেই, আমি নিজের ঘোড়া নিয়ে শহরে ফিরে আসি। হাভেলিতে ফিরে এসে, আমি তার আব্বাজানকে আশ্বস্ত করি যে সব কিছু ঠিক আছে।

'আইয়ুব, আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দিন, সব কিছু জানতে চান। আমি খুশি মনে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। হে বিচক্ষণ অনুলেখক, আমি তোমায় খুবই সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ বলেছি, কিন্তু সে সময় পুরো ঘটনাটা আমার মনে একেবারে তাজা ছিল।

'আইয়ুব, আমায় বিস্মিত করে, হাততালি দিয়ে আনন্দে ফেটে পড়েন। তিনি সম্ভবত কোনো সুদর্শন তরুণ সৈন্য বা কোনো ঘোটকীর পরিবর্তে একটা গ্রাম্য মেয়ের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে স্বস্তিবোধ করেছিলেন! তিনি যখন আমায় সতর্ক করেন যে সালাহ আল-দ্বীন যদি কখনো এসব বিষয়ে একটা কথাও কখনো জানতে পারে তাহলে আমার ভাগ্যে কি ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করছে তখন তার মুখাবয়ব পুনরায় কঠোর হয়ে ওঠে।

'আমার জন্য কঠিন ছিল নীরব থাকা। আমি সব সময় ছেলেটার জন্য একটা টান অনুভব করতাম আর ভিন্ন পরিস্থিতিতে আমার এই জিহ্বা হয়তো নির্দেশ অমান্য করত। কিন্তু আইয়ুবের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল যা আমায় তার নির্দেশ অমান্য না করার জন্য সতর্ক করে দেয়। আমি তীব্র প্ররোচনা সত্ত্বেও তার আদেশ পালন করি।'

'আপনি বলতে চাইছেন,' আমি জানতে চাই, 'যে আজ পর্যন্ত সুলতান জানেন না কী ঘটেছিল? এটা কি সম্ভব?'

সাধি চোখ মটকে হাসে আর নিজের নাক চুলকায়।

'আমি সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। আমি বিষয়টা তার বিয়ের রাতে তাকে জানাই। সে সেদিন খোশমেজাজে ছিল আর আমার কথা শুনে হেসে ফেলে কিন্তু আমার তাকে আরো ভালো করে চেনা উচিত ছিল। এক মাস পরে, আমি যখন মাত্র ভাবতে শুরু করেছি যে সে সব কিছু ভুলে গেছে, সে আমার কাছে সব কিছুর একটা ব্যাখ্যা দাবি করে। তার মুখে কঠোর অভিব্যক্তি ফুটে আছে। আমি তাকে সব কিছু বলি। সে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে তার পিতা-মাতার কেউই এ বিষয়টা নিয়ে তার সাথে কখনো আলাপই করেনি। আমি নিজের কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার অপারগতা প্রকাশ করি। আমায় দায়বদ্ধতার ভেতরে বিষয়টা কোনোভাবেই পড়ে না।'

BanglaBook.org

## সাত

# কায়রোর বসন্ত উৎসব; তুর্কি অধ্যুষিত বসতিতে যৌন-কামনা উদ্রেককারী পুতুল-নাচ

দিন কাটতে থাকে। শীতকাল এখন আর নেই কিন্তু বসন্তকাল এখনো শুরু হয়নি। আমি হালিমার কাছ থেকে এখনো কোনো বার্তা পাইনি এবং ইতিমধ্যে মাদকতার রেশ কাটতে শুরু করেছে। ইবনে মায়মুনের পরামর্শ অনুসারে, আমি তার জন্য আকুল হয়ে নিজেকে কষ্ট দেয়া বন্ধ করেছি। আমি আজকাল বেশ কয়েক দিন তাকে কোথাও দেখছি না। এদিকে বাড়িতে, র‍্যাচেল, নিজের শুভ আত্মার বিচক্ষণতা ফিরে পেয়েছে। আমাদের জীবন একটা নতুন পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে।

সুলতান, এদিকে প্রাসাদে, তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পারিবারিক সদস্যদের সাথে, আল-কুদস মুক্ত করতে নিজের সেনাপত্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন। এই একবারই কেবল আমাকে তার সভাকক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তিনি যে ধরনের পরামর্শে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন তা সাধারণের জন্য প্রযোজ্য নয়। সেগুলো ছিল বাস্তবিকই গোপনীয় আলোচনা। সুলতান সব সময়ই একটা কথা বলতেন, একটামাত্র অসতর্ক বা বেপরোয়া দম্ভোক্তি, আমাদের একটা পুরো সমরসজ্জাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে কয়েক দশকের জন্য আমাদের উদ্দেশ্য সাধনকে পিছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তারপরও আমার জন্য ভান করাটা প্রতারণামূলক হবে যে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করিনি। আমি নিজেকে এমন একজন ভেবে নিয়েছিলাম যার ওপর তার শাসকের পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে। সুলতান বিষয়টা অবশ্যই লক্ষ করেছিলেন, কারণ তিনি আমার আহত অহংকারবোধকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন।

'ইবনে ইয়াকুব, আপনি যা লিখছেন সে সম্বন্ধে কেবল আমি, আমাদের কাজিসাহেব আর অন্য আর তিনজন লোক জানে। আমি যদি আপনাকে আমাদের সামরিক পরিষদে যোগ দেয়ার অনুমতি প্রদান করি তাহলে সবাই আপনার পরিচয় জেনে যাবে এবং সেটা বিপজ্জনক হতে পারে। আমার ভাই অথবা ভাস্তেদের ভেতরে কেউ হয়তো ভেবে বসতে পারে যে আপনি আমার উত্তরাধিকারীর গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত আছেন। তারা আপনাকে নির্যাতন বা হত্যাও করতে পারে এবং তারপর তারা জনগণকে যা বিশ্বাস করাতে

আগ্রহী তার সপক্ষে জাল নথিপত্র প্রস্তুত করবে। আপনি কি বিষয়টা বুঝতে পারছেন?'

তিনি যা বলেছেন তার বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই এবং নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করি।

কায়রোবাসীরা বসন্তের প্রথম সকালের কুয়াশাকে স্বাগত জানায় যা তারা গত কয়েকশ বছর ধরেই করে আসছে। শহরের অধিবাসীরা শহরটাকে অধিগ্রহণ করে। বসন্তের প্রথম দিনে আজ সবাই রাজা। মক্তব আর মাদ্রাসায়, ছাত্ররা হয় অনুপস্থিত থাকে, সন্ধ্যার আমোদ-প্রমোদের প্রস্তুতিতে, বা তারা এসে তাদের শিক্ষকদের অপহরণ করে, মুক্তিপণ প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বন্দি করে রাখে। মুক্তিপণের টাকা খাবার আর সুরার আয়োজনে ব্যয় করা হয়, সারাদিন গরিবদের মাঝে বিনা মূল্যে বিতরণ করতে।

আমি গত কয়েক বছর ধরে এই দিনে রাস্তাঘাটে চলাচল করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি বিশেষ করে আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন মাতাল র‍্যাচেলকে ঝর্ণার পানিতে ছুড়ে ফেলার পর থেকে, র‍্যাচেলের ভেজা কাপড়ের ভেতর দিয়ে তারা তার স্তনদ্বয় ভালো করে দেখতে পাবে মনে করেছিল। আমার নিজের প্রতিবাদের তুলনায় র‍্যাচেলের প্রতিবাদ মৃদুই ছিল, কিন্তু এই বছর আমি ঠিক করেছি সাধারণ মানুষের সাহচর্যে পুরো দিনটা অতিবাহিত করব। এই বছর তাদের হাস্যকৌতুকের বিষয়বস্তু কে হবে? কাজি আল-ফাদলি তিন বছর ধরে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, তারা তার কাব্য প্রতিভাকে উপহাস করেছে, তার দাম্ভিকতা নিয়ে ব্যঙ্গ-পরিহাস করেছে এবং তার আদালত পরিচালনার আদব-কায়দার নির্মম অনুকরণ করেছে।

ইবনে মায়মুন, যিনি কখনো কোনো উৎসব বাদ দেন না, স্বীকার করেছেন যে মোল্লার ওপর প্রস্রাব করার অভিযোগে একটি গাধার ব্যঙ্গাত্মক বিচার দেখে তিনি প্রাণ খুলে হেসেছিলেন। কাজির ভূমিকায় অভিনয়কারী ছাত্রটি মন দিয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা শোনে, গাধাকে প্রশ্ন করে এবং তারপর নিজের রায় ঘোষণা করে। জনসম্মুখে প্রকাশ্যে গাধাকে অপমানিত করা হবে। তার লিঙ্গ পাঁচ টুকরো করে একটা তশতরিতে সুন্দর করে সাজিয়ে সেটা মোল্লাকে পরিবেশন করা হবে গাধাটা যাকে অপমান করেছিল। গাধাটিকে সেই সাথে জনতার সামনে গাধার ডাক দিতে বাধ্য করা হবে দিনে নিদেনপক্ষে পাঁচবার। গাধাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় সে রায় মেনে নিয়েছে কিনা, গাধাটা বিকট একটা বাতকর্ম সম্পন্ন করে।

'তাদের ধারণা আর অভিনয়কে কোনোভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলা যাবে না,' ইবনে মায়মুন উৎসবের সেই সময়ে আমায় বলেছিল, 'কিন্তু, একজন অন্ধ আর বধির ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবে না যে তারা ভীষণ জনপ্রিয়।'

শহরের সবচেয়ে বড় শোভাযাত্রার যেখানে সমবেত হবার কথা আমি আর র‍্যাচেল সেখানে যাই। এই বছর তরুণেরা সবাই নিজেদের পাতলা দাড়িতে

সজ্জিত করে রাস্তায় সমবেত হয়ে হাসি-ঠাট্টা আর গল্পগুজবে মেতে উঠেছে। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য দড়াবাজ, নিজের শরীর নিয়ে কসরত দেখানো বাজিকর আর জাদুকরের সাথে প্রতিযোগিতায় মেতেছে সাপুড়ে আর বাজিকরের দল। চারপাশে কেবল মন্ত্রমুগ্ধ বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল, যাদের নিষ্পাপ হাসির শব্দ সবচেয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকটির মুখেও আনন্দের হাসি ফুটিয়ে তোলে।

আমরা চিতাবাঘের মুখোশ কিনি আর আমাদের মুখ কোনোমতে মুখোশের আড়াল করতে করতেই বিভিন্ন আকৃতির মুখোশধারী অন্যান্য চিতাবাঘের দল আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। আমরা যখন শুভেচ্ছা বিনিময় শুরু করেছি, তাদের ভেতর থেকে সহসা একজন হাত বাড়িয়ে র‍্যাচেলের স্তন স্পর্শ করে। সে সীমা লঙ্ঘনকারী হাতে চপেটাঘাত করতে মুখোশধারী আইন লঙ্ঘনকারী দৌড়ে পালিয়ে যায়।

কে বসন্ত উৎসবের আমির নির্বাচিত হবে? র‍্যাচেলই প্রথম 'আমির' নির্বাচনের প্রার্থীদের লক্ষ করে। এক তরুণ প্রাচীরের মতো সন্নিবদ্ধ কাঁধের ওপর উঠে দাঁড়ায় এবং সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে থাকে। প্রত্যেক প্রার্থী যখন জনতার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের পছন্দ বুঝিয়ে দেয়। জনগণ উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনির সাহায্যে, চড়া দাগের প্রসাধন আর তরমুজ দিয়ে তৈরি মেকি স্তন সৃষ্টি করে, বাঈজির সাজে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিহিত পুরুষকে, আমির নির্বাচিত করে। তাকে সাড়ম্বরে আজকের উৎসবের জন্য পশ্চাদ্দেশে সবুজ বৃত্তযুক্ত লাল, বেগুনি এবং হলুদ রং করা খচ্চরের কাছে নিয়ে আসা হয়।

উৎসবের আমির এক হাতে একটা পাখা ধরা অবস্থায় প্রাণীটার পিঠে উপবিষ্ট হয় এবং সমবেত জনতা , র‍্যাচেল আর আমি নিজেও, সমস্বরে আর একসাথে নাচতে আর গাইতে শুরু করে। আমির অতিরঞ্জিত ভঙ্গিতে নিজেকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকে আসন্ন গ্রীষ্মের প্রত্যাশায়। নগ্নদেহী চারজন পুরুষ, তাদের গোপন অঙ্গগুলো কেবলএকটা *মি'জার* দ্বারা আবৃত এবং তাদের পুরো দেহে সাদা রঙের প্রলেপ দেয়া জনতার ভেতর থেকে সহসা বের হয়ে আসে। তাদের জোরাল কণ্ঠে উৎসাহ দেয়া হয়।

তাদের ভেতর দুজন বরফের কুচি আর জগভর্তি ঠাণ্ডা পানি বয়ে নিয়ে আসে এবং আমিরকে ভিজিয়ে একসা করে। বাকি দুজন এবার ছুটে আসে এবং এক পেয়ালা গরম স্যুপ তাকে খেতে দেয়। তারা তাকে গরম কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঠাণ্ডা দূর করতে।

আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে, নগ্ন লোক চারজন অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ খচ্চরের সামনে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করে এবং বাতকর্ম করা শুরু করে, প্রত্যেকেই তার ঠিক আগের জনের চেয়ে উৎকৃষ্ট দক্ষতা প্রদর্শনে চেষ্টা করে। এইসব প্রতিভাবান বাতকর্মকুশলীদের সৃষ্ট স্থূল বাজনা শ্রবণের জন্য আমরা নিজেদের

BanglaBook.org

কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে থাকায় চারপাশে নিটোল নীরবতা বিরাজ করে। বাতকর্ম সাধনের এমন ছন্দোময় পরিবেশনা এসব উৎসবের সময়ে সবচেয়ে উপভোগ্য সংসাধন এবং ক্রমেই চড়া হতে থাকা এই মানবীয় বাজনা, বৃন্দ পরিবেশনায় শেষ হলে, তুমুল করতালি আর হাসির পুরস্কার লাভ করে। তাদের পরিবেশনা অদ্ভুত সংক্রামক প্রতিপন্ন হয় এবং অল্পবয়সী যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা বাকি বিকেলটা ওস্তাদ বাতকর্মীদের অনুকরণে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। সর্বশক্তিমানের করুণায় তারা সীমিত সাফল্য লাভ করে এবং চারপাশের বাতাস নির্মল করতে বেহেশত থেকে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত করার জন্য আমাদের আল্লাহতালার কাছে মোনাজাত করতে হয় না।

শোভাযাত্রা অবশেষে অগ্রসর হতে শুরু করে। শোভাযাত্রার অগ্রসর হবার গতি খুবই মন্থর, ইচ্ছাকৃতভাবেই মন্থর। গতির মন্থরতা অংশগ্রহণকারীদের রাস্তার দু'পাশের বিক্রেতাদের কাছ থেকে সুরাভর্তি ছোট ছোট পাত্র সংগ্রহ আর পান করার সময় ও সুযোগ করে দেয়। আমরা সুলতানের প্রাসাদের বাইরের বিশাল চত্ত্বরের দিকে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে যাই। তিনি কি দর্শন দেবেন আর জনতাকে স্বাগত জানাবেন? উৎসবের সময় এবারই প্রথম তিনি কায়রোতে উপস্থিত আছেন।

কাজি আল-ফাদলি গত বছরের উৎসবের সময় সুলতানের বিকল্প হিসেবে উপস্থিত হতে, কয়েক হাজার সমুত্তেজিত পুরুষলিঙ্গের প্রতীক তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কাজি দ্রুত জনগণের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। সুলতান শহরে উপস্থিত থাকায়, কাজি এ বছর আর কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজি নন। তিনি কোনোভাবেই উৎসবের আমেজ বদলে গিয়ে একটা বন্য উৎসবে পরিণত হতে দিতে পারেন না। তার নিয়োগ করা পরিদর্শকের দল আগের দিন রাতে ঘোষকের দল নিয়ে শহরের প্রতিটি রাস্তায় হাজির হয়ে, চিৎকার করে একটা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে: সব ধরনের অশ্লীল প্রদর্শনীর জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। জনগণের প্রতিক্রিয়াও সমান কঠোর। তারা আমির হিসেবে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিহিত একজন পুরুষকে নির্বাচিত করে।

প্রাসাদের বাইরের চত্বরে আমরা যখন উপস্থিত হই, শোভাযাত্রার শোরগোল ধীরে ধীরে কমে আসে। সবাই যেন সুলতানের উপস্থিতি একসাথে অনুভব করতে পেরেছে এমন মনে হয়। তিনি তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিজের প্রিয় ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট রয়েছেন। আমাদের নির্বাচিত আমির অগ্রসর হতে শুরু করতে, সালাহ্ আল-দ্বীন তার সাথে মিলিত হতে সামনে এগিয়ে আসেন। তাদের ভেতর বাক্য আদান-প্রদান হয়, তবে তা কেবল আমাদের বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিহিত ব্যক্তিই শুনতে পায়। সেদিন বিকেলবেলা শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য শোনা যায়। সুলতানকে সবাই হাসতে দেখে। তিনি তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে যান।

BanglaBook.org

গভীর রাত পর্যন্ত আনন্দোৎসবের নানা আয়োজন চলবে কিন্তু আমাদের ভেতরে অনেকেই, সূর্য অস্ত যেতে শুরু করতে, ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে, ধীরে ধীরে বাড়ির পথে রওনা হই। আমি আর র‍্যাচেল আমাদের মুখোশ খুলে ফেলি। আমরা বাড়ির জন্য সামান্য সুরা ক্রয় করছি এমন সময় আমার মনে আমার পরিচিত একটা মুখ সামনে এগিয়ে আসে, আমার কানের কাছে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে কথা বলে।

'ইবনে ইয়াকুব, আজ রাতে আপনি যদি সত্যিকারের মজা দেখতে আগ্রহী হন তাহলে আল-আজহারের ঠিক পেছনে, তুর্কি অধ্যুষিত বসতিতে চলে যাবেন। এই বছর বাব আল-জুয়েলায় যাবেন না। পুতুল-নাচে অস্বাভাবিক কিছু প্রদর্শিত হবে।'

আমি কোনো উত্তর দেয়ার আগেই লোকটা ভিড়ের ভেতর মিশে যায়। লোকটার মুখটা কেন এত পরিচিত? আমি তাকে আগে কোথায় দেখেছি? তাকে চিনতে আমার অক্ষমতা আমাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। আমরা যখন রাতের আহার করছি তখনই কেবল আমি মনে করতে পারি তাকে কোথায় দেখেছি এবং স্মৃতিটা আমায় আঁতকে উঠতে বাধ্য করে। তার নাম ইলমাস, সে একজন খোজা যে হারেমে কাজ করে। আমি তাকে মাঝে মাঝে সাধির সাথে কথা বলতে আর মাঝে মাঝে সুলতানের কানে ফিসফিস করতে দেখেছি। তাকে নিশ্চয়ই পুতুল-নাচের কুশীলবদের ওপর নজর রাখতে আর তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ পেশ করার জন্য গুপ্তচর হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সে ষড়যন্ত্রের সুরে আমার সাথে কথা বলেছে কিন্তু তার চাপা বার্তাটা কি বস্তুতপক্ষে সুলতানের আদেশ ছিল? বাব আল-জুয়েলার ঠিক বাইরেই সাধারণত কুশীলবরা তাদের নাটক প্রদর্শন করে থাকে। খোজা ইলমাস কি আমায় কোনো কিছু থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করছে? আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা বন্ধ করি আর ঠিক করি যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই কাজ করব।

আমি বাব আল-জুয়েলা অভিমুখে যখন মশালের আলোয় আলোকিত শহরের গোলকধাঁধার মতো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছি তখন উৎসবের আনন্দ আয়োজন তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অস্বাভাবিক কোনো কিছু সেখানে সংঘটিত না হবার আশ্বাসনের কারণে তুর্কি অধ্যুষিত বসতিতে না পৌছানো পর্যন্ত আমি হাঁটতে থাকি। চত্বরটা মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে এবং লোকজন সেখানে সারা দিনের ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করতে করতে পানাহার করছে।

এই বসতিতে আজ জোর গুজব, সালাহ্ আল-দ্বীন তাদের 'আমির'-এর চোখের প্রসাধনের প্রশংসা করেছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে আল-কুদসের আসন্ন মুক্তি উদ্‌যাপন করতে সে আর তার সঙ্গীরা কি সেখানে যাবে?

আমাদের বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিহিত নেতা, আলোচনার এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, বাক্যহারা হয়ে যায় এবং জাদুকরের উপস্থিতিতে মুগ্ধ শিশুর মতো মাথা নাড়ে।

আমি কয়েক স্থানে, অপ্রীতিকর নয় এমন, গাঁজার গন্ধের ঝলক নাকে অনুভব করি। আমি দূরে একটা বিশাল সাদা কাপড়ের পর্দা দেখতে পাই যার পেছনে সন্ধ্যার প্রথম প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা কুশীলব আর যন্ত্রশিল্পীদের ছায়া দেখা যায়।

অনুষ্ঠান শুরু হবে মধ্যরাতে। ক্রুদ্ধ স্বামীর হাতে প্রেমিকসহ অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়া এক সুন্দরী মেয়ের গল্প। মেয়েটার স্বামী প্রেমিককে খুন করে তাকে টানতে টানতে সেখান থেকে নিয়ে গেলে তীব্র মনঃকষ্ট নিয়ে দর্শকরা মেয়েটার জন্য সহানুভূতিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মেয়েটার ভাগ্যে কী ঘটবে বিরতির সময় সেটাই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। পুরো চত্বরটা উত্তপ্ত আলোচনায় গমগম করতে থাকে। স্বামীর কি মেয়েটাকেও খুন করা উচিত ছিল? তার স্ত্রী যেখানে মূল অপরাধী সেখানে সে কেন প্রেমিককে হত্যা করল? কাউকে কেন খুন করতে হবে? প্রেম, শাশ্বত এবং কোনো আইন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, একজনের জন্য অন্যের আকর্ষণকে বাধা দিতে পারে না।

সন্ধ্যা গড়াবার সাথে সাথে, আমি বুঝতে পারি যে আমরা যা দেখছি সেটা মোটেই সাধারণ কোনো কাহিনি না। আমার মনে হয় যেন সমস্ত চরিত্রগুলো আমার পরিচিত– বা আমার কল্পনাশক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে, কোনো সাদৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও সমান্তরালে চরিত্র দেখতে পাই? চত্বরে উপস্থিত মানসিক সংকট ইঙ্গিত করে যে আমিই একমাত্র ব্যক্তি না যে সাদৃশ্যের মাত্রা লক্ষ করেছে।

আমার সমস্ত সন্দেহ নাটকের দ্বিতীয় অংশ দূর করে। স্বামীকে বাব আল-জুয়েলায় প্রকাশ্যে চাবুকপেটা করার শাস্তি দেয়া হয় এবং ব্যভিচারী স্ত্রীকে এক চোখ অন্ধ, খোঁড়া এক মোল্লার কাছে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়। মোল্লা তাকে আত্মিক পুষ্টি প্রদানের পরিবর্তে বরং অচিরেই তাকে কুকর্মে প্ররোচিত করে এবং সেই সময়ে পেছনের পর্দা ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে আরম্ভ করে। ছায়া-সঙ্গম শুরু হয় যেখানে মোল্লার লিঙ্গ হিসেবে একটা শসা আর তার শিকারের যোনি হিসেবে একটা লাউ দেখানো হয়।

দর্শকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব নাটক যখন তাদের স্থূল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় তখন বাঁধভাঙা হাসি আর মৃদু করতালির সাথে সৃষ্ট আবহের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, কিন্তু আজ রাতে পরিস্থিতি আলাদা। মঞ্চের আবহের সাথে দর্শকরা তাড়িত হতে, বাদ্যযন্ত্রীর দল ধীরলয়ে একটা বিষাদের সুর বাজাতে শুরু করে। তারা আমাদের বলতে থাকে, এই মিলন, আনন্দময় কোনো মিলন নয়।

BanglaBook.org

নাটকের দ্বিতীয় বিরতির সময় অনেক বেশি নিরাবেগ সংযত পরিবেশ বিরাজ করে। উপস্থিত দর্শকরা ফিসফিস করে কথা বলে। শহরে এই ধরনের দুর্ভাগ্য একটা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু একটা বিষয় সবার কাছে প্রতীয়মান যে এক-চোখা মোল্লা আমাদের সুলতানেরই কাঁচা হাতে সৃষ্ট একটা ছদ্মবেশী চরিত্র। খোজা, ইলমাস, এই জন্যই আজ রাতে আমাকে এখানে নিয়ে আসতে চেয়েছে। এটা কি তবে হালিমার প্রতিশোধ? আমি আমার কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করি এবং ঘুরে তাকিয়ে ইলিমাসের সামনে কুটিল হাসিতে বিকৃত ইলমাসের মুখাবয়ব দেখতে পাই।

'আমাদের খ্যাতিমান বিদ্বানের নাটকটা কেমন লাগল?'

'ইলমাস, এটা কার লেখা? কে লিখেছে?'

'আপনি কি অনুমান করতে পারছেন না?'

আমি মাথা নেড়ে অপারগতা প্রকাশ করি।

'আমার মনে হয়,' সে ফিসফিস করে বলে, 'নাটক শেষ হবার আগেই লেখকের পরিচয় নিশ্চিত বোঝা যাবে।'

তার কথা বলার ভঙ্গির ভেতর কিছু একটা ছিল যা আমার সারা দেহে ভয়ের একটা শীতল স্রোত ছড়িয়ে দেয়। আমার সহজাত প্রবৃত্তি আমায় বলে যে এই মুহূর্তে আমার এই এলাকা ত্যাগ করা উচিত এবং শেষ পর্যন্ত কোনোমতেই থাকা যাবে না। নাটকের শেষ দেখার জন্য আমি আগ্রহী বোধ করলেও আমার ভেতর একটা ভয় কাজ করে।

সুলতান আমায় বিশ্বাস করেন। তিনি যদি জানতে পারেন নাটকটা মঞ্চস্থ হবার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম কিন্তু তাকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অবহিত করিনি তিনি হয়তো আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন করবেন। আমি যদি নাটকের শেষ পর্যন্ত দেখি তাহলে আমায় বিষয়টা সুলতানকে জানাতেই হবে। আর আমি যদি এখনই প্রস্থান করি তাহলে সেটা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হবে যে আমার দৃষ্টিতে নাটকটা খুবই নিচু মানের এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো কোনো যোগ্যতা নাটকটার আছে।

আমি মাথা নেড়ে ইলমাসকে বিদায় জানাই যে নিজের বিস্ময় কোনোভাবেই চেপে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং দ্রুত সেখান থেকে বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে আরম্ভ করি।

BanglaBook.org

## আট

# এক শেখের গল্প, যে নিজের প্রেমিককে হাভেলিতে রাখতে, নিজের বোনকে বাধ্য করেছিল তাকে বিয়ে করতে এবং তাদের তিনজনের জন্যই যা দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি বয়ে এনেছিল

'ইবনে ইয়াকুব, তোমার এখনই একবার দর্শনার্থী কক্ষের দিকে যাওয়া উচিত। সুলতান তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন এবং আজ সকাল থেকেই তার মেজাজটা মোটেই তশরিফ নেই।'

সাধির কণ্ঠস্বর আমায় উদ্বিগ্ন করে তোলে কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুই বুঝতে পারি না। পুতুল-নাচ দেখতে যাবার কারণে মনের ভেতর এখন সৃষ্ট অপরাধবোধের ক্রমহ্রাসমানতার কারণে সম্ভবত আমার এমন মনে হয়। আমি তার কণ্ঠস্বরের ভুল ব্যাখ্যা করেছিলাম।

সুলতানকে অবশ্য সত্যিই অনমনীয় দেখায়, কিন্তু দর্শনার্থী কক্ষে তিনি একা নন। কাজি আল-ফাদিল তার সামনে উপবিষ্ট রয়েছে। আমি ভেতরে প্রবেশ করতে তারা দুজনই আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। যাক, খুব একটা উদ্বিগ্ন হবার মতো তাহলে কিছু নয়। আমি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাই এবং সুলতানের সিংহাসনের ঠিক নিচে আমার নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ করি।

'ইবনে ইয়াকুব, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক,' সুলতান বলেন। 'আমি কৃতজ্ঞ যে আপনি গতকাল রাতে তুর্কি অধ্যুষিত এলাকায় নাটকের শেষাংশ দেখার জন্য অপেক্ষা করেননি। আমি আর আল-ফাদিল আপনার বিবেচনা আর রসবোধের তারিফ করছিলাম।'

কাজি আমার দিকে সরাসরি কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। আমিও আজ দৃষ্টি সরিয়ে নিই না। ঠোঁটে হাসি ফুটে থাকলেও তার চোখের দৃষ্টি ক্ষুরধার।

'আজ সকালে যে খোজা সুলতানের বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল তার প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আপনি যদি হাঁটতে বের হন তাহলে তার কর্তিত মস্তক বাব আল-জুয়েলার শোভাবর্ধন করছে দেখতে পাবেন।'

আমি তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ি। আমার কি জিজ্ঞেস করা উচিত আহাম্মক ইলমাস কেন এমন একটা কাজ করতে গেল যার জন্য তাকে নিজের মাথাটাই

BanglaBook.org

খোয়াতে হলো, নাকি মুখ বন্ধ রাখাই ভালো? কৌতূহলের শেষ পর্যন্ত জয় হয়। আমি আল-ফাদিলের দিকে তাকাই।
'খোজা ইলমাস কেন সিদ্ধান্ত...?'
'উত্তরটা নাটকের ভেতরেই আছে। সে লাল চুলের মোহিনী রমণীর প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটা তাকে বেশ কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে কেবল নিজের কল্পনায় তাকে লাভ করতে পারত।'
'যথেষ্ট!' সালাহ্ আল-দ্বীন ভ্রূকুটি করে বলেন। 'আমাদের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার আছে। আল-ফাদিল, আরম্ভ করেন এবং অনুলেখন, আপনিও নথিবদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হন।'
কাজি তার সামনে রাখা মিন্ট টি-এর কুসুমগরম পাত্রটা তুলে ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে এক চুমুকে পাত্রের পুরোটা পানীয় গিলে নেয় যেন তার অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। আল-ফাদিল মোটেই সুস্থ নন। ইবনে মায়মুন আমায় বলেছে যে তিনি দারুণ অস্বাস্থ্যকর খাবার খান। তার আকারের একজন মানুষের তুলনায় তার ওজন বড্ড বেশি এবং তার হাঁটুও ফুলে রয়েছে। আজ, তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন প্রায় দম নেয়ার জন্য তাকে থামতে হয়েছে।
'কয়েক দিন আগের কথা, একটা মেয়েকে, তার বয়স এখনো বিশও পুরো হয়নি, তার শ্বশুর আমার এক নজরদারের হাতে সোপর্দ করে এবং ব্যভিচারের জন্য অভিযুক্ত করে। তরুণী স্বীকার করে যে তার একজন প্রেমিক রয়েছে কিন্তু সে বারবার জোর দিয়ে বলতে থাকে যে একজন মনের মানুষ খুঁজে নিয়েছে কারণ তার স্বামী তাদের বিয়েকে আইনত সিদ্ধ করতে যৌনমিলনে বিরত থেকেছে। আমাদের আইন অনুসারে, ব্যভিচারের জন্য এটা কোনো কৈফিয়ত হতে পারে না। আমার সামনে এই কারণে তাই মেয়েটা আর তার প্রেমিককে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।'
'মেয়েটা সৈয়দ আল-বুখারির, আমাদের সবচেয়ে প্রবীণ আর শ্রদ্ধেয় শেখদের অন্যতম, ছোট বোন। সাহসীদের নেতা, এটা এমন একটা কাহিনি যা আমার মনকে বিষণ্ন করে তুলেছে। আপনার উপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। শেখ আল-বুখারি আপনার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি আপনার - অনুমতি ব্যতিরেকেই তাকে আমার সাথে করে নিয়ে এসেছি। আমার মুখে শোনার চেয়ে পুরো কাহিনিটা তার জবানিতে শোনাই আপনার জন্য ভালো হবে। তিনি যদি কিছু বলেন তবে তার প্রতিটি কথা বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। সুলতানের কী অভিপ্রায়?'
সালাহ্ আল-দ্বীন চুপ করে কিছু একটা চিন্তা করেন। তার চিন্তায় কী খেলা করছে? তিনি সম্ভবত মনস্থির করতে চেষ্টা করছেন যে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে কাজির সিদ্ধান্তই কি সর্বোচ্চ যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে যাতে করে এমন একটা অজনপ্রিয় সিদ্ধান্তের দায়ভার কাজির ওপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ পান।

BanglaBook.org

'আল-বুখারিকে ভেতরে নিয়ে আসেন। আমরা তার বক্তব্য শুনব।'
একজন দীর্ঘদেহী, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী লোক যিনি নিজের মাথার মেহেদি না করা সাদা চুলকে গৌরবজনক মনে করেন, কয়েক মিনিট পরে, দর্শনার্থী কক্ষে প্রবেশ করে। তিনি সুলতানের সামনে হাঁটু মুড়ে নতজানু হয় এবং নিজের মাথা দিয়ে সুলতানের পা স্পর্শ করে।
'আল-বুখারি, এমন একটা পরিস্থিতিতে আমাদের দেখা হওয়ায় আমি সত্যিই দুঃখিত,' সুলতান লক্ষণীয়ভাবে কোমল স্বরে কথাটা বলেন। 'কয়েক বছর পূর্বে আমাদের সান্ধ্যকালীন মজলিশে আপনার উপস্থিতির কথা আমার খুব ভালো করেই মনে আছে। আপনার বক্তব্য আমি তখন গুরুত্ব দিতাম এবং কেবল সে জন্যই আমি নিজে আপনার কাহিনি শোনার জন্য সম্মত হয়েছি। আমাকে বোঝান আমাদের করুণাময় কাজি যেমন আদেশ দিয়েছেন আপনার বোনকে কেন সেই শাস্তি দেয়া হবে না?'
প্রবীণ শেখ কৃতজ্ঞচিত্তে তার শাসনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি নিজের কাহিনি বলতে আরম্ভ করতে তার মুখে একটা বিষণ্ন হাসি ফুটে ওঠে।
'হে করুণাময় সুলতান, যদি শাস্তি কাউকে দিতেই হয়, তবে সেটা আমার হতভাগ্য ছোট বোনকে নয়, আমায় দিন।
'তার এই ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের জন্য কেবল আমিই দায়ী।
'পাঁচ বছর পূর্বের কথা, আমার মহান পূর্বপুরুষের সংকলিত *হাদিস*-এর ব্যাখ্যান আর মন্তব্য যে কক্ষে প্রদান করতাম সেই জনাকীর্ণ কক্ষে রহস্যময় এক আগন্তুক প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ আমায় হয়তো মার্জনা করবেন, কারণ আমি তখন জানতাম না যে আমি আমার পূর্বপুরুষদের অসম্মান করতে চলেছি।
'সেদিন সেই কক্ষে যারা উপস্থিত ছিল নবাগত লোকটা তাদের সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। সে ছিল কাটা কাটা মুখাবয়বের অধিকারী একজন যুবক। তার মলিন চেহারায় তার দ্যুতিময় ধুসর চোখ জ্বলজ্বল করছিল। তার মাথার চুলের রং গমের মতো ছিল। বিশ্বাসীদের চোখে-মুখে একটা নীরব প্রশ্ন ফুটে ওঠে। সে এই যুবক?
'ফ্রানজদের ভূখণ্ড থেকে মালামাল বহনকারী একটা জাহাজে চেপে খুব ছেলেবেলায় সে কায়রো এসেছিল। তার পিতা, জেনোয়া থেকে আগত একজন ব্যবসায়ী, আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। জাহাজের নাবিকেরা কোনো ধরনের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এতিম শিশুদের নিয়ে নৌপথে যাত্রা করাকে দুর্ভাগ্য আনয়নকারী মনে করা হয়। এই মানুষগুলোর কুসংস্কার আদিম প্রকৃতির। তরবারি বিক্রেতাদের সড়কের একজন ব্যবসায়ী, এই এতিম শিশুকে, যার তখন সাত কি আট বছর বয়স হবে, দত্তক গ্রহণ করে। এই লোকটার প্রথম স্ত্রী, যে ছিল নিঃসন্তান, ছেলেটাকে দারুণ যত্নের সাথে মানুষ করতে শুরু করে এবং পরিবারের একজন সন্তানের মতোই সে, সমস্ত প্রশংসা

BanglaBook.org

আল্লাহতালার, বড় হয়। স্বাভাবিকভাবেই তার লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তার নতুন পরিবার মহামান্য সুলতানের ব্যক্তিগত হাজাম, আবু দানিয়েলের ওপর, কৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করে।

'তাকে জিব্রিল নামে সম্বোধন করত তারা, যেহেতু এই নামটা জন্মের পর তাকে যে নাম দেয়া হয়েছিল– গ্যাব্রিয়েল, সেটার মূল রূপ বিষয়টা তাকে বেশ প্রীত করত। সে যখন আমাদের ভাষা রপ্ত করে, তাকে পোষ্যরূপে গ্রহণকারী মা তাকে প্রায়ই তার আসল মা আর বোনদের গল্প বলত, যাদের কথা তার ভীষণ মনে পড়ত। তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে বড় হলে তার জেনোয়া প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করবে তারা। সে এত পরিশীলিত শিক্ষা গ্রহণ করে যে অচিরেই এটা নিরূপণ করা মুশকিল হয়ে ওঠে যে সে আমাদের একজন নয়, কখনো অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল।

'সে বড় হয়ে, আমাদের আন্দালুসের বন্ধুদের লেখার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত, দারুণ বিচক্ষণ একজন যুক্তিবিদে পরিণত হয়। যুক্তিবিদ্যায় তার আগ্রহ দেখেই তার বন্ধুরা তাকে আমার বক্তৃতা শুনতে পাঠিয়েছিল। তারা মনে করেছিল আমি নব্যতন্ত্রের প্রতি তার আসক্তি নিবারণ করতে সক্ষম হব। আমি হয়তো বাস্তবিকই সেটা করতে পারতাম কিন্তু সে ভীষণ সুদর্শন একজন যুবক হওয়ায় সমস্ত কিছু পাল্টে যায়। আমি তার আকস্মিক আগমনে অস্থির হয়ে উঠি।

'সে সপ্তাহে দু'দিন আমার আলোচনা শুনতে আসত এবং আমার পায়ের কাছে বসে ঝিলিক দিতে থাকা, মনোযোগী কিন্তু সদা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে প্রতিটি শব্দ গোগ্রাসে আত্মস্থ করত। আমি জানি না ব্যাপারটা নিছক আমার মনের কল্পনা কিনা, নাকি আমি সত্যিই ওই চোখ দুটিতে কখনো কখনো যন্ত্রণার ছায়া দেখতে পেয়েছিলাম?

'আমার কথা শেষ হবার পরে, অন্যরা যেখানে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় আরো ভালো করে অনুধাবন করতে মার্জিত প্রশ্ন করত, সেখানে জিব্রিল নামের এই তরুণ আমায় এমন সব প্রশ্ন করত যার উত্তর তাকে দিতে গেলে আমার চিন্তার বুনিয়াদ ভেঙে পড়বে।

'একদিন, তারা সবাই অনেক দেরি করে আমার আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়। আমি অবাক হয়ে যাই তারা যখন সেখানে উপস্থিত হয়। সবাই মাতাল হয়ে আছে এবং জিব্রিল একেবারে দিগম্বর। তার সহপাঠীরা সবাই হাসাহাসি করছিল কিন্তু সে যে তাদের আনন্দের কারণ সেটা সম্ভবত সে বুঝতে পারছিল না। আমি যখন তার কাছে জানতে চাই এসবের কী মানে? সে তখন উত্তর দেয় যে, কাজুবাদামের নির্যাস গাজিয়ে তৈরি করা কড়া পানীয়ের দ্বারা তারা সবাই নিজেদের স্মৃতি চাঙ্গা করতে চেষ্টা করেছে। সে বলতে থাকে, অন্যরা নিজেদের বোধবুদ্ধির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। সেই একমাত্র প্রকৃতিস্থ আছে। আমি তাকে একটা চাদর দিয়ে মুড়ে বিছানায় শুইয়ে দিই।

BanglaBook.org

'আমি মহামান্য সুলতান বা তার বিজ্ঞ কাজির সামনে মিথ্যা বলতে পারব না। আমায় স্বীকার করতেই হবে যে এই যুবকের দেহসৌষ্ঠব আমায় সম্মোহিত করেছিল। সে যখন আমার সামনে উপস্থিত থাকত তখন আমি এমনভাবে কথা বলতাম যেন কক্ষের ভেতর কেবল সেই রয়েছে।

'আমি মূর্তিপূজারি ইউনানি আর অভিশপ্ত রুমির দ্বারা আমাদের পৃথিবীতে সংক্রামিত সেই পুরাতন ব্যাধির কবলে পড়েছিলাম। জিব্রিল, যদিও তার নিজের কোনো দোষ ছিল না, আমার সকল দুর্দশার উৎসমুখে পরিণত হয়। তার অনুপস্থিতি আমার অসহ্য মাথাব্যথার কারণে পরিণত হয়। আমি নতজানু হয়ে প্রায়ই প্রার্থনা করতাম: "ইয়া আল্লাহ্, এমন নিষ্ঠুরভাবে কেন আপনার বান্দাকে শাস্তি দিচ্ছেন?"

'একদিন আমি যখন বাসায় একা সে এসে উপস্থিত হয়। আমার হৃদয় যে আবেগ প্রাণপণে চেপে রাখতে চেষ্টা করছিল সেটা নিশ্চয়ই আমার চোখে-মুখে অকপটে ফুটে ছিল। সে নিজের মনোভাব যথার্থতা দেখায় আর আমার প্রতি তার অনুভূতির কথা খুলে বলে। আল্লাহতালা আমায় মার্জনা করবেন, কিন্তু আমরা পরস্পরের প্রেমিকে পরিণত হই। আমার মাঝে তার প্রেমের আবেশ এতটাই কামোত্তেজনা জাগ্রত করে যে আমি সপ্তম বেহেশতে ভেসে যাই। আমরা নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ গ্রহণ করি। আমাদের বিবেকবোধ রসাতলে যায়। কোনো কিছুই তখন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়।

'আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় কাজিসাহেবের মুখের অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারছি যে আমার অকপট স্বীকারোক্তি কেবল তার মাঝে বিরক্তির উদ্রেক করছে। আমি এই বিরক্তির রেশ বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারব না।

'আমি যা আমি তাই, কিন্তু তারপরও আমি আপনাদেরই একজন। অনুগ্রহ করে আমার মানসিক অবস্থা একটু বুঝতে চেষ্টা করেন।

'আমি শীঘ্রই তাকে ছাড়া একমুহূর্ত অতিবাহিত করার কথা চিন্তা করতে পারি না। আমি ভাবতে শুরু করি কীভাবে আমি জিব্রিলের সাথে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। আমার বোনের সাথে তাকে একদিন কথা বলতে দেখার পরে ধারণাটা আমার মাথায় আসে। আমার বোন অপূর্ব রূপসী এবং আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে জিব্রিলের জন্য তার অনুভূতি আমার থেকে খুব একটা আলাদা নয়। আমার বোনকে বিয়ে করতে তাহলে তার বাধা কোথায়? সে তাহলে তারপর আমাদের হাভেলিতে প্রকাশ্যে কারো নিষ্ঠুর সমালোচনার ভয়ভীতি ছাড়াই বাস করতে পারবে। সত্যি কথাটা আপনার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার বোনের সাথে তাকে ভাগ করে নিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না।

'জিব্রিল আমার পরিকল্পনাটা পছন্দ করে। তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান ধুমধাম করে সম্পন্ন হয়। আমাদের হাভেলিতে সে চলে আসে কিন্তু প্রথম সপ্তাহ থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমার বোন মোটেই সুখী নয়। জিব্রিল তাকে

BanglaBook.org

নামে মাত্র সোহাগ করে। সে মেয়েমানুষের প্রতি কোনো ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে না। কামনার ক্ষুদ্র একটা স্ফুলিঙ্গও না। এই বিষাদময় ঘটনার মূল এখানেই নিহিত আছে। আমার বোন একজন প্রেমিক খুঁজে নেয়। আমি আর জিব্রিলও এতে ভীষণ আনন্দিত হই।

'আমরা কেবল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আমাদের স্বার্থপরতা, হ্রাস পাবার পরিবর্তে প্রতি ঘণ্টায় যেন বাড়তে থাকে। আমাদের যেন কোনো কিছুই স্পর্শ করে না। মরুঝড় খামসিন আমাদের চুল বালিতে ভরিয়ে দেবে। আমাদের কণ্ঠস্বর দগ্ধ হবে। রাতের আকাশে তারকারা একে-অপরকে তাড়া করে ফিরবে। আমার বোন তখন নীরবে জানালার দিকে তাকিয়ে বসে রয়, তার প্রেমিকের পরবর্তী প্রেমপত্রের প্রতীক্ষায়। শরৎকাল আসে এবং চলেও যায়, তাকে অনুসরণ করে বৃষ্টিময় একটা শীতকাল। আমরা রাতে শীতের তীব্রতা কখনো অনুভব করিনি। আমাদের শান্তি কখনো রাস্তায় ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো কুকুরের ডাকে বিঘ্নিত হয়নি। সে জানত কীভাবে ভালোবাসতে হয় এবং সে আমায় শেখায় অনুগত স্নেহপরায়ণতার গুণাবলি।

'একদিন সকালে করুণাময় কাজি, আল্লাহ তাকে অন্তরের শক্তি দান করুন, যখন আমায় ডেকে পাঠান তখনই কেবল একটা ভয়ংকর অস্বস্তিতে আমার চিত্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। আপনি বাকি অংশটা সম্পর্কে অবহিত আছেন।

'দয়ালুদের অধিপতি, আমি আমার মাথা আপনার পায়ে সমর্পণ করেছি। আপনার যা ইচ্ছা আপনি আমার সাথে করতে পারেন এবং আপনার দেয়া যেকোনো শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব কিন্তু আমার বোনকে আরো লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেয়ার জন্য আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার কাছে অনুরোধ করছি। আমার পাপের জন্য সে ইতিমধ্যে যথেষ্ট দুর্ভোগ সয়েছে।'

সুলতান নীরবে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাকে দেখে মনে হয় শেখসাহেবের বর্ণিত ভালোবাসার তীব্রতা দ্বারা তিনি অভিভূত হয়েছেন। আমি আর কাজি নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি। এই বিশেষ অভিযোগের নিষ্পত্তি তিনি কীভাবে করবেন? তিনি কি জিব্রিলকে দেখতে চাইবেন এবং তাকে প্রাসাদের একজন পরিচারক হিসেবে নিয়োগ করবেন?

'সৈয়দ আল-বুখারি, একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার। আপনার বোনের কোনোধরনের শাস্তিই প্রাপ্য নয়। তাকে যেন আজই মুক্তি দেয়া হয় সেই বিষয়টা আল-ফাদিল নিজে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করবেন। কাজিসাহেব সেই সাথে আরো নিশ্চিত করবেন যে, আপনার বোন যাকে ভালোবাসে আল্লাহর সামনে আর তার আশীর্বাদ নিয়েই যেন তার সাথে বিয়ে হয়। আপনার আর জিব্রিলের ক্ষেত্রে, কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া অনেক বেশি কঠিন। একজন সম্মানিত বিদ্বজ্জন হিসেবে আপনি সম্ভবত এ বিষয়ে আমায় কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। আপনার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে এমন কিছু কি *হাদিসে* লিপিবদ্ধ রয়েছে? আমি নিজে অধিকাংশ *হাদিসই* পাঠ করেছি কিন্তু এই বিষয়ের ওপর কোনো নজিরের কথা আমার মনে পড়ছে না।

BanglaBook.org

'আপনি যখন আমার অনুরোধ নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করবেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করবেন, তখন আমার মনে হয় জিব্রিলের পরিবারের জন্য সময় হয়েছে তাকে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং নিজের জন্মস্থান উদ্দেশে একটা যাত্রায় তাকে প্রেরণ করা। নিজের বোনদের সাথে তার দেখা হোক। এবং এটা তার জন্য একটা দীর্ঘ অনুপস্থিতি হবে। আমার কথার মানে কি পরিষ্কার হয়েছে?'

আমাদের শ্মশ্রুমণ্ডিত পণ্ডিত প্রস্তর নিক্ষেপকারীদের হাত থেকে নিজের বোনকে রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে প্রাসাদে এসেছিলেন। তিনি নিজের মাথা বলি দেয়ার পুরো প্রত্যাশার সাথে এসেছিলেন এমনকি তার তরুণ প্রেমিকেরও সম্ভবত। তিনি যখন অনুধাবন করেন যে সুলতান, বস্তুতপক্ষে, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতার অশ্রু তার দু'চোখ প্লাবিত করে ঝরতে শুরু করে, তার দাড়ি ভিজিয়ে দেয়। তিনি নতজানু হন এবং সুলতানের পদযুগল চুম্বন করেন। একজন ভারমুক্ত মানুষ হিসেবে, শ্মশ্রুমণ্ডিত পণ্ডিতের প্রস্থানের পরে, আমরা কেউই কোনো কথা বলি না। মধ্যাহ্নভোজনের সময় হওয়ায় আমি বিদায় নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াই। আমায় বিস্মিত করে সুলতান তার আর কাজি আল-ফাদিলের সাথে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য থাকতে বলেন।

আমরা দর্শনার্থী কক্ষের শীতল আধো-অন্ধকারের ভেতর থেকে, সামনের দিনগুলোতে যে দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে তার অগ্রদূত, গরম লু হাওয়া আর চোখ ধাঁধানো সূর্যের আলোয় বের হয়ে আসি। কায়রোর গ্রীষ্মকালের আর বেশি দেরি নেই।

আমরা খাবার ঘরে প্রবেশ করতে সুলতানের সবচেয়ে বড় ছেলে আফদাল আমাদের স্বাগত জানায়। সে আমাকে আর কাজিসাহেবকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাবার পূর্বে তার আব্বাজানকে আলিঙ্গন করার জন্য ছুটে আসে। সালাহ আল-দ্বীনের চোখ-মুখ কঠোর হয়ে ওঠে।

'আজ তুমি কেন অশ্বারোহণে যাওনি?'

'আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। অন্যরা আমায় রেখেই চলে গেছে।'

'আমার কানে কিন্তু অন্য কথা এসেছে। আমি শুনেছি যে সাধি আর ওসমান যখন তোমার ঘুম ভাঙাতে এসেছিল তারা তখন তুবড়ির মতো গালিগালাজ শুনেছে। সত্যি, না মিথ্যা?'

আফদাল হাসতে শুরু করে।

'সত্যি এবং মিথ্যা। ওসমান আমার মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে আমায় জাগাতে চেষ্টা করেছিল, যখন সাধি তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মুখব্যাদান করে রেখেছিল। আব্বু, এসব পরিস্থিতির মাঝে, নিজের জিহ্বায় লাগাম টেনে রাখা বা তাদের সাথে অশ্বারোহণে যাওয়া দুটোই আমার জন্য কঠিন ছিল।'

বারো বছর বয়সী ছেলেটার প্রাণবন্ত চোখের তারায় দুষ্টুমি খেলা করতে থাকে। আফদাল তার আব্বাজানের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকে তার প্রতিক্রিয়া বুঝতে

BanglaBook.org

চেষ্টা করে। সালাহ্ আল-দ্বীন হেসে ফেলেন এবং ছেলেটার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেন।

'আজ সন্ধ্যাবেলা দুর্গপ্রাসাদ পরিদর্শনের সময় তুমি আমার সাথে ঘোড়ায় চেপে যাবে।'

'আব্বু, এটা কখন শেষ হবে?'

'যখন আমি মারা যাব এবং আল্লাহর যদি অনুমতি থাকে, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। তুমি দুর্গপ্রাসাদটার নির্মাণকাজের সমাপ্তি উদ্‌যাপন করবে। তুমি কি বুঝতে পেরেছ?'

আফদালের চোখ-মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। সে তার আব্বাজানের হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে এবং প্রবলবেগে মাথা নাড়ে। মহামান্য সুলতান তাকে আলিঙ্গন করেন এবং কক্ষ থেকে তাকে ধীরে ধীরে বাইরে নিয়ে যান।

আমাদের সামনের মেঝেতে যে খাবার সাজানো ছিল তাকে কোনোভাবেই উপভোগ্য বলা যাবে না। বাগদাদের খলিফা বা কায়রোতে তার পূর্বপুরুষদের সাথে বৈপরীত্য সুলতানের অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের তুলনায় ভালোমতো প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায়, জনগণ তার ভীষণ প্রশংসা করে। এই মুগ্ধতা অবশ্য সর্বত্র এক নয়। সুলতানের পরিবারবর্গ এবং তার ভাই আল-আদিল বিশেষ করে, তার অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকে উপহাস করে আর প্রায়ই তার সাথে একত্রে আহার করতে অসম্মতি প্রকাশ করে। তিনি সারা দিনে কেবল একবেলা আহার করেন আর সেটা সন্ধ্যাবেলা।

আমাদের কিছু আটার রুটি আর সেটা ডুবিয়ে খাবার জন্য একটা ডাল এবং একটা তশতরিতে তাজা শসা, পেঁয়াজ, আদা ও রসুন কেটে দেয়া হয়ে এবং এ ছাড়া আর কিছু নেই। কাজিসাহেব দীর্ঘদিন ধরে অজীর্ণ রোগে ভুগছেন এবং ইবনে মায়মুনের নির্দেশে তার ডাল খাওয়া নিষেধ। এসবই তার সমস্যাকে, যা সবাই জানে, কেবল আরো বাড়িয়ে তুলবে। আমি আর মহামান্য সুলতান যখন তৃপ্তি সহকারে ডাল খাচ্ছি, কাজিসাহেব তখন একটু রুটি ছিঁড়ে নিয়ে এক টুকরো শসা দিয়ে অল্প অল্প করে খেতে থাকেন আর তেঁতুলের এক গ্লাস শরবত পান করেন।

আমরা যখন আহার করছি তখনই এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাজিসাহেব কোনো কারণে অসন্তুষ্ট। মহামান্য সুলতান তাকে জিজ্ঞেস করেন খাবারে বৈচিত্র্যের অভাব কি তার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে?

'মহামান্য সুলতান অবগত আছেন যে আমি ইবনে মায়মুনের চিকিৎসাধীন আছি। তিনি আমার খাদ্যতালিকা কঠোরভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন আর আমার খাবার পরিমাণ কমিয়ে আনতে বাধ্য করেছেন। না, খাবারের বৈচিত্র্যহীনতা নয়, বরং মহামান্য সুলতানের অত্যধিক উদারতা আমায় উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।'

BanglaBook.org

সৈয়দ আল-বুখারিকে ক্ষমা করা কাজিসাহেবের অপ্রসন্নতার কারণ। তার মনে হয়েছে এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক নজির হিসেবে থেকে যাবে। সুলতান নীরবে তার অভিযোগ শ্রবণ করেন। আমাদের সামনে থেকে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে সেখানে ফলমূলভর্তি বিশাল একটা পাত্র রাখা হয়। সুলতান তখনো অভিযোগের কোনো উত্তর দেননি এবং আমরা দুজনই মৌনতা অবলম্বন করি। কাজিসাহেব ভালোভাবেই এই স্তব্ধতার ভার অনুভব করতে পারেন। তিনি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানান এবং বিদায় নেন। তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে যাওয়া মাত্র, সালাহ আল-দ্বীন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

'আমি তার সমস্ত চালাকির সাথে খুব ভালোভাবেই পরিচিত। সে আল-বুখারিকে নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। আমাদের সিদ্ধান্তে সে বরং খুশিই হয়েছে। ইবনে ইয়াকুব, আপনি কি জানেন যে আল-ফাদিল প্রায়ই আল-বুখারির বয়ান শুনতে যেতেন? আল-বুখারির সাথে তার ভালোই ঘনিষ্ঠতা আছে। কিন্তু মানুষ যদি অভিযোগ করে যে শেখসাহেবকে খুব অল্পে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কাজিসাহেব তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অভিযোগকারীদের সাথে একমত পোষণ করবে এবং তাদের বলবে যে আমাদের সুলতানের কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অনেক সময়েই বড্ড বেশি নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। সে একই সাথে তাদের জোরালভাবে আশ্বস্ত করবে যে পরবর্তী অভিযোগ কঠোরতার সাথে নিষ্পন্ন করা হবে যাতে করে আমাদের কর্তৃত্ব যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'ইবনে ইয়াকুব, আমায় এখন একটা কথা বলেন এবং সত্যি বলবেন। আমরা এইমাত্র যে খাবার উপভোগ করলাম তা কি যথেষ্ট ছিল, নাকি আপনি যেমন অভ্যস্ত, সাথির সাথে ভেড়ার চাপ থেকে এক কামড়ে আপনাদের ভেতর কে কত বেশি মাংস ছিঁড়তে পারে সেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেই বেশি পছন্দ করতেন? সত্যি বলবেন!'

আমি মিথ্যা বলার সিদ্ধান্ত নিই।

'মহানুভব, খাবার যথেষ্ট ছিল। ইবনে মায়মুন নিজে হলেও এমন খাবারই তৈরি করতেন। তার চোখে, খাবারের একমাত্র কাজ, আমাদের দেহ আর মনকে সুস্থ রাখা। তিনি আমাদের সাথে যখন আহার করেন আমার স্ত্রী তখন মাংসের কোনো পদ কখনো পরিবেশন করে না।'

সালাহ আল-দ্বীন মুচকি হাসেন।

## নয়

# একজন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য তরুণ সালাহ্ আল-দ্বীনকে তার রক্ষিতা পরিত্যাগ করলে সে সরাইখানায় মদ খেয়ে মাতলামি করে; তার চাচাজান শিরকুহ্ মিসর দখলে পরিচালিত একটা সংক্ষিপ্ত অভিযানে যোগ দিতে তাকে অনুরোধ করে তার মনোযোগ অন্যদিকে পরিচালিত করতে; সালাহ্ আল-দ্বীন ফাতেমিদ খলিফার দরবারে উজিরের দায়িত্ব লাভ করে

আমার দামেস্ক ত্যাগ করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। ইবনে ইয়াকুব, কথাটা আপনার বিশ্বাস হয়? আমি বড় হবার সাথে সাথে শহরটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার আব্বাজানের নিষেধাজ্ঞার ঠিক উল্টো, শহরের প্রতিটি বসতি এবং প্রতিটি সড়ক ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি সাধারণত একা একাই ঘুরতাম, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাইও সাথে থাকত। আমরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো পথচারীদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে তাদের পোশাক কিনতাম। সম্ভাব্য আঁততায়ীর বিরুদ্ধে এই সাধারণ ছদ্মবেশই ছিল আমাদের রক্ষাকবচ। আমি এভাবেই শহরের ভেতরে নিজের খুশিমতো ঘুরে বেড়াতাম।

এক গ্রীষ্মের রাতে আমি জ্যোৎস্নার আলোয় উমায়াদের তৈরি মসজিদের আলোকিত গম্বুজ দেখেছিলাম। আমি কাঠের তক্তার ওপর নগ্ন-পদের শ্রমিকদের ইট বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম, তাদের মাথায় ইটগুলো বিপজ্জনকভাবে সজ্জিত। তারা কোনো বণিক বা অন্য কারো জন্য সম্ভবত একটা পাঁচতলা ইমারত তৈরি করছিল। আমি দামেস্কের পুরাতন দেয়ালের বাইরে অবস্থিত প্রাচীন ডোবাগুলোতে পাথর ছুড়তে পছন্দ করতাম। আর আমি বাজারে বটুয়া ভর্তি দিনারের বিনিময়ে সমুদ্রের পানির রঙের স্বচ্ছ চোখের রমণীদের কেনাবেচা হতে দেখেছি। আমি কায়রোর প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, দামেস্কে আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। আমি সেখানের ভয় আর শঙ্কা আপন করে নিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

বাআলবেক, তখন পর্যন্ত, ছিল আমার প্রিয় স্বদেশ, কিন্তু সেটা বদলে যায় এবং আমার বিজ্ঞ অনুলেখক, আপনি খুব ভালো করেই জানেন কেন, জানেন না? আমার প্রথম প্রেমের কথা সাধি আপনাকে বলেছে। আপনাকে বিব্রত দেখাচ্ছে। আমার চেয়ে তার ওপরেই বিষয়টা ছেড়ে দেয়া উচিত। আমার নিজের স্মৃতি এখন ধূসর হয়ে গেছে। আমার কেবল সেই দিনটার কথা মনে আছে যেদিন সে আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিল, বিচ্ছেদের জন্য নয়, বরং শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের বাইরে. আমাদের নগণ্য জীবনের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা সংঘটিত হচ্ছিল।

সে আমার চেয়ে দশ বছরের বড় একটা মেয়ে ছিল, সম্ভবত আরো বেশিই হবে তার বয়স। সে আমায় দারুণ আনন্দ দিত এবং শিখিয়েছিল কীভাবে একজন রমণীর দেহ উপভোগ করতে হয়। আমরা একদিন সূর্যাস্তের ঠিক পরপরই মিলিত হব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু আমি যখন ঘোড়ায় চেপে নদীর ধারে নির্ধারিত ফাঁকা স্থানে উপস্থিত হই সে সেখানে ছিল না। আমি তার জন্য অপেক্ষা করি এবং করতেই থাকি। তার কোনো চিহ্ন তারপরও চোখে পড়ে না। আমি চলে যাবার জন্য যখন উঠে দাঁড়িয়েছি তখন সে লাল চোখ-মুখ নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে এতক্ষণ কাঁদছিল। আমি বুঝতে পারি যে এই স্বপ্নসুখাচ্ছন্ন সময়ও অবশেষে সমাপ্ত হতে চলেছে। সে আমার গালে তারপর আমার চোখের পাতায় চুমু খায়। সে নিজের বয়সী একজন পুরুষ খুঁজে পেয়েছে এবং আমায় নিশ্চয়ই তার তুলনায় খানিকটা নিষ্প্রভ ছিলাম।

আমি, স্বাভাবিক কারণেই, মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত ছিলাম, কিন্তু আমি আমার যন্ত্রণা লাঘব করতে কী করতে পারি? আমি বিষয়টা নিয়ে কারো সাথে আলোচনা করতে পারব না কারণ আমি সেই বয়সে স্বপ্নের যে জগতে বাস করতাম–ভাবতাম সেখানে কেউ কিছু জানে না। এটা ছিল আমাদের একান্ত গোপন ব্যাপার।

আমি তাই বিরহ আর ক্রোধের অশ্রু মুছতে মুছতে বিদ্বেষপূর্ণ উন্মত্ততায় অধীর হয়ে দামেস্কে ফিরে আসি। আমি নিজের বিরহে এতটাই মগ্ন ছিলাম যে অন্য সব কিছুই আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমি হাভেলিতে ফিরে এসে পোশাক বদলে নিই আর আমার ভাইকে বিছানা থেকে টেনে তুলি। শহরে মধ্যাহ্নভোজনের আগে খোলা থাকে এমন একমাত্র সরাইখানায় গিয়ে আমরা হাজির হই। খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকায় আর্মেনিয়ানরা এটা চালাত। তারা কোনো ধরনের প্রশ্ন করা থেকেই কেবল বিরত থাকে না, তারা একইসাথে আমাদের দামেস্কের সেরা সুরা পরিবেশন করে। ফ্রানজদের এলাকা থেকে বণিকদের নিয়ে আসা সুরা না, এটা মক্কার পাহাড়ি এলাকার পার্বত্য দ্রাক্ষাকুঞ্জে উৎপন্ন, তায়েফ আঙুর থেকে তৈরি হয়েছিল। তায়েফের সুরা এতটাই বলাঢ্য যে, বলা হয়ে থাকে এটা বামনকে পর্যন্ত দানবে পরিণত করতে পারে।

BanglaBook.org

আদিল আর আমি যখন হাজির হই, সরাইখানা আক্ষরিক অর্থে তখন জনশূন্য ছিল। কয়েকজন খোজা কেবল উপস্থিত ছিল, যারা শহরের কোথাও একটা কঠিন রাত অতিবাহিত করে সেখানে এসেছিল নিজেদের চাঙ্গা করতে। তারা এতটাই মাতাল ছিল যে, আমাদের নিয়ে বিব্রত বোধ করার মতো অবস্থায় তারা ছিল না।

আমরা সুরা পান করা আরম্ভ করি, যা আমাদের পবিত্র গ্রন্থে নিষিদ্ধ। আদিল স্পষ্ট বুঝতে পারে, আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করার মতো সাহস দেখায় না। সে মাঝে মাঝে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আর হাতে চাপ দিয়ে আমায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। সে সবই বুঝতে পারে। আমি যেমন আমার সহজাত প্রবৃত্তিতে জানি যে সে পুরুষদের বেশ্যালয়ে গমন করে এবং একজন তরুণ বাঁশিবাদককে হৃদয় দিয়ে বসেছে। আমার বিরহের আসল কারণটা সে হয়তো জানে না কিন্তু এটা ঠিকই বুঝতে পারে যে, আমি আমার আহত অনুভূতির শুশ্রূষা করছি।

সুরার প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকট হতে শুরু করে। আমার চোখের সামনে সুরাপূর্ণ মশক পরিবেশনকারী রমণীদের আকৃতি বদলে যেতে থাকে। এটা কি কোনো গজলা-হরিণ হেঁটে গেল? আমি বাইরের পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলি। আমরা অচিরেই মেয়েদের নিয়ে যারা তাদের প্রেমিকের সাথে প্রতারণা করেছে, প্রেমিকের প্রতিশোধ আর কাজিসাহেবের অসন্তোষ নিয়ে মুখে মুখে গান বাঁধতে শুরু করি। আমাদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলে আমরা কী খাচ্ছি সেটা না জেনেই গোগ্রাসে খেতে থাকি। তারপর আমরা আরো গান গাই এবং এবার খোজারা আমাদের সাথে যোগ দেয়। আমরা সেখানে কতক্ষণ ছিলাম সেটা এখন আমার আর মনে নেই কিন্তু সাধি, আমার মঙ্গলকামী দেবদূত সাধির কথা আমার বেশ মনে আছে আমার দু'হাত ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকিয়ে আমায় জাগাতে চেষ্টা করছে। আমি যদি চোখ বন্ধ করি তাহলে তার এখনো আমি তার উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে পাই এবং শুনতে পাই ফিসফিস করে আমায় বলছে: 'ইউসুফ সালাহ আল-দ্বীন। ইউসুফ সালাহ আল-দ্বীন। বাসায় যাবার সময় হয়েছে।'

আমি এখনো সেসব কথা চিন্তা করলে লজ্জায় শিউরে উঠি। ইবনে ইয়াকুব, আপনি বলতে পারেন কেন? সেটা ছিল এমন একটা দিন যেদিন নিহত যোদ্ধা জেঙ্গির বড় ছেলে আলেপ্পোর মহান সুলতান আমাদের নূর আল-দ্বীন দামেস্কের তোরণদ্বারের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তার অভিপ্রায় শহর দখল করা আর তার পাশে ছিল আমার চাচাজান শিরকুহ। শহরের ভেতরে, আমার আব্বাজান দামেস্কের শাসক, তার শত্রুর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে ছিল।

আমার আব্বাজানকে সতর্ক করতে আমার চাচাজান দুই সপ্তাহ পূর্বেই গোপনে একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিল। তারা দুজনই খুব ভালো করেই জানত তারা একে-অপরের বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্রধারণ করবে না। আমার আব্বাজানের

প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল, বরাবরের মতোই, যেকোনো মূল্যে রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়া। তিনি মধ্যস্থতা করে দামেস্কের শাসকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা সমঝোতায় পৌঁছান। সেদিন আমাদের শহরের সড়কগুলোয় কোনো রক্তপাত হয়নি। নূর আল-দ্বীন বিনা বাধায় শহরের দখল নেন। আমি যখন মাতাল হয়ে নিজের জন্য ব্যথিত বোধ করছি তখনই এসব ঘটনা ঘটে।

আমি দুর্গপ্রাসাদের প্রতিরোধ ঢিবির ওপর আমার আব্বাজানের শিরকুহকে আলিঙ্গন করা দেখতে সময়মতো পৌঁছাই। আমার প্রথমেই মনে হয় যে আমি ভূত দেখছি, কিন্তু তারপর আমার ভুল ভাঙে যখন আমার চাচাজান আমায় মাটি থেকে শূন্যে তুলে নেন। তিনি আমায় এত জোরে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরেন যে, আমার পেট মোচড় দিয়ে ওঠে আর তায়েফের বিখ্যাত মদিরা আমায় বেইজ্জত করে ছাড়ে। আমি তার পায়ের কাছে বমি করে দিই। আমার আব্বাজানের চেহারায় ফুটে ওঠা আতঙ্কিত অভিব্যক্তি আর সাধির অট্টহাসির গর্জনই আমি আজ কেবল মনে করতে পারি।

নূর আল-দ্বীনই ছিলেন প্রথম শাসক, যিনি ফ্রানজদের বিতাড়িত আর বিশ্বাসীদের একত্র করতে একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন খলিফার হাতে যত দিন সমস্ত কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত না হবে ফ্রানজরা সব সময় আমাদের ভেতর বিদ্যমান শত্রুতা আর দুর্বলতার সুযোগ নেবে। নূর আল-দ্বীনের সাথে তার কীর্তিমান পিতা জেঙ্গির একেবারেই কোনো মিল ছিল না। জেঙ্গি যেখানে নিজের সহজাত প্রবৃত্তির ওপরে নির্ভর করতেন নিজের কৌশল নির্ধারণ করতে সেখানে তার ছেলে সেনাপতি আর আমিরদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে প্রতিটি খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতেন, প্রতিটি সম্ভাবনা যাচাই করতেন আর তার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা মানচিত্রগুলো নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করতেন। তিনি তার আব্বাজানের থেকে একেবারেই আলাদা চরিত্রের ছিলেন কখনো একফোঁটা মদও তার ঠোঁটকে অপবিত্র করেনি।

BanglaBook.org

নূর আল-দ্বীন তাদের জেরুজালেমের সাম্রাজ্য জয় করতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তার এই অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল নির্ভরযোগ্য আর ক্ষমতাধর মিসর, যার শাসক ফ্রানজদের কায়রো দখলের যেকোনো প্রয়াস প্রতিহত করার মতো শক্তিশালী হবে। মিসর দুর্বল শাসক আর বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিল। নওশার জন্য প্রতীক্ষারত এক সুন্দরী বঁধু।

আমার মনে আছে আমার চাচাজান শিরকুহকে সুলতান প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন: 'মিসর থেকে কোনো খবর এসেছে?' এবং শিরকুহ চেহারায় অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে কেবল মাথা নাড়তেন। 'হুজুর, সেখান থেকে কোনো সুখবর প্রত্যাশা করবেন না। তাদের খলিফা, সিংহাসনের দাবিদার আল-আদীদ *বানজ* আর বেশ্যালয়ে আসক্ত এবং তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখা মাতা আর মাতামহীরা দিনের প্রতিটি প্রহর ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত করছে।

উজিরই সেখানের আসল শাসক আর তার হত্যাকারীই সাধারণত তার উত্তরাধিকারী হয়।'

একদিন মিসর থেকে সংবাদ আসে। সেটা ছিল ১১৬৩ সালে গ্রীষ্মকাল এবং প্রাসাদে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। শাআর, অতি সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত উজিরের, নিজের প্রাণ নিয়ে কোনোমতে পালিয়ে দামেস্কে উপস্থিত হবার আগমন বার্তা ঘোষিত হয়। কয়েক দিন পরে কায়রো থেকে নতুন উজির দিরগামের একটা বার্তা নিয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহকের আগমন ঘটে। সে গজদন্তের তৈরি মণিমুক্তাখচিত একটা বিশাল বাক্স সাথে করে নিয়ে এসেছে, যার ভেতর ছিল আমাদের শহরে আগত সবচেয়ে নিখুঁত হীরকখণ্ডের একটা সংগ্রহ।

নূর আল-দ্বীন মুচকি হেসে বাক্সটা তার ব্যক্তিগত সচিবের হাতে তুলে দিয়ে নির্দেশ দেন যে সেটা যেন সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়। বাক্সের সাথে প্রেরিত বার্তায় অন্যান্য প্রবর্তনাও আছে এবং সেই সাথে দামেস্কের সুলতানের কাছে শাআরকে পরিত্যাগ করার অনুরোধ। নূর আল-দ্বীন মন্ত্রণা কক্ষে আমার আব্বাজান আর চাচাজানকে ডেকে পাঠান।

'আমার মনে হয় আমাদের মিসরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। আপনারা কি একটা দেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে পারেন যেখানের শাসক আমাদের অনুরোধ করেছে ক্ষমতাচ্যুত উজিরকে নয় তাকে সমর্থন করতে? ফ্রানজদের কাছেও তারা একই অনুরোধ করবে। শত্রুর আগে আমাদের কায়রো আর আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছানো অতি জরুরি। শিরকুহ তুমি পাহাড়ি সিংহের শৌর্যে আমাদের বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে।

'মরুভূমির ওপর দিয়ে দীর্ঘ যাত্রার সময় একজন পর্যটক যেভাবে একটা রসাল খেজুর গাছের যত্ন নেয় শাআরের সাথে ঠিক সে রকম আচরণ করবে। তার কার্যকারিতা শেষ হবার পর তুমি যেভাবে ফল খেয়ে বিচি ফেলে দাও ঠিক সেভাবে তাকে ছুড়ে ফেলবে। সময় নষ্ট করবে না। কায়রোর শস্য শুল্কের এক তৃতীয়াংশ সে আমাদের দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাকে বাধ্য করবে তার কথা রাখতে।'

শিরকুহ আমাকে সাথে যাবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। আমি খুব একটা আগ্রহী ছিলাম না। আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আসল বিষয়টা ছিল আমি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একদল বন্ধুর সাথে আড্ডা দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমরা একত্র হয়ে কবিতা আবৃত্তি আর বিশ্লেষণ এবং নব্যতান্ত্রিক ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতাম। আমি কোনো কোনো রাতে সর্বসাধারণের জন্য নির্ধারিত হাম্মামের কাছে গোপন অভিসারে যেতাম এমন একজন যুবতীর সাথে দৃষ্টি বিনিময় করতে কখনো বা তার বেশি কিছু, যাকে বিয়ে করার অনুমতি আমার ছিল না।

আমার আব্বাজান তার ভাইয়ের প্রস্তাবে যেভাবে সম্মতি প্রকাশ করে তাতে আমি খানিকটা আহতই হই। আমি পরিচিত কারো কাছ থেকে বিদায় নেয়ার

BanglaBook.org

সময় পাই না। আমার ওপর নজর রাখার জন্য সাধিকে পাঠানো হয়। আমরা সিদ্ধান্ত নেয়ার তিন দিনের ভেতরেই কায়রোর পথে রওনা হয়ে যাই। আইয়ুব আর শিরকুহ একত্র হয়ে দুর্ধর্ষ এক বাহিনীর সৃষ্টি করে। 'পাহাড়ি সিংহ' ছিলেন অদম্য, অসতর্ক, বিবেচনাহীন আর আবেগচালিত। আমার আব্বাজান ছিলেন কুশলী কিন্তু সতর্ক। তিনি ছিলেন রসদের তুখোড় জোগানদার। তরবারি-নির্মাতা আর তাঁবু-নির্মাতার দল শিরকুরর প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারত কেবল তার কারণেই। তিনিই নিশ্চিত করতেন যে আমাদের অভিযানের জন্য প্রয়োজন এমন সব কিছুর কাঁচামাল আর রসদ তাদের কাছে রয়েছে।

এই প্রাসাদে যার সমাপ্তি এভাবেই হয়েছিল সেই অভিযানের সূচনা। আমার কোনো বন্ধু যদি সেই সময়ে রসিকতা করত যে আমি একদিন সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত হব, আমার চাচাজান আর সাধি তাহলে মিসর পর্যন্ত পুরোটা পথ হাসতে থাকত।

ইবনে ইয়াকুব, আমাদের নিজেদের জীবনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কখনো আমাদের হাতে থাকে না। আমাদের আল্লাহতালা একটি নির্দিষ্ট দিকে ঠেলে নিয়ে যান, আমাদের সেনাপতিদের দক্ষতা আর সাহস একটা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে, কিন্তু তারপরও সবশেষে নিয়তির ওপর অনেক কিছুই নির্ভরশীল। পুরোটাই অনেকাংশে নির্ভর করে যারা বেঁচে থাকে এবং যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবিত ফিরে আসে, বা যুদ্ধ যেখানে সংঘটিত হবে সেখানে পৌঁছাবার রাস্তার ওপর, যা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে। আমি আমার প্রথম অভিযানের সময় এইসব প্রাথমিক বিষয়গুলো রপ্ত করেছিলাম।

BanglaBook.org

আমরা পঁচিশ দিন একনাগাড়ে যাত্রা করে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত আকাবা আইলায় পৌঁছাই, পুরোটা সময় আমরা পুরনো নদীখাতের মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করেছিলাম। কায়রো পৌঁছাবার পূর্বে আমরা এখানেই সবচেয়ে দীর্ঘসময় যাত্রাবিরতি করব।

ইবনে ইয়াকুব নয় হাজার লোকের একটা বাহিনী সাথে সমান সংখ্যক ঘোড়া আর উট নিয়ে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি ঘুরে বেড়ানো ফ্রানজদের ছোট ছোট সৈন্যবাহিনীর চোখ এড়িয়ে দামেস্ক থেকে কায়রো পৌঁছানোর বিষয়টা মোটেই সহজ ছিল না। আমরা তাদের পরাজিত করতে পারতাম কিন্তু তার ফলে আমাদের ভেতরে একটা অগোছাল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারত, যা আমাদের মূল অভিযানের বিলম্ব ঘটাত।

মরুভূমির ভেতর দিয়ে সমস্ত পথ আমাদের বেদুইন পথপ্রদর্শকদের নখদর্পণে ছিল; আমাদের বাহিনীর সাথে তাদের পঁচিশজনের একটা দল ছিল। তারা পথ চলার জন্য কোনো ধরনের মানচিত্র বা রাতের আকাশের কোনো তারার সাহায্য নিত না। তারা প্রতিটি মরূদ্যানের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং পানির ছোট কোনো কুয়াও তাদের নজর এড়িয়ে যেত না। তাদের এই জ্ঞান ছাড়া আমাদের পক্ষে ছাগলের তৈরি মশকগুলো পানিভর্তি করা অসম্ভব হতো।

সব সৈন্যই সংগত কারণেই শত্রুর চেয়েও পানির তৃষ্ণাকে ভয় পায়। আজ সেই অভিযানের প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনা করা বা স্মরণ করার চেষ্টা করা ক্লান্তি কর কিন্তু অভিজ্ঞ সেনাপতিরা এমন সব যাত্রার সময়ই তাদের অধীনে যারা লড়াই করবে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারে। তারা এমনকি তাদের ঘোড়ার মেজাজ আন্দাজ করার উপায়ও টের পেয়ে যায়।

সাধিই সেই লোক যে আমায় শিখিয়েছিল কীভাবে ঘোড়ার যত্ন নিতে হয়। সে আজও বলতে পারে কখন একটা ঘোড়া ক্লান্তবোধ করে এবং তার ঝাপসা চোখের সামনে পৃথিবীটাকে বিচিত্র বৃত্তে ঘুরতে দেখে। যুদ্ধের উত্তুঙ্গ অবস্থায় যদি এমন কিছু ঘটে তাহলে পরিস্থিতিটা একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করেন! ঘোড়ার চেয়ে এ কারণেই তার আরোহী তখন আরো বেশি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই একই সাধিই আমায় আরো শিখিয়েছিল কীভাবে ঘোটকীর শক্ত স্তনবৃন্ত থেকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আর ফেনায়িত দুধ দোয়ানো যায়।

আমরা রাতের বেলা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতাম এবং নিজেদের মনোবল অটুট রাখতে সেখানে সমবেত হয়ে গান গাইতাম। আমাদের বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যদের মতো আমি তাঁবুতেই রাত্রি যাপন করতাম কিন্তু বেদুইন পথপ্রদর্শক আর তাদের দ্বারা প্রভাবিত সেইসব সৈন্যদের আমি ঈর্ষা করতাম যারা নিজেদের কম্বলে আবৃত করে বালুর ওপর শুয়ে, উটের চামড়ার তৈরি মশক থেকে খেজুরের রস দিয়ে প্রস্তুত তাড়ি পান করত আর আমাদের নবীজির বিজয়ের পূর্বের মরুভূমি সম্বন্ধে পরস্পরের সাথে গল্প করত। তারা কপালের ওপর ঝিলমিল করতে থাকা তারার আলো সঙ্গী করে ঘুমিয়ে পড়ত।

BanglaBook.org

আমরা একনাগাড়ে পনেরো দিন অগ্রসর হবার পরে আমাদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাই। কায়রোর উজিরের প্রতিপক্ষ, ডিরঘাম, বিলবাআস থেকে আধাবেলার দূরত্বে অবস্থিত তেল বাসতাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার ভালোমানুষ চাচাজান শিরকুহ উপযুক্ত কারণ ছাড়া তার অধীনস্থ লোকদের জীবন হুমকির মুখে ফেলতে চাইতেন না। তিনি শাআরকে পরামর্শ দেন যে পুরো বিষয়টা যেহেতু একটি মিসরীয় সমস্যা, শাআর আর তার অনুসারীদের উচিত– ক্ষমতার দাবিদার হিসেবে– প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেয়া। তিনি, শিরকুহ, যদি প্রয়োজন হয় কেবল তখনই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবেন। শাআর যুদ্ধে জয়লাভ করে। কায়রোর ক্ষমতাসীন খলিফা ডিরঘামকে পরিত্যাগ করেন। শাআর বাব আল-জুয়েলা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন এবং উজির হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নূর আল-দ্বীন বিচক্ষণতার সাথে যা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিল কেবল তখনই সত্যি হতে শুরু করে।

শাআর ক্ষমতা গ্রহণ করা মাত্র আমাদের উপস্থিতির কারণে বিচলিত বোধ করতে শুরু করে। সে যদি কেবল চুক্তি অনুযায়ী নিজের করণীয় ঠিকমতো পালন করত সেটা হতো তার জন্য শ্রেষ্ঠ পরামর্শ। নূর আল-দ্বীনের পক্ষে তখন

আমাদের দামেস্কে ফিরে আসতে বাধা দেয়াটা কঠিন হতো। শাআর এসব কিছুই না করে বরং ময়ূরের মতো নির্বুদ্ধিতা আর গর্বোদ্ধত হয়ে উঠে ভেবে বসে যে সে ফ্রানজদের সাথে সন্ধি করে আমাদের পরাজিত করতে পারবে। জেরুজালেমের রাজা আমালরিকের কাছে, যে লোকটা আগে থেকেই ভাগ্যবিড়ম্বিত ডিরঘামের সাথে অসংখ্য ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল, একটা গোপন বার্তা পাঠায়। সে একই সাথে কায়রোতে কেন আমাদের বাহিনীর প্রবেশ করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না সেটা বোঝাতে বিশ্বাসযোগ্য অজুহাতের একটা সৌধ রচনা করতে আরম্ভ করে। শিরকুহ, ফুসতাতে অলস সময় কাটাতে বাধ্য হয়ে, ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়।

তার সহজাত প্রবৃত্তি সমস্ত সামরিক চায় সমস্ত সামরিক বিচক্ষণতা জলাঞ্জলি দিয়ে শহর আক্রমণ করে শাআরকে বন্দি করে নিয়ে আসে। কিন্তু এমন একটা অভিযানে সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং আমাদের সেই সাথে লোকবলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তার আমির-ওমরাহরা তাকে এমন একটা অভিযান থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেয়। তিনি আমার দিকে বেপরোয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

'সালাহ আল-দ্বীন, তোমার কী মনে হয়?' তিনি আমার কাছে জানতে চান।

আমি পারিবারিক আনুগত্য আর শুভবুদ্ধির টানাপড়েনের মাঝে জর্জরিত হই। আমি ভালো করে বিষয়টা চিন্তা করি এবং শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় দিই। তিনি ক্রুদ্ধ না হলে আমি তখন বিস্মিত হই। আর যাই হোক আমার যুক্তিপাত তাকে মুগ্ধ করে। আমরা যখন আলোচনা করছি এমন সময় একজন বার্তাবাহক খবর নিয়ে আসে যে আমালরিকের নেতৃত্বে ফ্রানজদের একটা বাহিনী বিলবাআসের দিকে এগিয়ে আসছে।

নূর আল-দ্বীনের ন্যায় ফ্রাংকিশ রাজা ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে তিনি যদি মিসর দখল না করেন তাহলে আমরা করব, আর তখন সেটা তার জেরুজালেম রাজ্যের পতন ডেকে আনবে। ফ্রানজরা আমাদের সমস্ত সুলতান আর আমিরদের ভেতর নূর আল-দ্বীনের মতো আর কাউকেই তার ভয় পেত না। তাদের সে জন্য দোষও দেয়া যায় না। তিনি ছিলেন আমাদের ভূখণ্ড থেকে ফ্রানজদের বিতাড়িত করার তার সিদ্ধান্তের প্রতি একাগ্রচিত্ত। তার হৃদয়ের ভেতরে এই আবেগ এতটাই তীব্র ছিল যে তোমার মনে হবে তিনি দখলদারিতাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করেন।

শাআর মৈত্রীচুক্তির শর্তাবলি মেনে চলা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। শিরকুহ আমায় আমাদের বাহিনীর অর্ধেক সঙ্গে নিয়ে বিলবাআস দখল করতে নির্দেশ দেন। শাআর সাহায্যের জন্য আমালরিকের কাছে আবেদন জানায় এবং আমাদের অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে শিরকুহ তখন আমার সাথে এসে মিলিত হয়। ইবনে ইয়াকুব, আমরা ফ্রানজদের পুরো তিনটি মাস শহরে প্রবেশ করা থেকে

বিরত রাখি। বিলবাআসে পুরো তিনটি মাস আমরা অবরুদ্ধ থাকি। আমার কাছে সেটা ছিল একটা দুর্বিষহ সময়। নূর আল-দ্বীন তখন বুঝতে পারেন আমাদের পক্ষে আর বেশি দিন প্রতিরোধ বজায় রাখা সম্ভব হবে না, তিনি ফ্রানজদের অতর্কিতে আক্রমণ করেন এবং এ্যান্টিওকের কাছে, হারিমের দুর্গের বাইরে তাদের মুখোমুখি হন। সেটা ছিল একটা দারুণ বিজয়। ফ্রানজদের বাহিনী পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয় আর তাদের দশ হাজার লোক সেদিন নিহত হয়েছিল। তাদের নেতা, অ্যান্টিওকের বল্ডউইন আর ত্রিপলির কাউন্টকে আমরা বন্দি করি। আমালরিক এই পরাজয়ের সংবাদে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে সন্ধি প্রস্তাব পাঠায়। আমরা অপমানের হাত থেকে বেঁচে যাই। পাহাড়ি সিংহ আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে দামেস্কে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

এই অভিযানের পূর্বে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। একটা বাহিনীকে শিরকুহর নেতৃত্ব দেয়া পর্যবেক্ষণ করে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি কিন্তু শারীরিকভাবে আমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে যাই। আমি অভিযান থেকে ফিরে আসবার পরে প্রথম সপ্তাহে বেশির ভাগ দিনই তেল মালিশ করে হাম্মামে অলস দিন অতিবাহিত করি। আর বিকেলবেলা যেতাম সরাইখানায় সুরা আর কবিতার রস উপভোগ করতে। তারপর, ইবনে ইয়াকুব, আপনি জানেন আমার ভেতর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আমি টের পাই। আমি অস্থির হয়ে উঠি। আমার দৈনন্দিন জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা আমার কাছে বিরক্তকর মনে হতে থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোদ্ধাদের অন্তরঙ্গ সাহচর্যের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠি। আমি ফ্রানজদের সামনাসামনি দেখেছি এবং সহসাই এখন ছেলেবেলার গল্পের সেইসব সময়ের কথা আমার মনে পড়ে যখন তারা প্রথম আমাদের ভূখণ্ড আক্রমণ আর দখল করেছিল। কীভাবে নিয়তি আমাদের আমরা যেন কাচের ছোট ছোট টুকরো এভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ভাঙা টুকরোগুলো কীভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমার মনে আছে সাধির কণ্ঠস্বর চাপা আতঙ্কিত ফিসফিসে পরিণত হতো: 'আইয়ুবের পুত্রেরা, ফ্রানজরা মা'আরায় কি করেছিল তোমরা কি জান? তারা বিশ্বাসীদের বন্দি করেছিল এবং গরম পানিভর্তি রান্না করার পাত্রে তাদের সিদ্ধ করেছিল। তারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিকে গেঁথে আগুনে ঝলসেছে আর তাদের ভেজে খেয়েছে। এইসব বন্য জন্তু যারা আমাদের দেশটাকে গিলে খেয়েছে।'

আপনাকে সত্যি বলছি, সাধির কথা আমার কখনো পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি। আমার মনে হতো আমাদের ভয় দেখাতে সে এসব গল্প তৈরি করেছে, যাতে করে আমরা যেন কখনো অশ্বচালনার তালিম নিতে গড়িমসি না করি, কিন্তু এসবই সত্যি। নির্জলা সত্যি, কোনো রং চড়ানো হয়নি। আমি অবিশ্বাসী নাস্তিক দিনপঞ্জি রচয়িতাদের পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন? বেশ। আপনি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন মিসরে আমি প্রথম যখন

BanglaBook.org

ফ্রানজদের চোখের সামনে দেখি তখন ক্রোধে আমার বুকের ছাতি কতটা চওড়া হয়েছিল। তায়েফের আঙুরের আমজে বা সুন্দরী রমণীদের দ্বারা নিজের দেহে তেল মালিশ করে এই ক্রোধ প্রশমিত হবার নয়, লাম্পট্যের আনন্দের কথা না হয় বাদই দিলাম। আমি অনুভব করি যে সামনে যে কাজ পড়ে রয়েছে তার সাথে এসব কিছুর কোনো তুলনাই হয় না।
নূর আল-দ্বীন দামেস্ক দখল করার পূর্বে, এমন কোনো সুলতান ছিল না যিনি আসমানি কিতাবের অধিকারী জনগণের জন্য সলোমনের মন্দির এবং ডোম অব দি রক পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে ফ্রানজদের বিতাড়িত করার আশু প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। নূর আল-দ্বীনের পূর্বে আমাদের আমির আর সুলতানেরা শত্রুর সাথে নিজেদের শান্তি স্থাপন করেই খুশি থাকত। 'তুমি যে বাহু ভাঙতে পারবে না সেটা চুম্বন করো,' ইবনে ইয়াকুব, এমনই ছিল তাদের মনোভাব, 'আর দোয়া কর আল্লাহ যেন সেই বাহু ভেঙে দেন।' আমাদের নবীজির মনোভাব কিন্তু মোটেই এমন ছিল না। তিনি কি বলেননি, 'আল্লাহর কাছে মোনাজাত করবে, কিন্তু তার আগে নিজের উটটা ভালো করে খুঁটিতে বেঁধে রাখতে ভুলে যেও না!'

সুলতান নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। আমি আগেও অবশ্য তার হাসির আওয়াজ শুনেছি, কিন্তু সেটা সব সময় ছিল একজন সুলতানের পক্ষে মানানসই এমন সংযত ভঙ্গিতে। তার হাসি এখন সব বাধন ছিঁড়ে ফেলেছে। নবীজির বাণী, আমার নিজের কাছে সামান্য আনন্দদায়কই মনে হয়, কিন্তু হাসতে হাসতে তিনি যেন আর থামতেই পারেন না। তার দু'চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে। তিনি যখন নিজেকে সামলে নেন, তখন নিজের মুখ আর দাড়ি হাত দিয়ে মুছে নিয়ে, নিজের এমন আচরণের ব্যাখ্যা দেন।
'অনুলেখক, আপনাকে হতবাক দেখাচ্ছে। আমি কেবল ভাবতে চেষ্টা করছিলাম কী কারণে নবীজি এমন একটা মন্তব্য করেছিলেন আর আমার মানসপটে প্রথম দিকের বিশ্বাসীদের যারা নামাজ পড়তে এসেছিল তাদের একটা চিত্রকল্প চকিতের জন্য ভেসে উঠেছিল। আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাস রেখে, তারা তাদের উটগুলোকে বাইরে রেখে এসেছিল, নামাজের শেষে তারা বুঝতে পারে যে উটগুলো চুরি গেছে। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস এই ঘটনার কারণে বৃদ্ধি পায়নি, সম্ভব কি খুশনবিশ? আজও বিষয়টা প্রাসঙ্গিক। আল-ফাদিলের সাথে বিলম্বে কর সংগ্রহ বিষয়ে আমায় আলোচনা করতে হবে, যিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন বিষয়টার কারণে জাতীয় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে।'
আমি আরো এক ঘণ্টা বিষয়টা যুক্তিসহকারে বোঝাতে চেষ্টা করি। 'আজ সুলতানের বক্তব্যের বিষয়বস্তু পরিষ্কার আর প্রাঞ্জল। আমার ভয় হয় যে আমরা যদি এখন আলোচনার ইতি টানি তাহলে এই বিষয়ে আমরা আর আলোচনার

BanglaBook.org

সুযোগ পাব না। মহামান্য সুলতান কি শাআরের পতন আর তার কায়রো প্রত্যাবর্তনের বিষয়টা বয়ান করা শেষ করবেন?'

সালাহ আল-দ্বীন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এবং তার কপালের চামড়ায় কুঞ্চনের সৃষ্টি হয়েই মিলিয়ে যায়। তিনি অবশেষে মাথা নেড়ে সম্মতি জানান এবং বলতে আরম্ভ করেন কিন্তু তার পূর্বের সেই নিরুদ্বিগ্ন ভাবটা আর থাকে না। তিনি দ্রুত বলতে থাকেন আর তার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে আমার হাতের আঙুলগুলোয় শেষে গতির বোল তুলতে হয়। সুলতানের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্য সাধারণত পাঁচজন অনুলেখক সব সময় উপস্থিত থাকে। তার বক্তব্য শেষ হবার পরে, তারা নিজেদের ভেতরে বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠতা পর্যালোচনা করে আর আমরা একটা সর্বসম্মত ভাষ্যে উপনীত হই। আমি সেদিন একাই ছিলাম।

শাআরের বিশ্বাসঘাতকতা শিরকুহ কোনোভাবেই ভুলতে পারেন না। তিনি প্রতিশোধের অনলে পুড়তে থাকেন। তিনি প্রায়ই মন্তব্য করতেন, 'ছাগল-সঙ্গমকারী ওই ব্যাটা শাআর ক্ষমতা লাভের জন্য আমাদের ব্যবহার করেছে এবং ফ্রানজদের ব্যবহার করছে আমাদের ঠাণ্ডা করতে।'

নূর আল-দ্বীন একদিন যুদ্ধের জন্য মনোনীত পরামর্শদানকারীদের একটা আলোচনা সভায় মন্তব্য করেন, মিসরে ফিরে যাবার জন্য শিরকুহ আর সালাহ আল-দ্বীনের জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। সমস্ত আমিরের উপস্থিতিতে তিনি সেবারই প্রথম আমার নাম উল্লেখ করেন। আমার বুক গর্বে ফুলে ওঠে। আমার আব্বাজানও, অবশ্যই, দারুণ প্রীত হন, যদিও বরাবরের মতোই তার মুখাবয়বে কোনো ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় না। শিরকুহ মাথা নত করে সম্মতি জানায়।

আর এভাবেই আমাদের বিশাল অভিযানের সূচনা হয়। আমাদের গুপ্তচররা সংবাদ নিয়ে আসে যে, শাআর আমাদের বিরুদ্ধে আমালরিকের সাথে একটা সমঝোতায় উপনীত হয়েছে। প্রিয় বন্ধু, আমাদের পৃথিবীর এটাই বাস্তবতা। বিশ্বাসীরা কাফেরদের সাথে যোগ দেয় অন্যান্য বিশ্বাসীদের পরাজিত করতে। কায়রোর ঠিক বাইরে শাআর আর আমালরিকের সম্মিলিত বাহিনীদের আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। শিরকুহ, যিনি যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে আমি যা কিছু জানি আমায় শিখিয়েছেন, ছিলেন দারুণ চৌকস একজন সেনাপতি। তিনি তাদের নির্বাচিত স্থানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকেন। আমরা তাদের মুখোমুখি হবার পরিবর্তে নীলনদ অতিক্রম করি। আমরা কায়রো থেকে উত্তরমুখী যাত্রা করে গিজার পিরামিডের কাছে আমাদের অস্থায়ী শিবির স্থাপন করি। শত্রুর কাছ থেকে প্রমত্তা নদীটা এখন আমাদের পৃথক করে ফেলেছে।

শিরকুহ এইখান থেকে শাআরকে একটা বার্তা পাঠান। আমাদের নিজেদের সৈন্যদের সামনে তিনি, সিংহের মতো গর্জন করতে করতে, বার্তাটা যখন

BanglaBook.org

প্রথম পাঠ করেন, আমার চোখের সামনে এখনো তার সেই দৃশ্য ভাসে। 'ফ্রাংকিশ শত্রুরা আমাদের সামনে সম্পূর্ণ প্রতিরোধহীন অবস্থায় রয়েছে। তারা তাদের ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের নিশ্চিহ্ন করতে আসুন আমরা আমাদের বাহিনীদের একত্র করি। এটাই উপযুক্ত সময় এবং এই সুযোগ নষ্ট করলে আমাদের হয়তো আরো বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

আমাদের লোকেরা গর্জে উঠে নিজেদের একাত্মতা প্রকাশ করে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী বা সেদিন অন্তত সে রকমই মনে হয়েছিল, আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে চারপাশ মথিত হতে থাকে, এতটাই তীব্র ছিল সে আওয়াজ যে মনে হয় পিরামিডই বুঝি কেঁপে কেঁপে উঠছে। শাআরের কাছে বার্তাটা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পাবার জন্য প্রতিটি সৈন্যই উদগ্রীব হয়ে ছিল। সবাই চোখেই অধীর আগ্রহের ঝিলিক। শিরকুহ কাকে দেবেন দায়িত্বটা?

তিনি তার প্রিয় দেহরক্ষী নাসির নামে এক তরুণ কুর্দি তিরন্দাজকে মনোনীত করেন, যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কারণে শিরকুহ একাধিকবার প্রাণে বেঁচে গেছেন।

শাআর বার্তাটা গ্রহণ করে এবং তার মিত্র, আমালরিককে সেটা সাথে সাথে দেখায়। সে সেই সাথে নাসিরকে হত্যা করে, ফ্রানজদের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রমাণ করতে। তার ছিন্ন মস্তকটা, ময়লায় আবৃত অবস্থায় শিরকুহর কাছে প্রেরণ করা হয়। আমার মনে হয় না আমি আমার চাচাজানকে সেদিনের মতো এতটা ক্রুদ্ধ হতে কোনো দিন দেখেছিলাম। সূর্য অস্ত যাচ্ছে এবং সৈন্যরা মাগরিবের নামাজের পূর্বে অযু করায় ব্যস্ত ছিল। শিরকুহ তাদের কাছে বিঘ্ন ঘটান। তার গায়ে কেবল একটা কটিবস্ত্র ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল না। তিনি নাসিরের ছিন্ন মস্তকটা হাতে নিয়ে সবাই সেটা দেখাতে দেখাতে বদ্ধ উন্মাদের মতো দৌড়ে বেড়ান। নাসিরকে সবাই ভীষণ পছন্দ করত এবং সেদিন সেখানে উপস্থিত সবার চোখ এতই অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা নীলনদের পানির উচ্চতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

BanglaBook.org

পুরো শিবিরটাকে একটা তীব্র চিৎকার ফালা ফালা করে দেয়। শিরকুহ, তার ঘোড়ায় পিঠে উপবিষ্ঠ হন, ছিন্ন মস্তকটা তখনো তার হাতে ধরা রয়েছে। তিনি যখন ক্রোধে চিৎকার করতে থাকেন তখন অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ তার মাথার চুলে এসে পড়ে: 'আমি এই ছেলের মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি, যে আমার মতোই পাহাড় থেকে এসেছিল, আমি শপথ করে বলছি শাআরের মাথাও মাটিতে গড়াবে। তাকে কোনো কিছুই বাঁচাতে পারবে না। তার মিত্র ফ্রানজরা না, তার খোজার দলও না এমনকি তার খলিফাও কিছু করতে পারবে না। আমি তোমাদের সবাই সামনে এটা শপথ করে বলছি এবং আমি যদি ব্যর্থ হই তাহলে আমার আত্মা যেন দোজখের আগুনে দগ্ধ হয়।'

আমরা তার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করার সময় চারপাশে সূচিভেদ্য নীরবতা বিরাজ করছিল। একটা দীর্ঘ সময় আমাদের কেউ কোনো কথা বলে না। আমরা নাসিরের মৃত্যু, তার নির্মম পরিণতির কথা এবং জন্মভূমি থেকে আমরা

কত দূরে অবস্থান করছি সেসব কথা চিন্তা করছিলাম। আমরা সেই সাথে নিজেদের নিয়েও ভাবছিলাম। শাআর যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই যুদ্ধে কে জয়লাভ করবে? আমরা যখন এসব ভাবনায় মগ্ন এমন সময়, বাতাসের ভেতর দিয়ে একটা শোকপূর্ণ বাঁশির সুর ভেসে আসে এবং বেদুইনদের কণ্ঠস্বর এর প্রায় সাথে সাথেই ভেসে আসে যারা নাসিরের জন্য শোকগাথা গাইছে। নীলনদের পানির উচ্চতা আবার বেড়ে যায়।

সেই রাতে, আমার চাচাজান শিরকুহকে, আমাদের রাতের খাবার পর্ব শেষ হবার পরে, তার তাঁবুর বাইরে ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো, পায়চারি করতে দেখা যায়। আমি বালির ওপর বসে উল্কাপাত দেখতে দেখতে দামেস্কের কথা ভাবছিলাম। আমি কখনো এমন আকাশ দেখিনি, যা পিরামিডের পাদদেশে শুয়ে কেউ দেখতে পাবে। আমার স্বপ্নে বিঘ্ন ঘটায় একজন বার্তাবাহক। শিরকুহ ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি যখন তার কাছে উপস্থিত হই ততক্ষণে আমির-ওমরাহ আর সেনাপতিরা ইতিমধ্যে সেখানে সমবেত হয়েছে। শিরকুহ মেঝের ওপর একটা শূন্যস্থানের দিকে ইশারা করেন। আমি কিছু না বুঝেই মাটিতে বসে পড়ি। সবাই বিস্মিত হয়, শিরকুহ যখন আমাদের বলেন যে কায়রোর বাইরে বা এমনকি আমরা যেখানে শিবির স্থাপন করেছি সেখানে আমালরিক এবং শাআরকে মোকাবিলা করতে যাবেন না। তিনি এসব না করে বন্দর-নগরী আলেকজান্দ্রিয়া দখল করার পরিকল্পনা করছেন। সবাই এমন দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা শুনে আঁতকে ওঠে। শিরকুহ মশালের আলোয় বালিতে তার পরিকল্পনার রূপরেখা একে, আমাদের সবাইকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ প্রদান করে। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন আমালরিক বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলতে আর আমাদের ধ্বংস করতে অগ্রসর হচ্ছে। শিরকুহ জানতেন যে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছাবার পূর্বে আমাদের একটা যুদ্ধ করতে হবে। আমাকে কেন্দ্রভাগের নেতৃত্ব প্রদান করা হয় এবং শত্রু আক্রমণ শুরু করা মাত্র পশ্চাদপসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। শিরকুহ আমার মতো নন, তিনি কোনো কিছুই দৈবের ওপর ছেড়ে দেন না। ইবনে ইয়াকুব, এ কারণেই আমি এখনো বিশ্বাস করি যে শিরকুহ আমাদের শ্রেষ্ঠ বীর। আমি তার তুলনায় কিছুই না। নগণ্য। একেবারেই তুচ্ছ।

আমরা আল-বাবিনে শত্রুর মুখোমুখি হই। আমালরিক আর তার নাইটরা আমার দিকে আক্রমণের অভিপ্রায়ে ছুটে আসতে, আমি আতঙ্কে দিশাহারা হবার ভান করি এবং পশ্চাদপসরণের নেতৃত্ব দিই। ফ্রানজরা তাদের নিশান বাতাসে উড়িয়ে দেয় এবং চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে। তারা বুঝতে পারে না যে ফ্রানজদের পশ্চাদপসরণে বাধা দেয়ার জন্য আমাদের বাহিনীর বাম আর ডান পার্শ্বদেশ মোতায়েন করা হয়েছে। একটা পূর্বনির্ধারিত সংকেত অনুযায়ী আমি আমাদের বাহিনীর পশ্চাদপসরণ বন্ধ করি এবং তাদের নাইটদের মোকাবিলার জন্য ঘুরে দাঁড়াই। তারা শীঘ্রই অনুধাবন করতে পারে তারা কতটা অরক্ষিত

BanglaBook.org

আর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেদিন মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনই সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের ভেতর আমালরিক ছিল।
শিরকুহ আমাদের বিজয় উদ্‌যাপনের অনুমতি দেন না। আমরা সেদিনই উত্তর দিকে মিসরের অন্যপ্রান্তে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে আমাদের যাত্রা শুরু করি। আমার সেবারই প্রথম সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতা হয়। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসে সমুদ্রের তাজা বাতাসে শ্বাস নিতে আর তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারতাম। শিরকুহ আমাদের সে রকম কোনো সুযোগই দেন না। আমাদের দেহ এবং মন পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আদিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির সেই দৃশ্যপট আমাদের আমাদের স্নায়ুকে প্রশমিত করে তুলে। আমি নিজে পুনরায় সুস্থির বোধ করি। আমরা এর কয়েক দিন পরেই আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করি। শহরের জনগণ ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করে এবং দারুণ উৎসাহে আমাদের স্বাগত জানায়। ফ্রানজদের সাথে শাআরের মৈত্রীর বিষয়টা তাদের দারুণ ক্ষুব্ধ করেছিল।
শিরকুহর চোখে-মুখে ফুটে থাকা গর্বের অভিব্যক্তি, মনের গহিনে অশ্রুসিক্ত অনুভূতি এবং আনন্দ, ত্রাণকর্তা হিসেবে অভিনন্দিত হবার নির্ভেজাল আনন্দ, আমার এসবই এখন কেবল মনে আছে। সেদিন শিরকুহ অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলেননি। তিনি জানতেন আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। আমাদের স্বাগত জানাতে তা সত্ত্বেও পুরো শহরের মানুষ সমবেত হয়েছিল। তাকে একটা আশার বাণী এই মানুষগুলোকে শোনাতে হবে। তার মুখে ক্লান্তির ছাপ। তিনি ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হবার সময় মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রার মতো ছাড়া গত দুটো রাত্রি এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা এক করেননি। তাকে সমবেত জনতার কোলাহল চাঙ্গা করে তোলে। দুর্গপ্রাসাদের বাইরে একটা দেয়ালের ওপর তিনি দাঁড়ান। সবাই স্তব্ধ নির্বাক হয়ে যায়। শিরকুহ কথা বলা শুরু করেন।
'এই মুহূর্তে তোমাদের দিকে তাকিয়ে, আমি তোমাদের কপালের লিখন বলতে পারি। আমি যা করছি, আমরা যা করছি, সবার সেটা করার সামর্থ্য রয়েছে। এই সরল সত্যিটা যে মুহূর্তে আমাদের জনগণ বুঝতে শিখবে, ফ্রানজরা পরাজিত হবে। আমি কেবল বিশ্বাসীদের না তোমাদের সবাইকে কথাটা বলছি। তোমরা এখন আমার তত্ত্বাবধানে রয়েছ আর আমরা তোমাদের রক্ষা করব। কিন্তু ফ্রানজরা এই মুহূর্তে এদিকেই এগিয়ে আসছে। এসো আমরা বিজয় উদ্‌যাপন করি, কিন্তু সেই সাথে নিজেদের প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে রাখি।'
আমার চাচাজান যিনি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেছিলেন এটা ছিল তার আসল চেহারা। তিনি ছিলেন আমার চাচাজান যিনি এই সরল অথচ অর্থবহ কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি দেয়ালের ওপর থেকে নিচে নেমে আসতে আমি তাকে জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খাই।

তিনি আমার কানে স্নেহপূর্ণ কিছু কথা বলেন, আমায় বলেন যে, তার বয়স হচ্ছে এবং অচিরেই আমাকে তার স্থানে লড়াইয়ের দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আমায় আরো বলেন যে, আমি যেভাবে লড়াই করেছি তাতে তিনি গর্বিত। ফ্রানজদের প্রতিক্রিয়ার সংবাদ নিয়ে বার্তাবাহকের দল সেই মুহূর্তে উপস্থিত না হলে তিনি আরো কত কিছুই বলতেন?

দক্ষিণ থেকে উত্তর অভিমুখে আমাদের অগ্রসর হবার গতি দেখে আমালরিক আর শাআর উভয়েরই সাহসের ভিত কেঁপে গেছে। আমাদের সমূলে ধ্বংস করতে তারা একটা বিশাল বাহিনী সংঘটিত করছে। শিরকুহ এখন আমার আব্বাজানের অনুপস্থিতি দারুণভাবে অনুভব করেন। শহরের প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা করতে, ফ্রানজদের অবরোধ প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিতে, খাদ্যদ্রব্যের মজুদ আর সমান বন্টন নিশ্চিত করতে, আমাদের পেছনে বন্দরে ফ্রানজদের জাহাজগুলো থেকে তাদের যোদ্ধাদের অবতরণে বাধা দিতে– বন্দরে অগ্নিশিখা নিক্ষেপকারীদের অবস্থান নিশ্চিত করতে, তার অন্য কারো সাহায্য প্রয়োজন। আমার আব্বাজানের অনুপস্থিতিতে আমাকে এসব কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়।

ইবনে ইয়াকুব, আপনি জানেন যে আমাদের ইতিহাসে সেই অবরোধের কথা স্থান করে নিয়েছে। আপনার কাছে কেবল একটা বিষয় স্বীকার করা ছাড়া যে, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম, আমি তার সাথে আর কিছু যোগ করতে চাই না। আমাদের সবাইকে যা সব সময় আচ্ছন্ন করে, সেই ভয়, আমাদের ভেতর থেকে একেবারে বেমালুম উবে গিয়েছিল। ফ্রানজদের জাহাজ আমাদের পেছন থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং তাদের যোদ্ধারা শহরের প্রতিরক্ষা দেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে, তাদের অতিকায় যুদ্ধাস্ত্রগুলো নিরন্তর পাথর আর অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করছিল। আমাদের সেনাবাহিনীর মতো আমিও সম্মানজনক একটা মৃত্যু প্রত্যাশা করছিলাম। আমি চাইনি দুর্ভিক্ষ আর মহামারির কাছে আমরা পর্যুদস্ত হই, শহর অবরুদ্ধ হবার পর যা দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই শিরকুহ আরো একবার হাল ধরেন, যিনি আত্মসমর্পণ কিংবা কোনো হঠকারী যুদ্ধ, যেখানে সৈন্য সংখ্যার অনুপাতে আমরা আশাতীতভাবে পিছিয়ে, যা আমাদের সবার মৃত্যু ডেকে আনবে এর কোনোটাই বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন।

শিরকুহর সাহসিকতার কোনো তুলনা চলে না। তিনি আমাকে শহরের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন আর নিজে তারপর, আমাদের সেরা যোদ্ধাদের ভেতর থেকে বাছাই করা দুইশজনকে নিয়ে রাতের আঁধারে শহর ত্যাগ করে, হতচকিত শত্রুশিবিরের ভেতর দিয়ে ঘোড়ার খুরে ঝড়ের বোল তুলে ছুটে যান এবং অবরোধের বেষ্টনী ভেদ করে কায়রো অভিমুখে যাত্রা করেন। সাধি তার সাথে ছিল এবং সে আমাদের বলত, কীভাবে শিরকুহ যাবার পথে গ্রামে গ্রামে থেমে সেখানের কৃষকদের কাছে তারা বোঝে আর পছন্দ করে এমন একটা ভাষায়– আমালরিক আর শাআরকে গাধা আর উটের বিষ্ঠার সাথে তুলনা করত

BanglaBook.org

এবং তারা হাসতে বাধ্য হতো– সাহায্যের অনুরোধ করত। সে এভাবে এসব গ্রামের তরুণদের প্ররোচিত করত তার বাহিনীতে যোগ দিতে।

ফ্রানজরা এই আকস্মিক পটপরিবর্তনের ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এবং অবরোধ তুলে নিতে সম্মত হয় আর আমরাও কোনো সৈন্য ক্ষয় ছাড়াই আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করি। ফ্রানজরাও ফিরে যায়। শিরকুহ আমাদের বাহিনীর লোকবলের স্বল্পতার বিষয়টা অনুধাবন করতে পেরে আমাদের সবাইকে দামেস্কে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। নূর আল-দ্বীনের সামনে আমার উপস্থিতিতে তিনি তার প্রতিবেদন পেশ করার সময় অনুমান করেন যে, আগামী এক বছরের ভেতরে শাআর আর আমালরিকের একে-অপরের টুঁটি চেপে ধরার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি পরামর্শ দেন, আমাদের জন্য সেটাই হবে প্রত্যাবর্তনের সেরা সময়।

আর তিনি যা অনুমান করেছিলেন, ঘটনা ঠিক সে রকমই ঘটে। আমালরিককে তার প্রতিশ্রুত লুটের মাল দিতে শাআর অস্বীকৃতি জানায় এবং ফ্রানজরা তাকে একটা শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

একদিন কায়রো থেকে আমাদের কাছে একজন বার্তাবাহক আসে। সে একজন গুপ্তচর শাআরের সৈন্যবাহিনীতে শিরকুহ যাকে রোপণ করেছিলেন। শাআরের পুত্র আর আমালরিকের মাঝে সমঝোতা হবার সময় সে সেখানে উপস্থিত ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার জন্য সে শাআরকে যে সহায়তা করতে প্রস্তুত তার জন্য ফ্রানজরা বিলআইস দাবি করেছে।

শাআরের পুত্র তাদের এমন উদ্ধত অনুরোধে ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে বলেছে: 'তুমি কি বিলবাইসকে পনিরের টুকরো বলে ভেবেছ?' আমালরিক যার প্রত্যুত্তরে বলেছে: 'হ্যাঁ, এটা পনির আর কায়রো হলো মাখন।'

তাদের আলাপচারিতা অসার বাগাড়ম্বরের চেয়ে আরো বেশি কিছু বলে প্রমাণিত হয়। আমালরিক বিলবাইস দখল করে, সেখানের লোকদের নির্বিচারে হত্যা এবং বন্দি করে আর শহরটা পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। সে তারপর কায়রো দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। শাআর তার পুরনো মিত্রকে দেরি করাতে পুরনো শহরটা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। আমরা এখন যেখানে রয়েছি লোকজন পালিয়ে সেখানে কায়রোর নতুন কেন্দ্রস্থলে এসে হাজির হয়। আগুন পুরো এক মাস জ্বলেছিল। শাআর পুনরায় আমালরিকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। সে তাকে স্বর্ণমুদ্রা আর পুরো দেশে যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব দেয় কিন্তু তারপরও কোনো ধরনের পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

আমাদের সুলতানের কাছে এই পরিস্থিতিতে খলিফা আল-আদিদ একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। নূর আল-দ্বীন আমায় ডেকে পাঠান আর ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে আমায় অবহিত করেন। শিরকুহকে নিয়ে আসার জন্য তিনি আমায় হোমসে পাঠান। আমরা যখন ফিরে আসি নূর আল-দ্বীন আমাদের

BanglaBook.org

কায়রো ফিরে যাবার আদেশ দেন। আমি যেতে খুব একটা আগ্রহী ছিলাম না। আলেকজান্দ্রিয়ার জনগণের চেহারায় ফুটে থাকা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি তখনো আমার চোখে ভাসত। আমি আরেকটা অবরোধের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে আগ্রহী নই। শিরকুহ্ আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে আসেন।

'তুমি কি আমার ভাইয়ের ছেলে না কোনো সারমেয় সন্তান? তোমার কি মনে হয় মানুষের যন্ত্রণা দেখতে আমার ভালো লাগে? আমরা এইবার কায়রো দখল করব। তোমাকে আমার দরকার হবে। যাও এবং তোমার ঘোড়াগুলোকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করো।'

আমি তার কথামতো কাজ করি। আমালরিক আমাদের কায়রো অভিমুখে যাত্রা করার কথা জানতে পেরে, পশ্চাদপসরণ করাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। সে ইতিমধ্যে দেখেছে যে শাআরের কূটচাল সত্ত্বেও কায়রোর অধিবাসীরা তাকে আগাগোড়াই প্রতিরোধ করেছে। আমরা যখন শহরে প্রবেশ তখন ১১৬৯ সালের শীতকাল চলছে। আমাদের পূর্ববর্তী বছরে আলেকজান্দ্রিয়ার মতোই স্বাগত জানানো হয় এবং আমি আর আমার চাচাজান যে ঘোড়ায় চেপে কায়রো প্রবেশ করেছিলাম তাদের পর্যন্ত দারুণ সব মুখরোচক খাবার খেতে দেয়া হয়। ইবনে ইয়াকুব, আমরা ঠিক এখানে এই কক্ষেই শাআরের মুখোমুখি হয়েছিলাম। শিরকুহ আর আমি কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করতে সে উপবিষ্ট অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং আমাদের স্বাগত জানাবার অভিনয় করে কিন্তু আমার চাচাজানের চোখের দিকে সে তাকাতে পারে না। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শিরকুহর পায়ে চুমু খায়। আমরা জানতে চাই খলিফা কি আমাদের জন্য উপস্থিতি প্রত্যাশা করছেন এবং শাআর নীরবে মাথা নাড়ে।

'তাহলে আমাদের তার কাছে নিয়ে চলো, ব্যাটা ছাগলবাজ বদমাশ,' শিরকুহ ঠোঁটে নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটিয়ে বলেন।

সে আমাদের খিলানাকৃতি ছাদযুক্ত হলওয়ে আর কারুকার্যখচিত অসংখ্য কক্ষের ভেতর দিয়ে, যার সবগুলো ফাঁকা পড়ে রয়েছে, খলিফার প্রাসাদ অভিমুখে নিয়ে চলে। আফ্রিকিয়া থেকে নিয়ে আসা উজ্জ্বল রঙের পাখির চিৎকারে কান পাতা দায়। আমরা একটা উদ্যানের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করি যেখানে পোষমানা সিংহ শাবক আর একটা ভালুক এবং গাছের গুড়ির সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা দুটো কালোচিতা বাঘ রয়েছে। শিরকুহ এসব কোনো কিছু দ্বারাই বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় না, কিন্তু মুগ্ধ না হয়ে থাকাটাও ভীষণ কঠিন। আমিও আমার চাচাজানকে অনুকরণের চেষ্টা করি আর ভান করি যে আমিও মোটেই প্রভাবিত হইনি। আমরা তারপর খিলানাকৃতি ছাদযুক্ত বিশাল একটা কক্ষে প্রবেশ করি। কক্ষের অভ্যন্তরটা টকটকে লাল রঙের পুরু রেশমের পর্দা দিয়ে ভাগ করা, যার পুরোটা খাঁটি সোনার তৈরি বৃত্ত আর ডিমের আকৃতির রত্নপাথর দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে।

BanglaBook.org

শাআর পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে অভিবাদন জানায় এবং নিজের তরবারি মাটিতে নামিয়ে রাখে। আমরা এসব কিছুই করি না। রেশমের পর্দাটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায় এবং খলিফা আল-আদিদকে আমরা সামনে দেখতে পাই।

আচ্ছা, আমি মনে মনে চিন্তা, এই করুণা উদ্রেককারী আর আতঙ্কিত অবয়বটা, খুব বেশি হলে আঠারো বছর বয়স হবে, তার কালো চোখের নিচে এখনই বাড়াবাড়ি ধরনের অসংযমের ছাপ ফুটে উঠেছে, খোজাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত আর সীমাহীন ধনসম্পদের অধিকারী, এই ছেলেটাই ফাতেমি বংশের খলিফা। খলিফা শাআরকে তার সামনে থেকে দূর হতে বলেন আর পরাজিত উজির গন্ধগোকুলের মতো সন্তর্পণে বিদায় নেয়।

শিরকুহ সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসেন। 'আপনি আমাদের অনুরোধ করেছেন কায়রো রক্ষা করতে। আমরা এসেছি। আমি চাই অন্য কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করার আগে শাআরের মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হোক। আমার লোকদের ধ্বংস আর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য এই লোকটাই দায়ী।'

ফাতেমি খলিফা মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। তিনি এমন চাপা একটা স্বরে কথা বলেন যেন তাকেও তার চারপাশে যারা তাকে ঘিরে রেখেছে তাদের অধিকাংশের মতোই খোজা করা হয়েছে।

'আমরা কায়রোয় আপনাদের স্বাগত জানাই। আপনাকে আমাদের উজির হিসেবে নিয়োগ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি।'

শিরকুহ মাথা নত করে সম্মতি প্রকাশ করেন এবং আমরা প্রাসাদ ত্যাগ করি। খলিফার লিখিত আদেশক্রমে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরের দিনই শিরকুহর পায়ের কাছে শাআরের কাঁধ থেকে তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে নিক্ষিপ্ত করি। আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল কিন্তু আমার হাত না।

'আমাদের নাসিরের আত্মা এখন শান্তি পাবে,' তিনি তার প্রিয় তীরন্দাজের কথা স্মরণ করে কোমল স্বরে বলেন।

এই দিনের ঠিক দুই মাস পরে, আমাদের ওপর গজব নেমে আসে। আমাদের পরিবার একটা মারাত্মক দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হয়। আমার চাচাজান ইহলোক ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ আমাদের সেনাবাহিনীর ভেতর ছড়িয়ে পড়তে আমিই একমাত্র ব্যক্তি না যে সেদিন কেঁদে ভাসিয়েছিল। শিরকুহ একজন ভীষণ জনপ্রিয় সেনাপতি ছিলেন এবং এমনকি দামেস্কের আমিররা যারা তার পেছনে তার কোরআন শরিফের ভাষা বলার ভঙ্গি নিয়ে ঠাট্টা করত তারাও শোকে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। আমাদের পাহাড়ি সিংহকে আল্লাহতালা নিজের কাছে ডেকে নিতে এখন কে আমাদের নেতৃত্ব দেবেন?

আমরা আমাদের জীবনে যেকোনো সময়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতাম কিন্তু শিরকুহর মৃত্যুটা বড্ড অসময়ে হলো। তার খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই তার

BanglaBook.org

পতন ডেকে আনল। তাকে একটা ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, যেখানে তিনি টানা তিন ঘণ্টা খেয়েছিলেন। আমাদের সামনে রোস্ট করা আস্ত ভেড়া, খোলা আগুনে ঝলসানো ছাগল, কোয়েল আর ঘুঘুর মাংস আর কল্পনা করা সম্ভব এমন সব সুস্বাদু পদ পরিবেশন করা হয়েছিল। শিরকুহ ছিলেন ভোজরসিক। তার যখন অল্প বয়স তখনো আমার দাদিজান তাকে প্রায়ই জোর করে খাবারের সামনে থেকে সরিয়ে আনতেন। আমি যখন তাকে দেখতাম আমার কেবলই সেসব পুরনো গল্প মনে পড়ত। তিনি প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, তার বাহিনীর যে কারো চেয়ে তিনি বেশি খাবার খেতে পারেন। তিনি এখন নিজেকে কোনোভাবেই সামলাতে পারেন না। এটা ছিল একটা দুঃখজনক আর কুৎসিত দৃশ্য। সাধি তাকে তিন তিনবার বিরত রাখতে চেষ্টা করেছে তার কানে ফিসফিস করে সতর্কবাণী আউড়েছে কিন্তু আমার চাচাজানকে কোনোভাবেই বিরত করা যায়নি। তার খাবারের জন্য তিনি হাঁসফাঁস করেন এবং তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সাধি তার পিঠে জোরে আঘাত করে এবং তাকে টেনে দাঁড় করায়, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি অচেতন হয়ে পড়েন এবং আমাদের চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করেন।

BanglaBook.org

সাধি আর আমি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ি। আমরা সারা রাত বিনিদ্র অবস্থায় তার গোসল করিয়ে কাফন পরানো মৃতদেহ, যা একটা খাটিয়ার ওপরে শোয়ানো রয়েছে, পাহারা দিই। শিরকুহর সৈন্যরা, যাদের ভেতর অনেকেই আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই তার পাশে লড়াই করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আসে এবং তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যায়। পোড়খাওয়া এসব যোদ্ধাদের, যাদের কাছে প্রাণহানি নিতান্তই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, অবোধ শিশুর মতো ফুপিয়ে কাঁদতে দেখাটা বাস্তবিকই অদ্ভুত একটা দৃশ্য।

রাত গভীর হতে, আমরা দুজনই কেবল সেখানে উপস্থিত থাকি। সাধির আমার জন্মের অনেক আগের কোনো ঘটনার কথা মনে পড়ে এবং সে আবার ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। আমার শিরকুহর কথা হতেই, আমরা যখন মাত্র বয়ঃসন্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সে তখন তার নিজের সন্তান এবং আমাদের গান গেয়ে শোনাবার সময় তার ঝকঝকে চোখের উপচেপড়া হাসির কথা মনে পড়ে। একবার তিনি যখন জানতে পারেন যে আমি গোপনে পানশালায় যাওয়া শুরু করেছি, তিনি আমাকে তার কক্ষে ডেকে পাঠান। তার চেহারায় একটা কঠোর ভাব ফুটে রয়েছে এবং আমি ভয় পেয়ে যাই। তিনি ছিলেন ভীষণ বদমেজাজি। 'তুমি মদ ধরেছ?' আমি প্রাণপণে মাথা নাড়ি। 'বাছা, আমায় মিথ্যা বলো না!' আমি এবার স্বীকার করে মাথা নাড়ি। তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন এবং ইবনে সিনার বাণী থেকে উদ্ধৃত করেন, যা তিনি আমায় তার সাথে সাথে বলতে বাধ্য করেন:

*সুরা একটা ক্রোধোন্মত্ত শত্রু, একজন বিচক্ষণ বান্ধব,*
*সামান্য পরিমাণে প্রতিষেধক প্রতীয়মান, মাত্রাতিরিক্তে সাপের বিষাক্ততা,*
*এর বাড়াবাড়ি বিশাল ক্ষতি বয়ে আনতে পারে,*
*কিন্তু স্বল্পমাত্রায় লাভের সম্ভাবনা প্রবল।*

দুঃখজনক, তিনি নিজে এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। মাংস আর সুরার প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির মূল্য তাকে জীবন দিয়ে পরিশোধ করতে হলো। আমি তাকে যখন মারা যেতে দেখি সেদিন থেকে আমার পাতে মাংসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি আমাকে বিরক্ত করে। ইবনে ইয়াকুব, আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন কেন আমি পরিমিত সুষম খাদ্যের ওপর গুরুত্ব দিই? আমরা সেদিন যখন একসাথে আহার করছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে আপনি পরিবেশিত খাবারগুলো আসলে পছন্দ করেননি। আমরা এ বিষয়ে পরে আরেক দিন কথা বলব। এখন আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

শিরকুহকে পরের দিন সমাধিস্থ করার পরে, দামেস্কের আমিররা আমার কাছ থেকে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ভেতরে ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করে আমি তাদের এমন বিরূপ মনোভাবে কারণ সন্ধ্যার অনেক পরে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

ফাতেমি খলিফার পরামর্শদাতারা আমাকে তরুণ, অনভিজ্ঞ আর দুর্বল মনে করে– এমন একজন যাকে রাজদরবারে সহজেই নয়ছয় বোঝানো সম্ভব হবে। আমাকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ করা হয় এবং আল-মালিক আল-নাসির– বিজয়ী নৃপতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তারা নিজেদের ভেতর হাসাহাসিই না করেছিল, ভেবেছিল যে আমার মাঝে সহজেই প্রভাবিত করা যায় এমন একটা অনুষঙ্গের সন্ধান তারা পেয়েছে। আমি আমাকে প্রদত্ত সম্মানের ব্যাপারে সচেতন ছিলাম কিন্তু শিরকুহকে ছাড়া দিশাহারা বোধ করছিলাম। আমি গতিপথ পরিবর্তিত নদীর স্রোতধারার মতো অনুভব করি, নতুন পরিবর্তিত দৃশ্যপট চোখের সামনে ভেসে ওঠায় ক্ষণিকের জন্য খেই হারিয়ে ফেলি।

শিরকুহর সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন বা, তিনি না হলে, আমার নিজের আব্বাজান, যিনি দামেস্কে নূর আল-দ্বীনের সাথে অবস্থান করছেন। আমাদের মহান সুলতানের কথা আমি যখন চিন্তা করি, আমার এই উত্তরণে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করি। তার অহংকারী আমিরের দল, যারা অভিজাত বংশের প্রতিনিধি, স্পষ্টতই মর্মাহত হবে যে পাহাড় থেকে নেমে আসা এক তুচ্ছ কুর্দি, যে তাদের চোখে, পবিত্র ভাষাতে ঠিকমতো কথাও বলতে অক্ষম, আজ মিসরের উজির। আমি নূর আল-দ্বীনের কাছে দৃঢ়তা সহকারে পুনর্ব্যক্ত করে একটা বার্তা পাঠাব বলে সিদ্ধান্ত নিই যে, তিনিই এবং ফাতেমি খলিফা নয়, আমার অধিপতি। নূর আল-দ্বীন হলেন পৃথিবীর শেষ ব্যক্তি যার সাথে আমি কোনো ধরনের ঝালেমায় জড়াতে আগ্রহী।

BanglaBook.org

সোনালি জরির কারুকাজ করা, উজিরের সাদা পাগড়ি এই মাথায় পরিয়ে দেয়া হয়, আমার হাতে তুলে দেয়া হয় মহামূল্য রত্নখচিত একটা তরবারি এবং সোনা আর মুক্তা দিয়ে আবৃত লাগাম আর পর্যানবিশিষ্ট একটা সুন্দর মাদি ঘোড়া আমায় দেয়া হয়। আমি তারপর তুমুল শ্লোগান আর বাজনা সহকারে একটা আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থান গ্রহণ করি। আমরা, শেষপর্যন্ত, এই প্রাসাদে, এই কামরায় এসে উপস্থিত হই– এখানে, আমরা এখন যেখানে বসে রয়েছি। ইবনে ইয়াকুব, আজকের দিনের মতো আমাদের আলোচনা শেষ করার এটাই উপযুক্ত সময় এবং স্থান।

আমি কৃতজ্ঞ যে আপনি এই বিশেষ কাহিনিটা শেষ করতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি আপনার আঙুল ধরে এসেছে। আজ রাতে আপনার স্ত্রীকে আপনার হাতে ব্যথানাশক মলম মালিশ করতে হবে এবং আমার বিশস্ত আল-ফাদিল নিশ্চয়ই আমার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমি তাকে আগে কখনো এতটা সময় অপেক্ষা করিয়ে রাখিনি।

BanglaBook.org

## দশ

# হালিমার কাহিনি শুনতে আমি গোপনে তার সাথে দেখা করি; সে আমায় তার হারেমের জীবনকাহিনি এবং সুলতানা জামিলার সৌন্দর্যের কথা শোনায়

একজন বার্তাবাহক পরের দিন প্রাসাদ থেকে এসে উপস্থিত হয়। সে আমার জন্য একটা চিঠি আর আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য বিশাল এক ঝুড়িভর্তি ফল আর নানা মুখরোচক মিষ্টি নিয়ে এসেছে। সুলতান এবং কাজিসাহেব দুই কি এক দিনের জন্য শহরের বাইরে গেছেন এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল আমার কাজে সাময়িক বিরতি দেয়া। আমাকে কোনো কারণে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আমি ভেবেছিলাম আমাকে হয়তো আমি তাদের সঙ্গী হতে চাই কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। তারা কোথায় গেছে এবং কী কারণে? কাজিসাহেব সম্ভবত আগের দিন সালাহ আল-দ্বীনকে এতটা দীর্ঘ সময় আমার নিজের কাজে আটকে রাখার কারণে আমায় শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাকে যদি এভাবে সুলতানের দৈনন্দিন কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় তাহলে কীভাবে আমি তার সঠিক ইতিহাস লিখতে পারব?

বার্তাবাহক বিদায় নেয়ার পরে বাড়িতে আনন্দের একটা রেশ বয়ে যায়। আমার সাথে মরিয়মের গত কয়েক সপ্তাহে খুব সামান্যই দেখা হয়েছে এবং কয়েক সপ্তাহ আগে তার দশম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় দেরি করে পৌঁছাবার কারণে দারুণ রাগারাগি করেছে। ইবনে মায়মুন পর্যন্ত সে দফায় আমায় ভর্ৎসনা করেছিলেন। র‍্যাচেল অবশ্য আমার এই সাময়িক কার্যবিরতির কারণে খুশিই হয়। আমাদের সম্পর্কের মাঝে সৃষ্ট টানাপড়েন কেটে যায়, কিন্তু সে এখনো প্রাসাদে আমার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার ব্যাপারে মেনে নিতে পারে না। সে অবশ্য আমাদের হাভেলিতে নিয়মিত বিরতিতে কোনো উপলক্ষ ছাড়াই হাজির হওয়া উপহার সামগ্রীর প্রতি কোনো ধরনের তিক্ততা প্রকাশ করে না। প্রাসাদ থেকে নয় বরং বণিক আর অমাত্যের দলের বদান্যতায় উপহার সামগ্রীর এমন বাড়াবাড়ি, যাদের দৃঢ়বিশ্বাস সুলতানের ওপর আমার দারুণ প্রভাব রয়েছে।

BanglaBook.org

সালাহ আল-দ্বীনের ব্যক্তিগত অনুলেখক হিসেবে কাজ শুরু করার পর থেকে, তেল বা খাদ্যসামগ্রী কিনতে আমাদের এক দিনারও ব্যয় করতে হয়নি। স্যাটিন আর সিল্কের কাপড়ের বান্ডিলের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল, যা সাধারণত আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের নাগালের বাইরে। আজকাল দরবারের অভিজাতদের মতোই র‍্যাচেল আর মরিয়ম কাপড় পরিধান করে। আমি র‍্যাচেলকে একবার এসব নিয়ে দোষারোপ করায়, সে ন্যূনতম লজ্জাবোধ না করে হেসে ওঠে এবং উত্তর দেয়:

'নিঃসন্দেহে আমাদের বিরহের যন্ত্রণার খানিকটা উপশম হয়েছে এসব উপহার সামগ্রী গ্রহণ করে, কিন্তু আমার তারপরও মনে হয় যে বাজারের বড় দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় আমি যদি আপনাকে রাখি আর অন্য পাল্লায় সমস্ত উপহার সামগ্রী তারপরও আপনার দিকেই পাল্লা ভারী থাকবে।'

সেদিন বিকেলবেলা, আমরা তিনজন যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে, বিভিন্ন দোকানে সাজানো পসরা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এক অচেনা মহিলা আমার হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়ে, আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করার আগেই দ্রুত ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায়। একটা সাক্ষরবিহীন চিরকুট, কিন্তু সেখানে লেখা রয়েছে পরের দিন আমি যেন অবশ্যই প্রাসাদের পাঠকক্ষে উপস্থিত থাকি। র‍্যাচেল আর আমি আমরা দুজনই সেটাকে সুলতানের আদেশে সাধির কাছ থেকে প্রেরিত বার্তা হিসেবে ধরে নিই, কিন্তু বার্তাবাহকের প্রকৃতি আমায় হতবুদ্ধি করে তুলে। আমার ভেতরে কিছু একটা আমায় বলে যে, সাধি বা সুলতান কারো কাছ থেকেই এ চিরকুট প্রেরিত হয়নি।

প্রাসাদের পাঠকক্ষে পরের দিন যথাসময়ে প্রবেশ করতে পাঠাগারের পরিচর আমায় জানায় যে, সালাহ আল-দ্বীন আর আল-ফাদিল তখনো গ্রাম থেকে ফিরে আসেনি। আমায় চিরকুটটা যে ব্যক্তি পাঠিয়েছে তার জন্য আমি যখন অপেক্ষা করছি, আমি আমার পেছনে একটা মৃদু আওয়াজ শুনতে পাই এবং ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একটা দেয়ালের পাণ্ডুলিপি রাখার কাঠের তাক নড়ছে। খানিকটা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়, আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে ভূগর্ভে নেমে যাওয়া একপ্রস্থ সিঁড়ি দেখতে পাই এবং একটা অবয়বকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে দেখি। অবয়বটার অধিকারী হালিমা। সে আমায় অবাক হতে দেখে হাসে। জল্লাদের হাতে প্রাণ দেয়া খোজা ইলমাস হারেম থেকে পাঠাগার পর্যন্ত একটা গোপন সিঁড়ির অস্তিত্বের কথা তাকে বলেছিল। আল-আবিদের পিতামহ সিঁড়িটা তৈরি করেছিলেন, যিনি ছিলেন এমন একজন খলিফা, যিনি নিজের স্ত্রী বা রক্ষিতাদের পাঠাগারে যাবার ব্যাপারে কোনো বাধা দিতে চাইতেন না। প্রাসাদের মালিকানা পরবর্তীতে উজিরের হাতে যখন যায়, সিঁড়িটা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

পাঠাগারে কথা বলাটা বিপজ্জনক। সেদিন অপরাহ্নে, হাম্মামের কাছে এক বন্ধুর বাড়ির ছাদে হালিমা দেখা করতে আগ্রহী। চিরকুটটা আমায় যে মহিলা

দিয়েছিল সেই কয়েক ঘণ্টার ভেতরে আমার সাথে দেখা করবে এবং আমায় পথ দেখিয়ে তার কাছে নিয়ে যাবে।

আমি বিক্ষুব্ধ জলরাশির মাঝে প্রবেশ করতে চলেছি। আমি যদি তার সাথে দেখা করি এবং বিষয়টা সুলতানকে না জানাই তাহলে অচিরেই আমার নিজের গর্দানই হয়তো জল্লাদের তরবারির ধার পরীক্ষা করবে। আমি যদি সুলতান সালাহ আল-দ্বীনকে এ বিষয়টা জানাই তাহলে হালিমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা প্রবল। আমার হয়তো তার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়া উচিত হবে না। আমি যখন এসব ভাবতে ভাবতে আঙিনায় পায়চারি করছি, সাধির সাথে আমার দেখা হয়, যে পরম আন্তরিকতায় আমায় জড়িয়ে ধরে। তার সাথে আমার বেশ কয়েক দিন দেখা হয়নি। তাকে রেখে যাবার কারণে সে নিজেও সালাহ আল-দ্বীনের ওপরে বিরক্ত, কিন্তু সে আমাকে জানায় যে, আজ রাতেই সুলতানের প্রাসাদে ফিরে আসার কথা রয়েছে।

আমরা সূর্যের আলোয় বসে কথা বলি। আমরা গল্পে এতটাই মশগুল হয়ে যাই, যেন আমরা সব সময় পরস্পরের বিশ্বস্ত আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। সে জানতে চায় সালাহ আল-দ্বীনের আরাধ্য পাণ্ডুলিপির কাজ কেমন চলছে, এবং আমি তাকে জানাই আখ্যানটা কোথায় থেমে রয়েছে। শিরকুহর মৃত্যুর পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কিত সালাহ আল-দ্বীনের বয়ানের সাথে তার স্মৃতি হুবহু মিলে যায়। স্মৃতিটা স্মরণ করে বৃদ্ধলোকটা শোকাতুর হয়ে ওঠে। আমি দুরুদুরু বুকে নিজের নিয়তি হাতে নিয়ে, হালিমার সাথে আমার আসন্ন সাক্ষাতের বিষয়টা সাধিকে জানাই। আমাকে বিস্মিত করে সে খিকখিক করে হেসে ওঠে।

'ইবনে ইয়াকুব, সাবধান, খুব সাবধান থাকবে ওই ঘোটকীর কাছ থেকে। সে বিপজ্জনক রমণী। তুমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই তার ওপর চড়াও হবে আর সেও তোমাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে দুলকি চালে মরুভূমির ওপর দিয়ে দাবড়ে যাবে। তার ধমনিতে কুর্দি রক্ত বইছে, আর আমি একটা কথা তোমায় অকপটে বলতে পারি, এসব পাহাড়ি মেয়েরা কিন্তু ভীষণ জেদি হয়। আমি জানি না তোমায় নিয়ে সে কী অভিসন্ধি এঁটেছে; কিন্তু সেটা যাই হোক না কেন সে তোমায় বাধা দেয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেবে না। তার মতো মেয়েরা যখন কোনো কিছু করবে বলে ঠিক করে তখন সাধারণ কোনো পুরুষকে তারা বাধা দেয়ার অনুমতি দেবে না।

আমি নিজের আর হালিমার নিষ্পাপ অভিব্যক্তির পক্ষে সাফাই দিই।

'সে কেবল তার জীবনকাহিনি বলতে চায়। সেটা শোনা কি আমার কাজ নয়?'

বুড়োর মুখের কুটিল অভিব্যক্তিই বলে দেয় যে শেয়ালটা আমার কথা মোটেই বিশ্বাস করেনি।

'যাও, তার সাথে দেখা করো। সুলতানকে কোনো ভয় নেই। তিনি যদি জানতেই পারেন তাহলে তাকে বলবে যে আমায় তুমি জানিয়েছিলে আর

BanglaBook.org

ভেবেছিলে যে তাকে বিষয়টা সম্বন্ধে অবহিত করব। সালাহ্ আল-দ্বীন এসব বিষয় নিয়ে মোটেই ভাবিত নন। হারেমের অন্যরা যদি এ বিষয়টা জানতে পারে তাহলে তোমার এই হালিমা তখন বিপদে পড়বে। আর আমার ভালো বন্ধু শোনো, খুব সাবধান। সে দারুণ সুন্দরী কিন্তু সেই সাথে তার গর্ভে সুলতানের সন্তান।'

আমি খবরটা শুনে বিস্মিত হই। ক্রোধ আর ঈর্ষার অনলের একটা যুগপৎ হলকা আমায় দগ্ধ করে। একজন শাসকের কেন, তিনি যতই সহৃদয় হোক, কোনো রমণীর সঙ্গ সাময়িকভাবে তার কাছে কাম্য হলে এবং চেহারায় সহানুভূতিশীল, সবজান্তা ভাব ফুটিয়ে মাথা নেড়ে হাসছে। আমি নিজের আবেগের লাগাম টেনে ধরি এবং খবরটা শুনে নিজের অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে লজ্জিত হই। আমি প্রাসাদের সিংহদরজার দিকে হেঁটে যাবার সময় যেন সাধির চাপা কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে আসেঃ 'ইবনে ইয়াকুব, সাবধান, খুব সাবধান।' কিন্তু সেটা ছিল আমার কল্পনা।

ইবনে মায়মুন বলেন যে, উত্তেজিত অবস্থায় কোনো মানুষ তার উত্তেজনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক অবাস্তব বিষয় দেখতে আর শুনতে পায়। সে আমায় একবার একটা লোকের কথা বলেছিল যার প্রিয় ঘোড়াটা পুরনো পারিবারিক বিবাদের কারণে মারা গিয়েছিল। সে এরপরে প্রায়ই নানান উদ্ভট অসম্ভব স্থানে ঘোড়াটাকে বিচরণ করতে দেখে। একজনের প্রেমাস্পদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই, এটা ভালোবাসার কথা প্রকাশের সাথে সম্পর্করহিত। হালিমার সাথে দেখা করার আগ্রহ আমার সহসাই হারিয়ে যায়। আমি মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করি। অনুভূতিটা অবশ্য খুব বেশি হলে মিনিটখানেক স্থায়ী হয় এবং হাম্মামের কাছে পাণ্ডুলিপি বাঁধাইকারীদের গলির ঠিক পেছনে পূর্বনির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করার সময়, আমি নিজে অনুভূতির জন্য নিজেই লজ্জিত হই।

বার্তাবাহক মেয়েটা অনেক দূর থেকেই আমাকে দেখতে পায় আর ইশারায় আমাকে তাকে অনুসরণ করতে বলে। মেয়েটা চপল পায়ে এগিয়ে চলে এবং তাকে হারিয়ে ফেলার আতঙ্কে আমি চারপাশ সম্পর্কে বেভুল হয়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকি। সে যখন একটা মাঝারি আকারের হাভেলিতে প্রবেশ করে, আমি বুঝতে পারি না সেটা কোথায় অবস্থিত। পুরো হাভেলি খাঁ-খাঁ করছে। আমায় পথ দেখিয়ে একটা ছোট কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমায় ঘামে ভেজা অবস্থায় হাঁপাতে দেখে একজন পরিচারক আমায় এক জগ পানি এনে দেয়। সে বিচিত্র একটা স্বরে কথা বলতেই আমি ভালো করে তাকে লক্ষ করি, লোকটা খোজা কিনা বুঝতে চেষ্টা করি।

'আপনি কি একটু বিশ্রাম নেবেন?'

'না, না, আমি এখন পুরোপুরি ঠিক আছি।'

আমি অপেক্ষ করি। পরিচারক একটা চোখে-মুখে একটা অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার ঔদ্ধত্য আমায় বিরক্ত

BanglaBook.org

করে, কিন্তু আমি কোনোমতে আড়ষ্ঠ হাসি। লোকটা এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, মাথা থেকে ধড়াচূড়া খুলতে, হালিমার ঈষৎ লালচে চুলের বেণী দৃশ্যমান হয়। সে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে এসেছে।

'ইবনে ইয়াকুব, তুমিও যে প্রাসাদে আমি যেদিন নিজের জীবনবৃত্তান্ত বলছিলাম সেদিন একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পরেও তুমিও এমনকি আমায় চিনতে পারোনি। আমি বেশ আশান্বিত হলাম।'

সে বাচ্চামেয়ের মতো হাততালি দিয়ে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে। সে তারপর হেসে ওঠে, গলার গভীর থেকে উঠে আসা সেই হাসির শব্দ জলপ্রপাতের মতো আমার ওপর আছড়ে পড়ে এবং আমার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে। সে এমন কর্মকাণ্ডের পর কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টির আড়াল হতে আমি স্বস্তিবোধ করি। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্য আমার কিছুটা সময় প্রয়োজন। সে আবার যখন সবুজ আর নীল রেশমের কারুকাজ করা ঢোলা হাতাবিশিষ্ট আলখাল্লা আর সোনার বাজুবন্ধে সজ্জিত হয়ে ফিরে আসে, ককেশাসের সেইসব লোককথার রাজকুমারীদের কথা আমার মনে পড়ে। আমার মনে যে রাগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল অচিরেই তা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। এমন অনিন্দ্য সুন্দরীর সাথে কেউ বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারবে না।

'ভাষ্যকার, তোমার মাথায় কি বাজ পড়ল?'

আমি হেসে ফেলি এবং মাথা নাড়ি।

'তোমার কি মনে হয় আমি কেন তোমায় আমার সামনে ডেকে এনেছি?'

'আমার মনে হয় আপনি আমায় কিছু একটা জানাতে আগ্রহী। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি আমার সাথে করে লেখার সব উপকরণ নিয়ে এসেছি যাতে আপনার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ আমি হুবহু লিখে রাখতে পারি।'

সে আমার দাস্যভাবের প্রকাশ পুরোপুরি উপেক্ষা করে।

'ছায়া-নাটকের শেষ পর্যন্ত আপনি কেন অপেক্ষা করলেন না? ইলমাস আমায় বলেছে, চূড়ান্ত পরিণতির আগেই আপনি সেখান থেকে চলে এসেছেন।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকি।

'আমাদের সুলতানের প্রকাশ্য অবমাননা দেখা বা শোনা কোনোটাই আমার জন্য আনন্দদায়ক নয়। আমি তাকে পছন্দ করতে শুরু করেছি।'

তার মুখের অভিব্যক্তির সহসা পরিবর্তন ঘটে। তার কুপিত চোখ থেকে বিচ্ছুরিত তীব্র কটাক্ষে আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত ঝলসে যায়। তার ক্রোধের সামনে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি। সে তার হাতে ধরা পানির পাত্রে ছোট একটা চুমুক দেয় এবং নিজের দুই হাতের আঙুলের ত্রিশটা অংশ শান্ত ভাবে গোনে। সে ক্রমেই শান্ত হয়ে ওঠে আর তার চেহারায় কোমনীয়তা পুনরায় ফিরে আসে। সে মৃদুভাবে তখন ডানে-বামে দুলতে থাকে।

'ভাষ্যকার, তুমি কি বীণা বাজাতে জানো?'

BanglaBook.org

আমি মাথা নেড়ে নিজের অপারগতা প্রকাশ করি।
'তাহলে মনসুরা আমাদের দুজন বাজিয়ে শোনাক। কারো মন যখন বিষণ্ন থাকে তখন তার কাছে বীণার শব্দ মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকের কানে পানির স্রোতধারার শব্দের মতো শোনায়।'
তার পরিচারিকা বীণার তারে আলতো আঙুল বোলায় এবং পুরো কক্ষটায় একটা অদ্ভুত, অপার্থিব শান্তি নেমে আসে। হালিমা কথা শুরু করে। সে ধীরে ধীরে বলে যায় আর আমার হাতের পালক তার উচ্চারিত শব্দের সাথে নিখুঁত তালে সঞ্চালিত হতে থাকে। আমি এতটাই মন্ত্রোমুগ্ধ ছিলাম যে, সে কী বলছে তার কিছুই আমি অনুধাবন করতে পারছিলাম না। আমি নিজের হাভেলিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কথার গুরুত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই।

আমি পরবর্তী কয়েক রাত বিনিদ্র অতিবাহিত করি। সালাহ্ আল-দ্বীন আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন এবং আমায় এমন একটা আবেশে আপ্লুত করেন, যার তীব্রতা এতটাই যে, এটা আমায় উত্তেজিত করে তোলে, যদিও আমার ভেতর তার প্রতি সত্যিকারের কোনো আবেগ কাজ করে না। তার চাহিদা শেষ হতে, আমি তার ঘুমন্ত শরীরের কাছ থেকে সন্তর্পণে উঠে আসি এবং নিজেকে পরিষ্কার করি। তার সন্তান গর্ভে ধারণের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই।
তোমার কাছে আমার সত্যি কথা বলা উচিত। আমি প্রথম কয়েক রাত্রির পরে সালাহ্ আল-দ্বীন যখন আমার ওপর উপগত হন তখন আমি চোখ বন্ধ রাখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি এবং আমি কল্পনা করি যে তিনি মেসুদ। ভাষ্যকার, তোমায় বিহ্বল মনে হচ্ছে। নাকি, তোমার মনে হচ্ছে যে আমার নির্লজ্জতা তোমার প্রাণ সংশয়ের কারণ হবে? দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমাদের এই অভিসারের কথা আমার ঠোঁট থেকে কখনো উচ্চারিত হবে না কিন্তু আমি চাই তুমি সব কিছু জানো। নাকি তুমি ভাবছ যে আমি তোমার প্রিয় সুলতানের প্রতি এতটাই তিক্ত হয়ে পড়েছি যে, প্রতিশোধ নেয়ার স্বপ্ন দেখছি? আমি কেন এমন করতে যাব? তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন এবং আমার প্রভু আর মালিক হয়েছেন। আমি সে জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার শয্যায় তিনিও আর সবার মতোই একজন পুরুষ।
আমি মেসুদকেই কেবল সত্যিকারের ভালোবেসেছিলাম। সে যে নেই এটা হয়তো সত্যিই ভালো হয়েছে। সে যদি এখানে থাকত তাহলে আমি আরো একবার তার বাহুর আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করার অভিপ্রায়ে আমাদের দুজনর জীবনই বিপদের মুখে ঠেলে দিতাম। আমি কল্পনা করি যে, সে আমায় তার সন্তানের ভারে পূর্ণ করেছে আর আমি ভান করছি সেটা সালাহ্ আল-দ্বীনের। ভাষ্যকার, সোনার পিণ্ড কি কখনো লোভ শেষ করতে পারে? আমি সব সময় কেবল মেসুদের কথাই কল্পনা করি। আমি তাকে বেহেশতে হুরের, আমার চেয়ে বহুগুণ জাদুকরি একটা প্রাণী, বক্ষলগ্না অবস্থায় কল্পনা করে

নিজেকে কষ্ট দিই। আমি আমার অন্তরে এখনো তার সঙ্গেই রয়েছি। আমি নিজেকে প্রবোধ দিই যে, আমরা এখনো বিচ্ছিন্ন হইনি। সে হামেশাই আমার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। তার হাস্যোজ্জ্বল চোখ, তার প্রশান্ত চাহনি, তার মন্দ্র কণ্ঠস্বর, আমার দেহে তার হাতের ছোঁয়া অনুভব করি – এ সবই আমার স্বপ্নে চোরাবালির মতো ঢুকে পড়ে এবং আমি জানি আমি এসব থেকে কখনো মুক্তি পাব না।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ রাত গভীর হতে আমি উচ্চৈঃস্বরে আর উত্তেজিতভাবে অন্যদের নিজেদের ভবিষ্যৎ আর জীবন নিয়ে কথা বলতে শুনি এবং তারা আমায় নিয়েও আলোচনা করে। তারা আমায় নিয়ে উপহাস করে। আমার মনে হয় তারা ভেবে নিয়েছে যে আমি সুলতানকে ভালোবাসি এবং তিনি কীভাবে আমায় বিচ্ছেদ বেদনায় অধীর করে আমার আহত অনুভূতির শুশ্রূষার জন্য নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে নতুন চারণভূমির উদ্দেশে এগিয়ে যাবেন। তারা কতটাই না ভুল ভেবেছিল আর প্রথমদিকের সেই দিনগুলোতে তারা আমার সম্বন্ধে কতটা কম জানত। ইবনে ইয়াকুব, মাত্র ছয় মাস আগের কথা, অথচ অনন্ত কাল বলে যেন মনে হয়।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ বেশ ভালোই কেটে যায়, যদিও হারেমে আগত নতুন রক্ষিতাদের জন্য সেটা মোটেই সুখকর কোনো অভিজ্ঞতা নয়। সালাহ আল-দ্বীনের প্রথম স্ত্রী, নাজমা একজন অভিজাত কিন্তু কুৎসিত রমণী। তিনি নূর আল-দ্বীনের মেয়ে। সুলতান নিজে আমায় বলেছেন নাজমাকে তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়, কিন্তু এটা তাকে গর্ভবতী করা থেকে সুলতানকে বিরত রাখতে পারেনি। তাদের বিয়েটা, তুমি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছ, মোটেই সুখকর হবার জন্য দেয়া হয়নি। বিয়েটা কেবল একটা উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছিল, আর তার ঔরসে নাজমা পরপর তিনজন পুত্রসন্তান জন্ম দেয়ায় সেই অভীষ্ট অর্জিত হয়েছে। নাজমাও বুঝতে পারে যে সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে এবং কখনো দামেস্ক ত্যাগ করেনি।

সালাহ আল-দ্বীনের উপস্থিতি, পরম করুণাময়কে শুকরিয়া, ক্রমেই কমতে শুরু করে এবং আমি একবার গর্ভবতী হতে সে আসা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। সবাই এই পর্যায়ে অনেক বেশি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আমি হারেমে যখন প্রথমবার প্রবেশ করি তখন আমি সেখানে আমাদের মতো অনেককে সেখানে দেখতে না পেয়ে বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম। হারেমে আমাকে ছাড়া আরো আশিজন উপপত্নী আর দুজন স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু আমাদের ভেতর বিশেষ করে দরবারের সুযোগ-সুবিধাদি উপভোগ করার ক্ষেত্রে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য ছিল না– পার্থক্য বলতে একটাই ছিল যে, আমাদের প্রয়োজনের খেয়াল রাখার জন্য যেখানে ছয়জন পরিচারিকা ছিল সেখানে স্ত্রীদের পরিচারিকার সংখ্যা ছিল আট কি নয়জন।

আমি হারেমে অবস্থানের প্রথম সপ্তাহেই টের পাই যে সেখানে একজন মহিলাই কর্তৃত্ব করেন। তিনি হলেন আরব থেকে আগত, অভিজাত বংশীয় বীণাবাদক,

BanglaBook.org

তার নাম জামিলা। সুলতানের ভাই নজরানা হিসেবে তাকে প্রেরণ করেছিলেন এবং তার সৌন্দর্য আর তার গুণ সালাহ আল-দ্বীনকে মোহিত করেছে। ইবনে ইয়াকুব, তুমি যেহেতু তাকে কখনো চোখে দেখতে পাবে না, তার বর্ণনা আমিই বরং তোমায় দিই। তিনি আমার মতো এতটা লম্বা নন, মাঝারি উচ্চতার, কৃষ্ণবর্ণ আর কালো চুলের অধিকারী, তার চোখের মণি, তুমি কোথায় তাকে দেখছ সেটার ওপর নির্ভর করে, ধূসর থেকে সবুজের মাঝে পরিবর্তিত হয়। তার দেহসৌষ্ঠবের কথা, আমি তোমাকে কী বলব? আমি আবার তোমাকে বিব্রত করছি। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলব না। তোমার যদি মনে হয়ে থাকে যে মনসুর জাদুকরের মতো বীণা বাজায় তাহলে জামিলার বীণাবাদন তোমার শোনা উচিত। তার হাতের স্পর্শে বীণা কথা বলে। বীণা যখন হাসে আমরা হাসি। বীণা যখন বিষণ্ন, আমরা অঝোরে কাঁদি। সে একে প্রায় মানবিক রূপ দিয়েছে। আমাদের মনকে যে প্রাণবন্ত রাখে সে আর কেউ না জামিলা। তার আব্বাজান ছিলেন একজন সংস্কারমুক্ত সুলতান। তিনি তাকে দারুণ ভালোবাসতেন এবং চাইতেন যে সেও যেন তার ভাইদের মতো শিক্ষিত হয়ে ওঠে। মেয়ের লেখাপড়ায় কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তিনি বরদাশত করবেন না বলে পণ করেছিলেন। জামিলা নিজে যা শিখেছিলেন সেটা সে আমাদের শিখাতে চেষ্টা করতেন।

তিনি যখন সপ্রতিভ ভঙ্গিতে আমাদের সম্বন্ধে কথা বলা শুরু করতেন আমি তখন উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। হারেমের আমাদের সম্পর্কে নয়, বরং আমরা আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি কথা বলতেন। আন্দালুসিয়ার ইবনে রুশদের লেখা একটা পাণ্ডুলিপি তার আব্বাজান তাকে দিয়েছিলেন এবং তিনি তার সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে কথা বলতেন। তিনি আমাদের বলতেন, ইবনে রুশদ কীভাবে মেয়েদের দক্ষতা আবিষ্কার আর সেটার যথাযথ ব্যবহারে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যর্থতা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তিনি নিজের ধারণার সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করে বলেছেন, মেয়েদের এসবের পরিবর্তে প্রজনন, সন্তান প্রতিপালন আর স্তন্যপানের কাজেই কেবল ব্যবহার করা হয়েছে। আমি আমার সমস্ত জীবনেও এমন কিছু কখনো শুনিনি, আর প্রিয় ভাষ্যকার, তোমার মুখের অভিব্যক্তি দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমিও না।

জামিলা আমাদের বলেন যে, বহু বছর পূর্বে কায়রোয়, ফাতেমি বংশের একজন খলিফা, আল-হাকিম, একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, মেয়েরা সকল দুর্বলতর উৎস। তিনি দ্রুত একটা ফরমান জারি করে রাস্তায় মেয়েদের হাঁটার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং তাদের গৃহে অন্তরীণ থাকবার বিষয়টা নিশ্চিত করতে তিনি মেয়েদের জন্য পাদুকা তৈরি করতে মুচিদের নিষেধ করেন। তিনি তার প্রাসাদের সকল পত্নী আর উপ-পত্নীকে বাক্সবন্দি করে নদীর পানিতে নিক্ষেপ করেন। জামিলা মন্তব্য করেন, আল-হাকিম যদিও নিশ্চিতভাবেই নিজের বোধবুদ্ধির বিসর্জন

BanglaBook.org

দিয়েছিলেন, একটা ব্যাপার অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক যে, কেবল মেয়েরাই ছিল তার পাগলামির প্রত্যক্ষ উপলক্ষ।

জামিলা আর আমি অচিরেই অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হই। আমরা নিজেদের কিছুই পরস্পরের কাছে গোপন করতাম না। আমার সবচেয়ে গোপন বিষয়টাও তিনি যেমন জানতেন, আমিও তেমনি তার বিষয়টা জানতাম। তিনি ইতিমধ্যে সালাহ্ আল-দ্বীনকে দুটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছেন এবং তিনি এখন কদাচিৎ তার কামরায় যান। আমার মতোই, জামিলাও প্রথমে মন খারাপ করেছিলেন আর এখন বরং তিনি তার কামরায় এলেই হতাশা গোপন করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। উল্টোভাবে কিন্তু বিষয়টা একই না। আমাদের কত আবেগ কতই না ক্ষণস্থায়ী! আমি ভাবতে চেষ্টা করি আমার মাঝে মেসুদের স্মৃতি যদি এতটা প্রবলভাবে বিরাজ না করত তাহলে আমার অনুভূতি কেমন হতো। জামিলা মনে করেন যে, মেসুদ একটা অলীক কল্পনা, নিজেকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখতেই আমি যা লালন করছি। আমি জানি যে অতীত ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের ওপর আধিপত্যের ক্ষমতা হারায় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এখনো তেমন কিছু ঘটেনি এবং ইত্যবসরে জামিলা আমায় স্বপ্ন দেখতে শেখান। তার জীবনে কখনো কোনো মেসুদ ছিল না বলে তিনি প্রায়ই আমায় এসব আলোচনায় উৎসাহিত করেন। তিনি সেইসাথে আমায় জননেন্দ্রিয়ের কেশ মুণ্ডন থেকেও বিরত থাকতে উৎসাহিত করেন।

আমার আর একমাত্র বন্ধু খোজা ইলমাস। সে বহুদিন যাবৎ হারেমের বাসিন্দা। সালাহ্ আল-দ্বীন এই প্রাসাদে আসার অনেক আগেই সে এখানে এসেছে। সে আমায় যেসব কাহিনি বলেছে, ইবনে ইয়াকুব, আল্লাহ্ আমায় রক্ষা করুন, আমি তোমার কাছেও সেসব কাহিনি কোনোভাবেই পুনরাবৃত্তি করতে পারব না। তুমি যদি খোজা হতে, তাহলে হয়তো সম্ভব হতো কিন্তু সেটা ভাবা হবে মুর্খতার শামিল। আমায় মার্জনা করবে। তোমার সাথে এভাবে কথা বলার আমার কোনো অধিকার নেই।

ইলমাস আসলেই স্বভাব কবি। আমি এখনো জানি তার ওপর কী ভর করেছিল। সে কেনই বা সেই ছায়া-সংলাপ লিখেছিল? সত্যি কথা বলার কারণে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে, সে তার শেষ লেখায় যা দেখার মতো সাহস তোমার হয়নি– নাকি তোমার সপ্তম ইন্দ্রিয় তোমায় আগেই সতর্ক করেছিল যে, তুমি সেখানে থাকলে হয়তো বিপদে পড়তে পারো? হারেমের অন্তঃপুরের অধিবাসীদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার বর্ণনা দিয়েছিল। একজন পরিচারিকার জন্য জনৈক উপপত্নির ভালোবাসা। পুরো নাটকেই বীণার জোরাল উপস্থিতির কারণে আমার মনে হয় সে লেখার সময় মনসুরার কথাই ভেবেছিল। সে নিশ্চিতভাবেই আমায় তার মনে স্থান দেয়নি। আমি সেই পথের পথিক এখনো হয়নি, কখনো যদি হই সেটা হবে জামিলার উষ্ণ আলিঙ্গন যা আমায় স্বস্তি দেবে। আমি আমার দেহের অবাঞ্ছিত কেশরাজি পরিষ্কার করা বন্ধ

BanglaBook.org

করলেই সে ইঙ্গিত পাবে যে আমি এমন অভিসারে অংশ নিতে প্রস্তুত। আমি সিদ্ধান্ত নেয়ার খুব কাছাকাছি পৌছে গিয়েছি। কষ্টের দিন প্রায় শেষ হয়ে এলো।
তুমি যদি নিজের মুখের অবস্থা একবার দেখেতে। আমি কি সেখানে বিতৃষ্ণার উপস্থিতি লক্ষ্য করছি? ইবনে ইয়াকুব, নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীতে তোমার মতো মানুষেরা এমন বর্ণনায় মোটেই বিস্মিত হবে না। কায়রো আর দামেস্কে, বাগদাদের কথা নাই বা উল্লেখ করলাম, প্রচুর পুরুষ গণিকালয় রয়েছে যেখানে সেখানে আগত সবার অবিশ্বাস্য সব চাহিদা আর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটায় শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবকের দল। এটা সহ্য করা হয়, কিন্তু মেয়েরা পরস্পরের দেহের গন্ধ শুঁকে দেখছে এমন বিষয়ের অবতারণা করতে যেন বেহেশত টলে ওঠে।
আমার মনে হয় আমার থামা উচিত। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি নিজের ক্রোধে নিজেই শ্বাসরুদ্ধ হবে এবং তোমার বন্ধু ইবনে মায়মুন আমায় কখনো ক্ষমা করবে না, যদি আমার কারণে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো।
ভাষ্যকার, আজ তুমি আমায় আশাহত করলে। আমার মনে হয় তোমাকে আর কখনো আমি ডেকে পাঠাব না।

আমি কোনো উত্তর দেয়ার আগেই, মনসুরা আমায় দরজার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে সোজা আঙিনায়। আমি শেষবারের মতো হালিমাকে দেখতে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাই, কিন্তু কোথাও তার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। আমার স্মৃতিতে জেগে থাকে কেবল একটা অদ্ভুত, একগুঁয়ে, খানিকটা উদ্ধত অবজ্ঞাপূর্ণ চাহনি, যা ছিল তার বিদায় সম্ভাষণ।
আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি, বিষণ্ন আর হতবিহ্বল।

BanglaBook.org

এগারো

# অন্ধ শেখ আর সাধির গল্প; সালাহ্ আল-দ্বীন বলেন তিনি কীভাবে তার প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছেন

হালিমার সাথে আমার গোপন সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা আমার মর্মস্থল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। আমার মনে হয় আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে, যদিও আমি যখন তার উচ্চারিত শব্দগুলো যথাযথভাবে স্মরণ করি সেখানে আমার অস্থির হবার মতো কিছুই খুঁজে পাই না। আমার মনে হয় তার সিদ্ধান্ত যে মেসুদ ছাড়া আর সব পুরুষকে ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ গণ্য করা হবে, আমায় হতবাক করেছিল। এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া না। আমি সমস্ত পুরুষজাতির প্রতিভূ হিসেবে বিস্মিত হয়েছি, বা নিদেনপক্ষে, আমি নিজেকে এভাবেই অন্তত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি।

সাধি অবশ্য এত সহজে সব কিছু মেনে নেয়ার পাত্রই না। সে প্রাসাদে দারুণ উৎকণ্ঠার সাথে আমার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। সুলতান ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন, কিন্তু সেদিন অপরাহ্নের পূর্বে আমার সাথে তার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। হালিমার সাথে আমার সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা শুনতে সাধি আগ্রহী এবং আমায় বাধ্য হয়েই তার কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে হয়। তার মাঝে উত্তেজনার লেশমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

'আমি তোমায় হারেমের এমন গল্প বলতে পারি, যা শুনে তাদের জন্য তুমি লজ্জায় মারা যাবে,' সাধি মুখ টিপে হাসে। 'এমন নয় যে আমি কখনো মারা যাব না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে এটা অন্তত জানি যে আল্লাহতালার সমস্ত সৃষ্টির ভেতর আমাদের মানুষদের সম্পর্কে সবচেয়ে কম অনুমান করা যায়। ইবনে ইয়াকুব, মেয়েদের সমস্যা নিয়ে খামোখা নিজের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলো না। হালিমা আর জামিলা সুখী হোক, তাদের প্রসঙ্গ ভুলে যাও। আমার বা তোমার মতো স্বাধীন তারা কখনোই হবে না।'

সাধির ভাবনাহীন নির্বিকার প্রতিক্রিয়া আমায় হতবাক করে, কিন্তু একইসাথে স্বস্তিও দেয়। আমি তাকে সব কিছু খুলে বলেছি। সুলতান যদি কখনো আমাদের গোপন কথাটি জানতে পারেন তাহলে আমরা দুজনই তখন দোষের ভাগীদার হব। আমার দুশ্চিন্তা, যার কারণে একটা রাত আমার নির্ঘুম কেটেছে, হাওয়ায় মিলিয়ে যায় আর আমার মেজাজও আবার ফুরফুরে হয়ে ওঠে। আমি

BanglaBook.org

সাধিকে আপনমনে হাসতে দেখি। আমি তার কাছে খুশির কারণ জানতে চাইলে, সে কোনো কথা বলার আগে সশব্দে থুথু ফেলে।

'বাব আল-জুয়েলার বাইরে কয়েক মাইল দূরে, একজন অন্ধ শেখ বাস করতেন, যিনি নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন সেইসব লোকদের অন্তর্গত, যারা জীবিকার জন্য ধর্মের ওপর নির্ভর করত। তিনি মৃদু কণ্ঠে সব সময় *হাদিস* আওড়াতেন, নিজের অন্ধত্বকে মানুষের সব কিছু অনুভব করার অজুহাত ব্যবহার করতেন। তার কাছে আগত লোকজন তার জন্য হাদিয়া হিসেবে খাদ্যসামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, টাকা-পয়সা এবং কখনো কখনো অলংকার রেখে যেত। এক বণিক ছয় মাস আগে তার জন্য একটা খুব সুন্দর শাল নিয়ে আসে, যা সন্ধ্যাবেলায় তাকে উষ্ণতা দেবে। এই শালটা শেখের ভীষণ পছন্দ হয়। তিনি তার শিষ্যদের কাছে শালটার পশমের অস্বাভাবিক গুণাবলি প্রদর্শন করতে একটা ছোট অঙ্গুরীয়ের ভেতর দিয়ে শালটার একটা প্রান্ত প্রবিষ্ট করতেন এবং তারপর হেঁচকা টানে শালটা টেনে বের করতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, তিনি মাগরিবের নামাজ মাত্র শেষ করেছেন, একজন লোক তার বাড়িতে প্রবেশ করে। শেখ তখন মাটিতে পশমের একটা গালিচায় তসবি হাতে বসে জিকির-আসগার আর মোনাজাত করছেন এবং গরিব শিষ্যদের সাথে প্রতারণা করতে মুখে যা আসে তাই আওড়ে যাচ্ছেন।

'আগত ব্যক্তিটি প্রথমে কয়েকটা দোয়া পাঠ করে এবং হুজুরের পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটলি নামিয়ে রাখে। অন্ধ শেখ উপহার পেয়ে খুশি হন, তিনি আগন্তুকে নাম জানতে চান কিন্তু কোনো উত্তর পান না। তারা উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে দোয়া পাঠ করে। আগন্তুক তারপর কথা বলে।

'বিজ্ঞ পথপ্রদর্শক, আমায় একটা কথা বলেন। আপনি কি সত্যিই অন্ধ?'

'শেখ মাথা নাড়েন।'

'একেবারেই অন্ধ।'

"শেখ এবার আরো জোরে জোরে মাথা নাড়েন, তার অভিব্যক্তির মাঝে কিছু অসহিষ্ণুতা বুঝি প্রকাশ পায়।"

'বেশ, আমি যদি আপনার কাঁধ থেকে শালটা সরিয়ে নিই,' লোকটার কণ্ঠস্বর মার্জিত আর আশ্বাসদায়ক, 'আপনি কখনো আমার পরিচয় জানতে পারবেন না?'

'শেখ এমন অভিনব প্রস্তাবনায় বেশ কৌতুকবোধ করেন এবং মুচকি হাসেন, উদ্যমী তরুণ তস্কর ততক্ষণে তার কাঁধ থেকে শাল তুলে নিয়ে শান্তভাবে হেঁটে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। হুজুর নিজের হাতের লাঠি উঁচু করে তার পেছনে ছুটে যান। শাল চোরের উদ্দেশে চিৎকার করে গালিগালাজ শুরু করতে তার মুখোশ খসে পড়ে। মা-বোন নিয়ে আদিম রিপু সম্পাদনার অভিপ্রায়। দুইবার জন্ম নেয়া উটের যোনির অধিকারী–

বেশ্যার বাচ্চা। ইবনে ইয়াকুব, এর চেয়েও জঘন্য, এমন সব শব্দ আমি যা তোমার কাছে পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। চোর অন্ধ শেখের জন্য যে পুঁটলিটা রেখে গিয়েছিল পরে আবিষ্কৃত হয় যে সেটার ভেতরে খড় দিয়ে আবৃত তিন স্তরবিশিষ্ট কবুতরের বিষ্টা রয়েছে!'

সাধি আবার হাসতে শুরু করে। তার হাসিটা সংক্রামক এবং আমি কোনোমতে ঠোঁটের কোণে দুর্বল একটা হাসি ফুটিয়ে তুলি। সে কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারে যে গল্পটা আমার কাছে ঠুনকো মনে হয়েছে। সে বিষয়টা বিরক্তিবোধ করে এবং সেটা বোঝাতেই আমার মাথার ওপর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে থুথুর বেশ বড় একটা দলা ছুড়ে দিয়ে নিজের বিরাগ জানান দেয়। তারপর আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে চোখ মটকায়। আমি হেসে ফেলি। পুনরায় শান্তি ফিরে আসে।

সুলতান যখন সৌজন্যতাবশত আমার অকিঞ্চিৎকর উপস্থিতি খেয়াল করেন ততক্ষণে বেলা গড়িয়ে অপরাহ্ন। তিনি বেশ খোশমেজাজেই হাজির হন এবং আমি যখন কাজিকে নিয়ে তার সফর ফলপ্রসূ হবার বিষয়ে জানতে চাই, তিনি উত্তর না দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'রাষ্ট্রকে কর দিতে জনগণকে রাজি করানো আমার দায়িত্বের ভেতর পড়ে না কিন্তু আল-ফাদিল বারবার অনুরোধ করে যে উত্তরে আমার উপস্থিতি জরুরি। তার মতামত বরাবরের মতোই অভ্রান্ত। আমার উপস্থিতির কারণে সেখানে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেছে। আমরা দুই দিনে দুই বছরের বকেয়া খাজনা আদায় করতে সমর্থ হই। বেশ, আমরা এবার আমাদের গল্প শুরু করি। আমরা কোথায় শেষ করেছিলাম?'

তিনি কীভাবে মিসরের উজির হয়েছিলেন– আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিই।

BanglaBook.org

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি যে, দামেস্কের কতিপয় আমিরের আচরণের কারণে সুলতান নূর আল-দ্বীন বিভ্রান্ত হতে পারেন। তারা আমার প্রতি তাদের ঈর্ষা আর ক্ষোভ গোপন করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না। আমি এমন অবস্থায় নূর আল-দ্বীনকে একটা বার্তা পাঠাই এবং তার উত্তরের জন্য ব্যগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকি। এক সপ্তাহ পরে সেটা আসে। আমার সহসা মর্যাদা লাভের ব্যাপারে তার অস্থিরতা চিঠিতে তিনি যে সম্বোধন ব্যবহার করেন সেটা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি তখনো ছিলাম সেনাপ্রধান, আমির সালাহ্ আল-দ্বীন। আমি দ্রুত তাকে আরেকটা বার্তা পাঠিয়ে ব্যাখ্যা করি যে তিনি, নূর আল-দ্বীন, আমার সুলতান এবং আমি কেবল তার আদেশের প্রতি অনুগত। আমি আরো অনুরোধ জানাই যে আমার আব্বাজান আইয়ুব আর পরিবারের বাকি সদস্যরা, কায়রোতে এসে আমার সাথে বসবাস করার অনুমতি হয়তো পাবেন। তাদের সঙ্গ ছাড়া নিজেকে আমার নিঃসঙ্গ আর গৃহহীন মনে হয়। আমার এই অনুরোধ বেশ কয়েক মাস পর মঞ্জুর করা হয়। আমি প্রায় এক বছর আমার আব্বাজান

আর আম্মিজানকে দেখিনি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের পুনর্মিলন আমাদের সবার জন্য অশেষ আনন্দ বয়ে আনে।

আমি আমার আব্বাজানকে অবহিত করি যে, তিনি যদি উজিরের পদ গ্রহণে আগ্রহী হন, আমি তাহলে অবিলম্বে আমার ক্ষমতা আর পদমর্যাদা তার কাছে হস্তান্তর করব। তিনি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমার ওপরে আল্লাহর নেক দৃষ্টি আপতিত হয়েছে। তার ইচ্ছার অন্যথা করা ভুল হবে। আমি অবশ্য তাকে কোষাধ্যক্ষের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে রাজি করাই। কোষাগারের নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে, সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া কঠিন।

এই সিদ্ধান্তে ফাতেমি খলিফা আর তার অমাত্যরা ক্রুদ্ধ হয়। তারা আমায় উজির নির্বাচিত করেছিল কারণ তারা ভেবেছিল আমি দুর্বল আর অনাগ্রহী। তারা এখন বুঝতে পারে ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। খলিফা আল-আদিদ ছিলেন খোজাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিণ, দুর্বল একটা মানুষ। এই উৎপাতগুলোর একটা, নেজেজ নামে এক নুবিয়ান, যার হৃদয় ছিল তার গায়ের রঙের মতোই কালো, আল-আদিদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। এই নেজেজই তাকে বানোয়াট খবর আর আফিম দুটোই সরবরাহ করত।

খলিফার মনে মনে খায়েশ ছিল নিজেই উজির হবেন কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারেন আমাকে দিয়ে আদেশ প্রদান করে দরবারে ক্ষমতা বজায় রাখা বেশি সহজ হবে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আল-ফাদিলের মোতায়েন করা এক গুপ্তচর জানায় যে নুবিয়ান খোজা নেজেজ গোপনে ফ্রানজদের কাছে একটা গোপন বার্তা প্রেরণ করেছে। খলিফা তাদের কায়রো আক্রমণের একটা ভান করতে অনুরোধ করেছেন। তিনি জানতেন আমি নিজে মোকাবিলা করতে এগিয়ে যাব আর দখলদারদের যুদ্ধের মজা বুঝিয়ে দেব। আমি একবার যুদ্ধে পুরোপুরি বেখেয়াল হলে তখন নেজেজ আর তার নুবিয়ানের দল তাদের খঞ্জর আমাদের পিঠে বসিয়ে দিত।

আল-ফাদিলের পরামর্শ অনুসারে, আমি সিদ্ধান্ত নিই যে যত শীঘ্র সম্ভব নেজেজের বিহিত করতে হবে। সে প্রাসাদে অবস্থান করার সময়ে পুরোদস্তুর যুদ্ধের উসকানি ছাড়া কাজটা করা কঠিন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে হাজার হাজার নুবিয়ান নেজেজের এমন ভক্ত ছিল, যেন সে একজন দেবতা। কিন্তু আমরা জানতে পারি যে তার একজন পুরুষ প্রেমিক রয়েছে। প্রাসাদের অদূরেই একটা হাভেলিতে সে নিয়মিত তার সাথে দেখা করে। আমরা সুযোগের সন্ধানে তক্কে তক্কে থাকি এবং তারপর যখন সময় হয় তখন নেজেজ আর তার প্রেমিক পুরুষকে নরকের পথে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমার আব্বাজান আমায় শিখিয়েছিলেন যে দুটো পৃথক নেতৃত্বের অধীনে দুটো আলাদা বাহিনী খুব বেশি দিন সহাবস্থান করতে পারে না। আল্লাহর রহমতে, আগে হোক বা পরে হোক, দুটো বাহিনীর একটা অবশ্যই বিজয়ী হবে।

BanglaBook.org

কায়রোয় সেই মাসগুলোতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জনের জন্য একটা লড়াই চলছিল। আমি ফাতেমি খলিফাকে বলি যে, আমাদের নবীজির শত্রুর সাথে তার লোকজন যোগাযোগ করেছে। আমি তাকে আরো বলি যে, কুচক্রী খোজা নেজেজকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আমি তাকে এটাও বলি যে, আমার সুলতান নূর আল-দ্বীনের অভিপ্রায় শুক্রবার দিন আল-আজহারে জুমার নামাজের সময় একমাত্র সত্যিকারের খলিফার নামে খুৎবা পাঠ করা হোক, মহামান্য সেই খলিফা, যিনি বাগদাদে বাস করেন।
আমার বক্তব্য শোনার পরে, অপদার্থ ছেলেটা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। ভয় তার বাকশক্তি পঙ্গু করে দেয়। সে একটা কথাও বলতে পারে না। আমি বলি না যে নূর আল-দ্বীন চান আমি যেন কালবিলম্ব না করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিই।
পরের দিন, বেন আল-কাইসরেনে নুবিয়ানরা সমবেত হয়। যুদ্ধের সাজে আপাদমস্তক সজ্জিত, সূর্যের আলোয় তাদের বাঁকানো খাপ খোলা ধারাল তরবারিগুলোর ফলা ঝিলিক দেয়, আমার সৈন্যদের তারা উত্ত্যক্ত করা শুরু করে। আমাদের বাহিনীতে প্রচুর কালো চামড়ার সৈন্য ছিল, কিন্তু এইসব মাথামোটা নুবিয়ানরা সরাসরি আমাদের উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ শুরু করে। আমার আব্বাজান আমায় পরামর্শ দেন যে, এইসব হারামিদের বিন্দুমাত্র করুণা প্রদর্শন করা যাবে না। তারা আমায় যখন ঘোড়ায় উপবিষ্ট অবস্থায় তাদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসতে দেখে, তাদের কাতার থেকে ঘৃণার স্রোত উথলে উঠে এবং আমার কানে একটা স্লোগান ভেসে আসে:
'সব সাদা মানুষই চর্বির দলা আর কালো মানুষেরা হলো জ্বলন্ত অঙ্গার।'
আমার তীরন্দাজরা বাণ নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু আমি নুবিয়ানদের প্রথমে একটা বার্তা পাঠাই। সব সাদা মানুষই যদি চর্বির দলা হবে, আমি জানতে চাই, তাহলে হতভাগা নেজেজ তাহলে কি করে ফ্রানজদের সাথে চক্রান্তের ফন্দি আঁটে? আল্লাহর দৃষ্টিতে আমরা সবাই সমান। আত্মসমর্পণ করে, তোমাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখো নতুবা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাও। আমার বার্তাবাহকের মুখে বিদ্রোহীদের একজন তরবারি দিয়ে আঘাত করে। রক্তপাতের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত এবং আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করি।
পুরো দুটি দিন যুদ্ধ স্থায়ী হয় আর নুবিয়ানরা আমাদের বাধা দিতে রাস্তার পর রাস্তা এবং তার দুই পাশের বাড়িঘর সব কিছু পুড়িয়ে দেয়। তৃতীয় দিন পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহতালা আমাদের আরেকটি বিজয় দান করেছেন। আমরা যখন আল-মনসুরিয়া পুড়িয়ে দিই, যেখানে অধিকাংশ নুবিয়ানরা বাস করত, তারা বুঝতে পারে যে এরপর প্রতিরোধের চেষ্টা হবে মুর্খতার নামান্তর। ইবনে ইয়াকুব, এই বিজয়ের জন্য আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল কিন্তু আমাদের পক্ষে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের আত্মত্যাগ সফল হয়েছে, মিসরের ওপর এখন আমাদের একক আধিপত্য কায়েম হয়েছে।

BanglaBook.org

ফাতেমি খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আর বাগদাদের ন্যায়সংগত খলিফার প্রতি আমাদের তাৎক্ষণিক আনুগত্য ঘোষণা করতে আমাদের সব ওমরাহ্ ব্যাগ্র হয়ে পড়ে। আমিরদের প্রতি আমি সহানুভূতিশীল কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে, আমি আমার আব্বাজানের সাথে পরামর্শ করি। তার সতর্কতাবোধ আরো রক্তপাত এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দেন। তিনি আমায় স্মরণ করিয়ে দেন যে, খলিফা আল-আদিদই সেই ব্যক্তি, যিনি আমার মাথায় উজিরের পাগড়ি পরিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য নীচ হতে পারে কিন্তু এখন কোনো সংকীর্ণ আচরণ আমাদের গোত্রের প্রতি আরো বড় অসম্মান বয়ে আনবে। আমি অবশ্য তার এমন যুক্তিতর্ক পুরোপুরি ঠিক মেনে নিতে পারি না। আমি আমার আব্বাজানকে আরো চেপে ধরি এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের কক্ষের বাইরে কেউ আড়ি পেতে শুনছে না নিশ্চিত হবার পরে তিনি আমার কানে ফিসফিস করে বলেন:

'এই অভিশপ্ত খলিফা নূর আল-দ্বীনকে কোণঠাসা রাখতে সাহায্য করবে। খলিফাকে ধ্বংস করে দাও এবং তুমি নিজে সুলতান হও। আলেপ্পো আর দামেস্কের সুলতান, নূর আল-দ্বীন কি চিন্তা করবে তুমি যদি এমন কোনো পদক্ষেপ নাও? আমি তাকে খুব ভালো করে চিনি। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন: এটা কীভাবে সম্ভব যে আমার আমিরদের ভেতরে সর্বকনিষ্ঠজন, পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া এক কুর্দি, একটা ছেলে যার বাবা আর চাচা আমার অধীনস্থ কর্মচারী, কীভাবে, তিনি নিজেকেই জিজ্ঞেস করবেন, কীভাবে এই ভুঁইফোঁড় প্রথমে আমায় প্রস্তাব না করে বিনা বাধায় নিজেই নিজেকে সুলতানের দর্জায় অভিসিক্ত করে? বাছা, ধৈর্য ধারণ করো। সময় এখন তোমার পক্ষে। আমাদের ক্ষমতার ভিত মজবুত করার এটাই উপযুক্ত সময়। তোমার আপন ভাই আর আত্মীয়সম্পর্কিত ভাই সবাইকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে। ফাতেমিদের খলিফা যাতে করে একদিন যখন এত বেশি মাত্রায় আফিম সেবন করবেন যে, তিনি কেবল ঘুমাতে থাকবেন আর ঘুমাতেই থাকবেন, ওঠার কোনো নামই নেবেন না, সেই সময় আমাদের অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, ক্ষমতার উত্তরাধিকার মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়।'

'কিসের উত্তরাধিকার?'

'তোমার। সে যে মুহূর্তে মারা যাবে, তুমি সাথে সাথে এই খিলাফত বিলুপ্ত করবে, তুমি আল-আজহারের মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে যে, এই মুহূর্ত থেকে খলিফা কেবল একজনই আছেন, আর বাগদাদে তার দরবার। তার নামেই সমস্ত মোনাজাত নিবেদিত এবং তুমি, সালাহ আল-দ্বীন, তার সুলতান।'

আমার আব্বাজান, আল্লাহ তার আত্মাকে বেহেশত নসিব করুন, তিনি ছিলেন একজন অনুপ্রাণিত পরামর্শদাতা। তিনি আরো একবার অভ্রান্ত প্রমাণিত হন। খলিফা রোগাক্রান্ত হন এবং আমি কালবিলম্ব না করে কাজিকে আদেশ দিই

খুৎবা পরিবর্তন করতে। সেই দিন থেকে আমাদের শহরে ন্যায়সংগত, একমাত্র খলিফার নামেই খুৎবা পাঠ হয়ে আসছে। বাগদাদে এই সংবাদ যখন পৌঁছে, সেখানে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। খলিফার কাছ থেকে আমি একটা আনুষ্ঠানিক তরবারি আর কালো বর্ণের আব্বাসীয় নিশান লাভ করি। এটা ছিল দারুণ সম্মানের ব্যাপার।

ফাতেমিদের শেষ বংশধর এর কয়েক দিন পরেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আমি কারা কুশকে, সেই সময়ে কায়রোর সবচেয়ে ধুরন্ধর ব্যক্তি এবং আমার অন্যতম পরামর্শদাতা, নির্দেশ দিই আল-আদিদের পরিবারকে অবহিত করতে যে, তাদের সময় শেষ হয়েছে। ফাতেমি খলিফারা প্রায় তিনশ বছর এই দেশে রাজত্ব করেছিল। তারা তাদের খারেজি শিয়া সম্প্রদায়ের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করত। তাদের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটেছে এবং আল্লাহতালা আর তার নবীর উদ্দেশে আমি শোকরানা নামাজের আয়োজন করি।

আমি বাগদাদের খলিফার লিখিত আদেশক্রমে সুলতানের মর্যাদা লাভ করি। নূর আল-দ্বীন আমার মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টা মেনে নেন কিন্তু তিনি খুশি হয়েছিলেন এটা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। দামেস্কে গিয়ে তার সাথে দেখা করার জন্য আমায় দুবার আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল কিন্তু আমি ফ্রানজের দমনে ভীষণ ব্যস্ত। তারা এখন যখন মিসরকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন দেখছে তখন ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আমি তাদের একাধিক দুর্গপ্রাসাদ দখল করেছি যার ভেতরে এয়লাও রয়েছে, যা কৌশলগত কারণে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা দুর্গ যেখান থেকে মক্কা গমনকারী হজ্বযাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব।

নূর আল-দ্বীনের কতিপয় মন্ত্রণাদাতা তার সামনে এমন কথা বলতে চেষ্টা করে যে, আমি দামেস্কে ফিরে যাবার খলিফার আদেশ এড়াবার জন্যই ফ্রানজদের সাথে নিজেকে বিচ্ছিন্ন যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখেছি। এটা ছিল বিদ্বেষপরায়ণ গুজব। আলেকজান্দ্রিয়া আর দামিয়েত্তা উভয় বন্দর এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকার বিষয়টা ফ্রানজদের উদ্বিগ্ন করে তোলে, তাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দুটো বন্ধুপরায়ণ পক্ষের হাতে থাকা দরকার। তাদের আশঙ্কা এবং এ ক্ষেত্রে অন্তত তাদের আশঙ্কা অমূলক নয়, যে আমি এই দুটো বন্দরে আমাদের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে ইউরোপের সাথে তাদের যোগাযোগের মাধ্যম শেষ করে দেব। আমাদের ভূখণ্ডে যা তাদের দখলদারিত্বের অবসান সূচনা করবে একটা সময়। তারা গুঁড়িয়ে গিয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে। কারা কুশ অবিলম্বে আক্রমণের পরামর্শ দেয় কিন্তু তখনো আমাদের নিজেদের অবস্থান দৃঢ় হয়নি। ইতিমধ্যে খবর আসে যে কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট দামিয়েত্তা অবরোধের উদ্দেশে দুই শতাধিক জাহাজভর্তি সৈন্য পাঠিয়েছেন।

অবরোধের জন্য প্রয়োজনীয় চলমান বুর্জ কতগুলো নির্মিত হয়েছে এবং অমালরিকের অধীনে অশ্বারোহী নাইটের সংখ্যা আমরা নিয়মিত সংগ্রহ করতে

BanglaBook.org

থাকি। এইসব তথ্য পরীক্ষা করে দেখা হয় তারপর দামেস্কে বার্তাবাহক দ্বারা প্রেরণ করা হয়।
ইবনে ইয়াকুব, আমার সম্বন্ধে প্রায়ই একটা কথা বলা হয় যে, সংকটকালে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে যথেষ্ট পারঙ্গম নই। কথাটা হয়তো সত্যিও। আমি আমার আব্বাজানের বিচক্ষণতা লাভ করেছি এবং আমাদের ভেতর অনেকেই আছেন, যারা খুশি হতেন আমি যদিও এর বদলে আমার চাচাজান শিরকুহর ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে কাজ করার প্রবণতা লাভ করতাম। আমি আমার এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন এবং আমি মাঝে মাঝে চেষ্টা করি দুটো প্রবণতার মাঝে মেলবন্ধন ঘটাতে। অসংখ্য মানুষের জীবনের প্রশ্ন যেখানে জড়িত তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সব সময় সহজ নয়।
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে ফ্রানজদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা ভিন্ন আমাদের লোকেরা শান্তিতে বাস করতে পারবে না, এটা খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারার কারণই নূর আল-দ্বীনকে সত্যিকারের মহান নেতায় পরিণত করেছে। আর এটা সম্ভব করতে, অন্য সব কিছু এই একটা লক্ষ্য অর্জনে সমর্পিত হয়েছে। আমার কারণে তার বিরক্তি সে ক্ষেত্রে একটা ক্ষুদ্র ব্যত্যয়।
আমার বার্তাবাহক যখন দামেস্কে পৌঁছে তাকে অবহিত করে যে আমরা বিপদের সম্মুখীন, তিনি কর্তব্য কার্য নির্ধারণে এক মুহূর্ত বিলম্ব করেন না। তিনি বিশাল একটা বাহিনী সংঘটিত করেন এবং মিসরে পাঠিয়ে দেন। আমরা প্যালেস্টাইনে ফ্রানজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে এই বাহিনীকে ব্যবহার করি, দামিয়েত্তা থেকে তাদের বিতাড়িত করতে। আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেন। কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে প্রেরিত জাহাজগুলোর, একটা হঠাৎ ঝড়ের কবলে পরে সলিলসমাধি ঘটে, যা সম্রাট প্রেরণ করেছিলেন, যার বোনের সাথে অমালরিকের বিয়ে হয়েছিল। গ্রিক উটপাখি নিজের জন্য একজোড়া শিংয়ের সন্ধানে এখানে এসেছিল। বেচারাকে উল্টো কানজোড়া কেটে রেখে ফিরে যেতে হয়। নূর আল-দ্বীন আমি যতটা হবার আশা করি তার চেয়েও অনেক মহান একজন ব্যক্তি এবং আমি যা কিছু অর্জন করেছি সব কিছুর জন্য তার নিকট ঋণী।

সালাহ আল-দ্বীন তার শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করার সময় তার মুখে ঈর্ষা, বিষণ্নতা, অনুপ্রেরণা, সাফল্যের মিশ্রণে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে থাকে। তিনি সম্ভবত চিন্তা করছিলেন নিয়তির কি পরিহাস যে তিনি, সালাহ আল-দ্বীন এবং তার পূর্বতন প্রভু নয়, জেরুজালেম দখলের প্রস্তুতি গ্রহণকারী শাসক। তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ডোম অব দি রক, কুব্বাত আল-সাকরায় নামাজ আদায় করবেন এবং এটাকে বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধানে ফিরিয়ে আনবেন।
আমি তাকে আরো প্রশ্ন করতে চাই। আমি তাকে নূর আল-দ্বীন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে চাই। কিন্তু তার মুখাবয়বের অভিব্যক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে

BanglaBook.org

তিনি অন্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। সহসাই তিনি আমার ভাবনার রেশ কেটে দেন।

'আপাতত যান এবং সাধির সাথে আহার করে নিন, কিন্তু চলে যাবেন না যেন। আজ অপরাহ্নে আমার সাথে নগরদুর্গ পরিদর্শনে যাবেন।'

আমি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাই এবং প্রস্থান করি। আমি কক্ষের ভেতর দিয়ে আঙিনার দিকে হেঁটে যাবার সময় মানুষটার সারল্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিত্ত-বৈভব আর প্রাচুর্যের মাঝে তার অবস্থান। তিনি যদিও খলিফার দরবারের আড়ম্বরপূর্ণ কৃত্যানুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে এখনো বিত্ত আর শক্তির একটা প্রদর্শনী বিদ্যমান, অনেকটা যেন আমার মতো সাধারণ নশ্বর মানুষদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যে, দুটো বিষয় একইসাথে বিদ্যমান। তারা পুরাতন শয্যাসঙ্গী এবং কোনো কিছুই এই বাস্তবতা পরিবর্তন করতে পারবে না।

সালাহ আল-দ্বীন তার উদারতার জন্য বিখ্যাত। তার নিজের সৈন্যদের মাঝে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তার এটা একটা কারণ। তিনি বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া সব সময় সাধারণ পোশাক পরিধান করেন। তিনি তার প্রিয় ঘোড়ার পিঠে পর্যান ছাড়াই উপবিষ্ট হতে ভালোবাসেন। আসন্ন সাফল্যের স্বপ্নকে ঘোড়ার ঘামের স্পর্শের মতো আর কিছুই অনুপ্রাণিত করতে পারে না। তিনি আমায় বলেন একবার, সাথে যোগ করতে ভুল করেন না যে সেটাও ছিল একটা ঘোড়ার অনাবৃত পিঠে, উপত্যকার ভেতর দিয়ে বা বালুর ওপর দিয়ে দুলকি চালে এগিয়ে যাবার মুহূর্তে, তার সামরিক পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। তিনি বলেন যে, স্ট্যালিয়নের খুরের ছন্দ তার নিজের ভাবনার বেগের সাথে সাযুজ্য খুঁজে পায়।

আমি সাধির সাথে বসে শীঘ্রই তিন ধরনের ডাল দিয়ে সিদ্ধ করা এবং মাখনের মতো নরম ভেড়ার পায়ের মাংস সহকারে আহার করি। সাধি খাবারের জন্য কৃতিত্ব দাবি করে। সে রসুইঘরের পাচকদের তাদেরই জলপাইয়ের তেলে সেদ্ধ করার হুমকি দিয়েছিল যদি আর একবার তারা শক্ত মাংস পাতে দেয়। তার একটা দাঁতই একবার পড়ে গিয়েছিল। তার হুমকিতে কাঙ্ক্ষিত ফল হয়। সিদ্ধ সুপাচ্য মাংসটা পরম সুখকর অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

আমি নূর আল-দ্বীনের কথা বলার সময় সালাহ আল-দ্বীনের মুখে ফুটে ওঠা বিচিত্র হাসির কথা সাধিকে জানাই এবং তার ব্যাখ্যা জানতে চাই। বৃদ্ধ লোকটা ক্লান্ত ঘোড়ার মতো ঘোঁত শব্দ করে।

'আমাদের সুলতান মাঝে মাঝে ভীষণ লাজুক হয়ে পড়েন। আমরা সবাই নূর আল-দ্বীনকে শ্রদ্ধা করি। তিনি একজন খাঁটি মানুষ। তার সম্মানে কোনো দাগ নেই। কিন্তু সালাহ আল-দ্বীন তার কর্তৃত্বকে অপছন্দ করেন। একবারের একটা ঘটনা, আমার মনে হয় সেটা নিশ্চয়ই ফ্রানজদের কোনো একটা দুর্গ অবরোধের সময়কার ঘটনা, নূর আল-দ্বীন স্বয়ং আমাদের সাথে যোগ

BanglaBook.org

দিয়েছিলেন এবং আমাদের সুলতান কায়রোয় ফিরে এসেছিলেন। তিনি দাবি করেন যে, ফাতেমিদের প্রতি যারা তখনো সহানুভূতিশীল ছিল তাদের বিদ্রোহের একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনাটা সত্যি, কিন্তু বিষয়টা এতটা গুরুতর নয় যে তার ভাইয়েরা সেটা সামলাতে পারত না। তিনি আক্ষরিক অর্থেই নূর আল-দ্বীনের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তিনি তার সাথে মুখোমুখি দেখা হবার ভয়ে ভীত ছিলেন। কেন? কারণ তিনি জানতেন যে নূর আল-দ্বীন তাকে দামেস্কে ফিরে যাবার আদেশ দেবেন। সালাহ্ আল-দ্বীনের ঔদ্ধত্য নূর আল-দ্বীনকে বিরক্ত করেছিল, কারণ তিনি বিষয়টাকে সেভাবেই দেখতেন। একজন অধীনস্ত কর্মচারী সমকক্ষের মতো আচরণ করছে। তাকে একটা শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। তিনি কায়রো যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন।

'বন্ধু আমার, আমি তোমায় এখন একটা কথা বলি। সুলতান সেনাবাহিনীর সেনাপতি আর দরবারের আমিরদের একটা বৈঠকে আমাদের যখন বলেন যে, নূর আল-দ্বীন কায়রো অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেছেন তখন সেখানে আমি, সেই সাথে আইয়ুব, উপস্থিত ছিলাম। সালাহ্ আল-দ্বীনের প্রিয়তম ভাস্তে অসহিষ্ণুভাবে চিৎকার করে যে ফ্রানজদের মতোই নূর আল-দ্বীনকেও প্রতিরোধ করা উচিত। সালাহ্ আল-দ্বীন ভাস্তের দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন, কিন্তু আইয়ুব, দামেস্কের তরবারির মতো ক্ষুরধার, ছেলেটাকে ডাক দেন এবং তার মুখে সপাটে একটা চড় দেন। ঠিক সেখানেই সবার সামনে। তিনি তারপর উঠে দাঁড়ান এবং সালাহ্ আল-দ্বীনকে বলেন, "বাছা, আমি তোমায় একটা কথা বলি! আমাদের সুলতান নূর আল-দ্বীন যদি এখানে আসেন, আমি তাহলে ঘোড়া থেকে নেমে তার পায়ে চুমু খাব। তিনি যদি তোমার শিরচ্ছেদের আদেশ আমায় দেন আমি কোনো প্রশ্ন না করেই সেটা পালন করব, যদিও তোমার রক্তের সাথে আমার অশ্রুও মিশে থাকবে। এই ভূখণ্ড তার এবং আমরা তার ভৃত্য। সালাহ্ আল-দ্বীন, আজই তাকে একটা বার্তা পাঠাও। তাকে জানাও যে, এখানে এসে তার শক্তিক্ষয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বরং উট দিয়ে একজন বার্তাবাহককে পাঠাতে পারেন তোমার গলায় রশি পরিয়ে তার কাছে নিয়ে যেতে। সবাই এবার বিদায় হও কিন্তু যাবার আগে একটা কথা ভালোমতো বুঝে নাও। আমরা সবাই নূর আল-দ্বীনের অনুগত। তিনি তার ইচ্ছা অনুসারে আমাদের সাথে যা খুশি তাই করতে পারেন।"

'আমি আর সালাহ্ আল-দ্বীন ছাড়া সবাই সভাস্থল ত্যাগ করে। আইয়ুব আমিরদের সামনে, যাদের কাছে তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে দেখার চেয়ে আনন্দের আর কিছুই নেই, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শনের অনুমতি দেয়ার জন্য তার কঠোর সমালোচনা করেন। সালাহ্ আল-দ্বীনকে বিষণ্ন দেখায়, যেন নির্দয় কোনো প্রেমিকের কারণে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

'আইয়ুব তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তার মুখাবয়বে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট হতে দেন। তিনি তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি

BanglaBook.org

তার কপালে চুমু খান এবং ফিসফিস করে বলেন: "আমি নূর আল-দ্বীনকে ভালো করেই চিনি। আমার মনে হয় বশ্যতা স্বীকার করে প্রেরিত তোমার চিঠিতে কাজ হবে। চিঠিটা যদি কোনো কারণে তাকে প্রশমিত করতে ব্যর্থ হয়, আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তখন যুদ্ধ করব।"

'ইবনে ইয়াকুব, এখন কি তুমি বুঝতে পারছ? সুলতানের মুখে তুমি যখন ওই বিচিত্র হাসিটা দেখেছ, তিনি তখন হয়তো তার আব্বাজানের বিচক্ষণতার কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি এখন নিঃসঙ্গ, একা। আইয়ুব স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। শিরকুহও জীবিত নেই। আমি মাঝে মাঝে সকালবেলা তার জন্য যখন পুদিনার কুচি দেয়া চা নিয়ে যাই তিনি বলেন: "সাধি, পুরাতন প্রজন্মদের ভেতর কেবল তুমিই এখন আছো। অন্য সবার মতো তুমিও আমায় একা রেখে চলে যেও না।"

'আমি যেন তাই চাই। আমি যেন বসে আছি। ইবনে ইয়াকুব, আমি আল-কুদস, তোমার সম্প্রদায় যে শহরটাকে জেরুজালেম বলে, দেখতে চাই। আমরা যখন কুববাত আল-শাকরায় নামাজ আদায় করব তখন আমি তার পাশে দাঁড়াতে চাই। তুমি তো জানো, আমি খুব একটা নামাজি নই, কিন্তু সেদিন আমি নামাজ পড়ব। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মতো সেদিন অচিরেই আসবে, মনে এ নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পুষে রেখো না। সালাহ আল-দ্বীন যেকোনো মূল্যে শহরটা দখল করতে বদ্ধপরিকর। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে, সেটা হবে একেবারে ফ্রাংকদের কলিজায় আঘাত করার শামিল। তিনি সেইসাথে এটাও জানেন যে, তিনি যদি সফল হন তাহলে তার কথা সবাই চিরদিন মনে রাখবে। আমাদের হাড়গোড় মাটিতে পুষ্টি জোগাবার, মিশে যাবার অনেক পরেও, বিশ্বাসীরা এই খোঁড়া ছেলেটার কথা স্মরণ করবে, যাকে আমি একসময় তরবারি ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলাম। নূর আল-দ্বীনের নাম কতজন মানুষ মনে রাখবে?'

BanglaBook.org

## বারো

# সুলতান কায়রোর নতুন নগরদুর্গ পরিদর্শন করেন, কিন্তু জেরুজালেম থেকে টেম্পলারদের রোষের হাত থেকে পালিয়ে আসা জনৈক খারেজি খ্রিস্টান, তুলুজের বার্ট্রান্ডদের সাথে দেখা করার জন্য তাকে ফিরে আসতে হয়

সুলতান তার পরিদর্শনের সফরে বা নগরদুর্গ নির্মাণকাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে আমায় তার সফরসঙ্গী হতে কেন উৎসাহিত করতেন না তার একটা কারণ ঘোড়সওয়ারিতে আমার ব্যর্থতার বিষয়টা সম্পর্কে তিনি নিদারুণভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি এ বিষয়টায় দারুণ বিরক্ত হতেন যেহেতু তিনি কোনোভাবেই বুঝতে পারতেন না কেন আমাদের কারো কারো মাঝে ঘোড়সওয়ারির আকাঙ্ক্ষা বা দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। তিনি এ কারণেই আমার সামনে ঘোড়া নিয়ে কখনো কোনো আলোচনা করতেন না। ঘোড়া সম্বন্ধে তার জ্ঞানের তুলনা কেবল *হাদিস* সম্বন্ধে তার ধীশক্তির সাথেই দেয়া যায়। তিনি বেশ কয়েকবার নিজের গল্প বন্ধ করে ইয়েমেন থেকে তার ভাইয়ের উপহার হিসেবে পাঠানো কোনো নির্দিষ্ট একটা ঘোড়ার বর্ণনা শুরু করতেন। তিনি হয়তো প্রাণীটার বিরক্তিকর বংশবৃত্তান্ত বর্ণনা দিয়েই শুরু করতেন এবং তারপর আমার চোখে ফাঁকা দৃষ্টি দেখে, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে উঠতেন এবং পুনরায় নিজের গল্পে ফিরে যেতেন।

আমি শহরের ভেতর দিয়ে তার সফরসঙ্গী হিসেবে ঘোড়ায় উপবিষ্ট অবস্থায় অগ্রসর হতে হতে এসবই চিন্তা করছিলাম। আমায় বহনকারী ঘোড়াটা যদি হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই ছুটতে শুরু করে সে জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায়, তিনি আমার দুইপাশে দুজন অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার মোতায়েন করেন। জন্তুটা অবশ্য সে রকম কিছুই করে না এবং আমি অচিরেই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সাথে অভ্যস্থ হয়ে উঠি। আমি যদিও খুব ভালো করেই জানি যে দিনের শেষে আমার পিঠ ব্যথা করবে কিন্তু তার সাথে সফর করতে পেরে আমি ধন্য হয়ে যাই।

তিনি নির্বিকারভাবে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যান।

এটা তার যুদ্ধের ঘোড়া না, বরং একটা অপেক্ষাকৃত নীচু জাতের ঘোড়া। এই ঘোড়াটার জন্য কিন্তু তারপরও সালাহ আল-দ্বীনের নড়াচড়া ক্রমেই একটা

অভ্যাসে পরিণত হয়। তিনি ঘোড়াটাকে খুব দ্রুত বা মন্থর গতিতে না, তিনি জন্তুটাকে নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হতে দেন। সুলতানের গোড়ালির সামান্য গুঁতোর সাথে সাথে ঘোড়াটা তার গতি বৃদ্ধি করে, তার সাথে থাকতে আমাদের সবাইকে গতি বৃদ্ধিতে বাধ্য করে। ঘোড়া আর তার সওয়ারিকে প্রায়ই একটা নিটোল সৃষ্টি বলে মনে হতে থাকে, প্রাচীন গ্রিকরা যেমন তাদের কাব্যে কল্পিত প্রাণীর কথা বলেছে।

আমরা বাব আল-জুহেলা থেকে ঘোড়ায় চেপে বের হয়ে আসি এবং অচিরেই জনাকীর্ণ সড়কের ভেতর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাই। লোকজন তাদের কাজ থামিয়ে নতজানু হয়ে বা কুর্নিশ করে তাদের সুলতানকে অভিবাদন জানায় কিন্তু তিনি দাস্যভাবকে প্রশ্রয় দেন না এবং শহরের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য দেন। তিনি বণিকদের ভেতর অর্থি আর মোসাহেদের সড়কে যাদের সংখ্যাই বেশি এড়িয়ে যেতে চান।

আমরা অচিরেই মনসুরিয়া বসতির পোড়া ধ্বংসস্তূপ অতিক্রম করি যেখানে শহর থেকে বিতাড়িত হবার আগে খোজা নেজাহর নুবিয়ান সৈন্যরা তাদের শেষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ভবিষ্যতে যারা ষড়যন্ত্র করার কথা চিন্তা করবে তাদের জন্য একটা ভীষণ হুঁশিয়ারি হিসেবে সুলতান বসতিটাকে ভগ্নস্তূপ হিসেবে ফেলে রাখার আদেশ দিয়েছেন।

তিনি কোনো হুঁশিয়ারি না দিয়েই তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। আমাদের আজকের পুরো সফরসঙ্গীদের ভেতর রয়েছি আমি নিজে, কাজি আল ফাদিলের কাছে সুলতানের ফরমান নিয়ে যাবার জন্য দরবারের তিনজন অনুলেখক এবং সতর্কতার সাথে বাছাই করা বিশজন দেহরক্ষী— সতর্কতার সাথে বাছাই করা, মানে, সাধির মনোনীত, যে সত্যি কথা বলতে তার সুলতানকে পাহারা দেয়ার জন্য পরিবারের সদস্যদের বা কেবল কুর্দিদের বিশ্বাস করে, যে এখন তার সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমায় ইঙ্গিত করছে। সে গলা ছেড়ে হাসছে।

'ইবনে ইয়াকুব, তোমার ঘোড়ায় উপবিষ্ট দেখে আমি খুশি হয়েছি, কিন্তু আমার মনে হয় সাধির উচিত তোমায় কিছুটা প্রশিক্ষণ দেয়া। আজ রাতে তোমার পশ্চাদ্ভাগের আড়ষ্ঠতা দূর করতে তোমার সংসারী স্ত্রীকে বিশেষ মলম মালিশ করতে হবে। আমি আশা করব তোমার অন্য কোনো কার্যকারিতা আজকের ভ্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

তিনি নিজের মন্তব্যে নিজেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন এবং আমি মাথা নেড়ে সহমত প্রকাশ করি। তিনি মুখে অমায়িক একটা হাসি ফুটিয়ে তোলেন। তিনি তারপর পোড়া বসতির দালানগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তার মেজাজ বদলে যায়।

'আমরা ভাগ্যবান এই বিদ্রোহ দমন করা গেছে। তারা যদি আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করত তাহলে ঘটনাটা হয়তো অন্য কিছুও হতে পারত। এই স্থায়ী অনিশ্চিত পরিস্থিতি বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শয়তানের অভিশাপ। শত্রুর বিরুদ্ধে

কখনো সংগঠিত হতে না পারা যেন আমাদের নিয়তি। এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের কোনো দার্শনিক বা ইতিহাসবেত্তা দিতে সক্ষম হননি। আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বিদ্বজ্জনদের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

তিনি পর্যানের ওপর ঝুঁকে গিয়ে ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে দেন, একটা ইঙ্গিত যে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হতে যাচ্ছে। আমরা শীঘ্রই জনাকীর্ণ সড়ক পেছনে ফেলে আসি এবং দূরে, মুকাত্তাম পর্বতমালার সারি ভেসে ওঠে। এখানেই মৌমাছির মতো নির্মাণশ্রমিকরা নতুন নগরদুর্গ তৈরি করছে। গাধা আর মানুষের সমবেত প্রয়াসে বিশালাকৃতি পাথরের চাঁই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নির্মাণকাজে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে।

আমি চিন্তা করি দৃশ্যপটটা পর্যবেক্ষণ করার সময় গিজার প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির কথা কি কারো মনে পড়েছে? এই বিশাল দুর্গে যারা কাজ করছে তাদের পূর্বপুরুষেরাই নিশ্চয়ই সেখানে কাজ করেছিল।

সুলতান তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময়ে নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধান এবং নির্মাণকৌশল বিষয়ক তার বিস্তারিত নির্দেশাবলি সম্পাদনে সালাহ্ আল-দ্বীন কেবল একজন লোককেই বিশ্বাস করেন, আমির কারা কুশ, লোকটা সুলতানের প্রাসাদ-সরকার। সালাহ্ আল-দ্বীন শ্রমিকদের কাজ করতে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি পুনরায় তার ঘোড়ায় গলায় হাত বুলিয়ে দেন এবং বিশাল প্রাণীটা তার ইচ্ছা বুঝতে পেরে খুরে ঝড় তোলে, যার সাথে তার দেহরক্ষীর দলই কেবল তাল মেলাতে সক্ষম হয়।

একটা সম্মানজনক গতিতে দরবারের তিন অনুলেখক আর আমি তাদের অনুসরণ করি। মিসরীয় খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত দরবারের অনুলেখকরা যাদের পিতা এবং পিতামহ কয়েক শতাব্দি ফাতেমি খলিফদের সেবা করেছে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসে এবং মন রাখা কথাবার্তা বলে। আমি এমন আচরণের আড়ালে তাদের ঈর্ষায় জ্বলতে থাকা অবয়ব দেখতে পাই। তাদের প্রভুর সাথে আমার প্রাত্যহিক ঘনিষ্ঠতায় তারা অসন্তুষ্ট।

আমায় ঘোড়া থেকে নামতে দেখে সালাহ্ আল-দ্বীন অনেক কষ্ট করে হাসি চেপে রাখেন। একটা ঢালু পথ দিয়ে আমি যখন সদ্য সমাপ্ত হওয়া একটা গম্বুজে উঠছি, আমার পা দুটো ব্যথায় টনটন করতে থাকে। আমির কারা কুশের সাথে সুলতান এখানে ইটের গাঁথুনি নিয়ে আলোচনা করছেন। সাদা ত্বক আর কালো চুলের অধিকারী এই বিশালদেহী খোজা একসময় শিরকুহর মামলুকদের একজন ছিল। তার প্রভু তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং একজন আমির করেছেন। শিরকুহ তার প্রশাসনিক দক্ষতাকে ভীষণ মূল্য দিতেন এবং ফাতেমি খলিফাকে দেয়া কারা কুশের পরামর্শের কারণেই সালাহ্ আল-দ্বীনের জন্য উজিরের পদ নিশ্চিত হয়েছিল।

সুদূর গিজার পিরামিড থেকে এখানে কিছু কিছু পাথর কীভাবে নিয়ে আসা হয়েছে কারা কুশ সেটাই বর্ণনা করে। সে দেখায় স্থানীয় চুনাপাথরের সাথে

BanglaBook.org

বয়ে নিয়ে আসা পাথরগুলো কত সুন্দরভাবে মিলে গেছে। সুলতান স্পষ্টতই সন্তুষ্ট দেখায় এবং তিনি আমার দিকে ঘুরে তাকান।

'মোহাফেজ, এটা লিখে রাখেন। ফ্রানজদের যেকোনো অভিযানের বিরুদ্ধে একটা দুর্ভেদ্য কেল্লা সৃষ্টির উদ্দেশে আমরা এই নতুন নগরদুর্গ নির্মাণ করছি। কিন্তু আপনি যদি দেখেন কীভাবে দুর্গ প্রাকার আর গম্বুজগুলোর পরিকল্পনা করা হয়েছে, আপনি ঠিকই লক্ষ করবেন আমরা একই সাথে বেশ সহজেই স্থানীয় বিদ্রোহও দমন করতে পারব। 'আমাদের চমকে দিতে যখন খোজা আর মামলুকরা নুবিয়ানদের সংগঠিত করেছিল তখন কীভাবে আমরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি কখনো সেটা ভুলব না। আমাদের কেউ এখানে চমকে দিতে পারবে না।'

আমরা যখন কথা বলছি, কারা কুশ আমাদের অবস্থানের দিকে দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসা দুজন অশ্বারোহীর কারণে সৃষ্ট ধুলার মেঘের দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে। তিনি কারো জন্য অপেক্ষা করছিলেন না এবং এই অপ্রত্যাশিত বাধার কারণে বিরক্ত হন। তিনি ভ্রূকুটি করেন এবং নগরদুর্গের পাদদেশে অশ্বারোহীদের থামাতে সুলতানের দুজন দেহরক্ষীকে নির্দেশ দেন। সালাহ আল-দ্বীন মৃদু হাসেন।

'কারা কুশ সামান্যেই উত্তেজিত হয়। আমায় পরপারে পাঠাতে আমার পুরনো বন্ধুরা পাহাড় থেকে কাউকে পাঠিয়েছে বলে তোমার মনে হয়?'

কারা কুশ কোনো উত্তর দেয় না। অশ্বারোহীরা যখন পাদদেশে উপস্থিত হয়, তাদের তার কাছে নিয়ে আসতে এবং তাদের প্রশ্ন করার জন্য সে অস্থিরভঙ্গিতে দেহরক্ষীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। গুপ্তঘাতকের পূর্ববর্তী প্রয়াসের লঘু উল্লেখ করে সুলতান তার প্রাসাদ-সরকারের উত্তেজনা প্রশমিত করতে ব্যর্থ হন। অশ্বারোহীরা নিকটবর্তী হতে আমরা সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিই। তারা কাজি আল-ফাদিলের বার্তাবাহক, বিদ্যুতের বেগে অশ্বচালনায় প্রশিক্ষিত এবং এই উদ্দেশে একটি বিশেষ প্রজাতির দ্রুতগামী ঘোড়া তাদের দেয়া হয়। তাদের সাহায্য কেবল জরুরি পরিস্থিতিতে নেয়া হয় এবং তাদের পরিচয় লাভ করে পাওয়া স্বস্তি দ্রুত তাদের বহন করা বার্তার প্রকৃতি চিন্তা করে উদ্বেগের রং ধারণ করে।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তারা অবশেষে সেখানে পৌঁছায়। কাজির নিকট থেকে তারা সুলতানের জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছে। সালাহ আল-দ্বীন বার্তাটা পাঠ শুরু করা মাত্র তার মুখ চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নীলনদের মাছের মতো তার চোখের দৃষ্টি অকস্মাৎ ছুটতে থাকে। তাকে স্পষ্টতই উৎফুল্ল দেখায়। বার্তাবাহক আর দেহরক্ষীদের বিদায় দেয়া হয়। তিনি বার্তাটা আমায় দেখান। সেটাতে লেখা:

কায়রোতে সদ্য একজন নাইট টেম্পলার এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং শরণ প্রার্থনা করেছেন। আমালরিকের শিবির থেকে তিনি এসেছেন এবং তাদের

BanglaBook.org

পরিকল্পনা আর গতিবিধি সম্পর্কে তার কাছে প্রচুর তথ্য রয়েছে। তার স্বপক্ষ ত্যাগের কারণটা রহস্যজনক এবং মহামান্য সুলতান আপনার অনুপস্থিতিতে সে অন্য কারো কাছে তার গোপন কথা প্রকাশে অসম্মতি জানিয়েছে। তার আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে হয়েছে সে ভণ্ড নয় কিন্তু আপনি তার সাথে দেখা করার আগে আমির কারা কুশের, যিনি মানুষের চরিত্র আর দুর্বলতার শ্রেষ্ঠ বিচারক, তার সাথে কথা বলা প্রয়োজন। আমি মহামান্য সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষা করছি। আপনার অনুগত আল-কাজি আল-ফাদিল।

আমার আর কারা কুশের হাত আঁকড়ে ধরা এবং আমাদের ঘোড়াগুলো যেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে সেদিকে কর্দমাক্ত পথ দিয়ে দৌড়ে যাওয়া ছিল সালাহ্ আল-দ্বীনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। তাকে সত্যিকারের উত্তেজিত দেখায়, শয়তানের আসর হওয়া লোকের মতো তিনি আচরণ করেন। তিনি তার ঘোড়ায় উপবিষ্ট হয়ে তার দেহরক্ষীদের সাথে নিয়ে, যারা কোনোমতে তার সাথে সাথে থাকে, প্রাসাদের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটান।
আমির কারা কুশ একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার নন আবিষ্কার করে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি এবং তিনি আমায় তার সফরসঙ্গী আর তার সাথে একত্রে ফিরে যাবার অনুমতি দেন। আমি তার সাথে আগে কখনো কথা বলিনি এবং কায়রো আর তার গ্রন্থাগারে রক্ষিত অমূল্য সম্পদ সম্পর্কে তার জ্ঞান অপরিসীম। তিনি আমায় বলেন যে, আমি যে কাজটা করছি সেটা ইতিহাসবিদদের দারুণ সহায়তা করবে এবং আমি প্রীত হই যে আল-ফাদিলের মতো না তিনি আমার কাজটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন।
আমরা যখন পৌঁছাই তখন দেখি সুলতান আমাদের অপেক্ষা করছেন। তিনি চান যে স্বপক্ষত্যাগী ফ্রানজকে তিনি যখন জেরা করবেন তখন কারা কুশ আর আমি যেন সেখানে উপস্থিত থাকি। তার স্পষ্টতই বিলম্ব করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না কিন্তু সূর্য ইতিমধ্যে অস্ত যেতে শুরু করেছে। তিনি আমাদের আদেশ দেন প্রাসাদের *হাম্মামে* গিয়ে আমরা দ্রুত নিজেদের পরিষ্কার করি এবং দর্শনার্থী কক্ষে তার সাথে মিলিত হই। আমরা উভয়েই যেহেতু জানতাম যে সালাহ্ আল-দ্বীন এই কক্ষটার সাড়ম্বরপূর্ণ জৌলুশ অপছন্দ করেন, আমরা মুচকি হাসি। এটা সুস্পষ্ট যে, আজ তিনি তার দরবারের রাজকীয়তা দ্বারা ফ্রাংকিশ এই নাইটকে অভিভূত করতে আগ্রহী।
গোসল করে তরতাজা হয়ে, আমি মন্থর পদক্ষেপে, অগণিত কক্ষের ভেতর দিয়ে যেখানে মামলুক দাসেরা আমাদের পথ আলোকিত করতে প্রজ্বলিত মশাল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দর্শনার্থী কক্ষের দিকে এগিয়ে যাই। সালাহ্ আল-দ্বীন সেখানে তার স্বভাববিরুদ্ধ রীতিতে বিরল রত্নপাথর শোভিত সুলতানের উষ্ণীষ আর আনুষ্ঠানিক আলখাল্লা শোভিত অবস্থায় বসে আছেন। আমি

BanglaBook.org

নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাই এবং সুলতানের সিংহাসনের ঠিক নিচেই, একটা স্থানে উপবেশন করি। তিনি তার একপাশে কারা কুশ আর অন্য পাশে আল-ফাদিলকে নিয়ে আসন গ্রহণ করেন।

শহরের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের অধিকাংশই মাটিতে অর্ধবৃত্তাকারে আসন গ্রহণ করেন, যাদের ভেতর, আমি পুলকিত হয়ে দেখি, ইবনে মায়মুনও রয়েছেন। কারা কুশের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে একজন মামলুক কক্ষ ত্যাগ করে। আমি কয়েক মিনিট পরে ভিনদেশির আগমনসূচক ঢাকের শব্দ শুনতে পাই। আমরা সবাই নীরব হয়ে যাই। বাঁকনো তরবারি বহনকারী একজন প্রহরীর পেছন পেছন ফ্রাংক লোকটি প্রবেশ করে এবং সিংহাসন অভিমুখে হেঁটে যায়। সুলতানের পায়ের কাছে সে তার কোদ্ধ তরবারি অর্পণ করে এবং নতজানু হয়ে থাকে যতক্ষণ না তাকে মাথা তোলার অনুমতি দেয়া হয়। কারা কুশ তাকে ইঙ্গিত করে যে, সে এবার আসন গ্রহণ করতে পারে।

'তুলুজের বার্ট্রান্ড, আপনাকে স্বাগত জানাতে পেরে মহামান্য সুলতান আনন্দিত।'

এই শব্দগুলো উচ্চারণকারী ঠোঁটযুগল যদিও অনেক পরিচিত, কিন্তু কোমল কণ্ঠস্বর এখন অনুপস্থিত। কাজিকে এমন কঠোরতা আর কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলতে দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি মনে মনে কল্পনা করি, এভাবেই, তিনি নিশ্চয়ই অপরাধীকে শাস্তি শোনাতে আর ন্যায়বিচার প্রদানের সময় কথা বলেন।

'আপনি মিসরের সুলতান এবং বিশ্বাসীদের তরবারি, ইউসুফ ইবনে আইয়ুবের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা আনন্দিত যে আপনি আমাদের ভাষা বলতে পারেন যদিও সেটা খুবই প্রাচীন বাচনভঙ্গি। আপনি কেন এখানে এসেছেন আমরা সবাই সেটা শুনতে আগ্রহী।'

তুলুজের বার্ট্রান্ড মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট, যার জলপাই রঙের ত্বকে তাকে আমাদের সুলতানের চেয়ে কয়েক পোঁচ কালো দেখায়। তার চুল ঘন কালো আর চোখ দুটো বাদামি, কিন্তু তার বাম গালে একটা কুৎসিত আড়াআড়ি ক্ষতচিহ্নের কারণে তার মুখটা ভয়ংকর দেখায়, যা তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি সাময়িকভাবে মনোনিবেশ করতে বাধা দেয়। ক্ষতটা, যা খুব সম্ভবত তরবারির কল্যাণে সৃষ্ট, কোনোভাবে এক সপ্তাহের বেশি পুরাতন হতে পারে না।

বার্ট্রান্ড উত্তর দিতে যাবে কিন্তু সুলতান তখন কথা বলেন। তার কণ্ঠস্বর, আমি শুনে প্রীত হই, স্বাভাবিক রয়েছে।

'আমরা, অন্যদের মতোই আপনার উপস্থিতির কারণ জানতে উদগ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু আপনি কিছু বলার আগে, আমার জানতে চাই যে, আমার অনুপস্থিতিতে, আপনাকে কি ঠিকমতো স্বাগত জানানো হয়েছে? আপনি কি খেয়েছেন?'

BanglaBook.org

বার্ট্রান্ড খানিকটা নতজানু হয়ে, মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

'আমরা তাহলে আপনার সামনে লবণ পেশ করতে পারি।'

একজন পরিচারক রুপার তশতরিতে লবণ এনে সামনে রাখে। বার্ট্রান্ড এক চিমটি লবণ তুলে নিয়ে জিহ্বার ওপর রাখে।

'তুলুজের বার্ট্রান্ড, আপনি এবার আপনার বক্তব্য পেশ করতে পারেন,' সুলতান আদেশের সুরে কথাটা বলেন, একইসাথে ইঙ্গিত করেন যে, সে এবার আসন গ্রহণ করতে পারে।

বার্ট্রান্ড একটা কর্কশ, রুক্ষ কণ্ঠে আরবি বলা শুরু করে, কিন্তু আমাদের ভাষার ওপর তার চিত্তাকর্ষক দক্ষতা উপস্থিত সবার কাছে পরিষ্কার হতে সবার হাসি মিলিয়ে যায়।

'আমার আগমনের পরে মহামান্য সুলতান এত অল্প সময়ের ভেতরে আমায় দর্শন দান করায় এবং আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করায় আমি কৃতজ্ঞ। আমি বাস্তবিকই তুলুজের বার্ট্রান্ড, অর্ডার অব দি নাইট টেম্পলারের একজন সদস্য এবং গত পাঁচ বছর ধরে আমি আমার গোষ্ঠীর সাথে জেরুজালেমে অবস্থান করছিলাম, আপনি যাকে আল-কুদস নামে অবহিত করেন। আমরা আমাদের রাজা আমালরিকের নিয়ন্ত্রণে ছিলাম, যিনি মহামান্য সুলতানের কাছে অতি পরিচিত যেমন আপনি তার কাছে।

'আপনারা সবাই যা চিন্তা করছেন যে আমি আমার নিজ রাজ্য থেকে পলায়ন এবং আপনাদের রাজ্যে প্রবেশ করে দুইবার কেন নিজের জীবনকে ঝুঁকির সামনে ফেলেছি। দুই রাত্রি আগের কথা, অন্ধকারের আড়াল ব্যবহার করে আমার অর্ডারের কাছ থেকে পলায়ন ছিল প্রথমবার। আমি আরেকটু হলে ধরা পড়তাম, আমার মুখের এই ক্ষতচিহ্নটা স্বাধীনতার মূল্যবাবদ প্রাপ্ত। আমায় দাগী করেছে যে তরবারি সেটা একজন নাইটের হাতে ছিল, যে স্বয়ং গ্রান্ড মাস্টারের আস্থাভাজন। আপনার লোকদের হাতে মৃত্যুবরণ ছিল দ্বিতীয় ঝুঁকি, যারা আমায় প্রশ্ন করা বা আমার উত্তর শোনার মতো যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে নাও পারত। আপনাদের ভাষায় কথা বলতে পারার বিষয়টা, যদিও অনেক দ্বিধান্বিতভাবে আর জড়তা নিয়ে আমি কথা বলি, যাত্রাপথে আমায় বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে এবং নিরাপদে আপনার দরবারে পৌঁছে দিয়েছে।

'ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত একটা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আমাকে আমার গল্প শুরু করতে দিন। আমার চার্চের দৃষ্টিতে আমি একজন উৎপথগামী। সত্যিকারের ঈশ্বরকে পাবার সাধনাকে বর্ণনা করার অন্য একটা পথ যদি উৎপথ হয় তাহলে আমি একজন উৎপথগামী এবং আমি সে জন্য গর্বিত।

'তুলজের কাছে ছোট একটা গ্রামে আমার জন্ম এবং সেখানেই আমি একজন ধর্মপ্রচারক কর্তৃক প্রভাবিত হই, যিনি প্রকাশ্যে আমাদের চার্চকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের একটা নতুন মতবাদ প্রচার করতেন। তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে, চার্চের ভেতর নিয়মিত উপাসকবৃন্দের ঘাটতি রয়েছে, উপাসকবৃন্দের জন্য

BanglaBook.org

পাদ্রির অপ্রতুলতা রয়েছে, পাদ্রিদের মাঝে শ্রদ্ধার আর সদ্গুণাবলির ঘাটতি আছে এবং সর্বোপরি উপাসকবৃন্দের মাঝে খ্রিস্টকে বোঝার ঘাটতি আছে। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, দুজন ঈশ্বর আছে, একজন ভালো এবং অন্যজন মন্দ এবং এই দুই শক্তির মাঝে, যারা উভয়েই আদি-অন্তহীন এবং সমান, একটা স্থায়ী সংগ্রাম চলছে।

'তিনি আরো বলতেন, খ্রিস্টানদের পবিত্র ত্রৈয়িকতত্ব মন্দের স্পষ্টকরণ; ত্রিমূর্তির তৃতীয় পুরুষ মন্দ সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে, পুত্র হলো সমূহ সর্বনাশের সন্তান এবং পিতা আর কেউ না স্বয়ং শয়তান। তিনি একটা কথা বলতেন যে, দুজন খ্রিস্ট ছিলেন। দিব্য আবহে খ্রিস্ট কল্যাণময় কিন্তু খ্রিস্টের পার্থিব উপস্থিতি অকল্যাণকর। তিনি আরো বলতেন যে, মেরি ম্যাগডালেন ছিলেন পার্থিব খ্রিস্টের রক্ষিতা এবং আপ্সু দীক্ষাগুরু জন খ্রিস্টশত্রুর অগ্রদূত। খ্রিস্টের ছোট ভাই শয়তান এবং নির্যাতন আর যন্ত্রণার প্রতীক, ক্রশ ঈশ্বরের শত্রু। এটা এমন একটা প্রতিমা, সংগত কারণেই, যাকে উপাসনা না করে ধ্বংস করা উচিত।

'আমাদের গ্রামের সবাই, সাকুল্যে তাদের সংখ্যা হবে তিনশ, এই ধর্মপ্রচারকের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং এই সংবাদ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তারা হতবাক হয়ে যায় যখন আবিষ্কার করে যে, তাদের আগেই অন্যরা এই সংবাদ পেয়েছে। আমরা অচিরেই জানতে পারি যে, তুলুজের কাউন্টরা এই মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এটা জানতে পেরে আমাদের গ্রামের লোকদের সংকল্প আরো জোরাল হয়। আমার যখন পনেরো বছর বয়স, ঠিক ঠিক বলতে গেলে প্রায় পনেরো বছর আগে আজকের মাসে আমরা আমাদের নাগালের ভেতর যতগুলো ক্রশ খুঁজে পাই, প্রতিটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই। আমরা সেগুলো হয় আগুনে পুড়িয়ে দিই বা গ্রামে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে এমন কিছু একটা অনুষঙ্গ তৈরি করি। এই একটা কাজ রক্তচোষা আর প্রেতাত্মাদের চেয়ে আমাদের নিকৃষ্ট করে তোলে, কারণ ধরে নেয়া হয়েছে, অন্ধকারের এই প্রতিনিধিরা ক্রশকে ভয় পায় আর সেখানে আমরা উৎপথগামীরা বিশ্বাসের অতীত উদ্ধত বেহায়া।

'আমাদের গোত্রে, সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে উঠতে তিনটা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। আমরা, নতুন সত্যি কথা আত্মস্থ করে এবং আমাদের খ্রিস্টান প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব গোপন করা আর বিতর্ক এই দ্বৈত কলা শিক্ষার মধ্য দিয়ে শ্রোতা হিসেবে যাত্রা শুরু করি। আমরা এর পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাসীর কাতারে শামিল হই। আমাদের এখন নিজেদের মতবাদের নতুন অনুগামীর সমর্থন লাভ করে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। আমরা পঞ্চাশজন নতুন শ্রোতার সমর্থন লাভ করতে পারার পরেই কেবল নিজেদের পারফেক্টি হিসেবে অভিহিত করার যোগ্যতা লাভ করি এবং কাউন্সিল অব ফাইভের

BanglaBook.org

সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারি, যারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে থাকে।

'আমি একজন পারফেক্টাস, কাউন্সিল আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল অর্ডার অব দি নাইটস টেম্পলারদের ভেতর অনুপ্রবেশ করে, তাদের একজন হিসেবে অভিনয় করা এবং আমাদের কর্মসূচির প্রতি তাদের সমর্থন লাভ। কনস্ট্যান্টিনোপোল গ্রান্ড মাস্টারকে অনুরোধ করেছে সত্যের আগুনে উৎপথগামীদের অশুভ আর তিক্ত মিথ্যাচার পুড়িয়ে ফেলতে এবং আমাদের কাউন্সিল মনে করে যে, নাইটস টেম্পলারদের ভেতর প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের থাকা উচিত, যাতে করে আমাদের অনুসারীদের আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন করা যায়।

'আমাদের কাউন্সিল মাত্রাতিরিক্ত ব্যভিচার আর সুরাপানের অনুমতি দেয় না। তারা বিশ্বাস করে যে, সুরাপান আর ইন্দ্রিয়াসক্ততা আমাদের সংকল্পকে দুর্বল করে আমাদের আক্রম্য করে তুলবে।

'এক শ্রোতার কারণে, যে মাতাল অবস্থায় এবং মাস্টারের খয়েরখাঁদের উপস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞাত, আমাদের সাফল্য নিয়ে বেপরোয়া বকবক করায় আমি বিপদগ্রস্ত হই। সে ধরা পড়ে কারাগারে নির্যাতনের শিকার হবার আগ পর্যন্ত আমি বিষয়টা সম্বন্ধে অবগত ছিলাম না। আমাদের সংঘটনের স্বীকৃত রীতির কারণে সে কেবল আমার আর আরো দুজনর নাম বলতে পারে।

'আমি শুনেছি, গ্রান্ড মাস্টার আমার নাম যখন উচ্চারিত হতে শোনেন তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। তিনি বিশ্বাসই করতে চান না যে বিষয়টা সত্যি হতে পারে। গ্রান্ড মাস্টারের সাঙ্গোপাঙ্গদের ভেতর আমাদের এক বিশ্বাসীর কারণে ভাগ্যক্রমে পুরো বিষয়টা সম্বন্ধে আমাকে আগেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। আমি জানতাম আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে এবং আমি আমার লোকদের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিই। কয়েক দিন পরে, আমাকে আটক করা হয় এবং গ্রান্ড মাস্টার নিজে কয়েক ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত আমায় জেরা করেন। আমি কাউন্সিল সম্পর্কে কোনো কিছু অবগত থাকার বিষয়টা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি এবং রোম আর কনস্ট্যান্টিনোপোলের চার্চের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাসের কথা জানাই। আমায় তারা মুক্তি দেয়ার কারণে আমি ভেবেছিলাম আমি তাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। তারা আপাত দৃষ্টিতে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করা আর আমাকে অনুসরণ করা বন্ধ করেছিল।

'জেরুজালেমে আরো তিনজন প্রিফেক্টি ছিলেন। এক রাতে আমরা তিনজন এক জায়গায় মিলিত হই এবং তারা আমায় জেরুজালেম ত্যাগ করে কায়রোয় গিয়ে আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেয়। আমি পরের দিন সূর্যোদয়ের আগে শয্যা ত্যাগ করি এবং আমার ঘোড়াকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা শুরু করি তখন একজন নাইট আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চায়। আমার সম্বন্ধে তার



BanglaBook.org

ভেতরে আগে থেকেই সন্দেহ কাজ করছিল। সে আমার গোষ্ঠীর সদস্যরা কেবল জানে এমন গোপন একটা শব্দ ব্যবহার করে। এটা পরে পরিষ্কার হয় যে, তিন বিশ্বাসীকে নির্যাতন করে সে এটা জেনেছিল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি এবং অন্ধকারে তার দেখতে পাবার আগেই উত্তর দিয়ে ফেলি। সে তার তরবারি বের করে। আমি তাকে হত্যা করি কিন্তু তার আগে সে আমার চেহারা দাগী করে দেয়। মহামান্য সুলতান, আমি বাতাসের বেগে ঘোড়া হাঁকাই। তারা একবার যদি আমায় ধরতে পারত, আমার কপালে সবচেয়ে জঘন্যভাবে মৃত্যুবরণ অবধারিত ছিল।

'আমার কাহিনি এখানেই শেষ এবং আমি এখন মহান সুলতান সালাহ আল-দ্বীনের করুণাপ্রার্থী, যার উদারতা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্ব অবহিত।'

তুলুজের বার্ট্রান্ড যখন কথা বলছিল তখন সেখানে উপস্থিত তিনজনের মুখের অভিব্যক্তি নির্বিকার থাকে। যাদের একজন স্বয়ং সুলতান এবং অন্য দুজন কারা কুশ আর আল-ফাদিল। দর্শনার্থী কক্ষে উপস্থিত অন্য সবাই এবং যাদের ভেতর অবশ্যই আমি নিজেও একজন, আমরা ঘনঘন পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করি। খারেজি মতবাদের বর্ণনা শুনে অনেককেই তাদের নিজ নিজ দাঁড়িতে হাত বোলাতে দেখা যায়। অস্থিরভাবে হাতগুলো দাঁড়িতে বিলি কাটে, যেন দাঁড়ির অধিকারীদের মাথার ভেতরে উত্তেজনার কারণে সৃষ্ট মানসিক অস্থিরতা প্রশমিত করতে চায়।

'তুলুজের বার্ট্রান্ড, আমরা যথেষ্ট আগ্রহের সাথে আপনার বক্তব্য শ্রবণ করেছি,' সুলতান বলেন। 'আমাদের আলেমদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি কি প্রস্তুত?'

'মহামান্য সুলতান, আমি সানন্দে রাজি?'

প্রথম প্রশ্নটা আর কেউ না কাজিসাহেব জিজ্ঞেস করেন, এবার মধুর সুললিত কণ্ঠে।

'পবিত্র প্রতিমার প্রতি আপনাদের বৈরিতা এবং এক ঈশ্বরের ভেতর পিতা, পুত্র আর পবিত্র আত্মার মিলনের বিষয়ে আপনাদের বিরোধিতাই চার্চ কর্তৃপক্ষ আপনাদের খারেজি মতবাদ বলে গণ্য করে। আমাদের নবীজিও প্রতিমা বা ছবির উপাসনা সমর্থন করেননি। আপনি কখনো কোরআন শরিফ পড়েছেন? আমাদের মহানবী (সা.) তার বাণী সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

তুলুজের বার্ট্রান্ড পুরোপুরি নির্বিকার থাকে।

'আপনাদের নবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারো পক্ষে সন্দেহ প্রকাশ করাটা অসম্ভব অন্য সবার চেয়ে আপনাদের একটা বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। তিনি ভীষণভাবে বাস্তব এবং সে জন্যই কারো পক্ষে তার চরিত্রে দ্বৈত সত্তা আরোপ করা সম্ভব না। তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছেন। সন্তানের পিতা হয়েছেন। তিনি যুদ্ধ করেছেন। তিনি বিজয়ী হয়েছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তার

BanglaBook.org

ইতিহাস সবাই জানে। তার অবিস্মরণীয় পরিকল্পনার অন্যতম ফলাফল এই সুন্দর শহর আর আপনারা সবাই।

'আমি অবশ্যই কোরআন শরিফ পাঠ করেছি এবং সেখানে উল্লেখিত অধিকাংশ বিষয়ের সাথেই আমি সহমত পোষণ করি কিন্তু আমি যদি অকপটে নিজের মনোভাব প্রকাশ করি, আপনাদের ধর্মকে বড্ড বেশি পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ আপনারা অনুধাবন করেছেন যে, কেবল আসমানি কিতাব দ্বারা আপনারা জীবন-যাপন করতে পারবেন না, আপনারা *হাদিসের* উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করেছেন আপনাদের অর্জিত সাম্রাজ্য শাসনে সহায়তা করতে। কিন্তু এটা কি সত্যি নয় যে, এসব *হাদিসের* অনেকগুলোই পরস্পরবিরোধী। আপনারা কোনটা গ্রহণ করবেন এই সিদ্ধান্ত কে দেবে?'

'আমাদের অনেক আলেম রয়েছেন, যারা কেবল *হাদিস* নিয়েই অনুশীলন করেন,' সুলতান দ্রুত উত্তর দেন। তিনি চান না তার সুযোগ্য কাজি আলোচনায় প্রাধান্য বিস্তার করুক। 'একজন তরুণ হিসেবে যথেষ্ট আগ্রহ আর যত্নের সাথে আমি *হাদিস* অধ্যয়ন করেছিলাম। আমি আপনার সাথে একমত। তাদের অনেক ব্যাখ্যা সম্ভব। *হাদিসের* শুদ্ধতার মাত্রা নির্ণয়ের জন্য এ কারণেই আমাদের আলেমরা রয়েছেন। আমাদের *হাদিসের* প্রয়োজন রয়েছে, তুলুজের বার্ট্রান্ড, তাদের দিকনির্দেশনা আমাদের দরকার। আমাদের ধর্ম এসব ঐতিহ্য ছাড়া কখনো পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হয়ে উঠবে না।'

'কোনো ধর্ম কখনো কি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানে পরিণত হতে পারবে যখন এর বিশ্বাসীদের মাঝেই ব্যাখ্যার এত বিশাল অসমতা বিরাজ করছে? অতি সাম্প্রতিক উদাহরণই ধরা যাক, ফাতেমি খলিফাদের অনুসারীরা, আপনাদের মতবাদ ধারণ করে না বা বাগদাদের খলিফার মতবাদও না। আমাদের ধর্ম বা ইহুদিদের বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি যিনি শাসন করেন, তিনিই আইনের প্রণেতা।'

'বন্ধু, আপনি একজন সত্যিকারের খারেজি মতাবলম্বী,' সালাহ আল-দ্বীন হেসে ফেলেন, ইঙ্গিত করেন যে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের ভেতরে কেউ যদি ইচ্ছা করে তাহলে তুলুজের বার্ট্রান্ডের সাথে কথা বলতে পারে।

একজন বৃদ্ধ, আল-আজহারের অতি শ্রদ্ধেয় এক আলেম, উঠে দাঁড়ান। তিনি ফিসফিস ধ্বনির চেয়ে খানিকটা উঁচুতে, দুর্বল আর কর্কশ কণ্ঠে কথা বলেন, কিন্তু তার কর্তৃত্ব এতই ব্যাপক যে, সবাই কান খাড়া করে থাকে তার প্রতিটি কথা শুনতে।

'সুলতানের উদার অনুমতি নিয়ে, আমি আমাদের অতিথিকে একটা বিষয় ব্যাখ্যা করতে চাই। প্রতিটি মানুষকে সে যে ধর্মেরই হোক যে ভয়টা সবচেয়ে বেশি তাড়া করে সেটা মৃত্যুভয়। এটা এমন একটা ভয়, যা আমাদের সবাইকে

BanglaBook.org

নিপীড়িত করে। আমরা যতবার একটা মৃতদেহ গোসল করিয়ে কাফন দিয়ে মুড়ে দিই আমরা আমাদের নিজের ভবিষ্যৎ তার ভেতর দেখতে পাই। অজ্ঞতার জামানায় এবং এমনকি তারও অনেক পূর্বে এই ভয়টা এতই প্রবল ছিল যে, অনেক মানুষ মৃত্যুকে সত্যি হিসেবে গ্রহণ না করে বরং একে অন্য একটা জগতে যাত্রা হিসেবে দেখতে পছন্দ করত। ইসলাম এই মৃত্যুভয়কে ভেঙে দিয়েছে। এই একটা বিষয়ই অন্যতম মহান অর্জন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এই ভয়টা না ভাঙা পর্যন্ত আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। আমরা পেছনে পড়ে ছিলাম। আমাদের মহানবী (সা.) প্রথম অন্য সব কিছুর পূর্বে এই প্রশ্নটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তুলুজের বার্ট্রান্ড এই কারণেই আমাদের সৈন্যরা এই মহাদেশের প্রান্তে আর তোমাদের হৃৎপিণ্ডের কাছে এসে উপনীত হয়েছে। এই কারণেই আল-কুদস, তোমাদের তথাকথিত জেরুজালেম রাজ্য দখল করা থেকে এই সুলতানকে কোনো কিছুই বিরত রাখতে পারবে না।'

কারা কুশ এরপর কথা বলেন।

'আমি সুলতানের অনুমতি নিয়ে তুলুজের বার্ট্রান্ডকে একটা মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। হে সাহসী যোদ্ধা, আপনার মতে আমাদের নবীর ধর্মবিশ্বাস আর আপনার বিশ্বাসের ভেতরে সবচেয়ে একক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য কী?'

বার্ট্রান্ড মুহূর্তের জন্য ইতঃস্তত করে না।

'ব্যভিচার।'

আলেমদের ভেতরে অনেকেই আঁতকে ওঠেন কিন্তু সালাহ আল-দ্বীন মুচকি হাসেন।

'তুলুজের বার্ট্রান্ড আপনার মতামত ব্যাখ্যা করেন।'

'মহামান্য সুলতান, কেবল আপনার খাতিরে, আমি এই অঞ্চলে আগমন করে এবং আপনাদের ভাষা শিক্ষা করার পরে থেকেই, আমি *হাদিস* অধ্যয়ন করছি এবং সেইসাথে কোরআন শরিফের কতিপয় তফসির। আমার কাছে মনে হয়েছে যে ব্যভিচার এবং নিয়ম-রীতি যার অধীনে এটা সংঘটিত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে, মহাবনী (সা.) আর তার অনুসারীদের মনোযোগের অনেকাংশই অধিকার করেছিল। আমার স্মৃতিশক্তি যদি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে, আপনাদের কোরআন শরিফের "গাভি" শিরোনাম বিশিষ্ট সুরায় রমজানের সময় রতিক্রিয়া সংক্রান্ত আরবের সনাতন লোকাচারে অনুচ্চার্য বিষয়টা পাল্টে দেন।

'কিছু কিছু হাদিসে মহানবী (সা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক মানুষের জন্য সঙ্গম পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন, যা ভাগ্যে যেমন রয়েছে সেভাবে সে করবে। প্রতিটি অনুবর্তন এভাবে পূর্বনির্দিষ্ট। বৃদ্ধ আলেম এই মাত্র ব্যাখ্যা করেছেন যে, আপনার ধর্ম এর অনুসারীদের মন থেকে মৃত্যুভয় অপসারিত করেছে। এটা কি, বেহেশত সম্বন্ধে আপনার ধারণার

BanglaBook.org

সাথে, অন্তত আংশিক হলেও, সম্পৃক্ত নয়? আপনার বেহেশত সবার চেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়সুখাবহ। আপনার যোদ্ধারা জেহাদের ময়দানে যারা মৃত্যুবরণ করবে বেহেশতে সবচেয়ে সুখকর আনন্দের প্রতিশ্রুতি কি তাদের দেয়া হয়নি? অনন্তকাল স্থায়ী লিঙ্গোত্থান এবং সুরার নহর থেকে পান করার অবসরে, অসংখ্য হুরির মাঝ থেকে বেছে নেয়ার সুযোগ। আপনার বেহেশতে সমস্ত পার্থিব নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, একজন মানুষ যে নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে মৃত্যুকে ভয় করবে। আপনার নবী (সা.)-এর আত্মবিশ্বাস থেকে এসব উৎসরিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অনিশ্চয়তার উর্ধ্বে একজন মানুষ। এটা কি সত্যি নয় যে, আপনার নবী যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার জামাতা আলী আর্তনাদ করেননি– এবং মহামান্য সুলতান এখানে আমায় মার্জনা করতে হবে যেহেতু আমি কথাগুলো কেবল লাতিনে জানি–

সুলতান ভ্রূকুটি করেন যতক্ষণ না কাজিসাহেব তার কানে ফিসফিস করে কথাটা তর্জমা করে দেয়।

'তুলুজের বার্ট্রান্ড, আমাদের নবী ছিলেন রক্তমাংসের তৈরি একজন মানুষ। তার পৌরুষত্ব নিয়ে কখনো সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়নি। তার তরবারি এমনকি আল-ফেহার, ফলা যা ঝলসায়, নামে পরিচিত ছিল। আমাদের নবীজি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তার কর্মকাণ্ড নিয়ে আমরা সবাই গর্বিত। আল্লাহতালা আমাদের লোকদের পুরস্কৃত করেছেন কারণ আমরা আমাদের নবীজির রেকাব ধরে রয়েছি। আমরা মামুলি নশ্বর মানুষেরা আমাদের নবীজির মতো এতটাই কি আশীর্বাদপুষ্ট যে মৃত্যুর পর সেও বেহেশতের দিকে নির্দেশ করবে। আমার অবশ্য মনে হয় আপনি ভুল করেছেন। আমাদের ধর্মের চালিকাশক্তি ব্যভিচার নয় বরং আল্লাহ আর তার অনুসারীদের মধ্যকার সম্পর্ক। আপনি ইচ্ছা করলে বলতে পারেন যে, পৃথিবীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বণিক আর ব্যবসায়ীদের দ্বারা বড্ড বেশি প্রভাবিত। আপনাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। আল্লাহতালা অনেকটা প্রভু-বণিকের মতো এবং এই পৃথিবীর সব কিছু তার এক্তিয়ারভুক্ত এটা নিয়ে অনায়াসে বাহাস হতে পারে। সব কিছুর হিসাব আছে। সব কিছু পরিমিত। জীবন অনেকটা ব্যবসার মতো যেখানে লাভ এবং ক্ষতি দুই রয়েছে। এমনকি পৃথিবীতেও যে ভালো করবে সে ভালো অর্জন করবে আর যে মন্দ করবে সে মন্দ অর্জন করবে। বিশ্বাসীরা আল্লাহকে একটা ঋণ প্রদান করে; সে অন্য ভাষায় বলতে গেলে আমাদের মুসলমান বেহেশতে একটা স্থানের জন্য অগ্রিম প্রদান করছে। আল্লাহতালার কাছে শেষ বিচারের দিনে একটা হিসাবের বই থাকবে যেখান থেকে মানুষকে তার কর্মফল পড়ে শোনানো হবে এবং যত্নের সাথে বিচার করা হবে। সবাইকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া হবে। এটাই আমাদের ধর্ম। আমাদের পৃথিবীর প্রভাব এতে পরিষ্কার।

BanglaBook.org

একটা বাস্তবসম্মত পৃথিবী। এটা এমন একটা ভাষায় কথা বলে, যা সহজে বোধগম্য আর এটাই এর সাফল্যের কারণ।

'এক সন্ধ্যার জন্য যথেষ্ট ধর্মতত্ত্বের আলোচনা হয়েছে। আমরা এবার ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে ফেলি। আগামীকাল আপনি আমাদের আমালরিকের পরিকল্পনার কথা বলবেন এবং আমরা আপনাকে আল-কুদসের গম্বুজ আর আকাশজননী সম্বন্ধে অসংখ্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন করব। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আমাদের আলেমদের চেয়ে আমার অমাত্যরা কম ভদ্র।'

BanglaBook.org

## তেরো

# তুলুজের বার্ট্রান্ডের ওপর নজরদারি করে সাধি ব্যভিচারের প্রতি ক্যাথার বৈরিতা পরীক্ষা করে; জামিলা স্মৃতিচারণ করে সালাহ্ আল-দ্বীন কীভাবে তার পেটের ওপর বীর্যপাত করে নবীজির ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেছেন

সাধি আর আমি মাত্র প্রাতঃরাশ শেষ করেছি এবং প্রাসাদের আঙিনায় সদ্য আগত বসন্তের সূর্যালোকে স্নাত হয়ে সকালটা উপভোগ করছি। সে তুলুজের বার্ট্রান্ড নিজের সাথে যে সামরিক গোপন তথ্য নিয়ে এসেছে এবং যা এখন সুলতানের মস্তিষ্কে নিরাপদে অবস্থান করছে সেই কথা বলছিল। সে অবশ্য আমাকে এই তথ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই অবহিত করে না, কেবল চোখ মটকে আর ফিসফিস করা ছাড়া যে আল-কুদস দখল এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

সুলতান, তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছয়জন আমির আর সাধি, ফ্রাংকিশ নাইটকে তার সত্যিই মনে ধরেছে, আলোচনার সময় উপস্থিত ছিল। সে তাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে যে, সব ধর্মেই ছলনা আর কুসংস্কার রয়েছে এবং প্রতিটি জনগোষ্ঠী যারা একটা ধর্মকে বিকশিত করে তাদের প্রত্যেকের ভেতরেই দুর্নীতি রয়েছে। কায়রো বা দামেস্কের বাজারে খুঁজলেই অনেক ভণ্ড নবী আর বাগাড়ম্বরকারী সহজেই পাওয়া যাবে। ফ্রাংক অতিথি এটা মানতে অস্বীকার করে যে ক্যাথাররা– চার্চ কর্তৃপক্ষ নামটা তাদের দিয়েছে– কোনোভাবে স্বধর্মচ্যুত হয়েছে।

সাধি ব্যভিচারের প্রতি ক্যাথারদের বিরূপতা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে। সে হারেমের সবচেয়ে সুন্দরী সেবা-দাসীদের একজনকে, যে কিনা আবার সবচেয়ে ছলাকলা পটিয়সী, নাইটের কৌমার্য পরীক্ষা করতে পাঠায়। সাধি তাকে বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখায় যদি সে তার কাজে সফলতা লাভ করতে পারে। বার্ট্রান্ড, সাধিকে হতাশ করে, মেয়েটার মনোহারিতা প্রতিরোধ করে এবং দৃঢ়তার সাথে কিন্তু ভদ্রভাবে তাকে নিজের কক্ষ থেকে বের করে দেয়। সাধির কুটিল মস্তিষ্ক এখন সুলতানের সবচেয়ে সাদরে গৃহীত অতিথির জন্য আরেকটা ফাঁদ তৈরি করছে। অভিজাতদের জন্য সংরক্ষিত একটা বিশেষ বেশ্যালয় থেকে রাতের জন্য একজন অল্প বয়সী পুরুষ বেশ্যাকে নিয়ে আসা

BanglaBook.org

হয়েছে এবং সাধি যেহেতু বিশ্বাস করে প্রধান বাবুর্চিকে তার পরিকল্পনার কথা বলেছে, প্রাসাদের সবাই এখন পরিকল্পনার খবরটা জানে।

হারেমের মতো আর কোথাও আগামীকালের সূর্যোদয়ের জন্য ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছে না এবং আমরা আমাদের খাবার হজম করতে সাধি আমায় সেদিকে ঠেলতে শুরু করে। সুলতানা জামিলার অনুরোধের প্রেক্ষিতে, সে হারেমের পাশে একটা বিশেষ কক্ষে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সুলতানা জামিলা আর হালিমার সাথে আমার দেখা করার অনুমতি সুলতানের কাছ থেকে আদায় করেছে। খোজাদের উদ্দেশে বিড়বিড় করতে করতে এবং দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, সে আমায় সেদিকেই নিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, যাদের সংখ্যা আমরা হারেমের অবস্থানের নিকটবর্তী হবার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।

আমার উপস্থিতি স্বীকার করতে হালিমা মুচকি হাসে। সেটা মোটেই সাধারণ কোনো হাসি নয়। হাসিটা তার পুরো মুখকে উদ্ভাসিত করে, আমার হৃৎপিণ্ডের গতিকে দ্রুততর করে তোলে, যদিও এই নগণ্য অনুলেখকের উপস্থিতি তার এই আনন্দের কারণ নয়, বরং তার পাশে যে রমণী দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনি। তিনি আর কেউ নন, সুলতানা জামিলা। দারুণ আকর্ষণীয় একজন মহিলা। এই একটা বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আমি নিজের চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। তিনি সুলতানের চেয়ে লম্বা। তার চোখের পাপড়ি, তার বাঁকানো, পুরু ভ্রূযুগল এবং দ্যুতিময় চোখের রঙের মতোই তার মাথার চুলও কালো। হালিমা ঠিক যেমন বলেছিল, তার গায়ের রং চাপা কিন্তু তিনি যেভাবে চলাফেরা করেন, আমার চোখের দিকে তিনি যেভাবে তাকান এবং যে ভঙ্গিতে তিনি কথা বলেন, সব কিছু থেকে আত্মবিশ্বাস আর কর্তৃত্বের একটা বিচ্ছুরণ ঘটছে, যা সাধারণত হারেমের মহিলাদের মাঝে দেখা যায় না–বা অন্তত সেই সময় আমি এমনটাই মনে করতাম। আমার ধারণা অবশ্যই ভুল ছিল। হালিমা আর জামিলা তাদের নির্জন কক্ষে যে দৃশ্যকল্প ফুটিয়ে তোলে, সেটা আমার মন থেকে পুরনো সব স্মৃতি চিরতরে মুছে দেয়।

জামিলা আমার দিকে এমনভাবে তাকান, যেন আমি তার অনেক দিনের পরিচিত এবং হাসেন, যেন বলতে চান: অনুলেখক, খুব সাবধান এই তরুণী তোমার সম্পর্কে আমার যা যা জানা দরকার সব আমায় বলেছে। আমি তাদের সামনে মাথা নত করতে, হালিমা হেসে ওঠে।

'ইবনে ইয়াকুব,' জামিলা কথা বলেন যদিও তার কণ্ঠস্বর মৃদু এবং সেটা কথা বলার সময় ভাঙে না কিন্তু সেখানে একটা সাবলীল আত্মবিশ্বাস ঝিলিক দেয় আমার মনে হয় যা সম্ভবত এই জন্য যে তিনি একজন সুলতানের কন্যা এবং আরেকজন সুলতানের জায়া। 'তুলুজের বার্ট্রান্ড আমাদের মহানবী (সা.)-এর মৃতদেহের কেমন বর্ণনা দিয়েছে? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কারণ আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনি ইচ্ছা করলে লাতিনে শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে পারেন কারণ ভাষাটার সাথে আমার পরিচয় আছে।'

BanglaBook.org

অস্বস্তিতে আমি কোনো কথা খুঁজে পাই না। আমি মোটেই এই প্রশ্নটা প্রত্যাশা করিনি। হালিমা আমার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসে, মাথা নেড়ে প্রশ্নটার উত্তর দিতে আমায় উৎসাহিত করতে চেষ্টা করে। আমি লাতিনে বার্ট্রান্ড কর্তৃক আলীর মুখ নিঃসৃত বলে দাবি করা শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করি। জামিলা সেগুলোর ভাষান্তর করে হামিদা শোনায় আর দুই রমণীই উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

'এটাও কি সত্যি যে, ফ্রানজ ব্যাটা মনে করে যে ব্যভিচারের খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের আমাদের ধর্ম বড্ড বেশি মনোনিবেশ করেছে?'

আমি সম্মতি প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ি।

তারা আবার হেসে ওঠে। আমি এই দুই রমণী যখন নিজেদের ভেতর হাসিঠাট্টা আর পরস্পরের সাথে রসিকতা করে তখন তাদের দেহাবয়বের দিকে না তাকিয়ে পারি না। এটা অনেকটা প্রেমিকযুগলের প্রথম কয়েক মাসের পরম সুখময়তার মতো আনন্দঘন। কঠোর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হালিমা ইয়েমেন থেকে আগত এই মোহিনীর দ্বারা পুরোপুরি মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে দেখে অবাক লাগে, যিনি এই মুহূর্তে পুনরায় আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।

'সালাহ্ আল-দ্বীন কি বার্ট্রান্ডে পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমোদিত হয়েছে?'

'তিনি হয়েছেন, মালকিন। তিনি প্রাণ খুলে হেসেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে এমন একজন পৌরুষদীপ্ত আর শক্তিশালী নবী পাওয়াটা বিশ্বাসীদের জন্য দারুণ সম্মানের ব্যাপার। কথার সাথে কাজের মিল রয়েছে এমন একজন মানুষ। তিনি এই প্রসঙ্গে এমনকি মহানবী (সো.)-এর তরবারির নামও আমাদের জানান।'

'আমি এটা শুনে খুশি হলাম,' জামিলা বলেন, 'কারণ আমি তাকে এই একই কথা বহু বছর ধরে বলে আসছি। আমাদের কিছু কিছু আলেম আমাদের ইতিহাস রচনা করেছেন উটের মাংসের স্বাদ ভেড়ার মাংসের মতো করতে যা আমাদের নিজেদের মেধা বিকাশের জন্য অস্বাস্থ্যকর। তোমাদের সুলতান *হাদিস* হয়তো ভালোই জানেন কিন্তু আমার মতো এত ভালোভাবে জানেন না। আমি তার স্ত্রী হবার পরপরই একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে। আমরা শয্যায় ছিলাম এবং তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন, চরম মুহূর্তে নিজেকে আমার ভেতর থেকে প্রত্যাহার করে আমার উদরে বীর্যপাত করে আল-আযল অনুশীলন করবেন। আমি খানিকটা বিস্মিত হই কারণ আমার কাছে আমাদের মিলনের প্রধান উপলক্ষই ছিল তার একটা এমনকি দুটো পুত্রসন্তান উপহার দেয়া।

'আমি তাকে বলি যে, আল-আযল *হাদিসের* পরিপন্থি। তিনি প্রথমে অবাক হন, কিন্তু তারপরই মাথাটা পেছনে নিয়ে হাসতে শুরু করেন আর হাসতেই থাকেন। আমি তাকে পরে আর কখনো পুনরায় এভাবে হাসাতে পারিনি। তিনি ভেবেছিলেন আমি *হাদিসের* উদাহরণটা তৈরি করেছি, কিন্তু আমি তাকে সহিহ

BanglaBook.org

মুসলিমের থেকে উদাহরণ এবং সংখ্যাটাও দিয়েছি। এটা হলো ৩৩৭১। আমার এখনো এটা মনে আছে। সালাহ্ আল-দ্বীন আমায় বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন।

'তিনি চিৎকার করে একজন বার্তাবাহককে আসতে বলেন এবং তার হাতে একটা চিরকুট লিখে আল-ফাদিলের কাছে তাকে পাঠান। ইবনে ইয়াকুব, আপনি কল্পনা করতে পারেন, তখনো দিনের আলোও ফোটেনি। রাতের আকাশে তারারা তখনো ঝিলমিল করছে। আপনি কল্পনা করতে পারেন আল-আযল সম্পর্কিত একটা বিশেষ *হাদিস* সম্বন্ধে সুলতানের কাছ থেকে একটা জরুরি প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সম্মানিত কাজির সদর দরজায় একজন বার্তাবাহক কড়া নাড়ছে? কাজিসাহেব নিজেও যদি সেই একই মুহূর্তে এই আইনবহির্ভূত বিষয়টির অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকতেন তাহলে কী হতো? বার্তাবাহক এক ঘণ্টার ভেতর উত্তর নিয়ে ফিরে আসে। আল-ফাদিল সুলতানকে আমার জ্ঞানের নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন।

'সালাহ্ আল-দ্বীন পরবর্তী দুই বছর আমার সাথে এমনভাবে উপগত হতেন, যেন আমি তার প্রিয় ঘোটকী। আমাদের ডিম্বাণু আর শুক্রাণু পরস্পরের সাথে অবাধে মিলিত হয়। আমি তাকে তার প্রথম পুত্র উপহার দিই এবং তারপর আরেকটি। তিনি তারপর আমায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করেন। তিনি প্রায়ই আমার কাছে আসতেন দেখা করতেন, যেমনটা তিনি এখনো করেন কিন্তু তিনি সাধারণত আসেন কোনো রাষ্ট্রীয় নীতি, কবিতা বা *হাদিস* নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু এর চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতা আর কখনো দেখাননি। আমার আয়ত্তাধীন জ্ঞান যেন তার চোখে আমাকে তার সমকক্ষ হিসেবে রূপান্তরিত করেছে। আমি সাময়িকভাবে পুরুষে পরিণত হই।

'আপনি কি জানেন ফ্রানজরা আল-আযলকে কীভাবে উল্লেখ করে?'

হায়, আমার মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে এ রকম কোনো জ্ঞান সঞ্চিত নেই, আমি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশে বেহেশতের দিকে দু'হাত তুলে ধরি। জামিলা মুচকি হাসেন।

'আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কাব্যিক সেটা। দেবদূতদের ভেতর যুদ্ধ।'

তার হাসি সংক্রামক এবং আমি না হেসে থাকতে পারি না, যা তাদের দুজনকেই প্রীত করে। আমি এখন বুঝতে পারি যে কেন এবং কীভাবে হালিমা এই মহিলার দ্বারা সম্মোহিত হয়েছে এবং আমি তাদের উভয়কেই ক্ষমা করে দিই। আমার মাথার ভেতরের মাকড়সার জাল নিমেষেই হারিয়ে যায়। আমার হৃদয় সব কালিমা থেকে মুক্ত হয়। তারা আমার দিকে তাকায় এবং পরিবর্তনটা খেয়াল করে এবং বুঝতে পারে যে তারা এখন আমায় তাদের বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করতে পারবে।

তারা ক্ষণিকের জন্য আমায় উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। জামিলা তৃতীয় আরেকজন রমণীর কথা হালিমাকে জিজ্ঞেস করে যার নাম আগে

BanglaBook.org

কখনো আমার কানে আসেনি। সে স্পষ্টতই দুর্দশাগ্রস্ত কারণ আল্লাহতালা তাকে কোনো সন্তান দেননি।

'সে একটা কমলা গাছের মতো,' হালিমা বলে, 'যে কাঠুরের কাছে মিনতি করেছে তাকে টুকরো টুকরো করতে কারণ নিজের বন্ধ্যা ছায়ার দৃশ্য সে আর সহ্য করতে পারছে না।'

দুই রমণী আলোচনা করে কীভাবে এই হতভাগ্য মহিলার ভার লাঘব করা যায়। তারা তাদের বন্ধুর কষ্ঠ লাঘবের একটা পথ খুঁজে বের করার পরে, জামিলা আমার দিকে তাকান।

'ইবনে ইয়াকুব, আপনার কি মনে হয় মৃত্যুর পরে জীবন আছে?'

সুলতানা আরো একবার আমাকে সাফল্যের সাথে চমকে দেন। আমি আর ইবনে মায়মুন প্রায়ই এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করি, কিন্তু আমরা নিজেদের ভেতরে আলোচনার সময়েও আমরা সতর্কতার সাথে রূপকের সাহায্যে কথা বলি। তার ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন করা বিরুদ্ধ মতো পোষণের চেয়েও বেশি কিছু। এটা পাগলামির নামান্তর মাত্র। সে সরাসরি আমার চোখের দিকে তীব্র, উসকানিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যেন আমাকে আমার নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশে আহ্বান করছে।

'ওহ সুলতানা, সাধারণ নশ্বর মানুষেরা যা চিন্তা করার সাহস করবে না, পাছে তাদের ভাবনা তাদের অজ্ঞাতসারে সত্য প্রকাশ করে ফেলে আপনি ঠিক সেই প্রশ্নগুলোই করেন। আমরা সবাই আসমানি কিতাবের অনুসারী মানুষ। আমরা পরকালে বিশ্বাস করি। আমাদের রাবি, খ্রিস্টানদের পোপ আর বাগদাদে আপনাদের খলিফাকে এমন প্রশ্ন করলে প্রথমে আপনার জিহ্বা উৎপাটিত করা হবে এবং এরপরে আপনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।'

সে আমার সতর্কতাসূচক উত্তর গ্রহণে অস্বীকার করে।

'হে আমার জ্ঞানী নবিশিন্দা, আমার আব্বাজানের দরবারে আমি কোনো ধরনের বিধিনিষেধ ছাড়াই জীবন আর মৃত্যুর প্রশ্ন আলোচনা করতাম। আপনি কেন এত বিচলিতবোধ করছেন? আমাদের মহান কবি আবু আলা আল-মারি সব কিছু এমনকি কোরআন শরিফ নিয়েও প্রশ্ন করেছেন। তিনি আলেপ্পোতে অনেক বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাস করেছেন। তিনি যুক্তির রাজত্বে কখনো কোনো কর্তৃপক্ষকে সীমানা নির্দেশ করার অনুমতি দেননি।

'ইবনে রুশদ আর আন্দালুসে তার বন্ধুরা যারা গ্রিক দর্শন অধ্যয়ন, প্রণিধান আর বিকশিত করেছিল, তারাও সন্দেহপ্রবণ ছিল। আমাদের সমস্ত আসমানি কিতাবে দিব্যের প্রকাশ একধরনের আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সনাতন ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে এটা একধরনের আইন, আচরণ বিধি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে যা অনুসরণ করে আমরা সবাই জীবন-যাপন করব। কিন্তু এর বাইরেও এক ধরনের জ্ঞান আছে, প্রাচীন ইউনানীয় যার অনুশীলন করত যা বেহেশতের শরণ ছাড়াই সবার সামনে প্রদর্শন করা যায়। আমার বাড়িতে আমার ওস্তাদজি

BanglaBook.org

একদা আমায় শিখিয়েছিলেন এই জ্ঞানকে বলা হয় যুক্তি। বিশ্বাস আর যুক্তির মাঝে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়, তাই না ইবনে ইয়াকুব? আমি কৃতজ্ঞ আমরা এটা মানি। যুক্তির মতো দিব্য সত্যিকে কখনো প্রমাণ করা যায় না। বিশ্বাস এ জন্যই সব সময় অবশ্যই অন্ধ হবে নতুবা এটা আর বিশ্বাস থাকবে না।

'আমি এখন আবার আমার প্রারম্ভিক প্রশ্নে ফিরে যাব। আপনি কি একমত যে মৃত্যুর পর আর কিছু নেই? আপনি যা দেখেন সেটা পুরুষ এবং নারী, যারা বেঁচে ছিল এবং মারা গেছে এবং যারা মৃত্যুর পরে কাদা আর বালিতে পরিণত হয়েছে। বেহেশত বা দোজখের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ যাত্রা বলে কিছু নেই। ইবনে ইয়াকুব, আপনি কি এটা মানেন?'

'মালকিন, আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমি নিশ্চিত নই। ঈশ্বরের মূঢ়তা সম্ভবত মানুষের চেয়ে বিচক্ষণ। এটা নিশ্চিতভাবেই আপনাকে স্বস্তি দান করবে যে আপনার যদি ভুল হয়ে থাকে এবং স্বর্গ বলে কিছু থেকে থাকে, সপ্তম স্বর্গ, আপনাদের মহানবী (সা.) যার কথা উল্লেখ করেছেন, নিশ্চিতভাবেই স্বর্গের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দদায়ক।'

হালিমা এবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয়, তার চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

'ইবনে ইয়াকুব, পুরুষের জন্য সব। পুরুষদের এক্তিয়ার। যদি, সে যদি সেখানে পৌঁছাতে পারে, সাত বছরব্যাপী লিঙ্গোত্থান আর গাছ থেকে আপেল পেড়ে নেয়ার মতো কুমারী মেয়ে পছন্দ করতে পারবে কিন্তু আমাদের আসমানি কিতাব আর *হাদিস* উভয়ের মাঝেই আমাদের মেয়েদের ভাগ্যে কী ঘটবে সে বিষয়ে নীরব। আমাদের পুনরায় কুমারীতে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। সেখানে আমাদের জন্য কি অল্প বয়সী পুরুষ প্রাপ্তিসাধ্য বা আমাদের নিজেদের সঙ্গীরাই থাকবে আমাদের জন্য? জামিলা এবং আমার ক্ষেত্রে এটা হয়তো ভালোই হবে কিন্তু হারেমে আমাদের অধিকাংশ বন্ধুর জন্য ব্যাপারটা মোটেই সুখকর হবে না। আর ইবনে ইয়াকুব, খোজাদের ভাগ্যে কী ঘটবে? তাদের কী হবে?'

সুলতানের পরিচিত কণ্ঠস্বর আমাদের সবাইকে চমকে দেয়।

'হতভাগ্য খোজাদের কেন কিছু হবে? তোমরা তিনজন কী নিয়ে আলোচনা করছ?'

জামিলা তার বক্তব্য আর আমার উত্তরের সারসংক্ষেপ করেন। সুলতানের মুখাবয়বের অভিব্যক্তি কোমল হয় এবং তিনি আমার দিকে তাকান।

'ভালোমানুষ অনুলেখক আপনি কি একমত হবেন না যে, জামিলা কায়রোর যেকোনো আলেমের সমকক্ষ?'

'হে বিশ্বাসীদের সেনাপতি, তিনি একই সাথে বিচক্ষণ শাসকও হতে পারেন।'

জামিলা হেসে ফেলেন।

'আমাদের মহান ধর্মের অনেকগুলো সমস্যার ভেতরে একটা হলো যে আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীকে সমৃদ্ধ করা থেকে আমাদের জনগণের অর্ধেককেই বাদ

BanglaBook.org

দিয়েছি। ইবনে রুশদ একবার মন্তব্য করেছিলেন, মেয়েদের যদি চিন্তা করতে, লিখতে এবং কাজ করতে দেয়া হতো তাহলে বিশ্বাসীদের ভূখণ্ড হতো পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী আর সমৃদ্ধ।'

সুলতান গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন।

'খলিফা ওমরের সময় কয়েকজন এ বিষয়টা নিয়ে তর্ক করেছিল। তারা তাকে বলে যে, আমাদের মহানবী (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী, খাদিজা (রা.) নিজের যোগ্যতা বলেই একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি মহানবীকে বিয়ে করার কিছুদিন পূর্বে তার হয়ে কাজ করার জন্য নবীজিকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। মহানবীর ইন্তেকালের পরে তার স্ত্রী আয়েশা অস্ত্র তুলে নেন এবং যুদ্ধ করেন এবং সে সময় এটা গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু অনেক *হাদিস* আছে, যা এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরস্পরবিরোধী এবং...'

'সালাহ আল-দ্বীন ইবনে আইয়ুব! *হাদিস* নিয়ে আবার আমায় কথা বলতে বাধ্য করবেন না।'

সুলতান হেসে ফেলেন এবং এরপরে অনেক লঘু বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আমরা সেই রাতে তুলুজের বার্ট্রান্ডের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে সেটা নিয়ে নিজেদের ভেতর আলোচনা করি। সাধির চালাকির কথা প্রাসাদের প্রতিটি প্রাণীর কানে গেছে। হালিমা আর জামিলা স্বয়ং সুলতানের মতোই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সাধির সাম্প্রতিক ছলচাতুরির দ্বারা নাইট বেচারা ফাঁদে আটকা পড়ে কিনা দেখতে তারাও আগ্রহী।

অতিথি নাইটকে যে কক্ষে থাকতে দেয়া হয়েছে সেটা একটা বিশেষ কক্ষ, যেখানে অবস্থানকারীর ওপর পার্শ্ববর্তী কক্ষের দুই কোণ থেকে নজর রাখা যায়। এটা ফাতেমি খলিফাদের একজন নির্মাণ করেছিলেন, যিনি তার রক্ষিতাদের তাদের প্রেমিকের সাথে সঙ্গম করতে দেখাটা উপভোগ করতেন। হতভাগ্য মেয়েদের পরবর্তীতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলেও তিনি নিজে তাদের ওপর উপগত হবার চেয়ে সঙ্গমের দৃশ্য দেখে বেশি উত্তেজিত হতেন।

BanglaBook.org

চৌদ্দ

# সুলতান নূর আল-দ্বীনের মৃত্যু এবং সালাহ্ আল-দ্বীনের সুযোগ

আমি প্রাসাদের গ্রন্থাগারে, আল-ইদরিস কৃত পৃথিবীর মানচিত্র নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করছিলাম। সুলতান আমায় মানচিত্র পর্যালোচনা করতে প্রেরণ করেছেন, সেখানে তুলুজ আদৌ চিহ্নিত রয়েছে কিনা নির্ধারণ করতে। তুলুজ যদি থাকে, তাহলে অবিলম্বে মানচিত্র তার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

সাধি যখন গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে তখনো আমার কাজ শেষ হয়নি। তার চেহারায় একটা কুটিল, হর্ষোৎফুল্ল হাসি জ্বলজ্বল করছে। এটা স্পষ্ট যে সে বার্নাডের সাথে ইচ্ছাশক্তির দ্বৈরথে বিজয়ী হয়েছে। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই।

'ইবনে ইয়াকুব, তোমাকে চমকে দেয়া আমার অভিপ্রায় নয়।' সে গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে। 'তুমি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত আর খবরনবিশ এবং পৃথিবীর অনেক কিছুই তোমার কাছে অজানা। আল-কুদস থেকে আগত আমাদের অতিথি যোদ্ধা বর্তমানে যে কক্ষে অবস্থান করছে সেখানে গত রাতে ঠিক কী ঘটেছিল আমি তার বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না। তোমাকে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, সে অল্প বয়সী পুরুষদের পছন্দ করে কিন্তু তাদের ব্যবহার করার পূর্বে সে নাছোড়বান্দার মতো একটা উগ্র কৃত্যানুষ্ঠান পালন করে। গত রাতে হতভাগ্য ছেলেটার শরীরের সহ্যশক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়েছে। তার কোমল ত্বকে চাবুকে দাগ আর কালসিটে পড়ে গেছে, আর এসব নাইট টেম্পলারদের অদ্ভুত রীতির কারণে আমরা তাকে যা দেব বলে অঙ্গীকার করেছিলাম তার চেয়ে তিন গুণ বেশি অর্থ রাজকোষ থেকে পরিশোধ করতে হয়েছে। আমাদের গুপ্তচররা বন্ধ কামরার ভেতর কী ঘটেছিল তার সব কিছু দেখেছে এবং আমার খুঁটিনাটি সব কিছু পরে বর্ণনা করেছে। তুমি যদি চাও...।'

বুড়ো ভাম তার কথা শেষ করার আগেই, সুলতানের পরিচারকদের একজন উপস্থিত হয়ে তিলমাত্র বিলম্ব না করে সুলতানের সামনে হাজির হতে আমায় ডাক দেয়। আমি সাধির চোখ পিটপিটানি উপেক্ষা করি এবং তড়িঘড়ি সুলতানের কক্ষে ফিরে আসি, আল-ইদরিসের অন্য সব ক্ষেত্রে বিশদ মানচিত্রে তুলুজ খুঁজে বের করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তিনি হতাশ হন কিন্তু অচিরেই

BanglaBook.org

শ্রুতলিপি দেয়া আরম্ভ করেন। সাধি, বার্নাডের নৈশ অভিসার সম্বন্ধে আমার আগ্রহের ঘাটতি দেখে বিরক্ত হয়ে, আমায় অনুসরণ করে এখানে এসে হাজির হয়। সুলতানের মুখের দিকে এক নজর দেখেই সে অবশ্য বুঝে যায় তুলুজের বার্নাডের অভ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করার উপযুক্ত সময় এটা না। সে প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কুকুরের মতো এক কোণে চুপচাপ বসে পড়ে। সালাহ আল-দ্বীন তার উপস্থিতি উপেক্ষা করেন এবং কথা বলা শুরু করেন।

ইবনে ইয়াকুব, মৃত্যু আমাদের অনেকভাবেই বিস্মিত করে। যুদ্ধক্ষেত্র এর ভেতর সবচেয়ে কম দুশ্চিন্তাদায়ক। সেখানে, মৃত্যু তোমার প্রত্যাশিত। আল্লাহতালা যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে তোমার এখনো সময় আসেনি, তুমি বেঁচে থাকবে আরেক দিন লড়াই আর মৃত্যুর মুখোমুখি হতে।

আমাদের মহান সুলতান নাসির আল-দ্বীন *চোগান* খেলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সবাই বলে তারই এক আমির একটা আক্রমণের সময় তার সাথে প্রতারণা করতে তিনি নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। তিনি এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। দামেস্কের নগরদুর্গে সবাই তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে কিন্তু তিনি আর কখনো পুরোপুরি সুস্থ হননি। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক তার রক্তমোক্ষণ করতে চায় কিন্তু গর্বিত বৃদ্ধলোকটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেন: 'ষাট বছরের একজন বৃদ্ধ কখনো রক্তমোক্ষণ করায় না।' তিনি এর কয়েক দিন পরেই মারা যান। তার ইন্তেকালের ফলে আমাদের চেনা পৃথিবী দারুণ একটা ধাক্কা খায়। তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই একজন মহান নৃপতি এবং আমাদের মহানবীর (সা.) একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ শুরু করেছিলেন এবং এ জন্য, আমাদের আপামর জনগণ তাকে ভীষণ ভালোবাসতো। কলহ সৃষ্টিকারীর দল, তাদের বেশির ভাগই খোজা যাদের কোনো কাজকর্ম নেই, প্রায়ই আমার কাছে এসে গল্প ফেঁদে বসত কীভাবে কায়রো আক্রমণ করে আমাকে জায়গিরদারের মর্যাদায় নামিয়ে আনতে নূর আল-দ্বীন বিশাল এক বাহিনী সংঘটিত করছেন, কিন্তু আমি তাদের এসব কথায় কান দিতাম না, কারণ এসবই গুজবের ওপর আধারিত।

আমাদের মতপার্থক্য– আর হ্যাঁ, এসবই বাস্তব– কেবল মামুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফসল ছিল না। তিনি ভালো করেই জানতেন যে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে কেবল ফ্রানজরাই লাভবান হবে। শত্রুর প্রতি আক্রমণের প্রকৃতি ছিল আমাদের মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু। নূর আল-দ্বীন ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ আর মহানুভব শাসক কিন্তু ভীষণ অসহিষ্ণু মানুষ। আমি তাকে প্রায়ই বলতাম যে, আক্রমণের সময় অবশ্যই যত্নের সাথে বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের যদি কোনো কারণে ভুল হয় আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্যই বহ্নুৎসবের বলি হবে। কিন্তু এসব মতপার্থক্য শত্রুর ভেতর নয় বরং বিশ্বাসীদের শিবিরের ভেতর বিদ্যমান মতানৈক্য।

BanglaBook.org

তিনি যখন জীবিত ছিলেন, আমি তার প্রকাণ্ড ছায়ার নিচে অবস্থান করে গর্বিত বোধ করতাম, কিন্তু তার মৃত্যুর ফলে পুরো প্রেক্ষাপটই বদলে যায়। কায়রো আর দামেস্ক যদি সংযোগহীন অবস্থায় থাকত, ফ্রানজরা তাহলে হয়তো যুদ্ধ আর উৎকোচের যুগপৎ ব্যবহারের মাধ্যমে সুযোগ নিত আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক করতে আর উভয়ের ধ্বংস নিশ্চিত করত। আমি যদি তাদের স্থানে থাকতাম তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমি এমন একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়াস নিতাম। আমি যুদ্ধযাত্রা করার পূর্বে, হোক সেটা রাজনৈতিক বা সামরিক, শব্দ বা তরবারির সাহায্যে যার নিষ্পত্তি হয়, আমি নিজেকে সব সময় শত্রুর ভাবনায় জারিত করতে চেষ্টা করি। আমার মিত্র আল-ফাদিল আমরা যাদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছি তাদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ একটা নথিতে সংকলিত করেছে। আমাদের কাছে তার সামর্থ্য, তার উদ্দেশ্য আর চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতিবেদন রয়েছে। তার পরামর্শদাতা আর পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের তালিকা আমাদের কাছে রয়েছে, আমরা জানি তারা প্রত্যেকে কীভাবে চিন্তা করে এবং তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য সম্বন্ধেও আমরা অবগত। আমি নিজের মস্তিষ্কে এসব উপাত্ত বোঝাই করার পূর্বে নিজেকে শত্রুর অবস্থানে রোপণ করি এবং তারা কীভাবে চেষ্টা করবে এবং আমাদের হতবাক করবে সেটা নির্ণয় করার প্রয়াস নেই। আমার সিদ্ধান্ত সব সময় ঠিক হয় না কিন্তু অনেকবারই এই সাধারণ পদ্ধতিটা জানা থাকায় এটা অনেক কিছু সুপারিশ করত।

এখন ভাবো, ইবনে ইয়াকুব, একটু ভাবতে চেষ্টা করো। নূর আল-দ্বীন ইন্তেকাল করেছেন। দামেস্ক, আলেপ্পো আর মসুলে, যারা তার স্থলাভিষিক্ত হতে আগ্রহী সবাই প্রতিপক্ষকে পথ থেকে দূর করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। তারা সবাই প্রত্যাশা করেছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে আমি দামেস্কে থাকব। কিন্তু আমি কায়রোতেই অবস্থান করি। আমি তাদের প্রথম চাল দেয়ার সুযোগ দিই। নূর আল-দ্বীনের পুত্র, আস-সালিহ, নিতান্তই ছেলেমানুষ। তারা তাকে ব্যবহার করে সিংহাসন দখল করতে চায়। আমি তখনো নির্বিকার থাকি।

অবশেষে ইমাদ আল-দ্বীনের, সে এখন যেমন আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত, নূর আল-দ্বীনের পরামর্শদাতাদের ভেতরও ছিল সবচেয়ে বিশ্বস্ত, কাছ থেকে আমার কাছে লেখা একটা চিঠি নিয়ে বার্তাবাহক এসে উপস্থিত হয়। চিঠিটায় দিন রাত দামেস্কের নগরদুর্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা শকুনদের কবল থেকে বাচ্চাছেলেটাকে রক্ষা করার জন্য আমার কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। আমি আমার এক দূত দামেস্কে প্রেরণ করে নূর আল-দ্বীনের ছেলের প্রতি নিজের আনুগত্য ঘোষণা করি। আমি সেইসাথে দামেস্কের আমিরদেরও সাবধান করে দিই যে তারা যদি সাম্রাজ্যকে অস্থিতিশীল করে তোলার চেষ্টা করে তাহলে আমার তরবারির কোপানলে তারা পড়বে।

BanglaBook.org

আমি প্রায়ই নিজেকে একটা প্রশ্ন করি যে এটা কীভাবে সম্ভব হয় যে শক্তিশালী শাসকেরা প্রায়ই দুর্বল একটা রাজবংশ রেখে যান। এটা কি আমাদের বিশ্বাসের একটা অভিশাপ যে আল্লাহতালা বিশৃঙ্খলা আর অস্থিতিশীলতার একটা স্থায়ী প্রেক্ষাপট আমাদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন? বংশ পরম্পরার নীতিতে নয় বরং মহানবী (সা.)-এর সাহাবিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম খলিফাদের মনোনীত করা হয়েছিল। উমায়াদরা রাজবংশের প্রবর্তন করেছিল এবং আব্বাসীয়রা বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। সুলতান আর তার উজির তাদের সন্তানদের জন্য সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির তদারকি করেন কিন্তু তাদের সন্তানরা শাসনকার্য পরিচালনা করতে সমর্থ না হলে কী উপায়, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরে বহুবার আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি? আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি, আমাদের ইমাদ আদ-দ্বীন এবং আল-ফাদিলের মতো লোকদের সমন্বয়ে গঠিত বিচক্ষণদের পরিষদ থাকা উচিত। এইসব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা উত্তরাধিকার নির্ধারণ করবেন। তুমি হাসছ। তুমি চিন্তা করছ এই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হয়তো একটা সময় বিচক্ষণ পুত্র আর প্রপৌত্রের তাদের নিজেদের রাজবংশের গোড়াপত্তন করবে? তুমি হয়তো ঠিকই ভেবেছ। আমরা অন্য আরেক দিন এ বিষয়ে আশা করি আলোচনা করব। আমাদের বন্ধু সাধি ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে পড়েছে।

সাধির নাকডাকার জোরাল আওয়াজ সত্ত্বেও আমি এই পরামর্শটার বিরোধিতা করি। আমি খুব ভালো করেই জানি তার মন এখন পুরোপুরি একটা বিষয়ে নিবিষ্ট, জেরুজালেম পুনরুদ্ধার। তুলুজের রেমন্ড তাকে যে তথ্য দিয়েছে সেটা তার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে, অমালরিককে পরাস্ত করা তার পক্ষে সম্ভব।

আমি পরামর্শ দিই যে, আমাদের হয়তো তার সমস্ত প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে এবং আল্লাহ আর তার নবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারীদের মাঝে নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী শাসকে পরিণত করা, তার দামেস্ক বিজয়গাথা অব্যাহত রাখা উচিত। তিনি অচিরেই আবার নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই এবং পূর্ববর্তী যুদ্ধের স্মৃতি হয়তো বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে পারে।

সালাহ আল-দ্বীন হাল ছাড়া ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করেন।

'ইবনে ইয়াকুব, আরেকটা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করার সময় তুমি অনেক বেশি নমনীয়তার পরিচয় দিয়েছ। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে হয়তো মৃত্যুবরণ করতে পারি এবং সে ক্ষেত্রে তোমার কাহিনি তখন অর্ধসমাপ্ত এবং অজ্ঞাপিত অবস্থায় রয়ে যাবে। তোমার কথার ভেতর যুক্তি রয়েছে। আমরা তাহলে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাই যদিও আমার উচিত তোমাকে সাবধান করে দেয়া যে

BanglaBook.org

এখানে একটা বিপদ আছে। আমি এখন এমন সব ঘটনা সম্বন্ধে কথা বলছি, যা আবেগকে ভীষণভাবে আপ্লুত করে তোলে। আমার শত্রুরা আমার বিজয়কে ব্যক্তিগত উচ্চাশাপ্রসূত কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে। আমি ছিলাম সাদাসিধা অধৈর্য এক পাহাড়ি কুর্দি। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজের একটা রাজবংশ রেখে যাওয়া আর আমার গোত্রকে সমৃদ্ধশালী করে তোলা। আমি তোমায় এসব কথা বলছি কারণ তোমার যদি কখনো মনে হয় যে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছি, তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে তখন তুমি দ্বিধা কোরো না। বোঝাতে পেরেছি?'

আমি মাথা নাড়ি এবং তিনি কথা শুরু করেন।

একদিন পোড়খাওয়া এক বৃদ্ধ সৈন্যের অবয়বে দামেস্ক থেকে চূড়ান্ত শান্তি বিঘ্নকারী সংবাদ এসে পৌঁছে। সে তার পরিবার, তার উটের পাল আর নিজের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যে শহরে সে জন্মগ্রহণ করেছিল ছেড়ে চলে এসেছে এবং মরুভূমি অতিক্রম করে কায়রো চলে এসেছে। একদিন সাধিই তাকে প্রথম প্রাসাদের বাইরে একজন শরণার্থী হিসেবে প্রথম খেয়াল করে। আমার আব্বাজান আর চাচাজানের অধীনে এই বৃদ্ধলোকটা যুদ্ধ করেছে। সে তার যৌবনে একজন সাহসী আর নির্ভরযোগ্য যোদ্ধা ছিল আর আমার আব্বাজানের ভীষণ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সাধি কালক্ষেপণ না করে তাকে দ্রুত আমার সামনে এনে হাজির করে। আমরা তার পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করি যদিও সে কোনো সাহায্য প্রার্থনা করতে সেখানে আসেনি।

সে আমায় অবহিত করে যে দামেস্কের আমিরেরা ফ্রানজদের সমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার এই প্রয়াস বহু গুণ বর্ধিত হয় যখন আমার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য তাদের অনুরোধ করে চিঠি চালাচালি শুরু হয়। ইবনে ইয়াকুব, তুমি কল্পনা করতে পারো? তারা নিজেদের ক্ষমতা হারাবার ভাবনায় এতটাই আতঙ্কিত যে, তারা তাদের শত্রুর হাতে পর্যন্ত তাদের শহর তুলে দিতে প্রস্তুত। এটা একই শহর যেখানে শোকার্ত জনগণ অতি সম্প্রতি নূর আল-দ্বীনকে সমাধিস্থ করেছে, যিনি আমাদের সবাইকে শিখিয়েছিলেন যে আমাদের ভূখণ্ড থেকে এসব পঙ্গপালদের বিতাড়িত করা আমাদের প্রথম কাজ, যারা মূর্তিপূজা আর পরস্পর জোড়া দেয়া দুই খণ্ড কাঠের টুকরোর উপাসনা করে।

আমি ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিই যে, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে ফ্রানজরা কখনো দামেস্কে প্রবেশ না করে। নিয়তি আমাদের সহায়তা করে। নূর আল-দ্বীন ইন্তেকাল করার পর থেকেই, তিনটি প্রধান শহর– দামেস্ক, মসুল আর আলেপ্পো– বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নূর আল-দ্বীনের পুত্রকে আলেপ্পো শাসন করছিল যে খোজা সে অপহরণ করে এবং তাকে দাবার ছকের একটা ঘুঁটিতে পরিণত করে, যা একটা সময় তারই পিতার

BanglaBook.org

রাজ্য ছিল। দামেস্কের অভিজাত সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা তাদের প্রতিপক্ষের কাছে বড়ো খুইয়েছে। তারা মসুলে অবস্থানরত সাইফ আল-দ্বীনের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করে, কিন্তু সে তার নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাদের সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করে।

তারা এমন পরিস্থিতিতে আমার মুখাপেক্ষী হয়। শীতকাল চলছে। আমাদের মরুভূমির রাতের– শীতের মাঝে অগ্রসর হতে হবে, যা মোটেই সুখকর কোনো অভিজ্ঞতা নয়। আমি আমার সেনাপতিদের আহ্বান জানাই এবং আমরা সতর্কতার সাথে বাছাই করা এক হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী গঠন করি।

এসব নিশ্চায়ক মুহূর্তগুলোতে, সময় নির্ধারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি সামান্য বিলম্বও বিজয়ের জৌলুশকে পরাজয়ের কালিমায় রূপান্তরিত করতে পারে। আমরা পরের দিনই রওনা হই এবং এমনভাবে অগ্রসর হই যেন বেহেশতের দিকে এগিয়ে চলেছি। আমরা প্রত্যেক সৈন্যের জন্য অতিরিক্ত ঘোড়া সঙ্গে নিয়েছিলাম যেন নিজেরা বিশ্রাম না করলেও প্রাণীগুলোকে বিশ্রাম দিতে সমর্থ হই। আমরা প্রায়ই ঘোড়ায় উপবিষ্ট অবস্থায় ঘুমিয়ে নিতাম। আমি চারদিনের ভেতর দামেস্কের তোরণদ্বারের সামনে উপস্থিত হই। আমার বিশ্বস্ত অনুলেখক, আমার গতির কারণ তুমি বুঝতে পেরেছ। তারা, যারা মরিয়া হয়ে উঠে আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের রক্ষা করতে সেই তারাই শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের বাইরে ফ্রানজদের অবয়বে যদি আরেকটা বিকল্প আবির্ভূত হতে দেখে খুব সহজেই তখন তাদের মতো বদলে যেতে পারে। আমি তাদের সেই সুযোগ দিতে চাইনি।

শহরের পুরাতন অংশে যখন আমরা প্রবেশ করি আমি বেশ বুঝতে পারি আমার গাল বেয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরছে। আমার যৌবনের স্মৃতি বিজরিত এই শহর। আমি সরাসরি আমার পৈতৃক হাভেলিতে যাই। শহরের প্রতিটি সড়ক লোকে লোকারণ্য যারা আমাদের আগমনে উল্লাস প্রকাশ করছে। তুমুল জয়ধ্বনিতে চারপাশ গমগম করতে থাকে এবং অভিজাত সম্প্রদায়, উটের পাছার মতো তাদের মুখ কঠিন হয়ে আছে, আমার সামনে নতজানু হয় আর আমার হস্ত চুম্বন করে। তারা অমালরিকের সাথেও একই আচরণ করত, যদিও প্রকাশ্যে নয়। ফ্রানজরা যদি কখনো শহরে প্রবেশ করতে পারত আমাদের লোকেরা নিজেদের ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করত। ইবনে ইয়াকুব, আমি এখন কেবল বিশ্বাসীদের কথাই বলছি না। তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন সব সময় আমাদের সাথেই থেকেছে কিন্তু দামেস্কের প্রাচীন খ্রিস্টান সম্প্রদায়, নিজেদের যারা কপট বলে অভিহিত করে, নাইট টেম্পলারদের স্বাগত জানাতে ইচ্ছুক নয়।

একটা আনন্দময় দিন এবং আমার অনেক পুরনো বন্ধু আমার সাথে দেখা করতে আসে। ইমাদ আল-দ্বীন শহরের অভিজাত সম্প্রদায় আর তাদের স্বার্থান্বেষী চক্রান্তের ভয়ে ভীত হয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে এবং বাগদাদে



BanglaBook.org

গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠাই। তাকে অনায়াসে দামেস্কের আল-ফাদিল বলা যেতে পারে। এই ভালো মানুষ দুজন আমার বিবেক আর আমার মস্তিষ্ক। তাদের মতো মানুষ যদি প্রত্যেক শাসকের সাথে থাকত, আমাদের পৃথিবী অনেক ভালোভাবে পরিচালিত হতো। আমি আমার ছোট ভাই তাঘতিঘিনের ওপর দামেস্কের ভার দিই এবং আমি নিজেকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছি সেটা সম্পন্ন করতে রওনা হই, নূর আল-দ্বীনের সাম্রাজ্য পুনরায় সংঘটিত করার দায়িত্ব।
শীত ইতিমধ্যে আরো জাঁকিয়ে বসেছে এবং পাহাড়ি এলাকায় প্রবল তুষারপাত হবার খবর শোনা যায়। কিন্তু দামেস্কের লোকদের সমর্থন আমায় আবিষ্ট করে রেখেছিল। আমি আর কালক্ষেপণ না করার সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের শাসকরা প্রায়ই নিজেদের বিজয় উদ্‌যাপন করতে বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তারা দেখতে ব্যর্থ হয় যে আনন্দোপোভোগের কারণে তারা তাদের সাম্রাজ্য খোয়াতে বসেছে।

সুলতান সহসা কথা বন্ধ করেন। আমি লেখা বন্ধ করে তার মুখের দিকে তাকাই। তার চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে এবং তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। তার মনোযোগ কী কারণে বিঘ্নিত হয়েছে সেটা জানা খুব মুশকিল। আরো যুদ্ধ আর রক্তপাতের ভাবনাই কী কারণ? বা তিনি হয়তো শিরকুহর কথা ভাবছেন যার পরামর্শ এই সময় ভীষণ প্রয়োজন ছিল?
আমি সেখানে স্থবির হয়ে বসে থাকি, অপেক্ষা করি তিনি আমায় যাবার আদেশ দেবেন কিন্তু তার চোখে একটা গম্ভীর চাহনি ফুটে রয়েছে এবং আমার উপস্থিতির কথা ভুলে গেছেন বলে মনে হয়। আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করি এমন সময় আমি আমার কাঁধে সাধির হাত অনুভব করি। সে আমাকে ইশারা করে যে আমার উচিত তাকে অনুসরণ করে রাজকীয় কক্ষ ত্যাগ করা এবং সালাহ্ আল-দ্বীনের ভাবাবেগে বিঘ্ন না ঘটাতে আগ্রহী, আমরা উভয়েই নীরবে বাইরে বের হয়ে আসি। তিনি আমাদের বের হয়ে যেতে দেখেন এবং একটা বিচিত্র শীতল হাসি তার ঠোঁটের প্রান্তদেশে ফুটে ওঠে।
আমি যখন বাসায় পৌঁছাই, আমি বুঝতে পারি যে আমিও সারা দিনের পরিশ্রমের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে একনাগাড়ে চার ঘণ্টা ক্রমাগত কেবল লিখেছি। আমার দুই পা আর ডান হাত এবং বাহুর পরিচর্যা প্রয়োজন। র‍্যাচেল আঙুলে মালিশ করার জন্য বাদামতেল গরম করে। অনেক অনেক পরে সে আরো তেল গরম করে আমার ক্লান্ত দুই পায়ের যন্ত্রণা উপশম করতে এবং তাদের মাঝে যা নিষ্ক্রিয়, নির্জীব হয়ে শুয়ে ছিল তাকে উত্তেজিত করে তোলে।

BanglaBook.org

পনেরো

# সাধির বিষণ্ণতার কারণ; তার বিষাদময় প্রেমকাহিনি

'ইবনে ইয়াকুব, গত সন্ধ্যাবেলা তোমায় চিন্তিত মনে হয়েছে। তুমি ভেবেছিলে সালাহ আল-দ্বীন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি তার চেহারায় ওই দৃষ্টি আগেও দেখেছি। তার মন যখন বিক্ষিপ্ত থাকে তখন এই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। ছেলেটার অন্য সময় মাথা দারুণ পরিষ্কার, কিন্তু মুশকিল হলো সে সর্বদাই সন্দেহ দ্বারা জর্জরিত। তার যখন খুবই অল্প বয়স এমনকি সে তখনো মরুভূমির সুফি সাধকদের মতো মোহাবিষ্ট হতে পারত। সে সব সময় অবশ্য সামলে নিয়েছে এবং সাধারণত আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করেছে। সে যেন নিজেকে শোধন করেছে ব্যাপারটা অনেকটা সে রকম।

'হ্যাঁ, আমার প্রিয় বন্ধু, এই বুড়ো ভাম যাকে তুমি পাহাড় থেকে আগত একজন মূর্খ বলে ধরে নিয়েছ, সে যা প্রকাশ করে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে।'

আজ সকালে সাধি তার চিরাচরিত উচ্ছ্বসিত মেজাজে নেই। তার চোখে একটা বিষণ্ন দৃষ্টি ফুটে রয়েছে, যা আমাকে ব্যাকুল করে ফেলে। এই বৃদ্ধ লোকটার সাথে, যে তার শাসককে জীবিত যে কারো চেয়ে অনেক ভালো করে চেনে, আমি অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতে শুরু করেছি। সুলতান যে তাকে পছন্দ করেন এ বিষয়টা স্পষ্ট কিন্তু সাধি, সালাহ আল-দ্বীনের সাথে যার চেহারার সাদৃশ্য অনেকেই বিভ্রান্ত করে, যাদের ভেতরে কাজিসাহেব রয়েছেন, কখনো নিজের অবস্থানের কোনো ফায়দা গ্রহণ করেননি। তিনি যেকোনো কিছু লাভ করতে পারতেন: বিত্ত-বৈভব, জায়গিরদারী, রক্ষিতা বা তার পছন্দ এমন যেকোনো কিছু। তার রুচিবোধ নিতান্তই সাধারণ। তার কাছে সুখ মানে, সালাহ আল-দ্বীনের, যাকে তিনি নিজের পুত্রবৎ মনে করেন, কাছাকাছি অবস্থান করা।

আমি তার কাছে তার বিষণ্নতার কারণ জানতে চাই।

'প্রতিদিনই আমার বয়স বেড়ে চলেছে। আমি অচিরেই আর থাকব না এবং এই ছেলেটার তখন অশ্রুমোচনের জন্য মাথা রাখার কোনো কাঁধ থাকবে না, কোনো লোক তাকে বলবে না যে সে বোকা আর একগুঁয়ে। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি কদাচিৎ নামাজ পড়ি, কিন্তু আজ আমি নামাজে বসেছি এবং তসবিহ জপতে জপতে আল্লাহতালার কাছে মোনাজাত করেছি আরো কয়েক

বছর আমাকে যেন সুস্থ রাখেন যেন আল-কুদসে আমি সালাহ্ আল-দ্বীনকে প্রবেশ করতে দেখে যেতে পারি। একটা ভয় যে আমার এই আকাঙ্ক্ষা হয়তো মঞ্জুর হবে না, আমাকে বিচলিত করে তুলেছে।'

সে কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকে এবং তার চরিত্রের সাথে একেবারে বেমানান এই নীরবতা আমায় স্পর্শ করে। তার স্বমূর্তি ধারণ যা একেবারেই আকস্মিক, আমায় ভীষণ চমকে দেয়।

'সালাহ্ আল-দ্বীন তার সমস্যা নিয়ে যখন নূর আল-দ্বীন আর জেঙ্গির উত্তরাধিকারীদের দমন করছিলেন আর কোনো কথা বলবেন না। আমার মনে হয় সেসব দিনের স্মৃতি তাকে যন্ত্রণা দেয়। সেটা ছিল দারুণ কঠিন একটা সময়, কিন্তু তাই বলে তুমি আবার ভেবে বসো না যে সে একেবারেই নিষ্পাপ ছিল। গতকাল তোমার সাথে তাকে কথা বলতে শুনলে কারো মনে এমন ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক না যে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছিল তাতে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়।

'তার আব্বাজান, আইয়ুব, নূর আল-দ্বীন যেদিন ইন্তেকাল করবেন সেই দিনটির জন্য তাকে ধৈর্য আর বিচক্ষণতার সাথে প্রস্তুত করেছিলেন। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, আইয়ুব তাকে হুঁশিয়ার করছেন যে, নূর আল-দ্বীনের রাজত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো ধরনের অস্থিরতা মারাত্মক হতে পারে। তাকে সব সময় মৃত সুলতানের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করতে হবে, বা এমনই কিছু একটা তিনি জনগণকে অনুভব করার অনুমতি দেবেন। তিনি তার বৃদ্ধ আব্বাজানের পরামর্শ মনেপ্রাণে আত্মস্থ করে নেন এবং যখন সময় আসে তিনি সেই অনুসারে কাজ করেন এবং দারুণভাবে বাস্তবায়িত করেন। আমরা যেদিন দামেস্কে প্রবেশ করি তখন এবং শহরের লোকজন আনন্দে অশ্রুসজল হয়ে উঠলে এবং ফুলের পাপড়ি নিক্ষেপ করলে, তিনি তখন সিদ্ধান্ত নেন যে এখনই উপযুক্ত সময়। আমাদের শত্রুর সাথে চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে এইসব ভূখণ্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তার প্রয়োজন ছিল।

'আজ থেকে দশ বছর আগে আজকের দিনে মসুল আর আলেপ্পোর সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন। আমরা তাদের তুলনায় সংখ্যায় ছিলাম পাঁচজনে একজন। সালাহ্ আল-দ্বীন, সময়ক্ষেপণের উদ্দেশে আমাদের প্রতিপক্ষকে একটা সমঝোতার প্রস্তাব দেন কিন্তু তারা কল্পনা করে নেয় যে আমাদের ছিন্ন মস্তকগুলো তারা ইতিমধ্যে তাদের ঘোড়ার পর্যানে বাঁধা থলেতে সংগ্রহ করেছে। দামেস্কের জনগণকে তারা আমাদের সুলতানের ছিন্ন মস্তক প্রদর্শন করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তারা আমাদের সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সুলতান কেবল তখনই ক্রুদ্ধ হন। নির্বোধগুলোর জন্য অনুকম্পায় তার মুখ বেঁকেচুরে যায়। তিনি দামেস্ক আর কায়রো থেকে আগত পোড় খাওয়া আর পরীক্ষিত যোদ্ধাদের উদ্দেশে যারা ফ্রানজদের বিরুদ্ধে অসংখ্য লড়াইয়ের সাক্ষী ভাষণ দেন। তিনি তাদের বলেন যে, আজ বিজয় হাসিল করতে পারলে

BanglaBook.org

ফ্রানজদের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যাবে। তিনি তাদের বলেন, তারা অন্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যারা মহান নূর আল-দ্বীনের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি, সালাহ্ আল-দ্বীন, মহানবী (সা.)-এর কালো এবং সবুজ রঙের নিশান ধারণ করবেন আর বর্বরদের এই ভূখণ্ডে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করবেন।

'হর্নস অব হামাহ্ নামে পরিচিত পাহাড়ে আমরা আমাদের সৈন্য সমাবেশ করি। পাহাড়ের নিচের উপত্যকা অরন্টোস নদী দ্বারা বিধৌত। সালাহ্ আল-দ্বীনের কণ্ঠস্বর পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ভেসে যায়, সেই সাথে তার সৈন্যদের প্রশংসাসূচক জয়ধ্বনি, কিন্তু মসুল আর আলেপ্পো থেকে আগত মিথ্যা আত্মশ্লাঘায় আক্রান্ত হামবাকগুলো নিজেদের সাফল্য সম্বন্ধে এতটাই নিঃশঙ্ক ছিল যে, তারা সামরিক কৌশলের প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয় না। তারা সংকীর্ণ গিরিসংকটের ভেতর দিয়ে তাদের সৈন্য পরিচালনা করে আর আমরা তাদের সমূলে বিনাশ করি। তাদের অসংখ্য সৈন্য স্বপক্ষ ত্যাগ করে আর আমাদের কাতারে এসে শামিল হয়। তাদের পরাজিত আধিকারিকরা করুণা প্রদর্শনের জন্য অনুনয় করে এবং সালাহ্ আল-দ্বীন, তার আব্বাজানের হুঁশিয়ারি সব সময় স্মরণ রাখেন আর সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেন। এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের ফলে আলেপ্পোর মূল নগরদুর্গের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত তিনি যা চান সব কিছু লাভ করেন। তিনি সেটারও নিয়ন্ত্রণ অবশ্য লাভ করেন, কিন্তু সেটা পরের ঘটনা।

'আমার ভালোমানুষ কেরানি, এটা মোটেই কোনো সাধারণ বিজয় ছিল না। এই বিজয়ের ফলে তোমাদের সুলতান স্বল্পভাগের সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকে পরিণত হন। তিনি নিজের মিসর আর শামের সুলতান হিসেবে এই সময়েই ঘোষণা করেন। তার নামাঙ্কিত মোহর তৈরি করা হয় এবং বাগদাদের খলিফা তার নতুন অবস্থানের ধর্মপ্রাণতাজ্ঞাপক নথিপত্র প্রেরণ করেন। তিনি সেই সাথে তাকে একটা আলখাল্লাও প্রেরণ করেন, যা সুলতান হিসেবে তিনি পরিধান করবেন।

'কিন্তু এখানেই কাহিনির সমাপ্তি নয়। না, সেটা তখনো অনেক দূরে। আলেপ্পোর হতমর্যাদা অভিজাতবৃন্দ নিজেদের অবস্থান পুনরুদ্ধারের আশায় শেষবারের মতো একটা কামড় দিতে চেষ্টা করে এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপকর কুর্দের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে। তারা পাহাড়ে অবস্থানকারী শিয়া মতাবলম্বী শেখ সিনানকে একটা বার্তা প্রেরণ করে। এই শেখকে ঘিরে থাকত একদল মানুষ শিকারি, যারা নির্দিষ্ট কোনো লোককে অনুসরণ আর হত্যা-বিদ্যায় পারদর্শী। সে ছিল ফাতেমিদের সমর্থক এবং আমাদের সুলতানের ভবলীলা সাঙ্গ করতে তার নিজের যথেষ্ট সংগত কারণ ছিল।

'মোদ্দা কথা হলো, ফাতেমিদের অবশিষ্টাংশের কাছ থেকে নয়, বরং অনুরোধটা সুন্নি অভিজাতদের তরফ থেকে করা হলে, সিনানের সংকল্প দৃঢ়তা লাভ করে।

BanglaBook.org

ইমাদ আল-দ্বীন, আমি আশা করি যার সাথে অচিরেই তোমার একদিন দেখা হবে, সুলতানকে অবহিত করেন যে, শেখ সিনানের অনুসারীরা তাদের বিশেষ অভিযান শুরু করার পূর্বে বিপুল পরিমাণ *বাঞ্জ* বা গাঁজা সেবন করতে অভ্যস্ত। মাতাল হবার পরেই কেবল এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে এসব *হাসাসিনস* শেখের আদেশে খুন করে। সুলতানকে তারা দু'দুবার হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। তারা একবার তার দেহরক্ষীদের পরাজিত করে এবং তার শয্যা ঘিরে ফেলে। একজন সতর্ক প্রহরী যদি হুঁশিয়ার না করত এবং সালাহ্ আল-দ্বীন যদি রাতের বেলায় মরুভূমির শীতের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বালাপোষের তৈরি বিশেষ জ্যাকেট পরিধান না করতেন, তিনি সে রাতেই হয়তো মারা যেতেন। তার গুপ্তঘাতকদের পরাস্ত করার পূর্বে কেবল একটা খঞ্জর তাকে স্পর্শ করতে পারে।

'তিনি এসব গুপ্তহত্যার প্রয়াসের কারণেই শেখ সিনানের সাথে দেখা করতে আর যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হন। বস্তুতপক্ষে, শেখ সিনান একবার যখন কিছু প্রতিপক্ষের কারণে হুমকির সম্মুখীন হন, আমরা তাকে রক্ষা করতে সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করি। তিনি এরপরে আর কিছু করতে চেষ্টা করেননি। যুদ্ধবিরতি নিয়ে সম্ভব অসম্ভব নানা ধরনের গল্পের জন্ম হতে থাকে। কেউ কেউ বলে যে, শেখের জাদুকরি ক্ষমতা আছে এবং তিনি নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলতে পারেন। অন্যদের বক্তব্য অনেকটা এমন যে, আমাদের সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার পরে, শেখ নিজেকে রক্ষা করতে নিজের চারপাশে একটা রহস্যময় শক্তির উন্মেষ ঘটান, যা তাকে রক্ষা করতে আমাদের সকল আয়ুধের কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। *হাসাসিনরা* নিজেদের অজেয়তার লোককথা প্রচার করতে গল্পগুলো ছড়াতে থাকে। ইবনে ইয়াকুব, আমি তোমায় একটা কথা অবশ্যই বলব। বেহেশতের স্বপ্ন বা হাশিশের ধোঁয়া যাই হোক না কেন শেখের এই স্যাঙ্গাতগুলো দারুণ দক্ষ আর যেকোনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সালাহ্ আল-দ্বীন আর শেখ সিনান একে-অপরকে সম্মান জানাতে সম্মত হতে আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি এবং মহান আল্লাহতালার কাছে শুকরিয়া জানাই।

'কয়েক মাস পরে, সুলতান আলেপ্পোয় প্রবেশ করেন এবং তার শাসনাধীন সমস্ত অঞ্চলের সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি আলেপ্পোর সুবেদার হিসেবে নূর আল-দ্বীনের পুত্র আস-সালিহকে নিয়োগ করেন। তিনি সালিহর চাচাতোভাই, সাইফ আল-দ্বীনকে মোসুলের শাসনকর্তা হিসেবে অনুমোদন দেন এবং ছয় বছরের জন্য শান্তি বজায় রাখতে সম্মত হন। আমার মনে হয় সে বড্ড বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। তার মরহুম আব্বাজান বেঁচে থাকলে যেমন পরামর্শ দিতো সে ঠিক সেইমতো আচরণ করছিল কিন্তু আমার মনে হয় সেদফায় তার প্রয়োজন ছিল তার চাচাজান শিরকুহর মনোভাব। তার আস-সালিহকে অপসারণ করা উচিত ছিল এবং তারপর

BanglaBook.org

মোসুলের সারমেয় সন্তানদের মুখোমুখি হওয়া, যারা এতটাই ধূর্ত যে তারা নিজের আপন মায়ের গায়ে প্রস্রাব করতে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করবে না।

'হ্যাঁ, আমি তাকে সেটাই বলেছিলাম, কিন্তু ছেলেটা অবিকল তার আব্বাজানের মতো হেসে ওঠে। সে কথা দিয়েছে এবং সেটাই যথেষ্ট। আমাদের এই সুলতান কখনো তার কথার বরখেলাপ করেন না, যদিও তার শত্রুরা প্রায়ই এই ব্যাপারটার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

'ফ্রানজদের কথাই ধরা যাক, তারা বিশ্বাস করে, তারা যেমন নীতিবান খ্রিস্টান, তাতে অবিশ্বাসীদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি যারা এটা করেছে তাদের প্রতি কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না। মূর্তি-উপাসক এসব পায়ুকামীর দল যখনই সুযোগ পেয়েছে সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করেছে। আমাদের সুলতান বড্ড বেশি সম্মানাস্পদ। আমার মনে হয় এটা তার বংশের ধারা। পাহাড়ে, একজন কুর্দির প্রতিশ্রুতি, একবার দেয়া হলে, কোনোভাবেই সেটা থেকে সরে আসা যায় না। আমাদের নবীজি, আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দিন, এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার অনেক পূর্বে থেকেই হাজার বছর ধরে এই প্রথা চলে আসছে।

'অ্যামালরিক, জেরুজালেমের রাজা, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার চৌদ্দ বছরের ছেলে বল্ডউইন, হতভাগ্য ছেলেটা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, তার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়। তুলুজের বার্ট্রান্ড, ত্রিপলির কাউন্ট, ছেলেটার চাচাজান, রেমন্ড সম্পর্কে আমাদের নানা তথ্য জানিয়েছে। ফ্রানজদের রাজত্বে সে ক্ষমতার নামান্তর। বল্ডউইনের সাথে সালাহ আল-দ্বীন দুই বছরের শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করেছেন। তিনি চান না সিরিয়া দমন করার সময় তার পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে কেউ মিসরে এসে উপস্থিত হোক।

'সুলতানের ভাই, তুরান শাহকে, দামেস্কের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সুলতান, আমি নিজে আর তার দেহরক্ষীর দল কায়রো ফিরে আসি। আমরা পুরো দুটো বছর বাইরে ছিলাম কিন্তু সে জন্য কোনো সমস্যা হয়নি। সুলতানের অনুপস্থিতিতে কাজি আল-ফাদিল রাজত্ব পরিচালনা করেছেন।

'তিনি তার দায়িত্ব এতটাই দক্ষতার সাথে পালন করেছিলেন যে, সালাহ আল-দ্বীন তাকে অভিনন্দিত করে জানতে চান: "আল-ফাদিল, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেন। সুলতানের কি আসলেই কোনো প্রয়োজন আছে? আমার মনে হচ্ছে যে এই রাজ্য একজন শাসক ছাড়াই নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয়েছে!" কাজিসাহেব মাথা নত করে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করে কিন্তু সুলতানকে সেই সাথে আশ্বস্তও করে যে তার কর্তৃত্ব এবং প্রতিপত্তি ছাড়া তার একার, কাজির পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হতো না।

'ইবনে ইয়াকুব, আমায় যদি জিজ্ঞেস করো, তবে বলব তারা দুজনই ঠিক। একটা কথা কি তুমি জানো? আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে, আইয়ুব আর শিরকুহর আব্বাজান মানুষের আনুগত্য লাভ করতেন কারণ তারা তাকে

BanglaBook.org

তাদেরই একজন মনে করত। তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের হানাদারদের আক্রমণ থেকে তাদের এবং তাদের ভেড়া আর গবাদিপশুর নিরাপত্তা দিতেন।

'আমি জানি যে আমার অনেক বয়স হয়েছে এবং আমি হয়তো খুবই সরলমনের মানুষ, কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে তুমি যদি শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হও আর তোমার লোকদের নিরাপত্তা দিতে পারো তাহলে তুমি নিজেকে কি উপাধিতে ভূষিত করছ সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

আমি এই বৃদ্ধলোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। তার সাথে আমার প্রথমবার দেখা হওয়ার পর থেকে তার মুখের বলিরেখাগুলো বোধ হয় বেশ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মুখে বোধ হয় আর আটটা কি দশটা দাঁত অবশিষ্ট রয়েছে এবং বাম কানে সে একবারেই শুনতে পায় না। তা সত্ত্বেও তার মস্তিষ্কে রয়েছে কয়েক দশকের অশঙ্কিত প্রজ্ঞা, যথার্থতা সে রপ্ত করেছে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যা জীবন তাকে মুখোমুখি করেছে। তার রসনা বরাবরই নিয়ন্ত্রণের অতীত এবং সুলতান বা মামলুক কেউই রেয়াত পায় না। মুখে যা আসে অবলীলায় বলে ফেলার এই ক্ষমতা যা তাকে সালাহ আল-দ্বীনের কাছে এবং তার আগে আইয়ুব আর শিরকুহর কাছে তাকে অপরিহার্য করে তুলেছে। এটা প্রায়ই মনে করা হয় যে ক্ষমতাধর মানুষেরা অপ্রিয় সত্য কথা যারা বলে তাদের চেয়ে মোসাহেব এবং চাটুকারদের বেশি পছন্দ করে। দুর্বল শাসকদের ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য, নিজেদের যারা বুঝতে পারে না, তাদের প্রজাদের প্রয়োজনের বিষয়টা না হয় বাদই দেয়া গেল। ভালো শাসক, দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী সুলতানদের সাধির মতো লোক প্রয়োজন যারা কোনো কিছুর ভয়ে ভীত নয়।

শীতের সূর্যালোকে আমি যখন তাকে মন্থর ভঙ্গিতে বাদাম চিবাতে দেখি, আমার সমস্ত অস্তিত্ব ছাপিয়ে তার প্রতি একটা মমত্ববোধ আমি অনুভব করি। আমি সহসাই তার সম্পর্কে আরো বেশি জানতে আগ্রহ বোধ করি। আমি তার বংশ পরিচয় জানি, কিন্তু সে কি কখনো বিয়ে করেছিল? তার কি কোনো সন্তান ছিল? বা সে কি সেইসব লোকদের একজন, যারা কোনো মহিলার উপস্থিতির পরিবর্তে সব সময় নিজেদের সগোত্রীয়দের পছন্দ করে? আমি এই বিষয়টা নিয়ে অতীতে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি, কিন্তু আমার আগ্রহে ভাটা পড়েছে এবং বৃদ্ধলোকটাকে আমি কখনো কোনো প্রশ্ন করিনি। আজ, তার সাথে সম্পর্করহিত কোনো কারণে, আমার কৌতূহল আবার চাড়া দিয়ে ওঠে।

'সাধি,' আমি তার সাথে কোমল স্বরে কথা বলি, জিজ্ঞেস করি, 'তোমার জীবনে কখনো কি কোনো রমণীর স্থান ছিল?'

সূর্যের আলোয়, তার প্রশান্ত মুখাবয়বে একটা সতর্ক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। প্রশ্নটা তাকে চমকে দিয়েছে। সে কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, একটা ভ্রূকুটি তার চেহারায় একটা বিষণ্নতা ফুটিয়ে তোলে। আমাদের



BanglaBook.org

চারপাশে কয়েক মিনিট একটা অসহনীয় নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। সে তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করে:
'আমার সম্বন্ধে তোমায় কেউ কি কোনো গল্প বলেছে? কে?'
আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করি।
'বন্ধু, বন্ধু। আমার কাছে তোমার সম্পর্কে কিছু বলার সময় সবাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। আমি তোমায় একটা প্রশ্ন করেছি কারণ আমার জানতে আগ্রহ হচ্ছে কেন তোমার মতো এত প্রাণবন্ত আর বিজ্ঞ একজন মানুষ কখনো পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তোমার কাছে বিষয়টা যদি যন্ত্রণাদায়ক হয় তাহলে আমার অনধিকার চর্চার জন্য আমায় মার্জনা করবে। আমি তোমায় আর বিরক্ত করব না।'
সে মুচকি হাসে।
'অনুলেখক, বিষয়টা যন্ত্রণাদায়ক। প্রায় সত্তর বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল, কিন্তু আমি আজও আমার হৃদয়ের মাঝে এখানে কষ্ট অনুভব করি। অতীত বড্ড ভঙ্গুর। একে জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মতো অনেক যত্নের সাথে নাড়াচাড়া করতে হয়। আমি কাউকে কখনো বলিনি এতগুলো বছর আগে কী ঘটেছিল, কিন্তু তুমি তোমার কণ্ঠে এমন আবেগ নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করেছ যে, আমি আমার কাহিনি তোমায় বলব, যদিও আমার কাছেই কেবল এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনো কিছুকেই প্রভাবিত করে না। শিরকুহই একমাত্র ব্যক্তি যে ঘটনাটা জানত। আমি তোমায় অবশ্য সতর্ক করতে চাই, এটা মোটেই অস্বাভাবিক কোনো কাহিনি নয়। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে ঘটনাটা আমার হৃদয়কে দগ্ধ করে এবং ক্ষতটা আর কখনো সেরে যায়নি। তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি এখনো আমার কাহিনি শুনতে আগ্রহী?'
BanglaBook.org
আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই এবং তার কুঁচকে যাওয়া হাতে চাপ দিই।
'আমার তখন উনিশ বছর বয়স। প্রত্যেক বসন্তকালে আমার মাঝে প্রাণশক্তির স্ফুরণ ঘটে এবং আমি গ্রামের একটি মেয়েকে খুঁজে বের করি আমার কামনার নিবৃত্তি ঘটাতে। আমি অন্য সবার থেকে কোনোভাবেই আলাদা ছিলাম না, অবশ্য সেইসব ছেলেদের কথা আলাদা যাদের কাছে মেয়ে খুঁজে বের করাটা কঠিন হওয়ায় তারা ভেড়া আর ছাগলের খোঁজে পাহাড়ে যেত। ইবনে ইয়াকুব, তোমায় বিচলিত দেখাচ্ছে। নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ কর। তুমি আমার কাহিনি শুনতে চেয়েছ এবং আমি সেটা বলছি, কিন্তু কাহিনিটা আমি নিজের মতো করে বলতে চাই। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা একে-অপরকে প্রায়ই বলতাম যে, তুমি যদি ভেড়ার সাথে রমণ করো তাহলে তোমার লিঙ্গ মোটা আর পেষল হয়ে উঠবে, কিন্তু তুমি যদি ছাগলের সাথে রমণ করো তাহলে সেটা লম্বা আর শুকনো হবে!
'আমি বুঝতে পারছি এসব প্রসঙ্গ তোমার কাছে মোটেই প্রীতিকর মনে হয়নি, কিন্তু কায়রো আর দামেস্কের চেয়ে পাহাড়ের জীবন অনেক আলাদা। আমাদের

স্বতঃস্ফূর্ততাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আমাদের আচরণের ওপর নিয়মের বোঝা চাপিয়ে দেয়া এই বড় শহরগুলোর অন্যতম কাজ। পাহাড় অনেক স্বাধীন। আমাদের গ্রামের কাছেই তিনটা পাহাড় ছিল। আমরা সেখানে গিয়ে নিজেরা হারিয়ে যেতাম এবং মাটিতে আয়েশ করে শুয়ে সূর্যাস্ত দেখতাম এবং প্রকৃতিকে সুযোগ করে দিতাম আমাদের আচ্ছন্ন করতে।

'একদিন আমার জন্মদাতা পিতা, তোমাদের সুলতানের পিতামহ, গ্রামের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী একটা কাফেলা আক্রমণ করেন এবং লুঠ করে সব কিছু গ্রামে নিয়ে আসেন। তিনি যা কিছু লুঠ করেছিলেন তার ভেতর ছিল অল্প বয়সী ক্রীতদাসের একটা দল, আট, দশ আর বারো বছর বয়সী তিন ভাই আর তাদের সতেরো বছরের কিশোরী বোন।

'তারা ছিল আন্দালুসে অবস্থিত বার্গোস এলাকার ইহুদি। তারা দামেস্কের কাছে তাদের পরিবারের সাথে ভ্রমণ করছিল যখন বাউন্টি শিকারিরা তাদের বন্দি করে। তাদের বাবা, চাচা আর মাকে পথেই মেরে ফেলা হয় এবং তাদের সাথে যে স্বর্ণ ছিল সেটা ব্যবসায়ীরা আত্মসাৎ করে। বসরার দাস বাজারের বিক্রি করার জন্য বাচ্চাদের নিয়ে আসা হয়।

'মেয়েটার চোখের বিষণ্ণতার মতো আর কিছুই আমাকে আগে কখনো এতটা বিহ্বল করেনি, বা তারপরও কখনো করেনি। সে তার ভাইদের নিজের বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে নিজের নিয়তির জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তাদের কাপড় পরিয়ে ভদ্রস্থ করে, খাওয়ানো হয় এবং বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়। আমাদের সম্প্রদায় তাদের দত্তক নেয় এবং কুর্দি হিসেবেই ছেলেগুলো বড় হয় আর আমাদের অসংখ্য যুদ্ধে লড়াই করে। আর মেয়েটার ব্যাপারে, ইবনে ইয়াকুব, আমি আর কী বলব? আমি এখনো তাকে আমার সামনে দেখতে পাই: তার কোমর পর্যন্ত নেমে আসা ঘন কালো চুল, মরুভূমির বালুর মতো ধূসর তার মুখ, ফাঁদে আটকা পড়েছে বুঝতে পারা খরগোশের চোখের মতো বিষণ্ণ ছিল তার চোখ। মেয়েটা কিন্তু তারপরও হাসতে পারত এবং সে যখন হাসত তার সমস্ত মুখ তখন বদলে যেত আর তার কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য যাদের হত তাদের সবার হৃদয়কে সেই হাসি আলোকিত করে তুলত।

BanglaBook.org

'আমি প্রথম প্রথম দূর থেকে কেবল তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কিন্তু তারপর আমরা কথা বলা শুরু করি আর কিছু সময় অতিবাহিত হতে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হই। আমরা ঝর্ণার কাছে বসে থাকতাম, যেখানে সুগন্ধিযুক্ত পদ্মফুল ফোটে তার কাছে এবং পরস্পরকে গল্প শোনাতাম। সে প্রায়ই ডাকাতদের হাতে তার বাবা-মায়ের নিহত হবার ঘটনা মনে করে কাঁদতে শুরু করত। ইবনে ইয়াকুব, আমার কাছে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো না। আমি তাকে আমায় বিয়ে করতে অনুরোধ করি, কিন্তু সে কেবল মুচকি হেসে ব্যাপারটা এড়িয়ে যেত। সে বলত, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত

নেয়ার জন্য এত অল্প সময় যথেষ্ট নয়। সে বলত, কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া আগে তাকে মুক্ত হতে হবে। সে তার ভাইদের মানুষ করার কথা বলত। সে আমাকে ভালোবাসে এটা বলা ছাড়া আর সব কিছুই বলত।

'আমি জানতাম সে আমাকে পছন্দ করে কিন্তু তার এই এড়িয়ে যাওয়া আমায় বিরক্ত করত। আমি প্রায়ই নিরাসক্ত আর শীতল হয়ে যেতাম, সে যখন আমার কাছে এসে কথা বলতে চেষ্টা করত তাকে উপেক্ষা করতাম, সে যখন আমার জন্য আখরোটের শরবত নিয়ে আসত তাকে উপক্ষো করতাম। আমি তার চোখের দৃষ্টিতে আরেকটু সময়ের জন্য অনুনয় ফুটে উঠতে দেখতাম কিন্তু আমার নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন হতো না। আমার দিক থেকে বিষয়টা ছিল অহংকারে চোট পাওয়া, আর আমরা যারা পাহাড়ের মানুষ, প্রিয় অনুলেখক, আমাদের কাছে পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অহংকার।

'আমার সমস্ত বন্ধুরা বুঝতে পারে যে আমি তার বিষয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। তারা দেখতে পায় ভালোবাসায় আমি, চন্দ্রালোকিত রাতে আমরা বিশ্ব জয়ের কথা বলার সময় যেসব চরিত্র নিয়ে গান বাধতাম, সেইসব চরিত্রের মতো উন্মাদ হয়ে উঠছি। আমার বন্ধুরা আমাকে আর তাকে নিয়ে রসিকতা করতে শুরু করে। তাকে আঘাত করতে আর তার সংবেদনশীলতা এবং অনুভূতিকে বিব্রত করতে তাদের আচরণ আমায় আরো সংকল্পবদ্ধ করে তুলে।

'সে ছিল একটা নাজুক ফুলের মতো যাকে রক্ষা করতে আর যত্ন নিতে হবে, এই সামান্য বিষয়টা না বোঝার জন্য আমি কতবার যে এই আকাশ, এই পৃথিবী, আমার এই মোটা মাথা, এই কুৎসিত, বিকৃত দেহটাকে অভিশাপ দিয়েছি। আমার আবেগ তাকে ভীত করে তুলে। অচিরেই আমাকে দেখে তার আনন্দ বিষণ্নতায় বদলে যায়। আমি যখন তার দিকে এগিয়ে যেতাম তার মুখাবয়ব যন্ত্রণায় ভরে উঠত। সে দুঃখ জাগানিয়া পাখিতে পরিণত হয়। আমার যদিও তখন কেবল বিশ বছর বয়স, আমার মনে হতে আরম্ভ করে যে কোমল আর নাজুক যারা তাদের সবার জন্যই আমি মারাত্মক প্রাণনাশী।

'বন্ধু আমার, এসবই বহুদিন আগের ঘটনা, কিন্তু তুমি কি খেয়াল করেছ আমার হাত কীভাবে কাঁপছিল যখন আমি তার কথা বলছিলাম? আমার হৃদয়ে একটা শিহরণের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছি। আমি যদি মাটিতে ডুবে গিয়ে মরে যেতে পারতাম, আল্লাহ মেহেরবান হলে, সেই সময় আর বেশি দূরে নেই। তুমি কাহিনির শেষ শুনতে আমার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছ কিন্তু আমার মনে হয় না আমি আজ সেটা বলতে পারব। তোমায় এখন সত্যিই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। ইবনে ইয়াকুব, তোমার জন্যই আমি তাহলে কাহিনির শেষটা বলছি।

BanglaBook.org

'একদিন সন্ধ্যাবেলা, আমি একদল বন্ধুর সাথে খেজুর থেকে তৈরি সুরা, *তামর*, পান করছিলাম এবং সবাই মিলে গলা ছেড়ে *খামরিয়া* গাইছিলাম এবং সবাই ক্রমেই আরো বেশি করে মাতাল হয়ে পড়ছিলাম আর আমার ক্ষেত্রে অসুখী। সেটা ছিল সত্যিই গ্রীষ্মকালের উষ্ণ একটা রাত। সমস্ত আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছিল আর পানিতে ক্ষয়াটে চাঁদের দুর্বল আলো প্রতিফলিত হয়। আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে হাঁটতে হাঁটতে ঝর্ণার কিনারে চলে আসি যেখানে সে আর আমি দেখা করতাম আর কথা বলতাম। আমার প্রথমে মনে হয় আমি বুঝি তার উপস্থিতি কল্পনা করছি। কিন্তু আমার চোখ আমায় ফাঁকি দেয় না। সন্ধ্যার প্রচণ্ড গরমের কারণে সে তার পরনের সমস্ত কাপড় খুলে রেখেছে। নবজাতকের মতো নগ্ন দেহে সে দাঁড়িয়ে, ঝর্ণার পানিতে স্নান করছে। দৃশ্যটা দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। ইবনে ইয়াকুব, আমি টের পাই আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাচ্ছে। আমি সেই রাতে যা করেছিলাম আল্লাহ যেন সে জন্য আমায় কখনো মাফ না করেন।

'তুমি যে বিষয়টা আন্দাজ করতে পেরেছ তোমার চোখের আতঙ্কিত দৃষ্টি দেখে আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বন্ধু তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ। একটা পাশবিক উন্মত্ততা আমায় পেয়ে বসে যদিও অধিকাংশ পশুই একে-অপরের প্রতি দয়ালু। আমি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করি। সে কোনো চিৎকার করে না কিন্তু আমি কখনো তার চেহারায় ফুটে থাকা যুগপৎ ভয় আর বিস্ময়ের সেই দৃষ্টি ভুলব না। আমি তাকে সেই ঝর্ণার ধারেই রেখে মন্থর পায়ে হেঁটে গ্রামে ফিরে আসি। সে আর কখনো ফিরেনি। গ্রামের লোকজন কয়েক দিন পরে তার মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছিল। সে লজ্জায় নিজেকে পানিতে নিমজ্জিত করেছে। তুমি হয়তো ভাবছ যে আমার মতো পশু বিষয়টা সহজে ভুলে যাবে, আরেকজন নারীকে খুঁজে নিয়ে বিয়ে করবে আর সুন্দর সন্তানের জন্ম দেবে। কিন্তু তার মৃত্যুর ফলে হয়তো আমার ভেতরের পশুসত্তারও মৃত্যু হয়েছিল। আমার হৃদয় নিশ্চিতভাবেই মরে গিয়েছিল এবং আর্মেনিয়ার পাহাড়ের সেই ঝর্ণার ধারে সেটাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি একটা অমূল্য রত্ন আবিষ্কার করে আবার হারিয়ে ফেলেছি। আমি আর কখনো কোনো রমণীর দিকে আর তাকাইনি বা তাদের স্পর্শ করিনি। আমি সুরাও আমার জীবন থেকে বিসর্জন দিয়েছি। আল্লাহতালা তার নিজের মতো করে আমাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন।'

সাধি তার প্রতিটি গল্পের শেষে সচরাচর আমার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করে, আরো বিস্তারিত আলোচনা করে এবং আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমরা প্রায়ই গল্প শেষে এক পেয়ালা ঈষদুষ্ণ পানি বা খুবানি গুঁড়া মিশ্রিত দুধ নিজেদের ভেতরে ভাগ করে নেই কিন্তু আজ নয়। সে আজ মন্থর ভঙ্গিতে নিজের পায়ের ওপর নিজেকে দাঁড় করায় এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিদায় নেয়,

BanglaBook.org

সম্ভবত আপন মনে আমায় অভিশাপ দিচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিচারণে তাকে বাধ্য করার কারণে। সে বলেছে যে অতীত সব সময় ভঙ্গুর এবং সে হেঁটে যাবার সময় আমি যখন পেছন থেকে তার অপসৃয়মান অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকি আমি ভাবি সে তার নিজের ভেতর কীভাবে নিজের এই কথাগুলো প্রতীকায়িত করেছে।

আমি তার কাহিনি শুনে বিস্মিত হয়েছি। মেয়েদের জোর করা মোটেই অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার না কিন্তু সাধি সে জন্য নিজেকে যে শাস্তি দিয়েছে সেটা সত্যিই ব্যতিক্রম। এই বৃদ্ধ লোকটা যার সাথে আমি ইতিমধ্যে ভীষণ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি, আমার দৃষ্টিতে তার মর্যাদা এখন আরো বেড়ে যায়।

BanglaBook.org

ষোলো

# বিদ্বান ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে আমার সাক্ষাৎ আর তার অপূর্ব স্মৃতিশক্তি দেখে আমার বিস্ময়

আমি আমার স্বভাব অনুযায়ী, সুলতানের কাছ থেকে আমার ডাক আসার জন্য অপেক্ষা করার সময়টা প্রাসাদের গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি দেখতে প্রবেশ করি। আমি বিস্মিত হই, আজ আমায় ডাকতে যে লোকটা আসে তিনি আর কেউ নন, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আর মহান পণ্ডিত স্বয়ং ইমাদ আল-দ্বীন। তার বয়স যদিও প্রায় ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু তার চুল কিংবা দাড়িতে খুব একটা সাদা চুল চোখে পড়ে না। তিনি দারুণ লম্বা-চওড়া একজন মানুষ, আমার বা সুলতান আমাদের উভয়ের চেয়ে চোখে পড়ার মতো লম্বা। তার একটা পুস্তক, *খারিদাত আল-কাসর ওয়া-জ্বারিদাত আহল আল-আসর*, সমসাময়িক আরবি কবিতার ওপর আলোকপাতকারী একটা সংকলন, সদ্য প্রকাশিত হয়েছে, পাঠকমহলে দারুণ প্রশংসিতও হয়েছে।

তিনি সাধারণত দামেস্কে বাস করতেই পছন্দ করেন কিন্তু নতুন জিহাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে সুলতান তাকে কায়রো ডেকে পাঠিয়েছেন। ইমাদ আল-দ্বীনকে একজন দারুণ শৈলীনিষ্ঠ লেখক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তিনি যখন কোনো কবিতা আবৃত্তি করেন বা কোনো প্রবন্ধ পাঠ করেন, তার পাঠ প্রশংসাসূচক মন্তব্য বা বিস্ময়সূচক যতিচিহ্ন দ্বারা বিন্যস্ত থাকে। আমি তার রচনা দারুণ শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি ধর্মশাস্ত্রের সারল্য বেশি পছন্দ করি। ইমাদ আল-দ্বীনের রচনা কৌশল বড্ড অলংকারপ্রবণ, বাহুল্যযুক্ত, বড্ড কৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ততার দারুণ অভাব সেখানে, আমার খানিকটা সেকেলে রুচিবোধের সাথে খানিকটা অসংগতিপূর্ণ।

আমরা সারিবদ্ধ কক্ষের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় তিনি আমায় বলেন যে আমার সম্বন্ধে অনেক ভালো কথা তিনি শুনেছেন। তিনি আশা করেন, একদিন তার, সুলতানের ভাষ্যের আমার কৃত প্রতিলিপি পাঠ করার সময় হবে।

'ইবনে ইয়াকুব, আমি আশা করি আমাদের শাসকের শব্দ চয়ন তুমি যদিও লিপিবদ্ধ করছ তুমি তাদের পরিশীলিত করবে। সালাহ্ আল-দ্বীন, তার শাসন অনন্তকাল বজায় থাকুক, রচনাশৈলীর প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেন না।

BanglaBook.org

বন্ধু, সেটা কিন্তু তোমার দায়িত্বের ভেতর অন্তর্ভুক্ত। আমার সাহায্য যদি তোমার প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে জিজ্ঞেস করতে ইতস্তত করবে না।'

আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে এবং মাথা নেড়ে তার সহৃদয় প্রস্তাবকে স্বীকৃতি জানাই। আমি অন্তরে অন্তরে অবশ্য ক্রুদ্ধ হই। ইমাদ আল-দ্বীন একজন বড়মাপের পণ্ডিত। এ বিষয়ে অন্তত সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও সুলতানের একান্ত ব্যক্তিগত প্রকল্পের ব্যাপারে, যার দায়িত্ব অন্য কেউ না কেবল আমার ওপর বিশ্বাস করে অর্পণ করা হয়েছে, নিজের মর্জি চাপিয়ে দেয়ার তার কি অধিকার রয়েছে? আমরা সুলতানের কক্ষের সামনে পৌঁছে যাই কিন্তু সেখানে কেবল সাধি উপস্থিত রয়েছে।

'অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করেন আর অপেক্ষা করেন,' বৃদ্ধ লোকটা নিজের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে। 'হারেম থেকে সালাহ্ আল-দ্বীনকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। জামিলা মনে হয় কোনো ধরনের একটা ঝামেলা সৃষ্টি করেছে।'

কক্ষটার মাঝে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। ইমাদ আল-দ্বীনের সংযত উপস্থিতির মানে একটাই যে আমি জিজ্ঞেস করতে যাব না আর সাধিও নিজে থেকে জামিলা সম্বন্ধে কোনো তথ্য স্বেচ্ছায় জানাবে না। এটা সর্বজনবিদিত যে ইমাদ আল-দ্বীন মেয়েদের জন্য কোনো ধরনের আগ্রহবোধ করেন না। তার কাছে সত্যিকারের সন্তুষ্টি, বৌদ্ধিক এবং আবেগপ্রবণ, কেবল পুরুষদের কাছ থেকেই লাভ করা সম্ভব।

আমরা উভয়েই উত্তেজিত হয়ে আছি বুঝতে পেরেই যেন ইমাদ আল-দ্বীন কেশে নিজের গলা পরিষ্কার করেন, আমি যা ইঙ্গিত হিসেবে গ্রহণ করি যে তার মতো মাপের একজন মানুষের প্রাপ্য মনোযোগ তার প্রয়োজন। সাধি, বেশির ভাগ সময়ে মানুষকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অপারগ, কক্ষ থেকে বের হয়ে যাবার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আর জোরে বায়ু ত্যাগ করে, মহান পণ্ডিতের সাথে আমাকে একা রেখে যায়।

আমি আমার মস্তিষ্কে তোলপাড় করে এই কীর্তিমান আলেমের সাথে আলোচনা শুরু করার একটা উপায় খোঁজার চেষ্টা করার সময়, আমি কেমন বিব্রত আর ভয় ভয় অনুভব করি। ইমাদ আল-দ্বীন সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি কোনো কিছু কেবল একবার দেখলে বা শুনলে সেটা আর জীবনে কখনো ভোলেন না। তাকে কেউ যদি বহু বছর আগে একটা গল্প বলে এবং ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে তার উপস্থিতিতে সেটা আবার পুনরাবৃত্তি করা শুরু করে তাহলে মূল ভাষ্য তিনি এত নিখুঁতভাবে স্মরণ করতে পারেন যে, দুটো ভাষ্যের ভেতর সাথে সাথে অমিল চিহ্নিত করে, গল্পের কথককে ভীষণ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেন।

তিনি একটা নির্দিষ্ট ঘটনা দিনে বা রাতের কোনো সময়ে সংঘটিত হয়েছে কেবল সেটাই মনে রাখতে পারেন না সেই সাথে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাও তার মনে থাকে। সুলতান তাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন কীভাবে তিনি এত

কিছু মনে রাখতে পারেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, তার পদ্ধতি হলো প্রথমে খুঁটিনাটি বর্ণনা যেমন সেই গাছটা শ্রোতারা যার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল যখন গল্পটা বলা হয়, বা তারা নৌকা নিয়ে যেখানে যাচ্ছিল, সমুদ্রের তীর এবং দিনের বিশেষ সময়টা মনে করা: বাকিটুকু তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বেশ কয়েক মাস পূর্বে এই আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু বিষয়টা লিপিবদ্ধ করতে পারিনি। আমি ইমাদ আল-দ্বীনের কথা বলার ভঙ্গি এবং তার কোমল, প্ররোচক কণ্ঠস্বর দ্বারা এতটাই অভিভূত হয়ে পড়ি যে আমি বাকি সব কিছু ভুলে যাই।

'বিজ্ঞ আলেম, আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন এটা বলা হয় যে, সুলতানের মহাফেজখানায় সচিবের দায়িত্ব গ্রহণের কোনো অভিপ্রায় আপনার ছিল না, বরং আপনি লেখার বিষয়ে আপনার মূল্যবান ক্ষমতা নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। এমন একটা ধারণা কি যথাযথ?'

তিনি শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, আমায় কীটপতঙ্গের মতো নগণ্য বোধ করতে বাধ্য করেন। আমি কথা বলার জন্য নিজেকে অভিশাপ দিই কিন্তু তার পরিচিত কণ্ঠস্বর আমায় আশ্বাস জোগায়।

'না। এটা একেবারেই যথার্থ নয়। কায়রোয় আল-ফাদিল কর্তৃক প্রণীত চিঠি আর দলিলপত্র আমি যখন পর্যালোচনা করি, আমি বুঝতে পারি যে দামেস্কে থেকেও আমরা একই কাজ করতে পারব। আমি ভেবেছিলাম কাজ হয়তো কঠিন হবে, কিন্তু আমাকে আল্লাহতালা সাহায্য করেছেন। আমি রাষ্ট্রের চিঠি লেখার পুরাতন সব পন্থা বাতিল করে দিয়ে নিজের সম্পূর্ণ নতুন একটা রীতি সৃষ্টি করি। আমার প্রিয় যুবক, পারস্যের সুলতান এমনকি রোমের পোপের মতো শাসককে পর্যন্ত এই বিষয়টা বিস্মিত করেছে। আমাদের মরহুম সুলতান নূর আল-দ্বীন, আল্লাহতালা তার আত্মাকে বেহেশত নসিব করুন, আমার কাজে এতটাই প্রীত হন যে তিনি আমাকে *মুসরিফ* হিসেবে নিয়োগ করেন। আমি এখন রাষ্ট্রের সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্বে আছি। অনেক মানুষ এতে বিরক্ত হয়েছে, যারা মনে করে যে আমাকে তাদের মাথার ওপর পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তারা আমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে চেষ্টা করেছে।

'আমার একটা ঘটনার কথা মনে আছে। একজন বিশেষ বার্তাবহ বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে নূর আল-দ্বীনের জন্য একটা বার্তা নিয়ে আসে। এই বিশেষ বার্তাবহকে স্বাগত জানাতে আমার হীনম্মন্য শত্রুরা আমাকে আমন্ত্রণ করে না। বৃদ্ধ সুলতান ঠিকই আমার অনুপস্থিতি খেয়াল করেন। তিনি পুরো প্রক্রিয়াটা স্থগিত করে রাখেন যতক্ষণ না আমি সেখানে এসে পৌঁছাই। সুলতান বার্তাটা পাঠ করার জন্য আমার হাতে তুলে দেন, কিন্তু আল-কিসারিনি, সেদিন উজিরের পরিবর্তে যে দায়িত্ব পালন করছিলেন, আমার হাত থেকে বার্তাটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেন। আমি তাকে প্রশ্রয় দিই, কিন্তু তার বার্তা পাঠ করার পুরোটা সময় আমি তার ভুল শুধরে দিই এবং সে যখনই মনোযোগ

BanglaBook.org

হারিয়েছে তাকে সঠিকপথে চালিত করেছি। আমার মনে আছে পরবর্তীতে, আমি আর সুলতান যখন একা ছিলাম, নূর আল-দ্বীন বার্তা পাঠের সময়কার ঘটনায় হেসেছিলেন এবং তিনি সেই সুলতান যিনি কদাচিৎ রসিকতা উপভোগ করার মতো সময় পেতেন। তিনি সেদিন হেসেছিলেন আর আমার কূটনৈতিক দক্ষতার তারিফ করেছিলেন।'

তিনি আরো কিছু বলতেন যখন আমাদের আলোচনা সুলতানের প্রবেশের কারণে বিঘ্নিত হয়। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে তাকে সম্মান জানাই, কিন্তু সালাহ্ আল-দ্বীন তার বিজ্ঞ আলেম ইমাদ আল-দ্বীনের কাঁধ নিচের দিকে চেপে রেখে তাকে উঠে দাঁড়াতে বাধা দেন।

'ইবনে ইয়াকুবকে আপনি তালিম দিচ্ছিলেন?'

'না হুজুর। আমি না। আমি কেবল আমার নিজের অতীত সম্বন্ধে প্রচলিত একটা ঐতিহাসিক ভুল ধারণা শুধরে দিতে চেষ্টা করছিলাম।'

সুলতান মুচকি হাসেন।

'ইমাদ আল-দ্বীন, আপনার মোটেই উচিত হবে না নিজের স্মৃতিশক্তিকে ক্লান্ত করে ফেলা। আমি প্রায়ই আপনার স্মৃতিশক্তির প্রয়োজনীয়তা খুব অনুভব করি। আমরা যে যুদ্ধ অবতীর্ণ হতে চলেছি সেই যুদ্ধের জন্য আপনাকে তৈরি অবস্থায় আমার প্রয়োজন হবে। যুদ্ধে আমার শহীদ হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। জিহাদের সমস্ত আর প্রতিটি খুঁটিনাটি অনুষঙ্গ আপনিই কেবল স্মরণ করতে এবং বিশ্বাসীদের এই চেতনায় উজ্জীবিত করার বিষয়টা নিশ্চিত করতে পারবেন।'

BanglaBook.org

বিজ্ঞ সচিব মাথা নত করে এবং সুলতান তাকে চলে যাবার জন্য ইঙ্গিত করেন। আমরা ছাড়া আর সবাই কক্ষ থেকে বিদায় নেয়ার পরেই তিনি কথা বলতে শুরু করেন।

'তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি সুলতানা জামিলার এবং তার তীক্ষ্ণ ধীশক্তির প্রশংসা করি। আমি কিন্তু তারপরও প্রায়ই চিন্তা করি তার মতো এমন দক্ষ একজন মহিলা কীভাবে এতটা ঝামেলার জন্ম দিতে পারে। সে আর হালিমা অন্য সব রমণীদের অধিকাংশের কাছ থেকে নিজেদের যে পৃথক করে নিয়েছে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায়। জামিলার সাথে ছয় কি সাতজন মহিলার একটা দল রয়েছে এবং সে তাদের পড়ায় এবং তার নিজের মতো করে তাদের তালিম দেয়। জামিলা কিংবা হালিমার কেউই যেহেতু সেইসব রমণীর প্রতি, যারা তাদের মননের চর্চা করতে পুরোপুরি অস্বীকার করে জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে চায় তাদের প্রতি নিজেদের ক্ষোভ গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না, বিষয়টা উত্তেজনা আর বৈরিতার জন্ম দেয়। তারা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ এবং কেবলই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য বেঁচে থাকে। তারা ইবনে রুশদের দর্শন কিংবা জিহাদ কোনো কিছু নিয়েই বিন্দুমাত্র আগ্রহী না। জামিলা এ কারণে তাদের শাস্তি দিতে চায়। আমি তাই বাধ্য হয়ে তাকে তিরস্কার করেছি এবং অনুরোধ

করেছি যে অন্যদের ওপর সে যেন নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে না দেয়। সে তার আদেশ অন্যদের সামনে মেনে নেয় কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছায়। আমি এরপরই সেখান থেকে চলে এসেছি কিন্তু ইবনে ইয়াকুব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই সে তোমার কান আর মন দুটোই নিজের পছন্দ অনুযায়ী আনত করতে চেষ্টা করবে। এই মেয়ে পরাজয় কখনো মেনে নেবে না। আজ আমার আর শ্রুতলিপি দেয়ার মানসিকতা নেই। আমরা আগামীকাল আবার কথা বলব।

'তুমি যাবার সময় কি সাধিকে অনুগ্রহ করে বলবে যে ইমাদ আল-দ্বীন, আল-ফাদিল এবং কারা কুশকে আমার কক্ষে প্রেরণ করে? তোমাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। আগামী কয়েক দিনের ভেতর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।'

আমাকে বিদায় নিতে বলায় মনটা খারাপ হয়ে যায় এবং প্রথমবারের মতো আমি মনের কথা প্রকাশ করি।

'মহামান্য সুলতানের ইচ্ছা অনুযায়ীই আমি কাজ করব কিন্তু এটা মনে হয় অনেক বেশি যুক্তিসংগত হতো যদি আমিও উপস্থিত থাকতাম। আমিই সেই লোক, যাকে সুলতানের স্মৃতিকথা লেখার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আমি কথা বলা থেকে বিরত থাকব এবং সব কিছু লিপিবদ্ধ করব, আর শ্রুতিলেখের বস্তুনিষ্ঠতা কাজিসাহেব যাচাই করতে পারবেন।'

তার প্রিয় ঘোড়া তাকে পর্যান থেকে ছিটকে ফেললে তিনি যেমন আমোদিত হতেন তাকে ঠিক তেমনই দেখায়।

'ইবনে ইয়াকুব, কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলো অনুচ্চারিত থাকাই শ্রেয়। তুমি মোটেই ভেব না যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার আগে তোমায় যখন আমি চলে যেতে বলেছি তোমার অস্বস্তি আমি খেয়াল করিনি। আমাদের নিরাপত্তার মতোই তোমার সুরক্ষাও বিষয়টার সাথে জড়িত। আমার সমস্ত শত্রুরা জানে যে তোমার সাথে আমার প্রতিদিন দেখা হয়। তারা একইসাথে অবগত আছে যে জিহাদের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য আমরা যখন আমাদের কৌশল নির্ধারণ করি তখন তোমাকে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

'এই প্রাসাদের কোনো বিষয়ই গোপন থাকে না। হারেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব কথাই পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে গুজব দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এটা যদি ছড়িয়ে পড়ে যে তুমি রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাধর অন্তর পরিষদের হিস্যা, তোমার প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। তোমাকে এ কারণেই যেতে বলা হয়েছে। আজ রাতের বৈঠক অবশ্য কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই ডাকা হয়েছে। তুমি আজ রাতে তাই দূরে বসে থেকে পুরো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে আর সব কিছু লিপিবদ্ধ করতে পার কিন্তু আল-ফাদিল নয় বরং ইমাদ আল-দ্বীন যিনি তোমার শ্রুতিলেখের যথার্থতা যাচাই করবেন। তার সব কিছু মনে থাকবে।'

BanglaBook.org

আমি কক্ষ থেকে বিদায় নেয়ার সময় মাথা নত করি নিজের কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করতে। আমি তার সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করার সাহস দেখাতে পেরেছি বলে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি এবং কোনো অজানা কারণে, এই ক্ষুদ্র নগণ্য বিজয় আমায় বিপুল আনন্দ প্রদান করে। আমি কক্ষের বাইরে সাধিকে দেখতে পাই এবং সুলতানের আদেশ সম্বন্ধে তাকে অবহিত করি। সে একজন বার্তাবাহককে ডেকে পাঠায় উল্লেখিত তিনজন ব্যক্তিকে অবগত করতে যেকোনো বিলম্ব ছাড়াই তারা যেন প্রাসাদে ফিরে আসে। সে তারপর আমার দিকে ঘুরে তাকায়।

'মহান ইমাদ আল-দ্বীন, আমাদের শ্রেষ্ঠ আলেমকে তোমার কেমন মনে হয়েছে?'

'আমার তার সম্বন্ধে ধারণা অনেক উচ্চকোটির কিন্তু সম্ভবত তিনি নিজেকে যতটা মনে করেন ততটা নয়।'

সাধি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

'বান্দির বাচ্চা ওই আল-ওয়াহরানি তার প্রেমিক আর তাকে নিয়ে একটা নতুন গান রচনা করেছে।'

'তার প্রেমিক কে?'

'কোঁকড়ানো চুলের সেই সুন্দর দেখতে ছেলেটা। সেই গায়ক। আমি কার কথা বলছি তুমি বুঝতে পেরেছ? আমার যতটা মনে পড়ে তার নাম আল-মুরতাদা। হ্যাঁ, সেটাই তার নাম। যাই হোক, গানটা অনেকটা এমন শুনতে:

*'আমাদের মহান সাধক ইমাদ আল-দ্বীন জানেন*
*যে তার প্রিয় পাণ্ডুলিপি আল-মুরতাদাকে*
*কিন্তু আবরণের বাহুল্যবিহীন।*
*তারা সারমেয়সম লাম্পট্যেরত, উভয়েই তারা চারপায়ে নত,*
*এবং বেশ্যা আর বান্দির বেটির নাভিমূল থেকে তাদের আকণ্ঠ সুরা পান।'*

BanglaBook.org

আমরা যখন রসিকতাটা উপভোগ করছি এমন সময় কাজি আল-ফাদিলের সাথে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে ইমাদ আল-দ্বীন আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। আমি তাকে দেখে সাথে সাথে নিজেকে সংযত করি, কিন্তু সাধি ততক্ষণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তার দুই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে নামা পর্যন্ত সে হাসতে থাকে। আমি তাকে সেখানে সেই অবস্থাতেই রেখে সুলতানের কক্ষের উদ্দেশে আমি আলাপরত দুজনকে অনুসরণ করি। আমি তার পেছনে বিশ্বস্ত কারা কুশের মৃদু পায়ের শব্দ শুনতে পাই। আমি তার আসার জন্য অপেক্ষা করি এবং আমরা সবাই একসাথে সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করি।

গত কয়েক দিন ধরেই আলোচনা চলছে বোঝা যায়। সুলতানের দামেস্কর উদ্দেশে প্রস্থানের সময় নির্ধারণ মূল আলোচ্য বিষয়। কায়রোসহ দেশের

অধিকাংশ এলাকায় শান্তি বিরাজ করায় এটা মনে করা হচ্ছে যে এখনই সুলতানের দামেস্ক ফিরে যাবার উপযুক্ত সময়, যেখানে আরো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি রয়েছে যার প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

ইমাদ আল-দ্বীন অবহিত করেন যে, দামেস্কর দায়িত্বে নিয়োজিত সালাহ্ আল-দ্বীনের ভাস্তে ফাররুখ শাহ, একজন দক্ষ প্রশাসক না। তার রুচি অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সে সামগ্রিকভাবে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে অস্বীকার করে এবং এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা রাজকোষের আকার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। ইমাদ আল-দ্বীন কায়রো থেকে দামেস্কে দরবারের স্থানান্তরের পক্ষে জোরালভাবে যুক্তি উপস্থাপন করে।

কারা কুশ তার বক্তব্য খণ্ডনের চেষ্টা করে কিন্তু তার প্রয়াস খুব একটা প্রত্যয়জনক মনে হয় না। নিজের বক্তব্যে স্বপক্ষে কোনো জোরাল যুক্তি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে সে সুলতানের গুণগান গাইতে শুরু করে, বোঝাতে চেষ্টা করে সুলতানের প্রশান্ত উদার উপস্থিতি ব্যতিরেকে তার আশঙ্কা দেশের পরিস্থিতি হয়তো খারাপের দিকে যাবে।

সুলতান এই ধরনের মন্তব্যে বিরক্ত বোধ করেন। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তার দেওয়ানকে তিরস্কার করে, সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের একমাত্র ভিত্তি: সিদ্ধান্তটা কি আল-কুদস দখল আর শত্রুর পরাজয়কে ত্বরান্বিত করবে? তিনি অন্য আর কোনো মানদণ্ড সমর্থন করতে রাজি নন।

আল-ফাদিল তখন আলোচনায় যোগ দেয়। সে ব্যাখ্যা করে যে সুলতানের পর্যালোচনার মাপকাঠি যদি কেবল একটাই হয় তাহলে দামেস্কে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আল-কুদস কোনোভাবেই কায়রোকে অভিযানের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহার করে দখল করা সম্ভব নয়। সে একই সাথে এখানে সুলতানের অনুপস্থিতিতে কী ঘটতে পারে সে নিয়ে নিজের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করে।

সালাহ্ আল-দ্বীন কিছুক্ষণ তাদের কথা বলার সুযোগ দেন, হাতের ইশারায় তাদের কথা বলার মাঝে বাধা দেয়ার আগে।

'আমার মনে হয় দামেস্ক আর শামের অন্যান্য শহরকে শক্তিশালী করার যুক্তি অখণ্ডনীয়। আমরা যদি আল-কুদস দখল করতে চাই তাহলে সবার আগে আমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আমার অন্যান্য শহরগুলো উপযুক্ত লোকের অধীনে রয়েছে। বিশ্বাসীরা আমাদের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না আমরা সেই আশা করতে পারি না বা বিষয়টাকে ভাগ্যের হাতেও ছেড়ে দিতে পারি না। আমি আমার জনগণকে একটা কথা সব সময় বলি, আমাদের ধর্মবিশ্বাসের এটা সবচেয়ে বড় অভিশাপ। আমরা আজ থেকে ঠিক দশ দিন পরে রওনা দেব। ইবনে ইয়াকুব, তুমি তোমার স্ত্রী আর কন্যাদের নিয়ে আমাদের সাথে দামেস্কে আসছ কারণ একমাত্র আল্লাহতালাই বলতে পারেন আমাদের কত দিন বাইরে থাকতে হবে।

'আমরা আমাদের আরাধ্য কাজ, আল্লাহ সহায় থাকলে, সম্পন্ন করেই কেবল কায়রো ফিরে আসব তার আগে নয়। এই শহরটা আমি পছন্দ করি। এখানের অনেক সুখকর স্মৃতি সযত্নে স্মৃতির মণিকোঠায় সংরক্ষিত রয়েছে।

'কারা কুশ, আপনার কাজ হবে আমি ফিরে আসার আগেই নগরদুর্গের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবার বিষয়টা তদারকি করা। আমি ফিরে এসে সেখানেই অবস্থান করব। আপনি অবশ্যই জানেন এসব পুরনো প্রাসাদের প্রতি আমার খুব একটা অনুরাগ নেই।'

ইমাদ আল-দ্বীনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলেও সেখানে উপস্থিত অন্য সবাই মুচকি হাসে এবং সে যখন কথা বলতে উঠে দাঁড়ায় তার কণ্ঠে স্পষ্টতই ক্রোধের আভাস টের পাওয়া যায়।

'আমরা সবাই জানি আপনি নগরদুর্গে শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন। আমার প্রিয় সুলতান, আমি কিন্তু তারপরও অনুরোধ করব কারা কুশকে আপনার উচিত কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রের মাঝে রাখা। সে প্রাসাদের গ্রন্থাগারের সমস্ত পাণ্ডুলিপি বিক্রি করতেই বেশি ব্যস্ত। পাণ্ডুলিপিগুলো যেসব মূর্খের দল কিনছে তারা এতটাই অপোগণ্ড যে বিষয়বস্তুর পরিবর্তে কলেবর বিবেচনা করছে। আমি অবগত আছি যে কারা কুশ শিক্ষার ব্যাপারে অবজ্ঞা পোষণ করে, কিন্তু সে যা বিক্রি করছে সেটা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। আমাদের প্রাসাদের গ্রন্থাগারেই কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞান আর দর্শনের ওপর সবচেয়ে সম্পূর্ণ সংগ্রহ রয়েছে এবং...'

সে তার বক্তব্য শেষ করার আগেই সুলতান তাকে থামিয়ে দেন।

'কারা কুশ! আমার বিষয়টা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। আপনি কি আর কোনো পাণ্ডুলিপি বিক্রির আগে অনুগ্রহ করে ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে পরামর্শ করার ব্যাপারটা নিশ্চিত করবেন।'

কারা কুশ আদেশ স্বীকার করে মাথা নাড়ে।

'আরো একটা বিষয়। তুলুজের বার্ট্রান্ড তার স্বদেশে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। তিনি সেখান থেকে আমাদের সাহায্য করবেন এবং ফ্রানজ নেতাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের অবগত করবেন। আমি তাকে বাণিজ্যিক কোনো জাহাজে নিরাপদ যাত্রা আর দেহরক্ষী প্রদান করতে চাই। তার যা প্রয়োজন তাকে সেটা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। আল-ফাদিল, আপনি নিজে কি এই বিষয়টা তদারক করবেন? আমি চাই এই বিধর্মী যোদ্ধা নিরাপদে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাক।'

কাজিসাহেব আদেশ মেনে নেন এবং সালাহ আল-দ্বীন জোরে হাততালি দেন। তিনজন পরিচারক, সুলতানের কক্ষের বাইরে স্থায়ীভাবে মোতায়েন থাকার কারণে যাদের চেহারা আমার পরিচিত, ভেতরে প্রবেশ করে আর টেবিলে খাবার সাজাতে শুরু করে। আমি মনে মনে যা আশঙ্কা করছিলাম তারা ঠিক সে রকমই মসলাবিহীন খাবার পরিবেশন করে। আমি যেমন ধারণা করেছিলাম

BanglaBook.org

রুটি আর সাথে তিন পদের ডাল। ইমাদ আল-দ্বীনের উপস্থিতির জন্য, যার ভোজনরসিকতার কথা সুবিদিত, বিশেষ কোনো রেয়াত দেয়া হয় না। তার ভোজসভায় একাধিক পদ পরিবেশিত হয় এবং সব সময় একটা নতুন পদ থাকে, যা তার আমন্ত্রিত অতিথিদের বিস্ময়ে হতবাক করে রাখে। আমি আমাদের সবচেয়ে বিখ্যাত জীবিত ঐতিহাসিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তার মুখে ন্যূনতম আবেগের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় না। সে আমাদের সবার মতো সুলতানকে অনুসরণ করে এবং ডালে নিজের রুটির টুকরো ভিজিয়ে নেয়। সুলতান নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'ইমাদ আল-দ্বীন, এই মামুলি আহার কি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

উত্তর হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু মহান লোকটা তার কৃতজ্ঞতা আর পছন্দ প্রকাশ করতে নিজের হৃদয়ে হাত রাখে। আমরা সুলতানের কক্ষ ত্যাগ করার পরেই কেবল আল-ফাদিলের কানে আমি তাকে ফিসফিস করে বলতে শুনি:

'কোনো লোকের যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার করা আশু প্রয়োজন হয় তাহলে তার সালাহ আল-দ্বীনের সাথে আহার করা উচিত।'

BanglaBook.org

সতেরো

## আমি অপ্রত্যাশিতভাবে হাভেলিতে পৌঁছে ইবনে মায়মুনকে আমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পাই

প্রাসাদে আমার জন্য একটা কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং সাধারণত, মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হলে আমি হাভেলিতে ফিরে যাওয়া নিয়ে বিব্রতবোধ করতাম না। সেদিনও মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সুলতানের সাথে বৈঠকের কারণে আল-ফাদিলকে যদি ইবনে মায়মুনের সাথে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার কারণে রাগে বিড়বিড় করতে না শুনতাম, আমি হয়তো সে রাতে প্রাসাদেই থেকে যেতাম। আমি বরং উল্টো পথে আমার হাভেলির দিকে হাঁটতে শুরু করি। ইবনে মায়মুনের সাথে অনেক দিন আমার দেখা হয়নি এবং আমরা সবাই যে সপরিবারে দামেস্ক বসবাস করতে যাচ্ছি সেটা র‍্যাচেলকে বলার সময় আমি চাই তিনি সেখানে উপস্থিত থাকুন।

আমি যখন আমার হাভেলির ভেতরের আঙিনায় প্রবেশ করে তখনো সেখানে মশাল জ্বলতে দেখে বিস্মিত হই। আমার পরিবারের লোকজন বা অতিথি কারো ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাবার অভিপ্রায়ে, আমি নীরবে ভেতরে প্রবেশ করি। পাঠক আমার বিস্ময়ের মাত্রাটা একবার অনুভব করার চেষ্টা করেন যখন গম্বুজবিশিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করে ইবনে মায়মুনকে চিত হয়ে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখি তার আলখাল্লার নিম্নাংশ পেটের ওপর পর্যন্ত তুলে এবং মুখ ঢেকে রেখেছে আর আমার র‍্যাচেল, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী র‍্যাচেল তার ওপরে দু'পাশে দু'পা দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় এমন ভঙ্গিতে ওঠানামা করছে যেন ভোরবেলা পোষা টাট্টুঘোড়া নিয়ে হাওয়া খেতে বের হয়েছে। তার পুরো দেহে একটা সুতা নেই, তার সুডৌল স্তনযুগল দেহের বাকি অংশের সাথে ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে ওঠানামা করছে। আমি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। ক্রোধ, লজ্জা আর ভয় মিলেমিশে আমায় হতভম্ব করে ফেলে। আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এটা কি কোনো ধরনের অপচ্ছায়া? একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন? আমি কি এখনো আমার প্রাসাদের কক্ষে ঘুমিয়ে আছি?

আমি কক্ষের অন্ধকারতম কোণে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে লাম্পট্যের লীলাখেলা অবলোকন করি। তারপর একটা সময় আমি গলা খাকারি দিই। র‍্যাচেল প্রথম আমায় দেখতে পেয়ে, এমনভাবে চিৎকার করে ওঠে, যেন সে খোদ শয়তানকে

BanglaBook.org

সামনে দেখতে পেয়েছে এবং দৌড়ে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। আমি আমাদের বিখ্যাত দার্শনিকের দিকে এগিয়ে যেতে তিনি কোনো মতে নিজের উদ্ধত পৌরুষকে আবৃত করেন।

'ইবনে মায়মুন, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। র‍্যাচেল কি আপনাকে ঠিকমতো আপ্যায়ন করেছে? আপনি কি আপনার *বিস্মিতের সহয়িকা* থেকে বিশেষ কোনো অনুচ্ছেদ কেবল তার সুবিধার জন্য প্রতিপাদন করছিলেন?'

তিনি কোনো কথা না বলে উঠে বসেন এবং হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকেন। আমাদের কেউই দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকি। অবশেষে তিনি জড়ানো কণ্ঠে কোনো মতে দুঃখপ্রকাশ করেন।

'ইবনে ইয়াকুব, আমাকে মার্জনা করবে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি। এটা এমন একটা নীতি ভ্রষ্টতা যার জন্য আমার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। আমি এর বেশি আর কী বলতে পারি?'

'সম্ভবত,' আমি শীতল কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আমার উচিত আপনার অণ্ডকোষ দুটির দেহবিচ্যুতি ঘটানো। তাহলে হয়তো কেবল শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠিত হবে, নয় কি?'

'ইবনে ইয়াকুব, আমাদের কেউই পতনপ্রবণতার উর্ধ্বে নয়। আমরা কেবল নগণ্য মানুষ। তুমি কি হালিমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতে যদি সে তোমায় তার শয্যাসঙ্গিনী হতে আহ্বান করত?'

আমি তার ধৃষ্টতা দেখে ক্রুদ্ধ হই, চমকে উঠি। আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার আগেই, আমি সামনে অগ্রসর হয়ে তার মুখের দাড়ি চেপে ধরে সপাটে তার গালে চড় বসিয়ে দিই, প্রথমে এক গালে তারপর অন্য গালে। লোকটা কাঁদতে শুরু করে। আমি কক্ষ থেকে বের হয়ে আসি।

আমি যখন ভেতর প্রবেশ করি, র‍্যাচেল জাজিমের ওপর বসে গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে রেখেছে। সে লজ্জায় আমার চোখের দিকে তাকাতে পারে না। আমি রাগে কোনো কথা খুঁজে পাই না। আমি কোনো কথা না বলে, একটা কম্বল তুলে নিয়ে কক্ষ থেকে বের হয়ে যাই। আমি আমার কন্যার শোবার ঘরে প্রবেশ করে মাটিতে তার জাজিমের পাশে শুয়ে পড়ি। সেই রাত বা পরবর্তী রাতগুলো আমার নির্ঘুম অতিবাহিত হয়।

র‍্যাচেল পুরো দুই দিন ক্রমাগতভাবে কেঁদে চলে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে থাকে। আমি বিস্মিত হই নিজেকে তাকে ক্ষমা করতে দেখে, কিন্তু আমি এটাও জানি যে, আমি চাই না সে আমার সাথে দামেস্কে যাক। আমি তাকে কেবল বলি যে, সুলতান আমায় তার সাথে যেতে বলেছেন এবং আমি অনির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য বাইরে অবস্থান করব। সে মাথা নাড়ে। আমি অবশেষে ইবনে মায়মুনের ওপর তাকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখার পর থেকে যে প্রশ্নটা আমায় অনবরত খুঁচিয়ে চলেছে সেটা তাকে করি।

'এটাই কি প্রথমবার? সত্যি কথা বলো বেশ্যা রমণী!'

BanglaBook.org

সে মাথা নাড়ে এবং ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

'আপনাকে পুত্রসন্তান উপহার দিতে না পারায় আপনি আমাকে কখনো ক্ষমা করেননি। এটা কি আমার দোষ যে আমাদের মেয়ের জন্ম হবার পরে আমি পুনরায় গর্ভধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছি? আপনি সুলতান এবং প্রাসাদের জীবনের মোহে আমায় পরিত্যাগ করেছেন। ইবনে মায়মুন আমার একমাত্র নির্ভরতার উৎসে পরিণত হয়। আমি নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম। আপনি কি বুঝতে পারছেন না?'

আমি ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠি। আমার ঠোঁটে কোনো উত্তর শব্দ হয়ে একত্র হতে পারে না। আমার ভেতর একটা অন্ধ ক্রোধ উথলে ওঠে এবং আমি যদি তখন কক্ষ থেকে বের হয়ে না আসতাম, আমি তাকে উত্তম-মধ্যম বেশ কয়েক ঘা দিয়ে বসতাম। আমি টলতে টলতে রসুইঘরে দিকে যাই এবং নিজেকে শান্ত করতে এবং নিজের আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে দুই গ্লাস পানি পান করি। তারপর, মনে পড়ে যে এটা একজন লোকের ক্রোধ প্রশমিত করতে ইবনে মায়মুনের নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র, আমি গ্লাসটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে গুঁড়িয়ে দিই।

আমি যাত্রার জন্য পরবর্তী সপ্তাহে প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় তার সাথে কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকি। আমি প্রথম দিকে প্রতিশোধ নিতে চাইতাম। কাজিসাহেবের কাছে অভিযোগ করার কথাও আমার মনে হয়েছে। র‍্যাচেলকে ব্যভিচারের দায়ে দোষী করতে এবং ইবনে মায়মুনকে তার সহযোগী প্রমাণ করতে আমার ইচ্ছা করে। আমার মনে এসব চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমি অপরাধী যুগলকে হত্যা করতে কয়েকজন লোক ভাড়া করার বিষয়টাও বিবেচনা করি। আমি তারপর শান্ত হই। এটা একটা অদ্ভুত বিষয়, এ ধরনের আবেগ কতটা পরিবর্তনশীল হতে পারে এবং কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে কীভাবে ক্রোধ, ঈর্ষা আর প্রতিশোধস্পৃহার উত্থান-পতন ঘটে।

আমি আমার বারো বছরের মেয়ে মরিয়মকে, যাকে যদি সত্যি কথা বলতে হয়, আমি তাকে বড্ড বেশি অবহেলা করেছি, স্নেহপূর্ণ বিদায় জানাই। আমার স্নেহের সহসা এমন প্রকাশে মেয়েটা বিস্মিত হয়, সে আমাকে পাল্টা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকে। আমি গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সে ঠিক তার মায়ের মতো একজন সুন্দরী তরুণীতে পরিণত হতে চলেছে। তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য স্পষ্ট দৃশ্যমান। আমি কেবল এটাই আশা করতে পারি যে, আর দুই কি এক বছরের ভেতরে সে একজন উপযুক্ত স্বামী খুঁজে পাবে।

কায়রোতে এটা ছিল আমার শেষ রাত্রি। আমি আমার নীরবতা ভঙ্গ করি। আমি আর র‍্যাচেল পাশাপাশি বসে অর্ধেক রাত পর্যন্ত কথা বলি। আমরা অতীতের কথা বলি। আমাদের পরস্পরের জন্য আমাদের ভালোবাসার কথা বলি। মরিয়মের জন্ম হবার দিনটির কথা বলি। আমাদের হাভেলির আঙিনায় অনুরণিত হওয়া হাসির কথা বলি। আমাদের বন্ধুদের কথা বলি। আমরা কথা বলতে বলতে পুনরায় পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হই। আমার নিজের কাজের চেয়ে একজন সুলতানের প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দেয়ার জন্য সে আমাকে তিরস্কার করে। আমি তার সমালোচনার ন্যয্যতা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যাখ্যা

করে বোঝাই কীভাবে প্রাসাদে আমার জীবন-যাপনের মাধ্যমে আমার নিজস্ব দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। সে আমায় সব সময় বড্ড বেশি আসনাশ্রিত জীবন-যাপনের জন্য অভিযুক্ত করত। সেই আমি এখন ভ্রমণ করতে চলেছি। সে মুচকি হাসে এবং তার চোখের মণিতে একটা বিশেষ মাত্রার অনুনয় ফুটে ওঠে। আমার হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিই সুলতান কর্তৃক জেরুজালেম একবার অধিকৃত হলে আমি তাকে আর মরিয়মকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাব। আমরা বন্ধু হিসেবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই।

সুলতানের কায়রো থেকে নিষ্ক্রমণ সাধারণ মানুষের আবেগের একটা প্রকাশ্য প্রদর্শনের উপলক্ষে পরিণত হতে তিনি বিষয়টায় ভীষণ বিরক্ত হন। সালাহ আল-দ্বীন অঘোষিত বিদায় নিতেই হয়তো পছন্দ করতেন কিন্তু আল-ফাদিল আর ইমাদ আল-দ্বীন তাকে জোরালভাবে অনুরোধ করেন যে, রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রয়োজন, এটা অবশ্যই একটা আড়ম্বরপূর্ণ বিদায় হবে। সুলতানকে তাদের বিদায় জানাতে পুরাতন হ্রদের তীরে অমাত্যবৃন্দ, কবি, আলেমসমাজ এবং শেখরা ছাড়াও সমবেত হয় স্থানীয় জনগণের একটা বিরাট অংশ। কারা কুশ আর তার লোকেরা সুলতান আর তার একান্ত ভ্রমণসঙ্গীদের জন্য, যাদের ভেতরে আমি ছাড়াও অবশ্যই সাধিও রয়েছে, প্রাসাদ থেকে হ্রদ পর্যন্ত একটা পথ সব সময় উন্মুক্ত রেখেছে।

এই উত্তেজনার কারণ কাউকে আলাদা করে বলে দিতে হয় না। সবাই জানে যে সালাহ আল-দ্বীন একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকবেন। তিনি জেরুজালেমের তোরণদ্বারের বাইরে ফ্রানজদের পরাস্ত না করা অবধি ফিরে আসবেন না। জনগণ তাদের সুলতানকে সফল হতে দেখতে চায় কিন্তু তারা এটাও জানে যে অভিযানটা ঝুঁকিপূর্ণ। সুলতান হয়তো দেহরক্ষাও করতে পারেন, এক বছর আগে যেমন শত্রুর সাথে প্রারম্ভিক খণ্ডযুদ্ধের সময় তার ভবলীলা সাঙ্গ হতে চলেছিল। তিনি সে দফায় কোনোমতে একটা উট খুঁজে পেয়ে, টলতে টলতে তার পিঠে উঠে বসেন এবং কয়েকজন মুষ্টিমেয় যোদ্ধা নিয়ে কোনোক্রমে শহরে ফিরে এসেছিলেন।

কায়রোবাসীরা তাদের সুলতানকে পছন্দ করে। তারা ভালো করেই জানে তিনি বিনয়ী একজন মানুষ এবং ফাতেমি খলিফাদের মতো, সালাহ আল-দ্বীন নিজস্ব সম্পদ সঞ্চয় করতে জনগণের ওপর কর আরোপ করেন না। তিনি তার সৈন্যদের মুক্তহস্তে পুরস্কৃত করেন। তার প্রশাসন নিশ্চিত করেছে যে দেশে যেন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ না হয়। জনগণ আর তাদের কবি এবং সুরকারেরা এসব আর অন্য আরো অনেক কারণে চায় যে সালাহ আল-দ্বীন যখন দূরে থাকবেন তিনি যেন তাদের কথা চিন্তা করেন। তারা চায় তিনি যেন সুস্থভাবে আবার ফিরে আসেন।

আমরা প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যখন সড়ক দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম তারা চিৎকার করছিল: 'আল্লাহ মহান,' 'সাহসীদের সেনাপতির জয় হোক,' 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা.) তার প্রেরিত রাসুল,' 'সালাহ

BanglaBook.org

আল-দ্বীন বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবেন'। সুলতান এই সংবর্ধনা দেখে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। আমরা ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকি সাধারণ মানুষ যেন সুযোগ পায় সুলতানের ঘোড়ার রেকাব স্পর্শ করতে এবং তার অভিযানকে আশীর্বাদ করতে।

আমরা অবশেষে যখন পুরাতন হ্রদের কাছে পৌঁছাই, দরবারের অমাত্যরা তাদের আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত হয়ে সেখানে ইতিমধ্যে সমবেত হয়েছে। সালাহ্ আল-দ্বীন ঘোড়ার গতি সহসা বাড়িয়ে দেন। এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি আচারানুষ্ঠানের কারণে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছেন। জলহীন হ্রদের ঠিক মধ্যেখানে তিনি তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। বিদায় সম্ভাষণ বিনিময় হয়। একটা উঁচু মঞ্চে, একজন তরুণ, সুমুণ্ডিত কবি কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করতে উঠে দাঁড়ায়। সাধির জন্য দৃশ্যটা বাড়াবাড়ি মনে হয় সে আশু উপশমের পূর্বাভাষসূচক শব্দ করে।

সুলতানের চেহারায় নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তির সময় তিলমাত্র অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে না:

*'আপনাকে আল্লাহ যেন কখনো দুঃখ না দেন*
*আপনার নিদ্রার প্রশান্তি আল্লাহ যেন কখনো বিঘ্নিত না করেন*
*আপনার জীবনকে আল্লাহ যেন কখনো তিক্ততায় পর্যবসিত না করেন*
*আপনার হৃদয়কে আল্লাহ যেন কখনো শোকাচ্ছন্ন না করেন*
*আমাদের সমস্ত শত্রুকে দমন করার তওফিক যেন আল্লাহ আপনাকে প্রদান করেন*
*আমরা দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি*
*আপনার প্রত্যাবর্তনেই যা কেবল পুনরায় লাঘব হবে'*

BanglaBook.org

একজন বয়স্ক মানুষ, প্রখর সূর্যের আলোয় তার শুভ্র দাড়ি ঝিলিক দেয়, মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আবৃত্তি শুরু করতে তার পঙ্‌ক্তিগুলো সবার হৃদয় স্পর্শ করে যায়:

*'নতুন বছর আবার শুরু হয় বসন্তকালে*
*ইউসুফ সালাহ আল-দ্বীনের মহানুভবতা আমাদের শ্বাশত বসন্তকাল*
*তার হৃদয়ে সততার অধিষ্ঠান*
*তার মননে কঠোর অনুশাসন।'*

এই সন্ধিক্ষণে সুলতান আল-ফাদিলকে ইঙ্গিতে জানান যে, তার এবার রওনা দেয়ার সময় হয়েছে। সে তার অমাত্যদের অভিবাদন জানায় এবং আল-ফাদিলের দু'গাল চুম্বন করে। সেদিন সেখানে উপস্থিত অনেকের চোখই অশ্রুসজল ছিল এবং সেটা, কবিতার মতো একেবারেই না, সত্যিই আন্তরিক ছিল। আমরা রওনা দিতে ঠিক সেই সময় একটা বৃদ্ধ লোক এগিয়ে এসে তার হস্তচুম্বন করে। তার এতই বয়স হয়েছে যে সুলতানের ঘোড়ার রেকাব পর্যন্ত পৌঁছাবার সামর্থ্য তার নেই। সালাহ্ আল-দ্বীন নিজেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে

নেমে পড়েন এবং তার শুভাকাঙ্ক্ষীকে জড়িয়ে ধরেন, যে তার কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলে। আমি সুলতানের মুখের অভিব্যক্তি নিমেষে বদলে যেতে দেখি। তিনি বৃদ্ধলোকটার মুখের দিকে এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখেন কিন্তু লোকটার মুখে, এখন হাসি থইথই করছে, সালাহ্ আল-দ্বীন কিছুই বুঝতে পারেন না। সাধি ঘোড়া নিয়ে সুলতানের দিকে এগিয়ে যায়।

'বুড়োলোকটা কী বলল?'

সালাহ্ আল-দ্বীনের মুখে অবসাদ ফুটে উঠেছে।

'সে বলেছে নীলনদকে আমার প্রাণভরে বিদায় জানানো উচিত। কারণ তারকারাজির মাঝে এটা লেখা রয়েছে যে, আমি আর কখনো এটা দেখতে পাব না।'

সাধি রাগে ফুঁসে ওঠে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে বেসুরো বার্তাটা বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবকে গ্রাস করেছে। সব শাসকই অশুভ সংকেতের ইঙ্গিতে অসন্তুষ্ট হন, এমনকি তারাও যারা এতে বিশ্বাস করেন না বলে দাবি করে থাকেন। আমরা আকস্মিক প্রস্থান করি। সালাহ্ আল-দ্বীন তার ঘোড়ার মুখ সজোরে ঘুরিয়ে নেন এবং আমরা শহর থেকে বের হয়ে যাই।

আমাদের বহরে প্রায় তিন হাজার লোক রয়েছে, যাদের অধিকাংশই পোড় খাওয়া যোদ্ধা, যারা বহু বছর সুলতানের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। সবাই বহু লড়াইয়ের পরীক্ষিত আর বিশ্বস্ত তরোয়ালবাজ আর তীরন্দাজ, প্রত্যেকে অশ্বারূঢ় অবস্থায় তীরন্দাজিতে পারদর্শী। আমি তিনজন প্রচুর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ যুদ্ধপ্রবীণকে লক্ষ করি, যারা আমরা রওনা দেয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তরবারি-নির্মাতাদের কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিল। তারা সেখানে ভালো তরবারি নির্মাণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা আর অসিযুদ্ধের কৌশল, উভয় বিষয়েই শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিল। তারা তিনজনই দামেস্কের অধিবাসী এবং প্রত্যেকেই এখন নিজ নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ।

BanglaBook.org

জামিলা আর হালিমা, তিন দিন আগেই তাদের ভ্রমণসঙ্গীসহ, কায়রো ত্যাগ করেছে যদিও সুলতানের সন্তান জন্মদানকারী প্রাক্তন দাস-কন্যাদের অনেকেই দামেস্ক যাত্রায় তার সঙ্গী হচ্ছে না। আমি ভাবতে চেষ্টা করি তিনি কী চিন্তা করছেন। সুলতান যখন ঘোড়ায় উপবিষ্ট থাকেন তখন খুবই অল্প কথা বলেন, একটা অভ্যাস যেটা তিনি তার চাচাজান শিরকুহ্র চেয়ে যিনি, সাধির ভাষ্য অনুসারে, পারিপার্শ্বিকতা যাই হোক না কেন নিজের ভাবনা নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা তার কাছে কঠিন ছিল, তার আব্বাজানের কাছ থেকে লাভ করেছেন।

আমাদের রওনা হবার সংবাদ মোটেই গোপন ছিল না। ফ্রানজরা ভালো করেই জানত কী ঘটতে চলেছে এবং আমাদের আক্রমণ করার জন্য সীমান্ত এলাকায় তাদের সৈন্যদের মোতায়েন রেখেছিল। সালাহ্ আল-দ্বীন তাই কোনো ধরনের অতর্কিত হামলা এড়িয়ে যেতে বেদুইনদের এমন একটা পথ বাছাই করতে বলে যার ফলে ফ্রানজদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। শক্তির পরীক্ষা বা সামর্থ্যের প্রদর্শনী কোনোটারই মুখোমুখি হবার মানসিকতা তার ছিল না। তিনি এমন একটা মানুষ যার মাথার ভেতর কেবল একটা ধারণাই বিরাজ করছে। সেটা পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত বাকি সব কিছু গৌণ।

অতীতে, অবশ্য স্থানীয় বৈরিতার কারণে জেরুজালেম মুক্ত করার ব্যাপারে তিনি নিজের সামর্থ্য কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ পাননি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, আমরা মরুভূমিতে পৌঁছে রাতের মতো অস্থায়ী শিবির স্থাপনের পরে সালাহ আল-দ্বীন তার তাঁবুতে আমিরদের ডেকে পাঠান। মরুভূমিতে রাতের তারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার জন্য সাধি আর আমি সুযোগ পাই। বৃদ্ধলোকটা আজ রাতে স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তারপরও আমাদের আলোচনা যেদিকে বাঁক নিচ্ছে সেটা দেখে আমি অবাক হই। নিজের আসন্ন মৃত্যুর বিষয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে সে সহসা কথার সুর পরিবর্তন করে।

'ইবনে ইয়াকুব, আমার মনে হয় তুমি সত্যিই তোমার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পেরেছ। আমি জানি যে আল্লাহতালার নির্ধারিত মানদণ্ডে, ব্যভিচারকে কখনো হালকাভাবে নেয়ার কোনো উপায় নেই, কিন্তু তোমায় অবশ্যই বুঝতে হবে আমাদের জীবনে ইবনে মায়মুন আর র‍্যাচেলের ভেতর যা ঘটেছে সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তোমাকে আমি চমকে দিলাম। আমি কীভাবে জানলাম? মহান চিকিৎসকের, নিজের নিরাপত্তার জন্য, কাজির গুপ্তচরদের একজন তার গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রাখে, তুমি বুঝতে পেরেছ। সে চিকিৎসক বাবাজির প্রতি একটু বেশিই নজর রেখেছিল বোঝাই যাচ্ছে। কাজিসাহেবকে সে বিষয়টা জানায়, যিনি আমার উপস্থিতিতে সুলতানকে পুরো ঘটনাটা সম্বন্ধে অবহিত করেন। এটা সালাহ আল-দ্বীনের সিদ্ধান্ত যিনি ঠিক করেন যে তোমায় কিছুই জানানো হবে না। সে আমাকে সে জন্য একটা পুরনো পাহাড়ি শপথ নিতে বাধ্য করে। সে তোমাকে ভীষণ গুরুত্ব দেয় এবং কোনোভাবেই তোমাকে বিচলিত করতে চায়নি। আমরা একটা পর্যায়ে তোমার জন্য আরেকজন মেয়েমানুষ খুঁজে বের করার বিষয়েও আলোচনা করেছি।'

আমি নীরবে শুনে যাই। এটা একটা দুর্বল সান্ত্বনা যে আমার সম্বন্ধে এই লোকগুলো সব কিছু জানে। আমি মোটেই সাধিকে নিয়ে ভাবিত নই। আমি নিজেই হয়তো তাকে বিষয়টা জানাতাম, কিন্তু কাজি আর সুলতান? তারা কেন জানবে? কারো ওপরে নজরদারি করার কি অধিকার তাদের রয়েছে? আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য আমি মনে মনে র‍্যাচেলকে অভিসম্পাত করি। আমি সর্বোপরি, ভীষণ লজ্জিত হই। আমি তাদের দৃষ্টিতে এখন কেবল একজন অনুলেখক নই, সেই সাথে একজন ব্যভিচারী স্ত্রীর স্বামী। আমি সাধির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছুক্ষণ একাকী পায়চারি করি। আমার সামনে একটা অন্ধকার কম্বলের মতো মরুভূমি। আমার মাথার ওপর আকাশে তারকারাজি হাসছে।

আমাদের যাত্রার আজ কেবল প্রথম দিন। আরো একত্রিশ দিন এখনো বাকি আছে। আমরা যেদিক থেকে এসেছি আমি সেদিকে ফিরে তাকাই কিন্তু রাতের মরুভূমির অন্ধকার আর তীব্র শীত কেবল আমার চোখে পড়ে। আমি কম্বলটা আরো শক্ত করে নিজের দেহের চারপাশে জড়িয়ে নিই এবং মাথা ঢাকতে ঢাকতে আমি কায়রোকে বিদায় জানাই।

BanglaBook.org

# দামেস্ক

## আঠারো

# সুলতানের প্রিয় ভাস্তেদের সাথে আমি দেখা করি এবং জেরুজালেম স্বাধীন করা নিয়ে তাদের কথা বলতে শুনি

আমরা যেন কয়েক ঘণ্টা আগে দামেস্ক পৌঁছেছি এমন মনে হয়। বাস্তবতা হলো, আমরা ইতিমধ্যে দুই সপ্তাহ ধরে এখানে অবস্থান করছি, কিন্তু এখানে আমাদের আগমনের পূর্বের চার সপ্তাহের নিদারুণ কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে আমার এতটা দীর্ঘ সময় লেগেছে। অন্য সবার জন্য ভ্রমণটা ঘটনাবহুল না হলেও, আমার জন্য সে রকম ছিল না। আমি এখন ঘোড়ায় চাপতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, কিন্তু কাজটা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। সূর্যের আলোয় আমার মুখে ত্বক মারাত্মকভাবে ঝলসে গেছে এবং আমাদের বেদুইন পথপ্রদর্শকদের কাছে যদি মলমটা না থাকত তাহলে ব্যথার জ্বালায় আমি হয়তো মারা যেতাম।

আমি ইহুদি হিসেবে জন্ম নেয়ার জন্য আমার ভাগ্যকে কেবল ধন্যবাদ জানাই। আমি যদি ইসলামের নবীর অনুসারী হতাম আমিও হয়তো অধিকাংশ আমির আর সৈন্যদের মতো বাধ্য হতাম মক্কার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, সাধারণত মরুভূমির সূর্যের তাপে, দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করতে। সুলতান, যাকে আমার কখনো ভীষণ ধার্মিক লোক মনে হয়নি, তার বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নিজের ভূমিকায়, তার ধর্মের কৃত্যানুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে ভীষণ কঠোর। অজুর জন্য পানি অপ্রতুলতায় কোনো সমস্যা হয় না। বালু একটা সহজ বিকল্প হিসেবে গণ্য হয়। সাধি বয়সের দোহাই দিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা থেকে বিরত থাকে। একদিন সুলতানকে নামাজের ইমামতি করতে দেখে সে ফিসফিস করে: 'কপাল ভালো বলতে হবে আশপাশে কোনো ফ্রানজ নেই। তিন হাজার বিশ্বাসীকে তাদের পাছা আকাশের দিকে করে রাখার দৃশ্যটা হয়তো একটা সহজ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হতো।'

যাত্রার শারীরিক ধকলের প্রচণ্ডতার বিষয়টা ছাড়াও, অনেক দিন সন্ধ্যাবেলা আমি বাধ্য হতাম সুলতানের তাঁবুতে বসে থেকে ইমাদ আল-দ্বীনের একঘেয়ে কণ্ঠে সুর করে বাগদাদের খলিফাদের গল্প শুনতে। আমার জন্য বিষয়টা স্মৃতিশক্তির ওপর অত্যাচার হিসেবে পরিগণিত হয়, কারণ তিনি যে গল্পগুলো পুনরাবৃত্তি করছেন সেগুলো যেসব পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেইসব পাণ্ডুলিপির সাথে আমার বেশ ভালোই পরিচয় আছে।

BanglaBook.org

ইমাদ আল-দ্বীনের প্রতি পক্ষপাতহীন থেকে বলা যায়, তিনি কখনো চেষ্টা করেননি *মুরাজ আল-ধাবাব* এবং *কিতাব আল-তানবিহ* তার নিজের লেখা হিসেবে দাবি করতে। তিনি আল-মাসুদী, লেখককে, কৃতিত্ব দেন, কিন্তু তার আবৃত্তির একটা নিজস্ব ঢঙের কারণে একটা ভ্রান্ত অধিকারের অনুভাব প্রযুক্ত হয়। এটা পুরোটাই হয়তো আমার নিজস্ব কল্পনা। আমি হয়তো দিনের বেলা এতটাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তাম যে আমার ইতিমধ্যে পঠিত গল্প পুনরায় শোনার জন্য সেই সময় আমার ভেতর কোনো ধরনের আবেদন সৃষ্টি করত না।

শহরের ভেতরে অন্যতম সুন্দর এই শহরে দুই সপ্তাহের সম্পূর্ণ বিশ্রাম আমায় পুরোপুরি সুস্থ করে তুলে। প্রতিদিন গোসল করতে পারার আনন্দ, তৃপ্তিদায়ক খাদ্য যা নগরদুর্গের রসুইঘর থেকে পরিবেশিত এবং সূর্যের কবল থেকে আড়াল এসবই সুস্থ হয়ে উঠতে আমার প্রয়োজন ছিল।

মহামান্য সুলতান, তিনি সুখী হন, আমার আরোগ্য লাভের বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তিনি নিজেও দামেস্কে ফিরে আসতে পেরে আনন্দিত কিন্তু আমার থেকে তার আনন্দের কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। এই শহরটা বহু বছর তার বাসস্থান ছিল। এই শহরেই তিনি যুদ্ধের কলাকৌশল রপ্ত করেছেন আর রমণীদের শয়নকক্ষের শিহরণ লাভ করেছেন। এই শহরে তিনি নিরাপদ বোধ করেন এবং গত শুক্রবার জুমার নামাজের সময় বিশাল উমায়াদ মসজিদে তার উপস্থিতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের চোখে তার মর্যাদা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধি আমায় বলেছে যে, দামেস্কের অধিবাসীর চোখে তিনি ছিলেন মদ-বিক্রেতার খদ্দের আর ব্যভিচারে মত্ত একজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক। তারা বহুদূর থেকে তার বিজয়ের সংবাদ শুনেছে এবং এখন তারা তাদের সুলতানকে খুব সামান্যই চেনে। তিনি এখন এমনকি ধার্মিক আর সবার প্রিয় নূর আল-দ্বীনের চেয়েও বিশাল নেতা হয়ে উঠেছেন।

আমি শুক্রবারের জুমার নামাজের সময় উপস্থিত অনেকের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ দেখতে পেয়েছি। সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত আলেম যিনি মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন সালাহ আল-দ্বীনের দীর্ঘ জীবন আর ফ্রানজদের সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত বিতাড়িত করার সামর্থ্য দিতে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন। তিনি সুলতানকে 'ইসলামের তরবারি' হিসেবে উল্লেখ করেন, যার প্রতি উপস্থিত মুসল্লিরা সমবেত কণ্ঠে সাড়া দেয়: 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.) তার প্রেরিত রাসুল।'

কায়রোর অধিবাসীদের চেয়ে এখানে নাগরিকরা অনেক বেশি শ্রদ্ধাবান আর অনেককম দুর্বিনীত। আমার শহরে কাজি কিংবা সুলতানের সমালোচনা কানে আসা মোটেই অস্বাভাবিক না এবং ছায়া-নাটকের কুশীলবরা সাধারণত অনেক বড় একটা জনগোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলে। আমি দুই শহরের পার্থক্য আর তাদের অধিবাসীদের মেজাজ-মর্জির কথা বিবেচনা করছি এমন সময় আমার

BanglaBook.org

অপরিচিত একটা লোক দরজায় করাঘাত করে এবং আমার কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে একজন পরিচারক মনে হয়, কিন্তু তার মুখের অভিব্যক্তিতে একটা নিশ্চিত ঘনিষ্ঠতা ফুটে রয়েছে, যা আমায় বিস্মিত করে। সে মাথা নত করে অভিবাদন জানায় এবং নিজেকে আমজাদ আল-ইসলাম হিসেবে পরিচয় দেয়। লোকটা লম্বা, বেশ লম্বা, দারুণ স্বাস্থ্যের অধিকারী আর মুখ মুণ্ডিত করা। সে আমায় জানায় যে তার যখন দশ বছর বয়স তখন থেকে সে সুলতানের খেদমতে নিয়োজিত আছে। সে দাবি করে যে, এই পৃথিবী সম্পর্কে সে যা কিছু জানে সেটা 'চাচাজান' সাধি তাকে শিখিয়েছে।

'সুলতান আজ রাতে আপনার সাথে ভোজনের অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন এবং সাধি চাচাজান আপনার উদরপূর্তি কামনা করেছেন। তিনি আগামীকাল আপনার সাথে আহার করবেন।'

আমজাদ এই কথাগুলো বলে চোখে-মুখে একটা আত্মতৃপ্ত আর মুচকি হাসি ফুটিয়ে আমার কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। আমি সাধির বার্তা শুনে মনে মনে হাসি। কায়রো থেকে দামেস্কে আমাদের যাত্রার সময়কাল থেকেই বৃদ্ধলোকটা তার স্বরূপে রয়েছে কিন্তু ক্লান্তি আর খারাপ মেজাজ তাকে বেশ বেগ দিচ্ছে। আমাদের এখানে পৌঁছাবার পর থেকে সে নিজের বাসস্থানে নিজেকে বন্দি করে রেখেছে। সে ভালো আছে শুনে আমি আনন্দিত হই এবং আমাদের দেখা হবার সময়ের প্রতীক্ষা করতে থাকি। আমি ইতিমধ্যে স্নান শেষ করেছি এবং আমার নিজের বইয়ের জন্য মরুভূমির একটা বিস্তারিত বিবরণ লেখার বিষয়ে চিন্তা করছি কিন্তু সালাহ আল-দ্বীন আবার আমার প্রয়াসে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন।

আমি এই শহরে পৌঁছাবার পর থেকে যে দুজনর সাথে আমি তাকে খুব বেশি দেখছি তাদের দু'পাশে নিয়েই তিনি বসে রয়েছেন। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে আমির গোত্রীয় বলে মনে হয়, যা তারা নিশ্চিতভাবেই, কিন্তু সেই সাথে তারা সুলতানে প্রিয় ভাস্তেও বটে, ফাররুখ শাহান এবং তাকি আল-দ্বীন। সুলতানের বড় ভাই শাহান শাহের, যিনি সালাহ আল-দ্বীনের যখন মাত্র দশ বছর বয়স তখন ইন্তেকাল করেছেন, দুই ছেলে। তিনি তাদের দুজনকেই ভীষণ ভালোবাসেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দুজনই একে অন্যের সাথে সাহসিকতার প্রদর্শনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তারা শিরকুহর কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তিনি তাদের ভীষণ বিশ্বাস করেন আর ভালোবাসেন।

তিনি দুজনর সাথেই আমায় পর্যায়ক্রমে পরিচয় করিয়ে দেন এবং দুজনই আমায় আলিঙ্গন করতে উঠে দাঁড়ায়।

'আপনার ওপর আমাদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে,' তাকি আল-দ্বীন হেসে উঠে বলেন। 'আপনি যদি আমাদের সম্বন্ধে দায়সারাভাবে লেখেন তাহলে আমরা বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাব কিন্তু আপনি যদি আমাদের গোত্র কী অর্জন করেছে

BanglaBook.org

তার স্মৃতিকথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেন তাহলে আমার মনে হয় আমাদের সৃষ্টিকর্তা কেয়ামতের দিন নির্ধারণ করার আগ পর্যন্ত মানুষ আমাদের কথা মনে রাখবে।'

'ওস্তাদ নবিশিন্দা, আমায় একটা কথা বলেন,' আরেক ভাই জানতে চায়, 'পরম সত্যি বলে সত্যিই কি কিছু আছে? একই ঘটনার বিভিন্ন ভাষ্য কি আপনি নথিবদ্ধ করেন? আপনি কি একাধিক সূত্রের সাহায্য নেন? সর্বোপরি, আপনি যা লিপিবদ্ধ করছেন সেটা আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় চাচাজানের মুখ থেকে আপনি শুনছেন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই সেসব ঘটনার উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকবেন যেসব ঘটনায় তিনি নিজেকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করেছেন।'

আমি সুলতানের দিকে চাইতে তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

'আমি হয়তো বলব না, কিন্তু আমরা সবাই খুব ভালো করেই জানি, সাধির ওপর আমার ঘাটতির বিবরণীর জন্য অনায়াসে নির্ভর করা যায়। আর আমরা এখন যখন দামেস্কে পৌঁছে গিয়েছি, ইবনে ইয়াকুব তোমরা দুই বিচ্ছুর অবয়বে আরো বাড়তি দুজন তথ্যদাতার সহায়তা লাভ করবে। একটা কথা কেবল দয়া করে মনে রেখো যে আমার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করতে তাকে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং সেগুলো কেবল আমার নিজের অভিজ্ঞতা হবে।'

এই ক্ষুদ্র পারিবারিক আলাপচারিতার মাঝে আমার উত্তর বাড়তি মনে হবে। আমি ভালো অনুলেখকরা প্রায়ই যেমন করে থাকে মুচকি হাসি কিন্তু কোনো কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। খাদ্যদ্রব্য এসে হাজির হলে সেটা আরেকটা মনোযোগ ভিন্নমুখী করার উপলক্ষ হিসেবে কাজ করে। আমাদের সামনে খাবারের বিভিন্ন পদ পরিবেশিত করা হলে দুই তরুণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং হাসিতে ফেটে পড়ে। ফাররুখ শাহ আমার সাথে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে।

'আমি আপনার মুখের ভাব দেখে বলে দিতে পারি চাচাজানের খাবার টেবিলে আপনি মাংসের পদ দেখতে অভ্যস্ত নন! তিনি আজ রাতে কেবল এক বাটি ঘন স্যুপের পরে ফলমূল দিয়ে আহার শেষ করবেন। আমাদের সামনে এখন রয়েছে তাজা পুদিনা পাতা দিয়ে সিরকায় ভিজিয়ে রাখা ভেড়ার মাংসের কাবাব। আমাদের মহান চাচাজান শিরকুহর ভীষণ প্রিয় ছিল এই কাবাব এবং আজ তার জন্মদিনও বটে। তিনি যেভাবে পছন্দ করতেন সেভাবে তাকে স্মরণ করতে আমরা নিজেদের কাছে দায়বদ্ধ।'

সুলতান অনর্থক এই চপলতা দেখে ভ্রূকুটি করেন।

'তুমি বরং এটা তার জন্মদিনে আয়োজন করতে পারতে তার মৃত্যুদিনে আয়োজিত না করে। আমি তাকে মারা যেতে দেখেছি এবং সেটা ছিল একটা যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি। তার গোত্রের একজন মহান নেতা আর অদম্য মনোবলের অধিকারী একজন যোদ্ধা হিসেবে ক্ষমতাকে তোমরা অনুকরণ করতে পারো কিন্তু তার দোষগুলো এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবে। আমাদের সমস্ত আলেমরা যেকোনো ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন।'

BanglaBook.org

তার ভাস্তেরা সালাহ আল-দ্বীনকে বিরক্ত হতে দেখে সংযত হয়। তার সতর্কবাণীর প্রতি তারা মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানায়। ভোজপর্বের বাকিটা এরপরে আক্ষরিক অর্থেই মৌনভাবে শেষ হয় কিন্তু খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ পরিষ্কার করে পুদিনা পাতা দেয়া চা পরিবেশিত করা হলে, আমি অনুধাবন করি যে এটা মোটেই কোনো ঘরোয়া অনুষ্ঠান নয়। সুলতান কথা বলার জন্য প্রস্তুত হবার মাঝে তিনি আমায় শ্রুতিলিপি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন।

'আমি আমার মৃত ভাইজানের পুত্র, তাকি আল-দ্বীন এবং ফাররুখ শাহ, সম্বন্ধে বলতে চলেছি আমি সেটা তাদের সামনেই বলতে চাই। আমি আমার পরিবারের অন্য যেকোনো সদস্যের চেয়ে এই দুজনকে সবচেয়ে বেশি আপন মনে করি। তারা কেবল আমার দুই ভাস্তে নয় সেইসাথে তারা আমার সবচেয়ে দক্ষ সেনাপতিও বটে।

'আমার নিজের সন্তানরা এখনো অনেক ছোট এবং আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে আমি আশা করব তাকি আল-দ্বীন আর ফাররুখ শাহ আমার সন্তানদের যে শহরকে আমরা আপন করে নিয়েছি তার ওপরে উড়তে শুরু করা শকুনের হাত থেকে রক্ষা করবে। আমার যদি অচিরেই মৃত্যু ঘটে তাহলে আমার অভিপ্রায় এই যে তাকি আল-দ্বীন কায়রো শাসন করবে আর ফাররুখ শাহ দামেস্ক। সালতানাতের অন্য অংশ আমার অন্য ভাই আর তাদের সন্তানদের ভেতরে ভাগ করে দেয়া হবে কিন্তু দামেস্ক আর কায়রো আমাদের সালতানাতের আসল রত্ন। এই দুটো ছাড়া আমরা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ব। ফ্রানজদের বিতাড়িত করতে এই দুটো শহরই আমাদের সহায়তা করবে।

'ফ্রানজরা প্রায় নব্বই বছর ধরে হিংস্র বুনো জন্তুর মতো আমাদের ভূখণ্ডে বিচরণ করছে। অল্প কয়েকজনই, যদি থাকে, আজ এমন একটা সময়ের কথা স্মরণ করতে পারবে যখন তারা এখানে ছিল না। তারা প্রথম যখন এখানে আসে তখন আমরা অপ্রস্তুত ছিলাম। আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা ব্যক্তিগত লাভের জন্য একে-অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। আমরা পরবর্তীতে আমাদের নিজেদের গোত্রের বিরুদ্ধে ফ্রানজদের সাথে মৈত্রী করেছি। সুলতান জেঙ্গি আর মহান সুলতান নূর আল-দ্বীন কেবল অনুধাবন করেছিলেন ফ্রানজদের বিতাড়িত করার একমাত্র উপায় আমাদের নিজেদের সংঘবদ্ধ করা। আমরা জানি এই একতা আরো রক্তপাত ভিন্ন অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

'আজকের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে দেখো। আল-কুদসের সাথে সাথে ফ্রানজরা সমুদ্রের তীরবর্তী আরো অনেক শহর আজও দখল করে রেখেছে। আমি আমাদের বাহিনীকে আমার নিজের আর আমার দুই ভাস্তের অধীনে সতর্কতার সাথে সংগঠিত আর সুসংবদ্ধ বাহিনীতে বিভক্ত করতে চাই। আমি

আলেপ্পো বা মসুল, যদিও দুটোই আমার অভিপ্রায়, দখলে নিজের বাহিনীকে নিয়োজিত করব। আমাদের অঞ্চলে যা আমাদের সবচেয়ে পরাক্রমশালী করে তুলবে। একই সাথে আমি চাই তাকি আল-দ্বীন তুমি ফিলিস্তিনে ফ্রানজদের কলিজায় আক্রমণ করো। তাদের চিন্তা করতে বাধ্য করো যে তোমার আক্রমণ তাদের প্রাণপ্রিয় জেরুজালেম রাজ্য, আল-কুদস দখলে বৃহৎ একটা প্রয়াসের একটা অংশ। শত্রুকে পরাস্ত করো, কিন্তু একই স্থানে বেশি দিন অবস্থান করবে না। তাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করো। আমি চাই তারা এতটাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকুক যে আলেপ্পো বা মোসুলে আমাদের শত্রুদের সাহায্য করার কথা চিন্তা করার সময়ও না পায়।

'ফাররুখ শাহ তুমি এখানে অবস্থান করে এই শহর আর এর সীমান্ত নিজের জান দিয়ে হলেও রক্ষা করবে। আমায় জানানো হয়েছে তোমার আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন এবং তোমার খরুচে স্বভাব রাজকোষে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। আমার কানে এমন অভিযোগ যেন আর না আসে। তোমার আব্বাজান আর দাদাজান খুবই সাধারণ জীবন-যাপন করেছেন। আমি শিখেছি যে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সৈন্যদের শ্রদ্ধা অর্জনে একজনকে অবশ্যই তাঁদের মতো পোশাক পরিধানে আর খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হতে হবে। ফাররুখ শাহ, আমরা আইন প্রণেতা। আমাদের অবশ্যই প্রতিটি আইন পালন করতে এবং একটা নজির স্থাপন করতে হবে। আমি আশা করি আমার বক্তব্য তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। একটা কথা কখনো ভুলবে না যে আমরা যদিও শাসন করি কিন্তু আজও আমাদের বহিরাগত হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। আরবরা অতি সম্প্রতি কেবল আমাকে তাদের সুলতান হিসেবে মেনে নিতে শুরু করেছে। আমাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ তোমাদের আচরণ আর কীভাবে তোমরা শাসন করছ তার ওপর নির্ভর করছে। কখনো ভুলে যাবে না একটা মানুষের পরিচয় তার কর্মে।

'তুমি যদি জানতে পারো যে ফ্রানজরা অনুসন্ধানী বাহিনী প্রেরণ করছে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করতে তাহলে তুমি অগ্রসর হয়ে তাদের ধ্বংস করবে। আমরা আগামীকাল পুনরায় কথা বলব কিন্তু এক সপ্তাহের ভেতর আমাদের নিষ্ক্রমণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করো।

'আমাদের গন্তব্য যেকোনো মূল্যে গোপন রাখতে হবে। আমি চাই না যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথেও আমরা কোথায় যাচ্ছি সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করো। জনগণ যদি প্রশ্ন করে, বলবে: "সুলতান এখনো মনস্থির করতে পারেননি।" আমার অনুপস্থিতিতে যদি, আমি আশা করি যা সংক্ষিপ্ত হবে, দামেস্কের নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়, আমাকে সাথে সাথে অবহিত করবে। আমরা এই শহর হাতছাড়া করতে পারব না। এখন যাও, গিয়ে বিশ্রাম নাও। ইবনে ইয়াকুবের সাথে আমি একাকী কিছুক্ষণ আলাপ করতে চাই।'

'চাচাজানের কথায় উদ্দীপিত দুই ভাস্তে যাবার আগে ঝুঁকে চাচাজানের দুই গালে দুজনই পর্যায়ক্রমে চুমু খায়। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দুজনকেই আলিঙ্গন করেন। তারা আমার সাথে করমর্দন করে এবং বিদায় নেয়।

'ইবনে ইয়াকুব, আমি চেয়েছিলাম তুমি আমার সাথে যাবে কিন্তু সাধির ভগ্নস্বাস্থ্য আমায় চিন্তিত করে তুলেছে। আমার সব অভিযানে সে সব সময় সঙ্গী হয়েছে কিন্তু তুমি দেখতেই পাচ্ছ তার বয়স হচ্ছে এবং দিন দিন তার স্বাস্থ্য আরো ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। আল্লাহতালা যেকোনো দিন তাকে বেহেশতের সমন পাঠিয়ে ডেকে নেবেন। আমার সাথে পূর্বপুরুষের সেই একমাত্র যোগসূত্র। অন্য সবাই অনেক দিন আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। সে, সর্বোপরি, তুমি নিশ্চয়ই জানো আমার দাদাজানের সন্তান। তার সাথে আমার অনেক আনন্দের স্মৃতি রয়েছে। যৌবনে আমার ওপর তার দারুণ প্রভাব ছিল এবং আমি সব সময় তার ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল ছিলাম। আল্লাহতালা আমাকে আল-ফাদিল এবং ইমাদ আল-দ্বীনের মতো শক্তিশালী আর বিজ্ঞ পরামর্শদাতার বরাভয় দান করেছেন। কোনো সুলতান এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে পারে না, কিন্তু তারাও এমনকি অনেক সময় আমার অনেক অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রতিহত করতে গলদঘর্ম হন।

'সাধিই কেবল কখনো সত্যি বলতে ভয় পায় না এবং আমাকে একগুঁয়ে গাধা বলে গালি দেয় আর আমার মাথায় গেঁথে বসা কোনো নির্বোধ ধারণা ঝেটিয়ে বিদায় করে। সাধি কোনো আলেম না কিন্তু রাজনীতি আর যুদ্ধের ময়দানে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সে বিষয়ে তার একটা শক্তিশালী সহজাতবোধ রয়েছে।

'ইবনে ইয়াকুব, আমাদের এমন অনেক সময় আসে যখন আমরা প্রেমে দুঃখ পাই বা বিষণ্ন হই কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রিয়পাত্র কারো মৃত্যু হয়েছে বা আমরা আমাদের প্রিয় ঘোড়াটি হারিয়েছি। এই রকম সময়ে, যখন আমাদের মনে হয় যে আমরা একটা অতল গহ্বরের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি, হঠকারী পরামর্শদাতা এবং মোসাহেবরা অনিচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের ধাক্কা দিয়ে গহ্বরের মাঝে ফেলে দিতে পারে। সাধির মতো মানুষেরা কখনো এমন কিছু ঘটার অনুমতি দেবে না। এই মানুষগুলো বিশাল চারিত্রিক শুদ্ধতার অধিকারী এবং আমাদের পৃথিবীতে, দুঃখজনক হলেও, এ ধরনের মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সাধি আমাকে আমার হঠকারিতার হাত থেকে একাধিকবার রক্ষা করেছে। সে এ কারণেই আমার পিতা-মাতার চেয়েও আমার কাছে অনেক বেশি কিছু।

'আমাকে এভাবে কথা বলতে শুনে তুমি অবাক হয়েছে এবং সম্ভবত কল্পনা করছ কেন আমি এমনভাবে কথা বলছি, যেহেতু সাধি এখনো আমাদের মাঝে বেঁচে আছে এবং যাত্রার ধকল কাটিয়ে উঠছে এবং হয়তো আমাদের চেয়েও সে দীর্ঘজীবী হবে। আমি তোমার মতোই একসময় চিন্তা করতাম কিন্তু আমার

BanglaBook.org

অন্তরের অন্তস্তলে কিছু একটা আমায় সতর্ক করছে যে সাধির মৃত্যুর সময় আমি তার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করব। ইবনে ইয়াকুব, আমাকে এই চিন্তাটাই ভীষণ বিচলিত করে তুলেছে। আমি জানি সে তোমাকে কতটা শ্রদ্ধা করে এবং পছন্দ করে এবং এই একটা কারণেই আমি তোমাকে আমার অভিযানের সঙ্গী করছি না। তাকে এবারের অভিযানে সঙ্গী না করার আমার সিদ্ধান্ত তার পক্ষে মেনে নেয়া সহজতর হবে যদি তুমি তার সাথে এখানে অবস্থান করো। ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছ?'

আমি মাথা নাড়ি।

'আমি চাই সে বিশ্রাম নিক। আমি, খোজা আমজাদকে, যে তোমার কাছে আমার বার্তা নিয়ে গিয়েছিল বলে রেখেছি আমার অবর্তমানে সাধির যেন কোনো কিছুর অভাব না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে। আমজাদ কেবল আমার কাছেই কৈফিয়ত দেবে।

'সাধি আর ফাররুখ শাহ্ পরস্পরের তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। কেন? কারণ সাধির ক্ষুরধার রসনা সেইসব লোকদের একেবারেই সম্মান করে না যারা, তার মতে, তাদের যেমন আচরণ করা উচিত বলে সে মনে করে তেমন করছে না এবং অতীতে সে ফাররুখ শাহকে, যে ব্যক্তি হিসেবে ততটা মন্দ নয়, কথা দিয়ে তুলোধুনো করে ছেড়েছে। সে এটা অন্য আমিরদের সামনে করেছিল এবং তার অহংবোধ মারাত্মক একটা ধাক্কা খেয়েছিল। ফাররুখ তিক্তভাবে আমার কাছে অভিযোগ করেছিল বটে কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার পক্ষে সাধিকে তিরস্কার করার বিষয়টা কি তুমি কল্পনা করতে পারো? ফাররুখ এখন সেই অপমানের কথা ভুলে যায়নি, এটাই হলো সমস্যা। আমি নিশ্চিত সে সাধির ক্ষতি হয় এমন কিছুই করবে না, কিন্তু সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। বৃদ্ধলোকটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার বন্ধুদের সান্নিধ্য আর ব্যাপক মনোযোগ।

'আমি আশা করি আমার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হবে। আমি দোয়া করি যে আল্লাহ যখন পুনরায় আমার দামেস্কে ফিরিয়ে আনবেন তখনো সাধি এখানে উপস্থিত থাকবে অভিযান চলাকালীন আমি কি ভুল করেছি, যা ইমাদ আল-দ্বীন তাকে আর তোমাকে দুজনকেই অবহিত করবে, সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে।

'আমাকে সম্ভবত সাধির মৃত্যুই কেবল নয় আমার নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনাও আরো বেশি বিচলিত করে তুলেছে। আল্লাহতালা এখন পর্যন্ত আমার ওপর সহৃদয় ছিলেন। আমি বহুবার মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে এসেছি কিন্তু আমার মতো এত ঘনঘন তুমি যদি একটা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে নেতৃত্ব দাও এবং ব্যক্তি আমি যেখানে শত্রুর প্রধান লক্ষ্যবস্তু তাহলে তীরের আঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়া বা তরবারির কোপে খুলি বিচূর্ণ হওয়াটা কেবল সময়ের ব্যাপার। ইবনে ইয়াকুব, আমি কেমন যেন নাজুক বোধ করছি। আমি তোমায় একটা বিষয় অবহিত করতে চাই যে কায়রোতে তোমার পরিবারকে ভালোভাবেই দেখে

BanglaBook.org

রাখা হয়েছে আমি তোমার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি যে তুমি যখন এখানে অবস্থান করবে তখন যেন নিয়মিত তোমার বেতন পরিশোধ করা হয়। আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করার পরে এবং আল্লাহ যদি আমায় তত দিন বাঁচিয়ে রাখেন, আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার প্রিয় জেরুজালেমের বাইরে ছোট একটা জায়গির উপহার দেব। আমার যদি তার আগে মৃত্যু ঘটে তাহলে আল-ফাদিল আর ইমাদ আল-দ্বীনকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছি যে তোমার যেখানে অভিপ্রায় সেখানে যেন তোমাকে একটা গ্রাম প্রদান করা হয়।'

আমি বিস্মিত হয়ে অনুভব করি আমার দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। সুলতানের উদারতার কথা সবাই জানে কিন্তু আমি সামান্য একজন অনুলেখক। আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাকে চিন্তা করতে দেখে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াই, তিনিও উঠে দাঁড়ান এবং আমায় আলিঙ্গন করেন, আমার কানে ফিসফিস করে তার শেষ আদেশ দেন।

'বুড়োলোকটাকে বাঁচিয়ে রেখো।'

BanglaBook.org

## উনিশ

# হালিমার ছেলের খৎনায় সাধির পৌরোহিত্য; ফাররুখ শাহের মৃত্যু

সুলতান কেবল তিন সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা করেছেন। এখন গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি। দামেস্কের গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে। মানুষ কিংবা অবোধ জন্তু, প্রতিটি প্রাণী সব সময় কেবল ছায়া আর পানি সন্ধান করছে। খোজা আমজাদ এমনই একদিন দুপুরবেলা হন্তদন্ত হয়ে আমার কক্ষে এসে উপস্থিত হয় আর আমার দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। সে যখন আমায় ঘুম থেকে ডেকে তুলে ঘোষণা করে যে সুলতানা জামিলা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন তখন সে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমি এখানে এসে অবধি তার বা হালিমার সাথে আমার দেখা হয়নি। আমি তাদের কথা প্রায়ই ভাবতাম, কিন্তু মনে হতো যে দামেস্কের কঠোর সামাজিক নিয়ম-কানুন, যা কায়রোর চেয়ে কম খোলামেলা, হয়তো এর পেছনে কাজ করছে।

আমি ঘুমঘুম চোখে, অন্ধের মতো আমজাদকে অনুসরণ করে হারেমে যাই। হালিমার গর্ভে সালাহ আল-দ্বীনের পুত্রের জন্ম হয়েছে। আমি স্বাভাবিক কারণেই তাকে দেখতে পাই না, কিন্তু আমাকে পাশের একটা ছোট কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে সাধি, জামিলার উপস্থিতিতে, নবজাতকের কানে *কালিমা* পড়ে শোনাচ্ছে। অসাধারণ সুন্দরী এক দাসী, ধাত্রী, যাকে আমি আগে কখনো দেখিনি, নবজাতককে কোলে করে রেখেছে। নবজাতকের নাম রাখা হয় আসাদ আল-দ্বীন ইবনে ইউসুফ। সে সুলতানের দশম পুত্র এবং সাধি তার সহজাত স্থূল রসিকতায় সুলতানের বীর্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে, নতুবা ফুলের চেয়ে আগাছা বেড়ে যাবে। জামিলা উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে এবং ফিসফিস করে বৃদ্ধলোকটির মতামতের সাথে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করে।

সুন্নতে খৎনার অনুষ্ঠানের তিন দিন পরেও সাধি দারুণ প্রাণবন্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। তাকে দেখে মনে হয় সে তার সাম্প্রতিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। ফাররুখ শাহ আর স্থানীয় আমির-ওমরাহরা তার জ্বালাময় রসাল উক্তির নতুন নিশানায় পরিণত হয়। তার মন্তব্য শুনে না হেসে এবং মনোযোগ আকৃষ্ট না করে থাকা যায় না। সাধির এই বিরাগ একেবারেই নির্ভেজাল এবং বেশির ভাগ

BanglaBook.org

ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যখন আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি যে নগরদুর্গে অনেক কুৎসা রটনাকারী রয়েছে যারা সাধির বিষয়ে তথ্য দিয়ে নিজের প্রভুকে খুশি করার চেয়ে অন্য কিছু বেশি পছন্দ করবে না। আমি যখন আমার আশঙ্কার কথা তাকে বলি সে মুচকি হাসে এবং আমার কথায় গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করে।

তার ক্রোধের একটা কারণ, আমার মত, দরবারের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তাকে বিবেচনা না করা। তার পক্ষে বিষয়টা মেনে নেয়া কষ্টকর, বিশেষ করে তার ভাস্তের সাথে তার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি বিবেচনা করা হয়। আমরা উভয়েই সুলতানের অনুপস্থিতি অনুভব করি। তাকে ছাড়া সব কিছু কেমন অদ্ভুত মনে হয়। আমি আমার অনুভূতির তীব্রতা দেখে নিজেই অবাক হই। আমি মাত্র পাঁচ বছর তার অধীনে চাকরিতে যোগ দিয়েছি। সাধি তাহলে যুদ্ধে এবং শান্তিতে সুলতানের কাছাকাছি তার ঐতিহ্যবাহী স্থানচ্যুত হয়ে আরো কতটা ক্ষুব্ধ হয়েছে? একজনের দৈনন্দিন কর্মসূচি থেকে অভ্যাস আর নিত্যনৈমিত্তিক কার্যাবলি বাধ দেয়া কঠিন। আমি প্রায়ই কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই নিজেকে ঘুরে বেড়াতে দেখি এবং আধো-ঘোরের ভেতরে সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করতে আর তারপর ধীরে ধীরে সেখান থেকে নিজেকে বের হয়ে আসতে দেখি অনেকটা এমন যেন আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন মালিকের ফেলে রেখে যাওয়া একটা প্রভুভক্ত কুকুর।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, ব্যক্তি সালাহ আল-দ্বীনকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবন এতটাই ব্যপৃত ছিল যে এখানে এই দুর্গপ্রাসাদে তিনি উপস্থিত নেই এবং তিনি যখন যেখানে রয়েছেন আমরা তার পাশে নেই এটা মেনে নেয়াটাই কষ্টকর।

BanglaBook.org

'এটা নিশ্চয়ই সেই কামদশায় থাকা ময়ূর ইমাদ আল-দ্বীন যে অবশ্যই এখন সুলতানের সমস্ত নথিপত্র লিপিবদ্ধ করছে,' সাধি একদিন বিড়বিড় করে বলে। 'তুমি কেন ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সালাহ আল-দ্বীনের সাথে গিয়ে যোগ দিচ্ছো না? তুমি তাকে গিয়ে বলতে পারো যে আমি তোমাকে দামেস্ক ত্যাগ করতে বাধ্য করেছি। তুমি আরো বলতে পারো যে আল্লাহর দয়ায় আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেছে এবং তোমাকে আমার শয্যাপাশে আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ অবস্থায় আমার আর প্রয়োজন নেই।'

সেটা ছিল একটা কঠিন আদেশ। সালাহ আল-দ্বীনের গতিবিধি তখনো পরিষ্কার নয়। একজনের পক্ষে যদি অবগত হওয়া সম্ভবও হয় তিনি কোথায় রয়েছেন, এটা খুবই সম্ভব যখন সে তার সেই অবস্থানের কাছে পৌঁছাবে তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো স্থানে অবস্থান করছেন। আমরা কয়েক সপ্তাহ কোনো সংবাদ পাইনি। কোনো বার্তাবাহক কিংবা কবুতর কিছুই আসেনি এবং ফাররুখ শাহকে খানিকটা উদ্বিগ্ন দেখায়। দিন দুয়েক আগে দামেস্কের কাছেই ফ্রানজদের আনাগোনার সংবাদ এসে পৌঁছেছে। আমি আর সাধি নিজেদের

ভেতর আলোচনা করছি এমন সময় একজন পরিচারক এসে আমাদের ফাররুখ শাহের কাছে ডেকে নিয়ে যায়। তিনি সেদিনই সকালের দিকে দামেস্ক থেকে আধ ঘণ্টার দূরত্বে ফ্রানজদের ক্ষুদ্র একদল নাইটের সাথে খণ্ডযুদ্ধ শেষে ফিরে এসেছেন।

ফাররুখ শাহকে কোনোভাবেই কুশলী শাসকদের একজন বলা যাবে না যদিও তার উদারতা আর সাহসিকতা সর্বজনবিদিত। তার মাত্রাতিরিক্ত খরচের বিষয়ে ইমাদ আল-দ্বীনের অভিযোগে কিছুই বাড়িয়ে বলা হয়নি যদিও একটা বিষয়ে অনুচ্চার্য থেকে গেছে যে এই খরচটা তিনি কখনো নিজের জন্য করতেন না। তিনি আনুগত্যকে পুরস্কৃত করতেন এবং এ বিষয়ে তিনি তার চাচাজান থেকে একেবারেই আলাদা ছিলেন না, পার্থক্য কেবল একটাই যে সালাহ্ আল-দ্বীনের অনাড়ম্বর জীবন-যাপন আর অভ্যাস এতটাই সুবিদিত ছিল যে হতদরিদ্ররাও কখনো বিশ্বাস করবে না যে তিনি নিজের জন্য বেশি খরচ করেছেন। কিছু শাসক শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় ধনসম্পদ ব্যয় করেন, কেউ সুখই পরমার্থ জ্ঞান করেন অন্যরা আবার নিজের কুক্ষিগত করতে ধনসম্পদ সঞ্চয় করেন। সুলতান কেবল অন্যদের সুখশান্তির বিষয়ে খেয়াল রাখতেন।

আমরা এক চন্দ্রালোকিত রাতে প্রতিরোধক দেয়াল অতিক্রম করে দর্শনার্থী কক্ষে প্রবেশ করি। সালাহ আল-দ্বীনের নিষ্ক্রমণের পর থেকেই আমরা এই কক্ষে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম। আমরা যখন ভেতরে প্রবেশ করছি আমির-ওমরাহরা ইতিমধ্যে সেখানে আগেই উপস্থিত হয়েছে। ফাররুখ শাহকে আমরা নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাই, তাকে ভীষণ পরিশ্রান্ত দেখায় যেন বেশ কয়েক দিন তিনি দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। সুলতানের ভাস্তের দিকে সাধি কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যে তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে, কিন্তু কোনো বিচিত্র কারণে সে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে আসে এবং সত্যিকারের আন্তরিকতার সাথে আমাকে স্বাগত জানায়।

'ইবনে ইয়াকুব, আপনি এসেছেন বলে আমি খুশি হয়েছি। আমার চাচাজানের কাছ থেকে এই মাত্র একটা বার্তা এসেছে এবং আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটা দরবারে পাঠ করার সময় আপনাকে এবং বৃদ্ধ সাধিকে যেন আমন্ত্রণ জানানো হয়।'

আমি পুনরায় নতজানু হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাই। সাধি জোরে শ্বাস নেয় এবং মুখের থুথু গিলে ফেলে। দরবারের অল্প বয়সী খুশনবিশদের একজন, সুন্দর দেখতে, সোনালি চুল আর বাঁকানো ভ্রূর অধিকারী ফর্সা ত্বকের একজন বালক, সম্ভবত আঠারো বছরের চেয়ে কোনোভাবেই বয়স বেশি হবে না, সুলতানের চিঠিটা পাঠ করার দায়িত্ব পায়।

'বেয়াদবটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো,' খুশনবিশের দিকে তাকিয়ে সাধি ফিসফিস করে বলে। 'ফাররুখ শাহের শয্যা থেকে হারামজাদা সরাসরি সম্ভবত এখানে এসেছে এবং সে এখনো তার সাথে চোখাচোখি করে চলেছে।'

BanglaBook.org

আমি আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে, তার তিক্ততাকে নিয়ন্ত্রণ করার আশায়, ভ্রূকুটি করি কিন্তু সে আমার দিকে তাকিয়ে উল্টো পরিহাসের হাসি হাসে।

ছেলেটা কর্কশ কণ্ঠে কথা শুরু করে।

'খোজা করার কাজ শেষ,' সাথি বিড়বিড় করে বলে।

'শান্তি!' ফাররুখ শাহ চিৎকার করে বলেন। 'দরবারে যখন আমাদের সুলতান সালাহ আল-দ্বীন ইবনে আইয়ুবের কাছ থেকে প্রেরিত চিঠি পঠিত হচ্ছে তখন সবাই নীরবতা বজায় রাখবেন।'

অল্প বয়সী নবিশিন্দা পাঠ শুরু করে, প্রথমে খানিকটা অস্থিরতার সাথে, কিন্তু তারপর, ইমাদ আল-দ্বীনের বাক্য চয়ন নিজের ছন্দ লাভ করতে, অনেক আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে সে পড়তে থাকে।

'দামেস্কে অবস্থানরত আমার প্রিয় ভাস্তে ফাররুখ শাহ আর আমাদের সমস্ত বিশ্বস্ত আমির-ওমরাহদের উদ্দেশে এই চিঠি প্রেরিত হলো। আমরা আলেপ্পোর বাইরে অবস্থান করছি এবং বরাবরের মতোই আশা করছি বিশ্বাসীদের হাতে বিশ্বাসীদের মৃত্যুর অপ্রিয় দৃশ্য অবলোকন করা এড়িয়ে যেতে পারব, আমি নগরদুর্গ আমাদের হাতে সমর্পণের শর্তে একটা সম্মানজনক শান্তিচুক্তি সেখানের আমিরকে পাঠিয়েছি। আমি নিশ্চিত নই যে আমাদের উদারতা বুঝতে পারার মতো সামান্যতম বুদ্ধি তাদের আছে।

'তাদের একজন গতকাল ঘোড়ায় চেপে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে আবেগোদ্দীপক ভাষায় এবং অলংকারবহুল শব্দের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে আশা করে আমাকে অবরোধ তুলে নিতে রাজি করাতে পারবে, কোরআন শরিফের দিব্যি দিয়ে সে আমাদের প্রতি অনন্ত আনুগত্যের শপথ নেয় আর আমাকে বিপুল ঐশ্বর্যের লোভ দেখায়। "হে মহান সুলতান, আমরা আপনার বন্ধু এবং সেই দিন যেদিন খুব বেশি দূরে নয়, আপনি আল-কুদস দখল করবেন আমরা আপনার পাশেই থাকব এবং ফ্রানজদের আমাদের ভূখণ্ড থেকে একত্রে বিতাড়িত করব।"

'আমাকে তার বক্তব্য বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে না যেহেতু মাত্র তিন দিন আগেই আমাদের গুপ্তচররা সংবাদ নিয়ে এসেছে যে আলেপ্পোর অভিজাতরা ফ্রানজদের কাছে এবং পাহাড়ে *হাশাশিনদের* কাছে জরুরি বার্তা প্রেরণ করে, তাদের অর্থের প্রস্তাব দিয়েছে যদি তারা আমাকে শহর থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়।

'আমি তাকে নিম্নোক্ত উত্তর দিই: "আপনি নিজেকে আমার বন্ধু বলে দাবি করেছেন। আমার কাছে বন্ধুত্ব মানে একটা পবিত্র বিশ্বাস, বিশাল, কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেন: আপনার শত্রু কারা? আপনার সত্যিকারের শত্রুর নাম বলেন এবং আমি আপনার সত্যিকারের বন্ধুর নাম বলব। আমার কাছে বন্ধুত্ব, সব কিছুর উর্ধ্বে, সাধারণ শত্রুতা। আপনি কি একমত?"

BanglaBook.org

'আহাম্মকটা মাথা নাড়ে। আমি এই পর্যায়ে তাকে তার প্রভুরা ফ্রানজদের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছে সেটার প্রতিলিপি প্রদর্শন করি। সে ঘামতে আর কাঁপতে আরম্ভ করে, কিন্তু আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করি। সাধি, তার আত্মা সুখী হোক, নিশ্চিতভাবেই এই বদমাশের মুণ্ড কর্তন করে আলেপ্পোতে ফেরত পাঠাতে আমায় পরামর্শ দিত এবং আমিও ভীষণভাবেই সেটা চাইছিলাম কিন্তু আমি আমার ক্রোধের রাশ টেনে ধরি। একজন যখন কোনো উচ্চতর কৌশল অনুসরণের সংকল্প নেয় তখন ক্রোধ মোটেই ভালো কোনো আবেগ নয়। আমরা আমিরকে কঠোর হুঁশিয়ারি জানিয়ে আলেপ্পো ফেরত পাঠাই যে তারা যদি তাদের ধৃষ্টতা বজায় রাখে তাহলে সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে তাদের শহর দখল করা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায় থাকবে না। আমি তাদের আরো সতর্ক করে দিই যে এমন পরিস্থিতিতে তাদের সমস্ত নাগরিকরা তাদের রক্ষার্থে এগিয়ে আসবে এমন ভাবনা যেন তারা মনে ঠাঁই না দেয়।

'আমরা মোসুলের বাহিনী, তাদের মিত্রদের সমর্থনপুষ্ট, মারদিনের ঠিক নিচে, হারজিমের সমভূমিতে আমাদের বাহিনীর সাথে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে, তোমাকে একটা বার্তা পাঠাতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের অপেক্ষাই সার হয়েছে। তারা পুরুষের মতো হয়তো অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু মেয়েদের মতো তারা মিলিয়ে গেছে। আমরা তাদের অনুসরণ করার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু আমি সেটা না করে তাদের পার্শ্ববর্তী সমস্ত শহর থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিই।

'আমরা দু'দিন পূর্বে আল-আমাদিয়াহ শহরটা দখল করেছি, খুব বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে না হয়নি, যদিও আমাদের সৈন্যদের শহরের কালো ব্যসল্ট পাথরের অতিকায় দেয়াল ভেদ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এটা দারুণ আনন্দময় একটা বিজয় কারণ শহরে আমাদের ধারণার চেয়ে বেশি ধনসম্পদ মজুদ ছিল। আমরা, এই বিজয়ের ফলে, প্রচুর অস্ত্র দখল করতে সমর্থ হয়েছি, দুটো নতুন বাহিনী গঠনের পক্ষে যা যথেষ্ট। আল-ফাদিল, যে অবরোধের সময় এখানে উপস্থিত ছিল এবং ইমাদ আল-দ্বীন উভয়েই কেবল গ্রন্থাগার নিয়ে আগ্রহী, যেখানে প্রায় লক্ষাধিক পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত রয়েছে। সম্পূর্ণ সংগ্রহ সত্তরটা উটের পিঠে বোঝাই করা হয়েছে এবং উটের দলটা, আমি যখন এই চিঠিটা মুসাবিদা করছি, দামেস্কের পথে রওনা হয়েছে। ইমাদ আল-দ্বীন ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপিগুলো নিরাপদে সংগৃহীত রাখার দায়িত্ব ইবনে ইয়াকুবকে প্রদান করা হলো। পাণ্ডুলিপিগুলোর ভেতর খলিফা ওমরের সময়কার কোরআন শরিফের তিনটি নকল রয়েছে।

'ফ্রানজরা আমার মনে হয় না আলেপ্পোর অভিজাতদের প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে পারবে এবং আমার এই চিঠি লেখার সেটাই মূল উদ্দেশ্য। ফ্রানজদের উদ্দেশ্য হবে আমাকে বড় একটা বাহিনী সংঘটিত করা থেকে বিরত রাখা। আমার মনে হয় তারা এই লক্ষ্যে কায়রো আর দামেস্কে আক্রমণ করে মনোযোগ ভিন্নমুখী

করার প্রয়াস নেবে। আমার সহজাতবোধ যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে তাদের আক্রমণ করে তোমাকে এমন প্রয়াস নস্যাৎ করে দিতে হবে।

'ফাররুখ শাহ তুমি তোমার দায়িত্ব ভালোমতোই পালন করেছ। আমি তোমার সাম্প্রতিক বিজয়ের বিস্তারিত প্রতিবেদন পেয়েছি, কিন্তু ফ্রানজদের যদি আমরা আমাদের পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করতে এবং সমুদ্র অতিক্রম করে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে চাই তাহলে আলেপ্পো আর মসুল আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন।

'আমরা আগামীকাল আলেপ্পো অভিমুখে যাত্রা করব। পাহাড়ি বাতাস আমাদের সবার ক্লান্তি দূর করে আমাদের পুনরায় সতেজ করে তুলেছে। সৈন্যরা খুব ভালো করেই জানে সমতলের সূর্য দিনের বেলা নরকের উত্তাপ ছড়াবে কিন্তু আমাদের বেহেশত হবে আলেপ্পো। আমাদের এখানে পৌঁছাতে পনেরো দিন সময় লেগেছে এবং আল্লাহ সহায় থাকলে, আমরা এই সময়ের ভেতরে শহরটা দখল করব। আমি তারপরই কেবল দামেস্ক ফিরে আসব জিহাদের জন্য আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে। ফ্রানজদের আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।'

প্রাসাদ-সরকার ইঙ্গিত করে যে বৈঠক শেষ হয়েছে এবং আমি আর সাধি যখন কক্ষ ত্যাগের জন্য উঠে দাঁড়াই, আমরা ফাররুখ শাহের দিকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাই। কিন্তু সেখানে কিছু একটা গোলমেলে বলে মনে হয় এবং সহসা তার পরিচারকেরাও টের পায়, বুঝতে পারে যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। কক্ষ থেকে সবাই বের করে দিয়ে চিকিৎসককে ডেকে নিয়ে আসা হয়। কক্ষে উপস্থিত সমস্ত আমিরদের কৃতিত্ব দিতেই হবে যে কেউ ভয় পায় না বা আতঙ্কিত হয় না, যা সচরাচর একজন শাসকের অসুস্থতার সাথে সাথে সবাইকে পেয়ে বসে। সম্ভবত এটাই কারণ যে ফাররুখ শাহ সুলতান নন বরং তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করছেন।

BanglaBook.org

সাধি বিষয়টাকে গুরুত্বই দেয় না, অসুস্থতার বিষয়টাকে সে ধর্তব্যের ভেতরেই আনতে নারাজ।

'সে সম্ভবত মাত্রাতিরিক্ত সুরা পান করেছে বা সালাহ্ আল-দ্বীনের চিঠিটা পাঠ করেছে যে ছোকরা তার সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ইবনে ইয়াকুব, তুমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ো।'

আমি ঘুমাতে যাই বটে, দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম আসে না, আমি তাই শয্যা থেকে আবার উঠে পড়ি এবং আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে বাইরের আঙিনায় পায়চারি করতে থাকি। চাঁদ অস্ত গেছে এবং আকাশের তারকারা স্থান পরিবর্তন করেছে। আমি মন্থর পায়ে ফাররুখ শাহের শয়নকক্ষের দিকে হেঁটে যাই, সেখানে কক্ষের বাইরে তার প্রিয় পরিচারককে কেবল দেখতে পাই যে বাচ্চাছেলের মতো চিৎকার করে অঝোরে কেঁদে চলেছে। আমি সবচেয়ে খারাপটাই আগে চিন্তা করি, কিন্তু তিনি তখনো জীবিত আছেন যদিও এখনো তার জ্ঞান ফেরেনি।

ফাররুখ শাহের অবস্থা পরের দিন সকালে আরো খারাপ হয়। তার আর কখনো জ্ঞান ফেরেনি। সুলতান যখন আলেপ্পো অভিমুখে যাত্রা করছেন দামেস্কের নগরদুর্গ তখন গগনবিদারি চিৎকার আর বিলাপে মুখরিত হয়ে উঠে আমাদের সবাইকে জানায় যে তার প্রিয় ভাস্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

আমরা পরের দিন যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে সমাধিস্থ করি। সেটা অভিজাতদের কেবল একটা সমাবেশ ছিল না। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, যাদের ভেতরে কয়েকশ ভবঘুরেও রয়েছে, তার কবরে ফাতিহা পাঠ করতে আসে। আমার বিষয়টা একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত যে, মৃত লোকটার প্রতি সাধির বিরূপ মনোভাব সম্ভবত অমূলক ছিল।

BanglaBook.org

## বিশ

# জামিলার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে হালিমা এবং পরবর্তী ঘটনা হৃদয়বিদারক

সুলতানের অনুপস্থিতিতে আমার দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন আসে। আমি সকালের বেশির ভাগ সময় গ্রন্থাগারে, আমার কাজের সাথে সম্পৃক্ত যেকোনো পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নে অতিবাহিত করি। দামেস্কে ইব্রাহিম ইবনে সুলাইমান নামে, এখন তার বয়স প্রায় নব্বই বছর, বিখ্যাত এক আলেমের একটা দারুণ ব্যক্তিগত সংগ্রহ রয়েছে। আমি তার কথা এবং তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের কথা এমন একজনের কাছে প্রথম শুনেছিলাম যার স্মৃতি এখনো আমায় যন্ত্রণা দেয়। তার একটা ছবিই আমার মানসপটে গেঁথে রয়েছে, যা আমার স্ত্রীর শরীরের ওপর লালসা চরিতার্থ করা একটা পশুর। আমি তার সম্বন্ধে আর কখনো ভাবতে চাই না, বা তেমনই আমার অভিপ্রায়।

ইব্রাহিম শহরের সবচেয়ে বয়স্ক রাব্বি। সিনাগগে যাবার পথে তার সাথে আমার প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়, এর পেছনেই তার গ্রন্থাগার অবস্থিত। তাকে বেশির ভাগ দিন সেখানেই পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বয়স তার মানসিক সক্ষমতায় এখনো দাঁত বসাতে পারেনি। আমি নিজের প্রয়োজনে বেশ কয়েকবার যখন তার কাছে পরামর্শ চেয়েছি তিনি তার মননের মহিমা প্রকাশ করেছেন, আমার নিজেকে নগণ্য মনে হয়েছে আর কেমন বিষণ্ন একটা অনুভূতি আমায় চেপে ধরেছে। আমি যে লোকটার কথা আর কখনো উল্লেখ করতে চাই না তিনি তার ধীশক্তির অসাধারণ ক্ষমতার কথা অনেক শুনেছেন এবং তিনি আমায় ডেকে তার পাশে বসান আর ইবনে মায়মুন সম্বন্ধে আমি জানি এমন সব কিছু তিনি জানতে চান।

মোহমুগ্ধতার সমাপ্তি ঘটেছে। অভিশপ্ত নামটা পুনরায় লেখার পাতায় কালিমা লিপ্ত করেছে। আর তারপরও... এবং তারপরও আমি ইব্রাহিম ইবনে সুলাইমানকে না করতে পারি না যে তথ্যের জন্য তিনি ব্যাকুল আঠারো বছর বয়সী একজন বিদ্বজ্জনের সমস্ত আবেগ নিয়ে তাকে সব কিছু জানাই।

তাই, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং এই মহান আর উদার বৃদ্ধ মানুষটিকে প্রীত করতে ইবনে মায়মুন আর তিনি যে কাজে মগ্ন রয়েছেন সে সম্বন্ধে আমি কথা বলি। আমি উল্লেখ করি কেন তিনি *হতবুদ্ধির সহায়িকা* রচনা করছেন এবং

BanglaBook.org

আমি কথা বলার মাঝে শতকুঞ্চিত মানচিত্রটা যা আসলে ইব্রাহিমের নিজের মুখমণ্ডল সহসা একটা হাসির আবহে জড়িয়ে যায়, যা এতটাই আন্তরিক যে পরিবর্তনটা আমায় আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দেয়। এটাই আসল প্রজ্ঞার মুখাবয়ব।

'ইবনে ইয়াকুব, আমি এবার শান্তিতে মরতে পারব। আমি যা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কখনো সম্পন্ন করতে পারিনি সেটা আরেকজন সমাধা করেছে। আমি ইবনে মায়মুনকে একটা চিঠি লিখব আর সেটা তোমার কাছে দেব। সুলতানের প্রিয় অনুলেখক হিসেবে তুমি তোমার অবস্থান ব্যবহার করে চিঠিটা অবিলম্বে কায়রো পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। আমি চিঠিটার সাথে তার আরাধ্য বিষয়ে আমার নিজের কিছু গবেষণাযুক্ত করে দেব, যা হয়তো তার কাজে লাগতে পারে। তুমি তাকে কত ভালোভাবে চেন?'

আমি তাকে কত ভালোভাবে চিনি? আমার মনের ভেতর প্রশ্নটা ধ্বনি প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। একটা মর্মস্পর্শী যন্ত্রণা, যা আমি অতিক্রম করতে পেরেছি বলে ভেবেছিলাম, পুনরায় আমার অন্তস্তলকে আঁকড়ে ধরে, যখন সেই ভয়ংকর রাতের স্মৃতি কূলগ্রাসী ঝড়ের মতো এসে আছড়ে পড়ে, যা আমাকে সেই মুহূর্তেই সিক্ত করে। আমি বুঝতে পারিনি যে আমার দু'গাল বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ছে। ইব্রাহিম নিজের হাতে আমার মুখ মুছিয়ে দিয়ে আমায় আলিঙ্গন করেন।

'সে তোমায় কষ্ট দিয়েছে?'

আমি মাথা নাড়ি।

'তুমি চাইলে আমায় বলতে পার যদি তোমার বলতে ইচ্ছে করে যদিও আমি হয়তো তোমায় কোনো সাহায্যই করতে পারব না।'

আর আমার হৃদয় দীর্ঘদিনের চেপে রাখা যন্ত্রণা আলখাল্লা পরিহিত এই প্রাজ্ঞ প্রবীণের সামনে বলতে শুরু করে। তিনি নিবিষ্ট মনে বসে শুনতে থাকেন মুসা যেমন হয়তো একদা তার সন্তানদের সমস্যার কথা শুনেছিলেন। আমি যখন বলা শেষ করি, আমি বুঝতে পারি যে আমার যন্ত্রণা আর নেই। আমি অনুভব করি যে এবার চিরতরে এটা বিদায় নিয়েছে। এটা আর কখনো ফিরে আসবে না।

ইব্রাহিম যে স্বস্তি জুগেছেন সেটা তার চোখে-মুখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে। তার সজাগ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো একবারের জন্যও পলক ফেলেনি। তিনি বুঝতে পেরেছেন। তার কোনো কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। আমি নিজেই বুঝে নিই। আমাদের জনগোষ্ঠী যে কষ্ট সহ্য করেছে তার তুলনায় আমার নিজের অভিজ্ঞতা একটা ক্ষুদ্র বালুকণার সমান। এর বেশি কিছু না। এর কমও কিছু না। তার উপস্থিতিই কেবল এসব কিছু প্রতিভাত করে তুলেছে। অনেকটা অলৌকিক ঘটনার মতো আমার মাথা সহসা পরিষ্কার হয়ে যায়। সামান্য যে যন্ত্রণাটুকু ছিল সেটার উপশম ঘটে। আমার ভেতরের ভারসাম্য পুর্নপ্রতিষ্ঠিত

BanglaBook.org

হয়। একটা ভিন্ন, শতাব্দি-প্রাচীন পারম্পর্যের ভেতর দিয়ে সব কিছু প্রতিভাত হয়। আমি জোরে হেসে উঠতে চাই, কিন্তু নিজেকে সংযত করি। তিনি আমার এই পরিবর্তন খেয়াল করেন।

'ইবনে ইয়াকুব, তোমার মুখের অন্ধকার কেটে গেছে। তোমার কপালের কুঞ্চন উধাও। আমার মনে হয় তোমার মাথার ভেতরের কালো মেঘ সরে গিয়ে আবার সূর্যের আলোয় চারপাশ ঝলমল করে উঠেছে।'

আমি প্রাণপণে মাথা নাড়ি। তিনি হেসে ওঠেন।

আমি যখন হেঁটে নগরদুর্গে ফিরে আসছি, সূর্য ততক্ষণে মাথার ঠিক ওপরে উঠে এসেছে, তার রশ্মি আমার পরনের মসলিনের কালো আলখাল্লা ভেদ করছে। আমি ঘামতে শুরু করি এবং অস্বস্তিবোধ করতে থাকি। আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে দেরি না করে সরাসরি গোসলের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। আমি হাম্মামের শীতল পানিতে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকি। আমার দেহের উত্তাপ আর অস্বস্তিবোধ ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে সেখানে একটা শীতল স্বস্তি নেমে আসে। আমি গা থেকে ভালোমতো পানি শুকিয়ে ফেলি এবং আমার কক্ষে পুরোপুরি সতেজ হয়ে ফিরে আসি। আমি কক্ষে ফিরে পানি পান করে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ি। আমার স্বপ্নগুলো দারুণ পরিষ্কার, দুপুরের দিবানিদ্রার সময় সচরাচর যেমন হয়ে থাকে। আমি স্বপ্নে কায়রোর একটা গম্বুজাকৃতি কক্ষ দেখি এবং আমি আমার স্ত্রী আর কন্যাকে পানিপূর্ণ একটা পাত্রের সামনে বসে থাকতে দেখি, যা তারা পর্যায়ক্রমে একে-অপরের ওপরে ঢালছে। আমি বলতে পারব না কীভাবে এমন একটা স্বপ্নের জন্ম হলো। আমি টের পাই কেউ আমায় ঝাঁকিয়ে আমার তন্দ্রা থেকে জাগিয়ে তুলছে এবং আমি কোনোমতে চোখের পাতা খুলে সামনে খোজা আমজাদের ফিচেল হাসিমাখা মুখ দেখতে পাই।

'ইবনে ইয়াকুব, সুলতানা আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন।'

আমি শয্যায় সটান উঠে বসে কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু তাতে তার মোটেই হেলদোল হয় না।

'কোনো সুলতানা?' আমি জানতে চাই।

সে উত্তর দিতে অস্বীকার করে, যেমনটা সে প্রায়ই করে থাকে, উদ্ধত একটা ইঙ্গিতে কেবল বোঝায় যে আমার উচিত তাকে অনুসরণ করা। কায়রোর খোজা ইলমাসের সাথে, যার পরিণতি মারাত্মক হয়েছিল, আমি কোথায় যেন তার একটা মিল খুঁজে পাই।

হারেমে প্রবেশের মুখে একটা উপকক্ষে জামিলা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল দেখা যায়। সে দ্রুত চোখের পলক ফেলে আমজাদকে বিদায় করে। আজ তাকে তার চিরাচরিত উচ্ছ্বসিত মেজাজে দেখা যায় না; তার ক্লান্ত চোখের তারায় বিষণ্নতা ভর করেছে। সে একটু আগেই কাঁদছিল বোঝাই যায় এবং স্পষ্টতই বহু রাত সে ঘুমায়নি। এই রমণী যার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি আর চারিত্রিক দৃঢ়তা স্বয়ং সুলতানকে স্তম্ভিত করেছে তাকে কি বিচলিত করতে পারে? তিনি একটা কথাও না বলে দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকেন।

'সুলতানাকে কেমন বিক্ষিপ্তচিত্ত মনে হচ্ছে। নগণ্য এই খুশনবিশ কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে?'

'ইবনে ইয়াকুব, তোমার পুরনো বন্ধু নাকি বান্ধবী হালিমা আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। আমি ভেবেছিলাম তার মাঝে আমি একজন যোগ্য বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি। আমাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার সমালোচনার সাথে সে একমত পোষণ করত। তুমি নিশ্চয়ই জানো, বহু মাস আমরা একে-অপরের হরিহর আত্মা ছিলাম। আমরা কত দিন একত্রে অতিবাহিত করেছি সেটা আমি গুনে বের করতে পারব না। সে আন্দালুসিয়ান দর্শন আর কায়রো এবং দামেস্কে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গাত্মক কবিতার সমঝদার হয়ে উঠেছিল। আমরা একই বিষয়ে আনন্দ লাভ করতাম। আমাদের বৈরিতাও এমনকি মিলে যেত। তোমার সুকুমার অনুভূতিতে আঘাত করার ভয়ে আমি আমাদের একসাথে অতিবাহিত করা রাত্রির কথা বর্ণনা করছি না কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো, ইবনে ইয়াকুব, আমি যখন এ কথা বলছি তারা আমায় নিশ্চল করে তুলছে। আমরা বীণা আর বাঁশির মতো একত্রে স্পন্দিত হতাম। আমার কি আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে? আমার দিকে তাকিয়ে, সে যখন হাসত, তার মুখ তখন স্বচ্ছ পানির ঝর্ণার মতো প্রবাহিত হতো, শুভ শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটত এবং যে কেউ তখন প্ররোচিত হবে নতজানু হয়ে এর শ্রান্তিহর পানিতে চুমুক দিতে। সে যখন হাসত মনে হতো যেন সারা পৃথিবী তার সাথে হেসে উঠেছে।

'তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে কিছু একটা তাকে পুরোপুরি পরিবর্তিত করে ফেলেছে। সে কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করা শুরু করেছে। সে আমার সঙ্গ পুরোপুরি পরিহার করছে। সে কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রলাপী বুড়ি ডাইনিদের কথা শুনছে যাদের একমাত্র কাজ ভয় দেখিয়ে আমাদের নতজানু করা। আমজাদ আমায় বলেছে যে হারেমের কিছু বৃদ্ধা পরিচারিকা তার মাথায় আবোলতাবোল যত কিছু ঢুকিয়েছে। সে বলেছে যে তারা তাকে বলছে যে সুলতান আমার পুত্রদের চেয়ে তার ছেলেকে বেশি আদর করেন, আরো বলেছে যে তার ছেলেই একদিন সুলতান হবে যদি সে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে। তারা তাকে বুঝিয়েছে যে আমি একটা অশুভ প্রভাব যে আমি তাকে আল্লাহ আর তার রাসুলের নির্দেশিত সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছি। আমার অতীত সম্বন্ধে তারা তাকে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে। আমজাদই আমাকে এসব কিছু বলেছে এবং তার তথ্যদাতারা সব সময় সঠিক হয়।

'হালিমা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে পৃথিবী অশুভ শক্তিতে পরিপূর্ণ। আমি সেদিনই তাকে নিজের কানে উদ্বিগ্নভাবে একজন পরিচারিকাকে বলতে শুনেছি যে *উডার* কি কখনো বাচ্চাদের আক্রমণ করে। ইবনে ইয়াকুব, এই *উডার* সম্বন্ধে তোমার কি বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা আছে? এটা একটা প্রাণী বেদুইনরা বহু শতাব্দি আগে মরুভূমিতে তাদের প্রতিপক্ষকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে উদ্ভাবন করেছিল।

BanglaBook.org

'উডার এমন একটা দানব যে মানুষকে বলাৎকার করে এবং মরুভূমিতে ধুঁকে ধুঁকে মরার জন্য ফেলে রেখে যায়, কিন্তু তখনই যখন সে নিশ্চিত হয় যে তাদের পায়ুদ্বারে কীট বাসা করেছে! একজন অশিক্ষিত যদি এসব গাঁজাখুরি কথায় বিশ্বাস করত আমি তাহলে হাসতাম কিন্তু হালিমাকে দর্শনের জটিল বিষয়গুলো বোঝাতে আমি মাসের পর মাস অতিবাহিত করেছি। আমি ভেবেছিলাম সে বুঝতে পেরেছে। সে এখন কিনা মনে করছে উডার সত্যি আর ইবনে রুশদ এবং ইবনে সিনা মিথ্যা। ব্যাপারটা এমন যেন তার মস্তিষ্কে একটা কাল মেঘ ছেয়ে রয়েছে, যা কোনোভাবেই সরতে চাইছে না।

'আমি যখন তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছি সে ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে যেন আমি কোনো অশুভ আত্মা বা ডাইনি। সে আমায় তার সন্তানকে কোলে পর্যন্ত নিতে দেয় না। সে আমাকে তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে দিতে চায় না। তিন রাত্রি আগের কথা সে আমাকে বলেছে যে আমরা একসাথে যা কিছু করেছি সব অশুভ, পাপপূর্ণ আর বিরক্তিকর। সে বলে যে আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিতে জিন আর অন্যান্য অপদেবতার নির্মম আচরণ সহ্য করতে তাদের সামনে নিক্ষেপ করবেন। আমার তার প্রতি চিৎকার করতে ইচ্ছা করে, তার চুল টানতে, তাকে প্রবলভাবে ঝাঁকাতে যতক্ষণ না সে পুনরায় তার বোধ ফিরে আসে কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করি, বরং বুঝতে চেষ্টা করি তার আসলে কী হয়েছে।

'একবার কেবল, গোসলের সময় আমি যখন তাকে একাকী চমকে দিই, তাকে তখন তার পুরনো সত্তার মতো মনে হয়। সে তখন একাকী ছিল এবং আমি নিজেও আমার কাপড় আলগা করে তার পাশে স্নানার্থে প্রবেশ করি। আমাদের কেউই একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। আমি এক টুকরো কাপড় নিয়ে তার কোমনীয় পেলব কাঁধ আলতো করে ঘষতে শুরু করি। এটা অবশ্যই কিছু স্মৃতিকে জাগ্রত করে।

'সে কয়েক মাসের ভেতর প্রথমবারের মতো আমার দিকে ঘুরে তাকায়। সে তারপর হেসে ওঠে। তার দাঁত পালিশ করা গজদন্তের ন্যায় দ্যুতি ছড়ায় এবং তার সমস্ত মুখ পুনরায় আলোকিত হয়ে ওঠে। সেই চিরচেনা হালিমা। আমার হৃদয় দ্রবীভূত হয় এবং আমি আমার হাত নিচু করে তার স্তন স্পর্শ করার পূর্বে তার মাথায় হাত বোলাই।

'তারপরই মনে হয় যেন একটা বজ্রপাত তাকে আঘাত করেছে। তার পুরো অভিব্যক্তি বদলে যায়। তার মুখ কঠোর হয়ে ওঠে। সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়, নিজেকে সামলে নিয়ে হাম্মাম থেকে পালিয়ে যায়। সে যাবার সময় চিৎকার করে নিজের পরিচারিকাকে ডাকে যে দ্রুত তোয়ালে নিয়ে দৌড়ে তার পাশে আসে। ইবনে ইয়াকুব, আমি স্নানের স্থানে বসে থাকি এবং নীরবে তাকিয়ে দেখি আমার চোখের জলে হাম্মামের পানি তখন বেড়ে চলেছে।



BanglaBook.org

'আমি এখন ভগ্নহৃদয় আর যুক্তির অতীত বিপর্যস্ত। হ্যাঁ, যুক্তির অতীত এবং এটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে কারণ আমি বুঝতে পারছি যে, আমি নিজেও প্রশমিত, যৌক্তিক আর উচ্চমার্গীয় ভাবনা থেকে সরে আসছি এবং একটা ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে যার শুদ্ধতা ভীষণ গভীর।

'সে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। আমরা সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতাম, এমনকি শয়নকক্ষে সালাহ্ আল-দ্বীনের দুর্বলতাও। এখন আমি যখন হালিমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন তখন আর কেউ নেই যার সাথে আমি আমার হৃদয়ের কথা খুলে বলতে পারি। তোমার কথা আমার মনে হয়েছে কারণ একটা সময় তুমি তার বন্ধু ছিলে। সে তোমার সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে এবং আমাকে বলেছে যে তুমি একজন ভালো শ্রোতা। আজকাল একজন বুদ্ধিমান শ্রোতার দেখা পাওয়া সহজ কথা নয়, বিশেষ করে তুমি যদি সুলতানের বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে থাক।

'হালিমার বিবর্তন তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? ইবনে ইয়াকুব, এটা নিশ্চয়ই শিশু জন্ম দেয়ার কারণে হয়নি। আমি সালাহ্ আল-দ্বীনকে দুটো শক্তসমর্থ পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছি কোনো পরিণতি ছাড়াই। এটা তাহলে কীভাবে সম্ভব সে পুরোপুরি কল্পনার একটা দুনিয়ায় বাস করছে?'

আমি জামিলার কাহিনি শুনে কেঁপে উঠি। এটা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন যে হালিমার মতো, স্বাধীন সত্তার অধিকারী যদি সে রকম কিছু সত্যিই থেকে থাকে, একজন মহিলা, যাকে যাকে সুলতান একসময় আমার কাছে বলেছেন জাত ঘোড়ার মতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হিসেবে, জামিলার বর্ণনার মতো ভীত, অসহায় জন্তুতে পরিণত হতে পারে। একটা ভাবনা চকিতে আমার মাথায় খেলা করে যায়। হালিমা সম্ভবত বয়স্ক মহিলার সাথে তার অবাস্তব সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জামিলাকে শুধু নয়, বরং সেই সাথে তার সাথে সম্পর্কিত সব কিছু এবং এই পৃথিবীতে সে যা কিছু সমর্থন করে সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করেই সে কেবল সেটা করতে পারে। ব্যাপারটা যদি তাই হয়েই থাকে তাহলেও নিশ্চিতভাবেই হালিমার অশুভ আত্মা আর দানবে বিশ্বাস করার মতো এতটা নীচুতে নামার কোনো প্রয়োজন নেই। বা আবার, সে কি জামিলার মনে প্রত্যয় জন্মাতে অভিনয় করছে যে সব কিছু শেষ এবং সে হালিমা যে চিরতরে বদলে গেছে? আমি জোরে জোরে বলি:

'সুলতানা, আপনার বর্ণিত পরিবর্তনের রহস্য অনুধাবনের চেষ্টায় আমি গভীর ভাবনায় ডুবে ছিলাম। আমার কাছে বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে, হালিমা যেন একটা ঘোরের ভেতর আছে। আমার মনে হয় না এর সাথে গর্ভবতী হবার খুব একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু এটা সম্ভবত অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপকারী সেইসব মহিলার কাজ, আপনার সাথে তার বন্ধুত্বের কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে, তার কানে বিষ ঢেলেছে।'

'ইবনে ইয়াকুব, কায়রোতেও সেই চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে সমস্যা সৃষ্টিকারীদের এত কঠোর বাক্যবাণে জর্জরিত করে ছত্রভঙ্গ করেছিল যে তাদের

BanglaBook.org

কান নিশ্চিতভাবেই ঝলসে গেছে। দামেস্কে সে তাহলে কেন এতটা আক্রম্য হবে? তার জন্য আমি প্রচুর লিখেছি। আমার আবেগ প্রকাশ করতে গল্প, কবিতা আর চিঠি লিখেছি। আমি এর বিনিময়ে কয়েক সপ্তাহ আগে ছোট এক টুকরো কাগজ পেয়েছি। সেখানে এই কথাগুলো লেখা: "আমি যা আমি তাই। আমি আশা করি আপনি আরেকজনকে খুঁজে পাবেন, যে আমার চেয়ে অনেক ভালো হবে। আমি সরাইখানার ব্যাপারীর মতো আর সুখের বেসাতি করি না। আমি কেবল আল্লাহকে ভালোবাসি এবং আমি তার রাসুলের পথ অনুসরণ করি।"

'ইবনে ইয়াকুব, তুমি কি এসবের কোনো অর্থ বুঝতে পারছ? আমিও পারছি না। এটা যেন অনেকটা হৃৎপিণ্ডে ছুরিকাহত হওয়া আর তাকে বলতে শোনা "মর!"

'আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই। তুমি কি একবার হালিমার সাথে কথা বলবে এবং নিজে বিবেচনা করবে যে আমার কোনো ভুল হয়েছে কিনা? হয়তো আমি যেখানে ব্যর্থ হয়েছি তুমি সেখানে সফল হবে। সুলতান হালিমা বা আমার নিজের কারো ব্যাপারেই আমাদের ইচ্ছামতো তোমার সাথে দেখা করার বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। এই বিষয়টা সম্বন্ধে সবাই অবহিত আছে, এমন একটা আলাপচারিতায় গোপন করার মতো কিছুই থাকবে না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি বিষয়টার বন্দোবস্ত করতে পারি। আমজাদ তোমাকে নির্ধারিত সময়ে গিয়ে ডেকে আনবে।'

আমি তার প্রস্তাবে সম্মতি জানাবার পূর্বেই সে কক্ষ থেকে দ্রুত বের হয়ে যায়। এটা মোটেই কোনো অনুরোধ নয়, একটা নির্দেশ।

BanglaBook.org

এক সপ্তাহ বা তারও বেশি আমি একটা ঘোরের ভেতর হেঁটে বেড়াই। এটা এমন যেন জামিলার বিষণ্নতা দ্বারা আমি নিজেও আক্রান্ত হয়েছি। তার কথা আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে কিন্তু তারপরও আমার বিশ্বাস হতে চায় না যে সে যেমনটা বলেছে হালিমার পরিবর্তন ঠিক ততটা ব্যাপক হতে পারে।

আমি অধৈর্য হয়ে খোজা আমজাদের জন্য অপেক্ষা করি এবং একদিন সকালে সে আমাকে নিয়ে যেতে আসে। তার হাসি সব সময় আমার বিরক্তিকর মনে হয় কিন্তু আমি খেয়াল করে দেখেছি যে হাসিটা তার মুদ্রাদোষ। এটা তার উদ্বিগ্ন থাকার লক্ষণ। আমি একটা দীর্ঘ করিডরের ভেতর দিয়ে তাকে অনুসরণ করে সেই একই উপকক্ষে এসে উপস্থিত হই যেখানে কয়েক দিন আগে জামিলার সাথে আমার দেখা হয়েছিল।

হালিমা ইতিমধ্যে সেখানে কিংখাব দিয়ে আবৃত বিশাল এক তাকিয়ার ওপর বসে রয়েছে। সে আমাকে দেখতে পেয়ে মুখে কোনোমতে দুর্বল একটা হাসি ফুটিয়ে তোলে। আমি তার বেশভূষা দেখে হতবাক হয়ে যাই। তার মুখ বিবর্ণ এবং তার চোখ থেকে যেন সমস্ত প্রাণশক্তি শুকিয়ে গেছে, যা এখন কোটরাগত দেখাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর চাপা।

'ইবনে ইয়াকুব, তুমি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছ।'
আমি নীরবে মাথা নাড়ি।
'কেন?'
'আমি পুত্রসন্তান জন্ম দেয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাতে আর সেই সাথে আজকাল কী করছেন আর আপনার একান্ত ভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম। আমি যদি একটু বেশি সাহস দেখাই, আমি জিজ্ঞেস করতে পারি আপনাকে কেন এত অন্য রকম মনে হচ্ছে? সন্তান জন্ম দেয়াটা কি কঠিন ছিল?'
'হ্যাঁ,' সে এতটা চাপা স্বরে উত্তর দেয় যে আমাকে রীতিমতো বেগ পেতে হয় তার উচ্চারিত শব্দগুলো শুনতে। 'ভীষণ কঠিন ছিল বিষয়টা। তারা যন্ত্রণা লাঘব করতে আমার হাতে বিশেষ একখণ্ড পাথর দিয়েছিল এবং ভূমিষ্ঠ হবার প্রক্রিয়া দ্রুত করতে আমার কোমরের চারপাশে একটা সাপের চামড়া জড়িয়ে দিয়েছিল। ইবনে ইয়াকুব, তুমি জিজ্ঞেস করেছ আমি কেন বদলে গিয়েছি। আমি বদলেছি। আমার ছেলে সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করেছে কেবল তিনটি জাদুমন্ত্রের কারণে, যা চিকিৎসাবিদ্যার এক আলেম কর্তৃক লিখিত হয়েছে। আমার নিজের পুরো অতীতের সাথে বিশেষ করে জামিলার সাথে আমার সম্পর্ক পুরোপুরি ত্যাগের বিষয়টা এর সাথে জড়িত ছিল। পুত্রের জন্মগ্রহণ আমায় পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। জাদুমন্ত্র এমনকি যদি কাজ নাও করে আমি আল্লাহতালাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের নবীজির, আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দিন, মাধ্যমে আমাদের জন্য তার নির্ধারিত পথ থেকে আমায় বিচ্যুত না করে আমাকে একটা পুত্রসন্তান দেয়ার কারণে।
'আমার জন্য বিষয়টা মোটেই সহজ ছিল না। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি আর জামিলা একসাথে সময় কাটাতাম। আমরা এক নিঃশ্বাসে রসিকতা করতাম, হাসতাম আর খোদানিন্দা করতাম। আমাদের নবীজি, আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দিন, সম্বন্ধে সে কী বলত তার কয়েকটি যদি আমি কাজিসাহেবকে বলি তাহলে সুলতানের পক্ষেও তার ধড়ে গর্দান রাখা সম্ভব হবে না।
'সে আমাকে যা কিছু শিখিয়েছিল সব মিথ্যা। সে চেয়েছিল আমি আল্লাহর কালামের প্রতি সন্দেহ পোষণ করি। সে বলেছিল যে, ইবনে সিনা, আল-মাআরী, ইবনে রুশদের লেখায় আমাদের পবিত্র গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে। আল্লাহ যেন আমায় এসব বিপজ্জনক জঞ্জালের প্রতি কর্ণপাত করার কারণে মার্জনা করেন। ইবনে ইয়াকুব, আমি অনুতপ্ত। আমি এখন আর পাপী নই। আমি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করবেন আর আমার সন্তানকে রক্ষা করবেন। জামিলার জন্য আমি এতটুকুই বলতে পারি, আমাদের যদি একই আবাসন এলাকায় বাস করতে না হতো। তার উপস্থিতি আমার পঙ্কিল অতীতের কথা নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি জানি তুমি এটা শুনে হতবাক হবে, কিন্তু আমি তার মৃত্যু কামনা করি।'

BanglaBook.org

আবেগহীন হতোদ্যম কণ্ঠে এসব কথা উচ্চারিত হয়। এমনকি তার শেষ কথাটাও একটা বিষণ্ন গুঞ্জনের মতো ভেসে আসে। হালিমার পরিবর্তনের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। আমি এটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এবং বিষয়টা আমায় ব্যথিত করে। আমি জামিলার কথাকে খামোখাই সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম। এটা তার সাথে হালিমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। সে নিজের পুরো জীবনই একেবারে খোলনলচে সমতে পাল্টে ফেলেছে। আমি শেষ একটা চেষ্টা করি।

'হালিমা বিবি, আমায় যদি কেউ বলত যে আপনি এমন আমূল বদলে গেছেন তাহলে আমি তাদের মুখের ওপর হাসতাম। আপনি নিশ্চয়ই এটা মেনে নেবেন না যে সুলতানা জামিলা আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছিলেন তার সবই অশুভ। তিনি কি আপনাকে কবিতার রস উপভোগ করতে শেখাননি? আমি কায়রোতে আপনার কণ্ঠে যে গান শুনেছিলাম সেটাও কি তিনি শিখিয়েছেন বলে দূষিত?'

তার মুখ ক্ষণিকের জন্য নরম হয় এবং আমি আমার একদা পরিচিত হালিমার একটা ঝলক মুহূর্তের জন্য দেখতে পাই। কিন্তু তার মুখাবয়ব পুনরায় দ্রুত কঠোর হয়ে ওঠে।

'আমার ওপর তার প্রভাব অশুভ। আমি মনে করতাম সে আমায় ভালোবাসে, কিন্তু সে আসলে চায় অধিকার করতে। সে আমাকে অন্য কারো নয় নিজের কুক্ষিগত করতে চায়। ইবনে ইয়াকুব, আমি অবশ্যই আমার নিজের ইচ্ছায় বাঁচব। তুমি নিশ্চয়ই আমার আবার নিজের মতো হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝতে পারছ।'

'আপনি ভুলে গেছেন যে জামিলার সাথে আপনার দেখা হবার আগে থেকে আমি আপনাকে চিনি। আপনি কি মেসুদের কথা ভুলে গেছেন? কায়রোতে কাজি যখন আপনাকে প্রাসাদে ধরে এনেছিলেন তখন সুলতানের সাথে আপনি যে সুরে কথা বলেছিলেন সেটা কি আপনার এখন মনে আছে? এটা সত্যি যে আপনি তখন আন্দালুসিয়ার দর্শন বা ওয়ালাদার আদিরসাত্মক কবিতা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না কিন্তু আপনার মন সুযোগটা লুফে নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। জামিলাও সেটা লক্ষ্য করেছিল এবং একটা নতুন দুনিয়া দেখতে আপনাকে কেবল সাহায্য করেছে।'

'জামিলা আমাকে ব্যবহার করেছে যেন আমি একটা বীণা।'

এটা সত্যের প্যারোডি এবং আমি সুলতানার অভিপ্রায়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার দায় অনুভব করি।

'আমি যদিও আপনার ওপর তার প্রভাবকে ভালো চোখে দেখি না কিন্তু তিনি ভালোই বাজিয়েছেন। আপনারা দুজন মিলে যে সংগীতে জন্ম দিয়েছিলেন সেটা প্রাসাদের ঈর্ষাবস্তু ছিল। খোজারা সারা শহরে আপনার কথা আলোচনা করেছে। তারা দুজন রাণীর কথা বলত, যারা সত্যি যার অন্য আর কোনো কিছুর পরোয়া করে না। তারা বর্ণনা করে জিন আর অন্যান্য কাল্পনিক জন্তুর

BanglaBook.org

কথা যারা বিশ্বাস করে সেইসব হতভাগ্যদের প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করার সময় আপনার চোখ কেমন চুল্লির মতো গনগন করত। আপনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হালিমা, সেটা ছিল একধরনের স্বাধীনতা। আমি একজন বন্ধু হিসেবে কথা আপনাকে বলছি।'

'নবিশিন্দা, তুমি মূর্খের মতো কথা বলছ। কেবল আল্লাহ আর তার নবীর আদেশের মাঝে সত্যিকারের স্বাধীনতা নিহিত। আমরা কেন এত উদ্ধত হব আর ভেবে নেব যে কেবল আমরা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন, সত্যি বলছি যখন বিশ্বাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা সন্দেহ প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করেছে, এই অনীহার গুণের কারণে, কুসংস্কারের দাস? আমি তোমায় কথা বলি। আমি এখন জানি যে জামিলার খোদানিন্দা ছিল অনেকটা নরকের বাতাসের মতো। ইবনে ইয়াকুব, তোমায় বিক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে। আমি অবশ্য খুব একটা অবাক হচ্ছি না। আমাদের নবীজির প্রদর্শিত পথ একজন ইহুদি কীভাবে বুঝতে পারবে?'

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। সেই মুহূর্তে তার আর আমার মাঝে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। সে ভণ্ড নবীদের মধুমিশ্রিত বাণী এবং জাদুটোনা করে, যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের তিক্ততার ফাঁদে পড়েছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে, আড়ম্বরপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করি এবং কক্ষ ত্যাগ করি। আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি। হালিমার আত্মা মৃত। আমি এখন জামিলার হতাশা টের পাই। সেটা কেবল একজন প্রত্যাখ্যাত আর পরিত্যক্ত প্রেমিকার অনুশোচনা নয়। জামিলা কেবল এ জন্য বিষণ্ন নয় যে তাদের মাঝে এখন বিস্তীর্ণ জলরাশি স্থান করে নিয়েছে, কিন্তু এ জন্যও যে, তারা একসাথে তাদের সম্পর্কের পুরোটা সময়, জ্ঞান এবং পৃথিবী সম্পর্কে অনুভব যা সে এত ধৈর্যের সাথে তার বন্ধুর কাছে প্রকাশ করেছিল তার পুরোটাই একই সাথে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে। জামিলা আর আমি আমরা উভয়েই পরিবর্তনটার ধরন চিনতে পারি। হালিমার জানার আগ্রহটাই নষ্ট হয়ে গেছে। পাখিরা এখন আর শিস দেয় না। ফুল ঝরে পড়েছে।

আমি কয়েক দিন ধরে তার সাথে সেই আলোচনাটা নিয়ে চিন্তা করি। তার কথা ক্রমাগত আমার মনে ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আমার মাথার ভেতরে, আমি কোনো ফলাফল ছাড়াই নিরন্তর তার সাথে তর্ক করে চলি। হালিমা সমুদ্রে সলিলসমাধি হওয়া একটা জাহাজ। আমি আমার উদ্বেগের কথা জামিলাকে জানাই এবং আমাদের মাঝে অতীতে অনুপস্থিত ছিল এমন একটা বন্ধন গড়ে ওঠে, ক্ষতির একটা সাধারণ বোধ থেকে একধরনের নৈকট্যের সৃষ্টি হয়, এমন এক বন্ধুর জন্য শোক যার মাঝে প্রজ্ঞা আসন করে নিয়েছিল। তিনি বিস্ময় উদ্রেক করার মতো দার্শনিক হয়ে পড়েন।

'ইবনে ইয়াকুব, এই বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। আমি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হারাবার ক্ষতি যার সাথে

BanglaBook.org

সে সব কিছু ভাগ করে নিত এবং যাকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত দৈহিক স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবার চেয়ে অনেক বিশাল। আমি যখন তোমায় এসব কথা বলছি, আমি তখন নিজেকেই প্রশ্ন করছি, আমি কি সত্যি এসব বিশ্বাস করি বা তোমায় এসব বলে আমি আসলে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করছি যে বন্ধুদের মধ্যকার ভালোবাসার মূল্য দেহজ প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি? একটা সময় ছিল, যা দ্রুত সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, আমি নিজে এর ঠিক উল্টোটা বিশ্বাস করতাম। একটা সময় যখন মনে হতো আমার মনের ভেতর আগুন জ্বলছে এবং এর শিখাকে অবশ্যই আমার দেহে ছড়িয়ে পড়তে হবে। একটা সময় যখন শেষবারের মতো আবেগময় আলিঙ্গনের জন্য আমি বন্ধুত্বকে বিসর্জন দিতে পারতাম।

'ইবনে ইয়াকুব, তুমি খেয়াল করেছ কীভাবে আমার মতো, শক্তিশালী আর নিজেকে নিয়ে নির্ভার কেউ একজন ভালোবাসার দ্বারা জারিত হতে পারে। এটা একটা ভয়ংকর ব্যাধি, যা বলা থেকে আমাদের কবিরা কখনো বিরত হননি, আমাদের পাগল করে দিতে পারে। আমি জানি যে তুমিও একটা সময় তাকে ভালোবাসতে। তোমার মুখ সে জন্যই কি বিষণ্নতার একটা চাদরে অবগুণ্ঠিত?'

এটা হালিমার স্মৃতি নয়, যাকে আমি ভীষণ শক্তিশালী হিসেবে মানসপটে এঁকে রেখেছি, মেসুদের জন্য তার অবাধ্য ভালোবাসা, তার আবেগে জ্বলজ্বল করতে থাকা চোখের দৃষ্টি যখন সে কাজির উপস্থিতিতে সুলতানের কাছে নিজের ব্যভিচারের কথা স্বীকার করছে, যা আবার আমার মনে পড়ে যায়। জামিলার উপস্থিতির কারণে আমি বিব্রতবোধ করি, যিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তরের জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

'প্রিয় সুলতানা, আপনার এমন বিমর্ষ অবস্থা আমায় ভীষণ ব্যাকুল করে তুলেছে। হালিমার জন্য আমার নিজের আবেগ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সেটা ছিল সাধ্যের বাইরে কোনো কিছুর প্রতি একটা ছেলেমানুষী আকাঙ্ক্ষা, যা আমার বয়সী লোকদের মাঝে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অনেক দিন আগেই সেটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি নিজের মনে যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা হলো আপনি এখনো কেন বিমর্ষ হয়ে আছেন। ক্রোধ, তিক্ততা, নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেয়ার আকাঙ্ক্ষা এসব আমি বুঝি যদিও সেটা আপনার যোগ্য কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। কিন্তু আপনার মতো ধীশক্তির অধিকারী একজন মহিলার এমন কারো জন্য শোকার্ত হওয়া উচিত হবে না যার পরিবর্তন এতটাই পরিপূর্ণ যে এটা একজনকে নিজের পূর্ববর্তী বিবেচনাবোধের প্রতি প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং জানতে চায় এটা কি সব সময় আসল হালিমা ছিল। আমি আর আপনি একসময়ে যা দেখেছি সেটা ছিল একটা মুখোশ, যা আপনাকে প্রীত করার জন্যই নির্মিত হয়েছিল, কায়রোর ছায়া-নাটকের পুতুল নাচিয়েরা যেমনটা প্রয়োগ করে থাকে অনেকটা সে রকম।

'আমি অবশ্য এটাও ভাবছি যে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো কিছু আপনি আসলে সত্যি কিসের অভাব অনুভব করছেন। সম্ভবত যা সত্যিই

BanglaBook.org

আপনাকে বিচলিত করেছে সেটা হলো আপনি সম্পদ বলে মনে করতেন এমন কিছু একটা হারিয়েছেন। হালিমা সব সময়ই মহার্ঘ ছিল কিন্তু তার স্থূল দিকও ছিল। স্থূল দিকগুলো মসৃণ করতে এবং এই প্রাসাদ বা এমনকি এই শহরের চেয়ে বিশাল একটা পৃথিবীর দৃশ্যপট তার মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তুলতে, একটা সক্রিয় ভাবনার পৃথিবী যেখানে কোনো কিছুই নিষিদ্ধ নয়, আপনি তার ভেতর থেকে তার সেরাটা বের করে এনেছিলেন। যারা আপনাদের একসাথে দেখেছে যার ভেতরে মহামান্য সুলতানও আছেন সবাই আপনাদের বন্ধুত্বের স্মারক এই ঘনিষ্ঠতা দেখে বিস্মিত হতেন। অন্য কথায় বলতে গেলে হালিমা আপনার সবচেয়ে উদ্ধত সহায়সম্পদ হয়ে উঠেছিল আর কেউ নিজের সহায় সম্পদকে এভাবে পালিয়ে যেতে দেয় না। এটাই কি আসল ঘটনা, যা আপনাকে সত্যিকারের বিচলিত করে তুলেছে?'

মর্মযন্ত্রণা ছাপিয়ে জামিলার চোখে আগুন ঝলসে ওঠে এবং আমি সেই পুরনো জামিলাকে ক্ষণিকের তরে দেখতে পাই।

'অনুলেখক মন দিয়ে আমার কথা কোনো। তুমি, বা সেই দন্তহীন সারমেয় সাধি, বা তাকে সব কিছু সম্বন্ধে অবহিত করে যেসব খোজার দল তাদের কারো পক্ষে বিন্দুমাত্র ধারণা লাভ সম্ভব না আমার আর হালিমার সম্পর্কটা ঠিক কেমন ছিল। এটা মোটেই একতরফা সম্বন্ধ ছিল না। আমি তার কাছ থেকে অনেক কিছু, যেমন অন্য দুনিয়া আর আমার চেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত লোকজন কীভাবে জীবন-যাপন করে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, কিন্তু সেটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

BanglaBook.org

'তুমি আর তোমার সুলতান তোমরা ছেলেদের দুনিয়ায় বাস করো। তোমার পক্ষে আমাদের বাস্তবতা বোঝা এক কথায় অসম্ভব। হারেম অনেকটা মরুভূমির সাথে তুলনীয়। কোনো কিছুই এখানে খুব গভীরে শেকড় ছড়াতে পারে না। সুলতানের সাথে এক রাত কাটাবার সুযোগ পেতে মেয়েরা এখানে একে-অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। তারা মাঝে মাঝে নিজেদের ব্যর্থতার জ্বালা জুড়াতে খোজাদের খুঁজে নেয় যারা রাতের আঁধারে তাদের কক্ষে সরীসৃপের মতো প্রবেশ করে এবং তাদের হাত দিয়ে সোহাগ করে। খোজাদের লিঙ্গহীনতা সব সময় তাদের আনন্দ দেয়ার ক্ষমতাকেও পঙ্গু করে দেয় না।

'কোনো রমণীর পক্ষে এমন পরিস্থিতিতে একজন পুরুষের সাথে সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে তোলা অসম্ভব। আমার আব্বাজান এই ক্ষেত্রে ভীষণ ব্যতিক্রমী একজন মানুষ ছিলেন। আমার আম্মিজানের মৃত্যুর পরে তিনি সত্যিকারের একজন বন্ধু হয়ে ওঠেন, যার সাথে আমি অনেক কিছু আলোচনা করতে পারতাম। তুমি খুব ভালো করেই জানো, আমি সালাহ আল-দ্বীনকে পছন্দ করি। আমি জানি যে সে আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। আমি কেবল মাংসের একটা দলা নই, যার সাথে মাঝে মাঝে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত যৌনমিলনে লিপ্ত হয়।

সে আমার মননের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়। আমি এত কিছুর পরেও সততার সাথে ভান করতে পারি না যে আমাদের মধ্যকার সম্পর্কটা প্রগাঢ়। এই নষ্ট সময়ে এবং এসব পরিস্থিতির মাঝে সেটা কীভাবে সম্ভব? হালিমার সাথে আমি এমন একটা কিছু উপভোগ করেছিলাম, যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল নিটোল। যার সাথে দখলদারিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তা ছাড়া, আমরা সবাই শেষ পর্যন্ত সুলতানের সম্পত্তি।

'ইবনে ইয়াকুব, একটা বিষয় খেয়াল করেছ, আমি এখনো ভাবছি যে সে হয়তো একদিন ফিরে আসবে। আমার কাছে নয়, বরং তার বোধোদয় ঘটবে। সেটাই যথেষ্ট। আমার আশা যে একদিন সে অন্য মেয়েদের আমি তাকে যা শিখিয়েছি সেটা শেখাবে, যাতে করে আমাদের একত্রে অতিবাহিত সময়টা বিফলে না যায়। আমি এখন তার কাছে এর বেশি আর কিছু চাই না। আর কিছুই না! আমার কণ্ঠস্বর তার হৃদয়কে আর স্পন্দিত করে না। সব কিছুর সমাপ্তি ঘটেছে। আমার কাছে এবং আমার জন্য সে মৃত। আমি একাকী শোক পালন করব। আগে হোক বা পরে, নিঃসঙ্গতা তার নিজস্ব প্রশমনকারী বিজ্ঞতা আনয়ন করবে। আমার মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসবে এবং আমি আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠব। তুমি কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ?'

আমি মাথা নাড়ি এবং তিনি যখন সংযত পায়ে ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বের হয়ে যান তখন তার ঠোঁটে একটা বিষণ্ন, মলিন হাসি ফুটে থাকে, তিনি যেন তার যন্ত্রণার স্থানে ফিরে যেতে চান না।

আমি সেদিনের সেই আলাপচারিতার পরে জামিলার কথা আরো বেশি করে ভাবতে শুরু করি। আমাদের পৃথিবী যদি আলাদা হতো, আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারতাম এবং এটা থেকে যে সবচেয়ে বেশি লাভবান হত সেটা আর কেউ না আমি নিজে। তিনি, আমার দেখা অন্য যেকোনো রমণীর চেয়ে ইবনে রুশদের অভিযোগের পরিণতি দৃষ্টান্তমূলকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে আল্লাহ এবং তার নবীকে যারা বিশ্বাস করে তাদের দুনিয়া একটা কারণে পঙ্গু হয়ে রয়েছে, সেটা হলো তাদের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক, মূলত নারীরা, রাষ্ট্রীয় বিষয় বা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ নেয়া থেকে বিরত রয়েছে।

একজন ব্যক্তিকে নগরদুর্গের দেয়ালের বাইরের পৃথিবীতে যা ঘটছে সেখানে থেকে যখন বিচ্ছিন্ন রাখা হয় তখন হালিমার রূপান্তরের মতো ঘটনাসমূহ অনাকাঙ্ক্ষিত গুরুত্ব লাভ করে। বার্তাবাহকরা আপাদমস্তক লাল ধুলায় আবৃত হয়ে যে মুহূর্তে সুলতানের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়ে আমাদের অবগত করে যে বিনা যুদ্ধে আলেপ্পোর পতন হয়েছে আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠি। সমস্ত প্রস্তুতি অবশেষে সম্পন্ন হয়েছে। বিজয়ের সংবাদ বহনকারী প্রথম বার্তাবাহকে সবাই আলিঙ্গন করে। সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যে আহাম্মক সে তার নিজের লোকের তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের জন্মস্থান শিনশিরে পালিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

আলেপ্পোর বাইরে, শহরের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যরা তাদের মাথা নত করে কুচকাওয়াজ করে সুলতানকে অভিবাদন জানিয়েছে। আলেপ্পোর জনগণ নূর আল-দ্বীনকে ভালোবাসতো এবং তার উত্তরাধিকারীর প্রতি সব সময় বিশ্বস্ত থেকেছে, কিন্তু তারা জানে যে সালাহ্ আল-দ্বীনের মাঝে তারা এমন একজন বিজয়ীকে খুঁজে পেয়েছে যিনি তাদের শহর আর সেই সাথে শহরের মানুষ উভয়কে একই সাথে রক্ষা করবেন এবং একই সাথে জিহাদের পথে কোনো কিছুকেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেবেন না।

আলেপ্পোর পতনের সংবাদে দামেস্কে উত্তেজনার একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। সবাই রাস্তায় নেমে আনন্দে মেতে ওঠে। শহরের সর্বত্র সরাইখানাগুলোতে তরুণদের ভিড় জমে যায়, প্রত্যেকে সুরাপানে নিজেদের সামর্থ্যের চূড়ান্ত প্রয়োগে সংকল্পবদ্ধ। সংবাদটা যেন আমাদের পুরো দুনিয়াই বদলে দিয়েছে। মানুষ নিজেদের অস্থিমজ্জায় এটা অনুভব করে। আমাদের সুলতান এখন এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক।

আমার এই আনন্দ পরের দিন অননুকরণীয় একটা কণ্ঠস্বরের নীরব হয়ে যাবার মতো দারুণ দুঃসংবাদের কারণে সংযত হয়। ইব্রাহিম তার নিদ্রার মাঝে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব অল্প দিনের দিনের হলেও, মানুষ তার জন্মদাতা পিতার মৃত্যুতে যেমন কাঁদে সেভাবে কাঁদি। পরের দিন তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সবচেয়ে পোড় খাওয়া মুখগুলোও সিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমার জন্য নির্বাচিত পাণ্ডুলিপির একটা ক্ষুদ্র রেখে গেছেন। পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথে একটা চিঠিও রয়েছে। আমি সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিজের কক্ষের নির্জনতায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত চিঠিটা পড়া থেকে বিরত থাকি।

'মহান নৃপতিদের অধীনে কর্মরত থাকার পুরস্কার অনেক কিন্তু সত্যের সেবায় কোনো পুরস্কার নেই এবং ঠিক এ কারণেই এর মূল্য অনেক বেশি।'

## একুশ

# জামিলার দামেস্ক ত্যাগ এবং মানসিক প্রশান্তি ফিরে পাবার আশায়, নিজের পিতার প্রাসাদে গমন; সালাহ্ আল-দ্বীনের অসুস্থতা এবং দ্রুত তার শয্যাপাশে আমার উপস্থিতি

দুই দিন পরের কথা, খোজা আমজাদ আমার জন্য জামিলার একটা চিঠি নিয়ে আসে। সে আজ কোনো তথ্য জানাতে ব্যাকুল নয় বা দেঁতো হাসি হাসে না। সে কেবল চিঠিটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে যায়।

আমি তার হাতের লেখার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমি চিত্রকলার মহান চিত্রকরদের চারুলিপি ব্যাতীত এমন অপরূপভাবে অলংকৃত চিঠি আগে কখনো দেখিনি। তাকে এভাবে লিখতে যিনি শিখিয়েছেন তিনি অবশ্যই একজন ওস্তাদ চিত্রকর বা তাদেরই সমগোত্রীয়। আমি এই পঙক্তিগুলো যখন লিখছি তখন চিঠিটা আমার সামনেই রয়েছে। আমি যখন তার শব্দকে লিপিতে রূপান্তরিত করছি এমনকি তখনো আমি তার একই রকম স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পাই যেদিন হালিমা প্রথমবারের মতো তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তার কণ্ঠস্বর আমার মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনি তুলছে এবং আমার মানসপটে তার কাঁটা কাঁটা চেহারা আবার ভেসে ওঠে।

BanglaBook.org

**ইবনে ইয়াকুব, প্রিয় বন্ধু,**

এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য তোমায় জানানো যে আমি কয়েক মাস, সম্ভবত আরো বেশি দিনের জন্য দামেস্ক ছেড়ে যাচ্ছি। আমি কিছুদিনের জন্য আমার আব্বাজানের কাছে থাকতে যাচ্ছি, যার এখন প্রায় আশির কাছাকাছি বয়স এবং কিছুদিন যাবত তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তিনি মারা যাবার আগে আমি শেষবারের মতো তার সাথে দেখা করতে চাই এবং আমাদের মহামান্য সুলতান, তার আরো উন্নতি হোক, কখনো কোথাও যাবার বিষয়ে আমার ওপর কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি।

বহু বছর আগে একবার আমি কিছুদিনের জন্য বাগদাদে ছিলাম। সে দফা সেখানে যাবার উদ্দেশ্য ছিল নিজের মনকে আরো পরিশীলিত করা। আমি মহান এক দার্শনিক আর কবির ওয়াজ শুনতে সেখানে গিয়েছিলাম। আমি তার কাছেই যুক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি। আমি আজও নিজের সাদা দাঁড়িতে

হাত বোলাতে থাকা অবস্থায় তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই যখন তিনি মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) আর মু'য়াদ ইবনে জাবাল, আল-ইয়ামানের কাজির মধ্যকার নিম্নোক্ত কথোপকথন সম্বন্ধে আমায় বলছিলেন।

মহানবী: আপনি কোনো প্রশ্নের মীমাংসা কীভাবে করে থাকেন?
মু'য়াদ: আল্লাহতালার পাক কালাম অনুসারে।
মহানবী: এবং সেখানে যদি বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু বলা না হয়ে থাকে?
মু'য়াদ: তখন তার রাসুলের বাণী অনুসারে।
মহানবী: যদি সেখানেও কিছু নির্দেশনা না পান?
মু'য়াদ: আমি তখন নিজের বিবেচনাবোধের শরণাপন্ন হই।

আমি যখন ফিরে আসি, আমি সালাহ আল-দ্বীনকে এই বিষয়টা স্মরণ করিয়ে দিই এবং তিনি এই নীতিটা ব্যাপকভাবে অনুসরণ করতে থাকেন, বিশেষ করে কায়রোয় যখন ফাতেমি খলিফাদের ধর্মবেত্তাদের সাথে তাকে বোঝাপড়া করতে হচ্ছিল। আমার তখন মনে হয়েছিল যে আমি কিছু একটা অর্জন করেছি এবং সেই ভ্রমণের কথা আমার সব সময় মনে পড়ে।
আমি এবার যাচ্ছি নিজের মানসিক অবস্থা ঠিক করতে। আমি ভীষণ একটা মানসিক আঘাত পেয়েছি এবং আমি নিশ্চিত যে দামারের আমাকে কায়রো আর দামেস্কের স্মৃতি বিব্রত করবে না।
আমি আমার দাদাজানের তৈরি করা বাগিচায়, আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর দেয়াল দিয়ে যা পরিবেষ্টিত, একটা দেয়াল যার ভেতরে সবচেয়ে সুন্দর ফুল আর লতাগুল্মের চাষ হয়, ফোটা অনন্য ফুলের সুগন্ধ আর একবার প্রাণভরে নিতে চাই। আমার বেহেশতকে সব সময় আমাদের সেই বাগিচার মতো মনে হয়। আমি সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের ছায়ায় বসে দেয়ালের ওপর থেকে নেমে আসা পাখিদের বাগিচার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নহরের পানি পান করতে দেখতাম, যা তৈরি করা হয়েছিল প্রাকৃতিক একটা আবহ সৃষ্টি করতে।
এটাই সেই স্থান যেখানে স্বপ্নের জন্ম হয়। আমি সেখানে ছায়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম এবং স্বপ্ন দেখতাম, কল্পনা করতে চেষ্টা করতাম দামারের বাইরের পৃথিবীটা আসলে কেমন। বণিকেরা বাগদাদ, দামেস্ক, আর কায়রোর কথা বলত, তারা আলোচনা করত কালিকট আর বসরার কথা এবং অদ্ভুত আর অসাধারণ সব ঘটনা যা এসব শহরে নৈমত্তিক ঘটত, আর আমি তখন দৌড়ে আমার আব্বাজানের কাছে গিয়ে জেদ ধরতাম যে আমাকে যেন বড় হয়ে বণিক হবার অনুমতি দেয়া হয়, যাতে আমি সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত যেতে পারি।
আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়স আমি প্রায়ই তখন আব্বাজানের সাথে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে যেতাম। আমরা কখনো যেতাম সমুদ্র দেখতে। কী প্রশান্তিকর ছিল বেলাভূমিতে আছড়ে পড়া শান্ত ঢেউ দেখতে দেখতে প্রকৃতির শোভা

BanglaBook.org

উপভোগ করা। আমার আব্বাজানও, দেহরক্ষীদের পেছনে অপেক্ষমাণ রেখে আমার পাশে এসে নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতেন। দেহরক্ষীদের বেশির ভাগ সদস্যই পানি ভয় পেত, তারা বিশ্বাস করত পানিতে অতিকায় সব মাছের আকৃতি নিয়ে জিন বাস করে যারা মানুষ খায়। আমার বালিতে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাবার কথা আর তারপর অগভীর পানির ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যা ছিটকে এসে আমার গায়ে লাগছে, বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

আমার আব্বাজান সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে বলতেন: 'এই পরিবেশ, আমাদের আর আমাদের পরে যারা আসবে তাদের সবার চেয়ে দীর্ঘজীবী। আজ থেকে কয়েকশ বছর পরেও মানুষ এই একই বাতাস উপভোগ করবে আর আমরা যেমন মুগ্ধ হচ্ছি আমাদের মতো তারাও তাই হবে। বাছা, এটাই অনন্তের কণ্ঠস্বর।'

আমি অনেক দিন পরে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম তিনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমি তখন বুঝতে পারি আমি কতটা ভাগ্যবান তার মতো একজন লোককে পিতা হিসেবে পেয়েছি, যিনি বিশ্বাস করেন না যে তার সন্তানরা বৃদ্ধ হবার আগেই পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অনেক মানুষ আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহতালা এই পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন আর ফেরেশতারা তাদের হিসাবের খাতা খুলে বসে আমাদের জীবনের কর্মফল পড়ে শোনাবে। আমার আব্বাজান একেবারে অন্য ধাঁচের মানুষ ছিলেন।

আমি আমার বাড়ি আর পরিচিত বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু বিষয়টা আমার হাতে ছিল না। সালাহ আল-দ্বীনেরও না। এটা ছিল একটা মৈত্রীবন্ধন, যা তার আর আমার আব্বাজান প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন এবং মহান সুলতান নূর আল-দ্বীনের, আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন, আশীর্বাদপুষ্ট। সালাহ আল-দ্বীনের সঙ্গ আমার ভালোই লাগত কিন্তু আমি কখনো মিলনের সুখ লাভ করিনি। আমি তার দুই পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছি এবং তিনি আমাকে এরপরে আর বিরক্ত করেননি। আমরা পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হই এবং আমি তাকে আমার সাথে রাত না কাটাতে উৎসাহিত করি। এটা কেবলই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আমি সম্ভবত অন্য যেকোনো পুরুষের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতাম। আমার দেহের সম্ভবত একজন পুরুষ কর্তৃক কখনো কলুষিত হবার অভিপ্রায় ছিল না। আমি কেবল হালিমার সংস্পর্শে সত্যিকারের ভালোবাসা আর আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলাম, কিন্তু সেই পুরনো গল্প খুব ভালো করেই জানো।

নূর আল-দ্বীনের বিধবা স্ত্রী, ইসমত, যখন সালাহ আল-দ্বীনকে বিয়ে করে, সে সম্পূর্ণ হতবিহ্বল একটা মানসিক অবস্থায় বহু দিন আটকে ছিল। আমার মনে হয়, আত্মনিরোধী নূর আল-দ্বীনের পরে, যে কর্তব্যের খাতিরে সম্ভবত তার সাথে সহবাস করত, সালাহ আল-দ্বীনকে তার কাছে নিশ্চয় পোষ না মানা ঘোড়ার মতো ছটফটে মনে হয়েছে। আমার সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে

BanglaBook.org

যেদিন সে আমায় বলেছিল যে সে কখনো ধারণাও করতে পারেনি যে সহবাস তাকে সত্যিই আনন্দ দিতে পারবে।

আমি তোমায় এসব বলছি এ জন্য যে তুমি যেন আমার অভিজ্ঞতাকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে এই বিষয়ে তোমার সুলতানের দক্ষতা বিচার করো। সেটা করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। ইসমতের ভাষ্য অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং হারেমে আরো অনেকের ধারণা তার সাথে মিলে যায়। হালিমা, আমার মতোই একটা ব্যতিক্রম ছিল। মেসুদের স্মৃতি তার জন্য এতই প্রবল ছিল যে, সে এ বিষয়ে একেবারে খোলামেলা ছিল। সে আমার কাছে স্বীকার করেছে যে, সুলতান যখন প্রথমবার তাকে গ্রহণ করেছিল সে তখন চোখ বন্ধ রেখে তাকে মেসুদ হিসেবে কল্পনা করেছিল, কেবল মানসিক কষ্ট দূর করতে।

আমি দামারে সম্ভবত খুব বেশি দিন অতিবাহিত করব না। হারিয়ে যাওয়া অতীতের সন্ধান করা বা কল্পনা করা যে একজন বর্তমানের যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে তার ছেলেবেলা আর কৈশোরের জীবন পুনর্যাপন করে এটা সম্ভবত নিষ্ফল একটা প্রয়াস। দামারের জীবনের কিছু আঙ্গিক রয়েছে, যা আমার কাছে ভীষণ অপ্রীতিকর মনে হয়েছে। মরুভূমির যাযাবর গোত্রগুলোর সনাতন জীবন-যাপন প্রণালিকে নিরন্তর মহিমান্বিত করার প্রয়াস আমার মনে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতি আর শত্রুর বিরুদ্ধে বেদুইনদের বীরত্বের অতিরঞ্জিত গল্পগুলো আমায় অভিভূত করতে পারেনি। আমার আব্বাজানও সে ধরনের কিছুকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু এগুলো তারপরও টিকে রয়েছে এবং অমাত্যরা বেদুইন শিবিরকে নেকড়ে আর হায়েনার পালের ঘিরে রাখা নিয়ে বা জাত উটের ক্লান্তিহীন গতির প্রশংসায় বা ক্ষুধা আর খরায় উটের দুধের তৈরি মিষ্টান্ন নিয়ে নিম্নমানের কাব্যচর্চায় নিজেদের মগ্ন রেখেছে। এসবের কোনোটা যদি খুব বেশি দিন ধরে চলে, আমি তাহলে চিরতরে সুস্থ হয়ে অচিরেই তবে দামেস্কে ফিরে আসব। কিন্তু কিছু লোকের সাথে আমি দেখা করতে চাই। আমার মায়ের বোন আমার খালাজান যিনি আম্মিজানের মৃত্যুর পরে আমায় মাতৃস্নেহে লালন করেছেন এবং যিনি আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। সে তার সমস্ত উদ্বেগ আর গোপন কথা আমার কাছে খুলে বলে। আমিও এর পরিবর্তে আমার সব দুশ্চিন্তার কথা তাকে জানাই। কায়রোয় সে একবার বেড়াতে এসেছিল, কিন্তু আমি সেদিনগুলোতে হালিমার প্রতি এতটা অনুরক্ত ছিলাম যে আমি খালাজানকে কোনো সময়ই দিতে পারিনি। তিনি মন খারাপ করে ফিরে যান, কোনো সন্দেহ নেই তিনি আমাকে অহংকারী আর অবিবেচক ভেবেছিলেন। আমার এখন আবার তার সাথে আস্থার পুরনো সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে এবং সে সময়ে আমার মানসিক অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করতে চাই।

ইবনে ইয়াকুব, একজনের তার আবেগের কাছে বন্দি হয়ে পড়াটা মোটেই ভালো কথা নয়। তুমি কি আমার সাথে একমত? কিন্তু তারপরও এসবের হাত

BanglaBook.org

থেকে মুক্তি পাওয়াটা কঠিন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার দামার ফিরে যাওয়াটা উপকারী হবে এবং আমি দামেস্কে আবার আমার পুরনো রূপে আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ফিরে আসব। তারপর আমরা বসব, তুমি আর আমি, আর আমাদের দৈনন্দিন জীবন আমরা যে দর্শন আর ইতিহাসের ভেতর যাপন করছি সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমার অবর্তমানে সালাহ্ আল-দ্বীন যদি আবারও অন্য আরেকটা অভিযানে রওনা হন, তাকে বলবে যে জামিলা তোমাকে অভিযানে না নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছে। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমি জামিলার চিঠি নিয়ে ভাববার কোনো অবকাশ পাবার আগেই সাধি খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার কক্ষে প্রবেশ করে। আমি কেবল তার আদিরসাত্মক প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকতে চিঠিটা লুকিয়ে ফেলি কিন্তু সে হা হা করে হেসে ওঠে।

'খোজা আমজাদ আমাকে আগেই সুলতানার চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত করেছে। কৌতূহলী হবার মতো কিছু নেই সেখানে। সে তাহলে অবশেষে যাচ্ছেই। তার হয়তো দামারে আরেকজন মেয়েবন্ধু আছে। সালাহ আল-দ্বীন সম্ভবত একটু স্বস্তিই পাবে কারণ তিনি তার ক্ষুরধার রসনাকে একটু ভয়ই করতেন। আমি কি তোমাকে বিরক্ত করলাম?'

আমি কোনো উত্তর দেয়ার আগেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কামরায় প্রবেশ করা প্রাসাদ-সরকার তার গমগমে কণ্ঠে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়।

'ইবনে ইয়াকুব, আমি খারাপ সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি আপনাকে নিজের লেখার সামগ্রী আর অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়ার কথা বলতে এসেছি। সুলতান ফিরে আসছেন কিন্তু এখান থেকে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটা গ্রামে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমার ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না। তিনি আমাদের দুজনকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। আমরা কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই রওনা দেব।'

সাধি ফুপিয়ে কেঁদে উঠে, জোর করা শুরু করে যে আমাদের সাথে সেও সেই গ্রামে যাবে সুলতান যেখানে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন কিন্তু আমরা তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি। আমি দ্রুত নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়ার মাঝেই তাকে প্রতিশ্রুতি দিই যে আমি তাকে নিয়মিত খবরাখবর জানাব। আমি ইতিমধ্যে যদিও ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি কিন্তু ভাবনাটা আমায় মোটেই স্বস্তি দেয় না।

আমরা সন্ধ্যার শান্ত আলোয় দামেস্ক থেকে সদলবলে বের হয়ে আসি, যখন চারপাশে ঘুগরা পোকার ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। আমাদের দলটা বারোজন অশ্বারোহীর সমন্বয়ে গঠিত যাদের ভেতর আটজন সৈন্য আমাদের সুরক্ষার জন্য যাদের দলের সাথে পাঠানো হয়েছে। আমি আর

প্রাসাদ-সরকার ছাড়া অন্য দুজন খিদমতগার যারা যাত্রা পথে আমাদের খাবারের দায়িত্বে রয়েছে।

আমাকে যে বিষয়টা ভাবিয়ে তুলছে সেটা হলো সুলতানের চিকিৎসকদের তাকে দামেস্ক নিয়ে আসার ব্যর্থতা, যেখানে তিনি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন আর সেই সঙ্গে অন্যান্য চিকিৎসকরা তারা দেখভাল করতে পারত। তিনি এতটাই অসুস্থ যে তাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব এটাই বোধ হয় সম্ভাব্য কারণ। আমি আরো বেশি বিভ্রান্ত বোধ করছি তিনি আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, যেখানে তার পুরো অভিযানে ইমাদ আল-দ্বীন তার সঙ্গেই রয়েছে। তিনি যদি তার শেষ ইচ্ছাপত্র মুসাবিদা করতে চান, মহান আলেম তার প্রভুর শেষ ইচ্ছা লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন।

আমরা একটা মরূদ্যানে যখন যাত্রাবিরতি করি তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমি এতটাই ক্লান্ত বোধ করি যে খেতে বা প্রাসাদ-সরকারের সাথে, যার সুলতানের প্রতি আনুগত্য তার ধীশক্তির আনুপাতিক নয়, কথা বলতে ইচ্ছা করে না। বস্তুতপক্ষে তার কথা শোনাও একটা যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা যেহেতু তার আগ্রহ কেবল ঘোড়া আর মেয়েমানুষের ভেতরে সীমাবদ্ধ যার কোনোটার প্রতিই আমার সামান্যতম আগ্রহ নেই।

সে যাত্রার শুরুতে সৈন্যদের আনন্দ দিতে তাদের কাছে দামেস্কের অদ্ভুত একটা বেশ্যালয়ের গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলে। সেখানে, প্রাসাদ-সরকারের ভাষ্য অনুসারে, গণিকাদের শিকল দিয়ে বেধে তাদের খদ্দেরটা চাবুকাঘাত করে যারা শিকলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের খদ্দেরদের একই রকম যন্ত্রণা দেয়। দুই পক্ষই বিষয়টায় দারুণ সন্তুষ্টি লাভ করে। আমি প্রাসাদ-সরকারকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি। আমার মনে বুজকুরি কাটতে থাকা প্রশ্নটা তার মুখের কুৎসিত হাসি নিশ্চিত করে। আমি মনে মনে ঠিক করি ফিরে গিয়ে লোকটার উপযুক্ততার বিষয়টা নিয়ে সাধিকে প্রশ্ন করতে হবে।

আমরা সূর্যোদয়ের অনেক আগেই শয্যা ত্যাগ করি এবং যাত্রা শুরু করি। সূর্য যখন ঠিক মধ্য গগনে আমরা গ্রামে পৌঁছে গেলে আমি অবাক হই। আমি মনে করেছিলাম আমাদের অন্তত আরো ছয় ঘণ্টা ঘোড়ার পিঠে থাকতে হবে, কিন্তু আমাদের সঙ্গের সৈন্যদের দুজন এই গ্রামের তারা আমাদের অনেক সংক্ষিপ্ত পথে এখানে নিয়ে এসেছে।

আমাদের আগমনের জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল এবং আমাদের সাথে সাথে একটা ছোট বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সুলতান সেখানে, সাদা মসলিনের চাদরে আবৃত অবস্থায় শুয়ে আছেন, দুজন পরিচারক তার মুখের ওপর থেকে মাছি তাড়াবার জন্য সেখানে রয়েছে। তিনি চোখ বন্ধ করে রয়েছেন কিন্তু তার মুখ এতটাই শুকিয়ে গেছে যে আমি সেটা দেখে মারাত্মক চমকে উঠি। তার কণ্ঠস্বর ভীষণ দুর্বল।

BanglaBook.org

'ইবনে ইয়াকুব, আমি জানি তুমি কি ভাবছ, কিন্তু খারাপ সময়টা অতিক্রান্ত হয়েছে। তোমায় খামোকা ডেকে এনেছি। আমি এখন অনেকটাই সুস্থ বোধ করছি আর আগামীকাল আমি তোমাদের সাথে ঘোড়ায় চেপে ফিরে যাব। ইমাদ আল-দ্বীন আলেপ্পোতে রয়েছেন এবং আমি যখন তোমায় ডেকে পাঠাই তখন আমি ভেবেছিলাম আমি বোধ হয় বেশি দিন বাঁচব না। আমি জিহাদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা আমার উত্তরসূরিদের জন্য লিখে যেতে চেয়েছিলাম, যা পরম করুণাময় আল্লাহতালা আমার সাধ্যের বাইরে বলে নির্ধারিত করেছেন। আমার সৌভাগ্য পরম করুণাময় তার মতো পরিবর্তন করেছেন এবং আমি এখনো বেঁচে আছি। আমরা মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে চারজন আমিরকে এই গ্রামেই সমাধিস্থ করেছি। আমার ধারণা আমি বাইরে গাছ থেকে ঝুলে থাকা লেবুর রস চুষে খাবার কারণেই কেবল বেঁচে আছি। আমার মাথায় আর কোনো কিছু খেলছে না কারণ আমিও যে চারজন মারা গেছে তাদের মতোই অসুস্থ ছিলাম। তোমার কি মনে হয় লেবুর রসের নিরাময়কারী গুণ রয়েছে? আমার চিকিৎসকের ধারণা আমি সুস্থ হয়েছি, কারণ তিনি আমার রক্তমোচন করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমিরদেরও রক্তমোচন করেছিলেন যারা মারা গেছে। ইবনে মায়মুনকে বিষয়টা লিখে জানাও আর তার মতামত জিজ্ঞেস কর। আর আমি এখন থেকে যেখানেই যাই আমার সঙ্গে অবশ্যই লেবু থাকবে।'

সুলতান বিছানায় উঠে বসতে বসতে মৃদু হাসেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। তিনি এ যাত্রায় বেঁচে গেছেন। আমি লেবুর রস সংক্রান্ত তার কথাবার্তাকে জ্বরের কারণে সৃষ্ট দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত প্রলাপ বলে ধরে নিয়েছিলাম কিন্তু আমার এখন মনে হয় বিষয়টা সত্যি হলেও হতে পারে।

তিনি দামেস্কে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে জানতে চান এবং আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন আর আমি তার সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারায় বিরক্ত হন। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে তার অবর্তমানে আমি দরবারের বৈঠকে উপস্থিত থাকতাম না আর যে জন্য আমি কেবল ততটুকুই জানি যতটুকু সরাসরি আমাকে জানানো হয়েছে। তিনি এতে আরো বিরক্ত হন এবং প্রাসাদ-সরকারকে তলব করে জানতে চান কেন তার প্রত্যক্ষ নির্দেশের বিপরীতে আমাকে দরবারের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা হয়েছিল যেখানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

প্রাসাদ-সরকার কোনো উত্তর দিতে পারে না কেবল লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নত করে রাখে। বিশেষ গণিকালয়ের গর্বিত খদ্দের সহসাই কোনো ভাষা খুঁজে পায় না। সুলতান ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাতের ইশারায় তাকে সামনে থেকে যেতে বলেন।

আমরা পরের দিন সূর্যাস্তের সময় দামেস্কের অভিমুখে আমাদের ফিরতি যাত্রা আরম্ভ করি। আমাদের দলবল এবার শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা রাতের জন্য যখন যাত্রা বিরতি করি, সুলতান আমায় ডেকে পাঠান এবং প্রথমে সাধির

BanglaBook.org

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। আমি তাকে যখন আশ্বস্ত করি যে সে এখন কেবল বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় ভুগছে তিনি হালিমা আর জামিলা সম্বন্ধে জানতে চান। আমি চমকে যাই। আমি কি তাদের সুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটা অর্ধ-সত্য কথা বলে, তিনি যখন অবধারিতভাবে সত্যটা জানতে পারবেন তখন তার ক্রোধের মুখোমুখি হবার জন্য অপেক্ষা করব নাকি আমি যা কিছু জানি সব তাকে খুলে বলব।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি যতটা প্রত্যাশা করেছিলাম তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক আর আমার ক্ষণিকের জন্য ইতস্তত করাটা ঠিকই খেয়াল করেন। তার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে ওঠে যখন দশটা মোমবাতির আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকা চোখে একাগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'সত্যি বলবে, ইবনে ইয়াকুব। কেবল সত্যি কথা বলবে।'

আমি তাকে সব খুলে বলি।

BanglaBook.org

## বাইশ

# সুলতান শ্যাতিলনের রেনাল্ডের প্রতি নিজের আমৃত্যু ঘৃণার কথা ঘোষণা করেন; সাধির মৃত্যুবরণ

সালাহ্ আল-দ্বীনকে মোটেই প্রতিশোধপরায়ণ বা নিষ্ঠুর মানুষ বলা যাবে না। তিনি মনের ভেতরে আক্রোশ পুষে রাখেন না। তিনি সচরাচর প্রতিহিংসা দমনের কথা বলে থাকেন। আমি একবার তাকে বলতে শুনেছিলাম যে নিছক প্রতিশোধস্পৃহার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা বিপজ্জনক, অনেকটা অমৃত পানের মতো যা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটা শিষ্টাচারবহির্ভূত এবং বিশ্বাসীদের আর অবিশ্বাসীদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। তিনি প্রায় এসব দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতেন, যদিও সংযতভাবে, কিন্তু তার সেনাপতি আর আমির-ওমরাহ্‌রা যখন তার পরামর্শ অমান্য করত এবং নিজেদের নিচ আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হতো তিনি তাদের কখনো শাস্তি দিতেন না। তিনি কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবিশ্বাসে মাথা নাড়তেন যেন বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে সব কিছুর পরেও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণকারী সুলতান নন বরং আল্লাহতালা আর তার ফেরেশতারা।

সালাহ্ আল-দ্বীনের ক্ষেত্রেও অবশ্য একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম রয়েছে। শ্যাতিলনের রেনাল্ড নামে ফ্রানজদের একজন অধিপতি ছিল এবং আমরা এখন যখন ফ্রানজদের সাথে সুলতানের চূড়ান্ত লড়াই থেকে বেশি দূরে নই এবং অচিরেই এই পিশাচের সাথে আমাদের সামনাসামনি দেখা হবে এই জঘন্য লোকটার কথা এবার লেখার সময় হয়েছে।

রেনাল্ডের প্রতি সুলতানের ঘৃণার মাঝে কোনো খাদ নেই। সুলতানদের ক্ষোভের নিচে কীটাণুকীট এই লোকটার প্রতি এই ঘৃণা কোনো ধরনের উদারতাম ক্ষমাশীলতা, সহৃদয়তা বা ঔদ্ধত্যের অনুভূতি দ্বারা তাড়িত নয়। রেনাল্ড একটা বিষধর সাপ, যার মাথাটা পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আমি প্রকাশ্য দরবারে সালাহ্ আল-দ্বীনকে আল্লাহর নামে শপথ করতে শুনেছি যে যদি কখনো সুযোগ আসে তিনি নিজের তরবারি দিয়ে রেনাল্ডের মাথা ধড় থেকে আলাদা করবেন। তার আমিরের দল সব সময় এমন মন্তব্যে প্রীত হয়, যারা নিজেদের তখন তাদের সুলতানের অনেক কাছাকাছি অনুভব করে যখন তিনি তাদের মতো করে নিজের আবেগ প্রকাশ করেন। আসল ঘটনা হলো

BanglaBook.org

ফ্রানজদের প্রথমবার আগমন আর আমাদের দুনিয়া তাদের বর্বর রীতি আর অভ্যাস দ্বারা হতবাক করার পর থেকে আমাদের লোকও ফ্রানজদের সবচেয়ে জঘন্য কিছু কিছু সনাতন রীতি আত্মসাৎ করেছে, তাদের ভেতর এসব সংক্রামিত হয়েছে।

একশ বছর আগে ফ্রানজরাই প্রথম কোনো একটা অবরোধের সময় তাদের বন্দিদের জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়েছে এবং তাদের মাংস দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে। খবরটা দাবানলের মতো প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আমাদের পৃথিবী একধরনের হতবিহ্বলতা আর লজ্জায় নতজানু হয়েছিল। আমরা এমন কোনো কিছুর সাথে আগে পরিচিত ছিলাম না। মহান শিরকুহ, মাত্র ত্রিশ বছর আগেই তিনজন বন্দি ফ্রানজকে আগুনে পোড়াবার আর তাদের মাংস ভক্ষণের অনুমতি দেয়ার জন্য নিজের একজন আমিরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আলেমবৃন্দ অচিরেই এমন একটা রীতি প্রচলিত থাকার বিষয়টা মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং মহানবী আর তার *হাদিসের* পরিপন্থি হিসেবে একে পাপ বলে পরিগণিত করে।

আলেপ্পোর কাজির একটা দৃষ্টিভঙ্গি শেষপর্যন্ত তর্কের অবসান ঘটায় যিনি শুক্রবারের জুমার নামাজের সময় বলেন যে বিশ্বাসীদের কাছে ফ্রানজদের মাংস অপছন্দনীয় হবার কথা কারণ তারা প্রচুর পরিমাণে শূকরের মাংস ভক্ষণ করে থাকে। যার মানে তাদের নিজের মাংসই দূষিত। কৌতূহল উদ্রেককারী বিষয় হলো তার এই বক্তব্য *হাদিসের* সাধু উদ্ধৃতি বা প্রয়োজনের মুহূর্তে নতুন রীতি উদ্ভাবনের উপযোগিতা সব কিছুর চেয়ে বেশি মাংস ভক্ষণের রীতি সংকুচিত করতে কাজ করে।

BanglaBook.org

রেনাল্ডের প্রতি সালাহ আল-দ্বীনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার পেছনের কারণ সম্বন্ধে আমাকে কেউ কিছু বলেনি। এটা দৃশ্যকল্পের মতো অনেকটা, সবাই কেবল মেনে নিয়েছিল। আমি একদিন ইমাদ আল-দ্বীনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বই দেখার অবসরে মহান লোকটির আগমনের প্রতীক্ষা করছিলাম। আমাকে দেখে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল ভ্রূকুটি করা কিন্তু তার মুখের অভিব্যক্তি সাথে সাথে বদলে গিয়ে সেখানে বন্ধুবৎসল একটা মুখোশ জায়গা করে নেয়।

'হুজুর আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কিন্তু আমি ভাবছিলাম যদি আপনি আপনার মূল্যবান সময়ের কিছুটা আমার জন্য ব্যয় করেন?'

তার ঠোঁট হাসলেও তার চোখ ঠিকই কঠোর থাকে।

'আমি সুলতানের ব্যক্তিগত অনুলেখকের কোনো অনুরোধ কীভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি? ইবনে ইয়াকুব, আমি আপনার খিদমতে উপস্থিত।'

'হুজুর আপনার অশেষ মেহেরবানি। আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আপনি কি শ্যাতিলনের রেনাল্ডের প্রতি সুলতানের মনে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা ক্রোধ সম্বন্ধে এই অজ্ঞ অনুলেখককে অবগত করতে পারেন?'

'১ইমাদ আল-দ্বীন হেসে ওঠেন, একটা মন্দ্র, ঘড়ঘড়ে হাসি যার মাঝে কোনো খাদ নেই। আমার অজ্ঞতা তাকে আনন্দ দিয়েছে এবং অন্য যেকোনো বিষয়ের মতো এই বিষয়েও আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পেরে যার পর নাই আনন্দিত।

'সুহৃদ ইবনে ইয়াকুব, আমাদের সুলতানের মতিগতি তুমি মাত্র বুঝতে শুরু করেছ, কিন্তু আমি পর্যন্ত যে তোমার চেয়ে অনেক বেশি দিন তার সংস্পর্শে রয়েছি, সেই আমিও মাঝে মাঝে তার সিদ্ধান্তে উপনীত হবার উপায়ে বিস্মিত না হয়ে পারি না। আমার কাছে পদ্ধতির মূল্য অপরিসীম কিন্তু তার কাছে সব সময় স্বজ্ঞা, স্বজ্ঞা কেবল স্বজ্ঞার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। আমার পদ্ধতি আর তার স্বজ্ঞা যদি মিলে যায় তাহলে সব ভালো কিন্তু অনেক সময়েই দুটো বিপরীত দিকে অবস্থান করে। তার স্বজ্ঞার তখন জয় হয় এবং আমি, একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে তার ইচ্ছার সামনে নতজানু হই।

'জিহাদের সময় আমরা কীভাবে ফ্রানজদের মোকাবিলা করব? আমরা কখনো এই একটা বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করিনি। কিছু কিছু নির্বোধের কাছে জিহাদ মানে ফ্রানজদের সাথে একটা স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করা কিন্তু সালাহ আল-দ্বীন কখনো এমন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। তিনি বোঝেন যে আমাদের মতো শত্রুরা সাধারণত বিভক্ত থাকে। এক আল্লাহ আর তার নবী (সা.)-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন যেমন আমাদের পরস্পরের গলায় ছুরি ধরা থেকে বিরত রাখতে পারেনি তেমনি একইভাবে ফ্রানজরা তাদের মূর্তিপূজা আর পোপের প্রতি তাদের আনুগত্য সত্ত্বেও কখনো নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থের ওপর উঠতে পারেনি।

'সুলতান এখন দামেস্ক, কায়রো, মসুল আর আলেপ্পোর শাসক। নীলনদ আর ফোরাতের মাঝে ফ্রানজদের শাসনাধীন এলাকাটুকু ছাড়া পুরো অঞ্চলে একক কর্তৃত্ব বিরাজমান। অন্য কোনো শাসক তার মতো ক্ষমতাশালী নয় কিন্তু তারপরও অমালরিকের ছেলে, কুষ্ঠরোগী বল্ডউইনের সাথে, যে আল-কুদসের শাসক, তিনি সন্ধি করতে রাজি হয়েছিলেন। বল্ডউইন শারীরিকভাবে দুর্বল হতে পারে কিন্তু মানসিকভাবে সে ভীষণ শক্ত। সে ভালো করেই জানত সুলতান তার কথা রাখেন আর শান্তিচুক্তিতে তারও উপকার হয়েছে। শান্তি চুক্তির ফলে আমাদের কাফেলা নিরাপদে কায়রো আর দামেস্কের ভেতর স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পেরেছে আর মাঝে মাঝে তাদের পণ্যসামগ্রী ফ্রানজদের গ্রামে বিক্রির জন্য যাত্রাবিরতিও করেছে।

'চার মাস আগের কথা, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হতভাগ্য-রাজা বল্ডউইনের মৃত্যু হয়েছে, তিনি তার ছয় বছরের ছেলেকে তার পরিবর্তে ষষ্ঠ বল্ডউইন হিসেবে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার অনুরোধ করে যান। আমাদের গুপ্তচররা নিয়মিত শহরের ভেতর থেকে সংবাদ প্রেরণ করে, যা আল্লাহ সহায় থাকলে, পুনরায় আমাদের দখলে আসবে।

'সুলতান পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ভালোই খবর রাখেন। তিনি জানেন যে আল-কুদসের ফ্রানজদের ভেতর দুটো দল রয়েছে। সন্ত-গালিসের বংশধর, রেমন্ড ইবনে রেমন্ড আল-সানজিলি, ত্রিপোলির কাউন্ট একটা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাকে অনায়াসে দামেস্কের একজন আমির হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে। সুলতানের চেয়ে তার গায়ের রং বেশ কালো। তার নাকটা বাজপাখির ঠোঁটের মতো আর আমাদের ভাষায় সে অনর্গল কথা বলতে পারে।

'সুলতান তাকে ভীষণ পছন্দ করেন এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাকেই তিনি বিজয়ী দেখতে আগ্রহী। তুমি কি জানো তাকে সাহায্য করার জন্য আমরা গত কয়েক বছরে ত্রিপোলিতে আমাদের হাতে বন্দি হয়েছে এমন অসংখ্য নাইটকে আমরা মুক্তি দিয়েছি? শহরের গোষ্ঠীগত সংঘাতের ফলাফল সম্পর্কে সুলতান কতটা উদগ্রীব বন্দিমুক্তির বিষয় থেকে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। এটা এমন একটা যুদ্ধ ইবনে ইয়াকুব, যা আমি এখানে যখন তোমার সাথে কথা বলছি তখনো কিন্তু চলছে।

'এবার আমি তোমার পূর্ববর্তী প্রশ্নে ফেরত আসছি। শ্যাতিলনের রেনল্ড! তারমতো রক্তলোলুপ পিশাচ আর দুটি জন্মায়নি, এমনকি ফ্রানজদের ভেতরেও তার তুলনা পাওয়া যাবে না। নূর আল-দ্বীন তাকে বন্দি করেছিলেন এবং আলেপ্পোর কারাগারে সে বারো বছর বন্দি ছিল। নূর আল-দ্বীনের মৃত্যুর পরেই কেবল সে মুক্তি পেয়েছে। সে নিজের মুক্তির জন্য বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ প্রদান করেছিল। তার কাটা মুণ্ডটা বালিতে গড়িয়ে পরলেই বোধ হয় সবার জন্য ভালো হতো।

'সে এমন একটা মানুষ যে কেবল হত্যার জন্যই হত্যা করতে পছন্দ করে। ইবনে ইয়াকুব, সে তোমার ধর্মের লোকদের হত্যা করে দারুণ আনন্দ পায়। সে বিশ্বাস করে পিলেটের কাছে ঈসা (আস)-কে ইহুদিরাই ধরিয়ে দিয়েছিল। তার ঘৃণার তালিকায় আমরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছি। আমি শুনেছি যে সে সকল ইহুদি বন্দিদের পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করতে বিশেষ পারদর্শী আর তাদের দেহের ভেতরের অংশ সে তার কুকুরের পালকে খেতে দেয়। আমি তোমাকে এত কিছু বলছি কারণ তুমি যাতে বুঝতে পারো যে সে সুলতানকে যদিও সরাসরি অপমান করেনি কিন্তু সে তারপরও এমন একটা চরিত্র যে ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু সে সালাহ আল-দ্বীনের বিরাগভাজন হয়েছে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বল্ডউইনের সাথে যেসব শর্তসাপেক্ষে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল সেগুলো ভঙ্গ করে।

'দুই বছর আগে আমাদের পবিত্র নগরী মক্কা যাবার পথে সে বণিকদের একটা কাফেলা বহরে হামলা করেছিল। বণিকদের সবার সাথে তাদের সঙ্গে যারা ভ্রমণ করছিল সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। রেনাল্ডের চোখে করুণা একটা ব্যাধি। দুর্বলতার নামান্তর। সেদিন যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের ভেতর একজন ছিল সামার, বয়স হয়েছিল চার কুড়ি আর বেচারি মারা যাবার আগে একবারের জন্য হলেও মক্কা নগরী দেখতে অধীর হয়েছিল। সে

BanglaBook.org

এর পরিবর্তে যা দেখেছিল সেটা ফ্রানজদের কঠোর মুখাবয়ব। সে ছিল সুলতানের শেষ জীবিত ফুপিজান, তার আব্বাজানের ছোট বোন।

'আমি কুষ্ঠরোগী বল্ডউইনকে সুলতানের পক্ষ হয়ে একটা কড়া চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আমরা তাকে তার অধীনস্থ অসভ্য সামন্তরাজাদের নিয়ন্ত্রণ করতে আর শাস্তি দিতে বলেছিলাম। বল্ডউইন নিজের অক্ষমতার কথা অকপটে স্বীকার করেছিল। এত কিছু করেও যেন তার শান্তি হয়নি রেনাল্ড এরপর খোদ মক্কা নগরীতে হামলা চালিয়ে আমাদের পবিত্র মসজিদের অবমাননা করে। তার ঘোড়ার বহর আমাদের মসজিদের মল ত্যাগ করে। সারা দুনিয়ার বিশ্বাসীদের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছায় সবাই হতবাক হয়ে পড়ে। গ্রানাডা থেকে ভীষণ কড়া ভাষায় লেখা একটা বার্তা এসে পৌছায় এবং ফ্রানজ দানবটাকে বন্দি করতে সহায়তা হিসেবে লোকবল আর স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণের প্রস্তাব আন্দালুসের অন্যান্য শহর থেকে বাগদাদের খলিফার কাছে আসতে থাকে। এই অঞ্চলের প্রতিটি মসজিদে বিশেষ নামাজ পড়া হয়, প্রতিটি নামাজের মোনাজাতে রেনাল্ডের ছিন্ন মস্তক উচিত শাস্তি হিসেবে দাবি করা হয়।

'সুলতান কায়রোতো তার ভাই আল-আদিলের কাছে জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। সেখানে একটা মাত্র বাক্য লেখা ছিল: অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হোক। তিনি কথামতো কাজ করেন এবং অপরাধীদের অধিকাংশকে বন্দি করে মক্কা নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে তাদের মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করা হয়। আমাদের পবিত্র স্থানসমূহকে লাঞ্ছিত করার সাহস যারা দেখিয়েছিল তাদের জন্য এটা ছিল দৃষ্টান্তমূলক একটা শাস্তি আর তাদের জন্য হুঁশিয়ারি যারা এ ধরনের জঘন্য কাজের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়াস নিতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফ্রানজদের ভেতর সবচেয়ে ধূর্ত আর অভিশপ্ত রেনাল্ড পুনরায় আমাদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

'আমি অবাক হয়েছিলাম যখন এই বিষয়টা সম্বন্ধে সুলতানকে অবহিত করা হয়েছিল। "ইমাদ আল-দ্বীন আল্লাহ শয়তানটাকে আমার জন্য বাঁচিয়ে রাখছেন। আমি নিজের হাতে তাকে হত্যা করব।"

'ইবনে ইয়াকুব তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ?'

'হে বিজ্ঞ আলেম, এই সমস্ত সাম্রাজ্যের অন্য যে কারো উত্তরের চেয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে পেয়েছি।'

তিনি আমার স্তাবকতায় প্রীত হন কিন্তু এতটা নয় যে আমার অবস্থান দীর্ঘতর হতে পারে আর তাই আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিই। আমি দরজার কাছে পৌছানো মাত্র পেছন থেকে ভেসে আসা তার কণ্ঠস্বর আমায় আড়ষ্ট করে ফেলে।

'আমি এইমাত্র রাজকোষ থেকে তোমার প্রাপ্য পারিতোষিকের একটা আদেশ প্রস্তুত করেছি, যা আমৃত্যু তোমায় নিয়মিতভাবে প্রদান করা হবে। সুলতান

অসুস্থ হবার অনেক আগে এটা প্রস্তুত করার জন্য আমায় নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তখন যুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজ করছিল আর আমি আমাদের হাতে বন্দি লোকদের নাম আর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে তোমার বিষয়টা আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। আমার অবহেলাকে আশা করি মার্জনা করবে।

'আজ তোমার জন্য আরো একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। আমার মনে হয় বিষয়টা তোমায় প্রীত করবে আর এটাও কিন্তু সুলতানের প্রত্যক্ষ নির্দেশের ফসল। প্রাসাদ-সরকারের সাথে যদি যাবার পথে তোমার দেখা হয় তাহলে সেই তোমায় বিস্তারিত বিবরণ দেবে। সুলতান তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই তোমার প্রতি প্রীত।'

তিনি তার শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করার সময় সেখানে কি ঈর্ষার সামান্য আঁচ টের পাওয়া যায় নাকি পুরো বিষয়টাই আমার কল্পনা? আমি অবশ্য ইমাদ আল-দ্বীন আর তার স্পর্শকাতরতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সামান্যই অবকাশ পাই কারণ প্রাসাদ-সরকারে বক্তব্য আমায় এমনই হতবাক করে দেয় যে সেখানেই মাটিতে বসে পড়ি এবং ধাতস্থ হতে পানি পান করি। সুলতানের অভিপ্রায়ে কোনো খাঁদ নেই কিন্তু তিনি বিষয়টা নিয়ে আগে আমার সাথে পরামর্শ করলেও পারতেন।

আমার স্ত্রী আর মেয়েকে, আমাদের পরিবারের সমস্ত জিনিসপত্র আর আমার গ্রন্থাগারসমতে, কায়রো থেকে দামেস্ক নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের ব্যবহারের জন্য নগরদুর্গের অদূরে একটা ছোট হাভেলির বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে একজন পরিচারক আমাকে সেখানেই নিয়ে চলেছে। আমি একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাই অনেকটা সেইসব লোকদের মতো যারা তাদের দেহের ক্ষমতার তুলনায় অধিকমাত্রায় *বানজ* সেবন করেছে। নগরদুর্গের পরিচারক আমায় হাভেলির বাইরে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয়। দরজা খোলাই রয়েছে এবং অপরাহ্নের সূর্যের আলোয় ভেতরের আঙিনা ঝলমল করছে।

মরিয়মই প্রথম একটা জানালার পেছন থেকে দেখতে পায় এবং দৌড়ে এসে আমায় জাপটে ধরে। আমি প্রায় চার বছর পর তাকে দেখছি। আমি তাকে আলিঙ্গন করে থাকার সময় আমার দাড়ি অশ্রুতে ভিজে যায় এবং আমি খানিকটা ধাতস্থ হয়ে তাকে আলতো করে ধরে নিজের থেকে একটু দূরে দিই, যাতে তাকে আরো ভালো করে আমি দেখতে পাই। সে অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে কিন্তু চেনা যায় না এমন নয়। আমি আমার সামনে ষোলো বছরের এক অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়েকে দেখি মধুর মতো যার চোখের মণির রং। তার কুচকুচে কালো চুল প্রায় মাটি স্পর্শ করছে। আমি এই দৃশ্য আগেও দেখেছি। তার মা র‍্যাচেলকে আমি যখন প্রথমবার তার বান্ধবীদের সাথে কুয়ো থেকে পানি আনতে যাবার সময় লুকিয়ে দেখেছিলাম সে দেখতে অবিকল ঠিক সে

রকম হয়েছে। আমি প্রাণভরে যখন দৃশ্যটা দেখছি তখন আমার কাঁধে একটা স্পর্শ অনুভব করি, যা আমায় দগ্ধ করে। আমি ঘুরে দাঁড়াই র‍্যাচেলকে আলিঙ্গন করতে। তারও বয়স হয়েছে। তার মুখে বয়সের বলিরেখা ফুটে উঠেছে এবং চুলেও ধূসর ছোপ লেগেছে। আমার হৃৎপিণ্ডে ছন্দপতন হয় কিন্তু সমস্ত বিষ ধুয়ে গেছে এবং আমি তার চোখের পাতায় চুমু খাই। সুলতান বিবেচকের মতোই কাজ করেছেন তাদের আনতে লোক পাঠাবার আগে আমায় কিছু জিজ্ঞেস না করে। আমি হয়তো মানা করতাম আর যার ফলে খামোখাই নিজে নিজে কষ্ট পেতাম।

পরিবারের সাথে পুনরায় বাস করার বিষয়টা কেমন অদ্ভুত মনে হয়। আমি নগরদুর্গের আরাম আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, যেখানে আমার সমস্ত প্রাথমিক চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা হতো। ক্ষমতার কাছাকাছি স্থায়ী অবস্থান আমায় উদ্দীপিত করে। আমি অবশ্য আমার জীবনের নতুন একটা অধ্যায়ের সূচনা করতে পেরে খুশিই হই। মরিয়মের অচিরেই বিয়ে হয়ে যাবে। আমি আর র‍্যাচেল আবার একা হয়ে যাব যেমনটা আমরা মরিয়ম ভূমিষ্ঠ হবার আগে চার বছর ধরে ছিলাম। আমরা সেই দিনগুলোতে সন্তানের জন্য এতটাই মরিয়া ছিলাম যে আমরা সম্ভাব্য প্রতিটি সুযোগেই সহবাসে লিপ্ত হতাম। আমাদের সেইসব প্রয়াসের একমাত্র ফলাফল মরিয়ম। আমি পুত্র ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। মরিয়ম হাভেলি থেকে বিদায় নেয়ার পরে আমরা কী করব?

র‍্যাচেলের আগমনের পরে এত দ্রুত এই প্রশ্নটার আমার মনে উদয় হওয়ার বিষয়টা অদ্ভুত, কিন্তু নগরদুর্গ থেকে আগত এক বার্তাবাহকের কারণে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। আমায় দ্রুত সেখানে ফিরে যেতে হবে। র‍্যাচেল সংযত ভঙ্গিতে কেবল হাসে।

'কায়রোয় যেমন ছিল এখানেও ব্যাপারটা সে রকমই হবে, কিন্তু বেশি দেরি করবেন না। অনেক বছর পরে আজকের রাতটা আমরা একত্রে অতিবাহিত করব, আর গতকাল রাতে মরুভূমিতে থাকার সময় আমি দারুণ সুন্দর সুতালি চাঁদ দেখেছি।'

আমি সে রাতে হাভেলিতে ফিরতে পারি না। আমায় সাধির শয্যাপাশে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বৃদ্ধ লোকটা সেখানে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমি তার কক্ষে প্রবেশ করতে সে দুর্বল ভঙ্গিতে হেসে ওঠে।

'আমার সালাহ্ আল-দ্বীন সে কোথায়? এই শেষ মুহূর্তে আমার ছেলে আমার সাথে নেই কেন?'

আমি তার হাত মুঠো করে ধরি এবং আলতো করে চাপ দিই।

'আমার পরম বন্ধু সাধি, সালাহ্ আল-দ্বীন ফ্রানজদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অনুগ্রহ করে এখনই আমাদের ছেড়ে যাবার কথা চিন্তা করবেন না। আর মাত্র তো কয়েকটা মাস।'

BanglaBook.org

'আল্লাহ শেষ পর্যন্ত আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো। কেবল শুনে যাবে। আল-কুদসের যখন পতন হবে আর তুমি আমার ছেলের পাশে ঘোড়া নিয়ে তোরণদ্বারের নিচে দিয়ে ভেতর প্রবেশ করবে, ইবনে ইয়াকুব, আমার কথা স্মরণ করবে। কল্পনা করবে আমি ঘোড়া নিয়ে তার ঠিক পাশেই রয়েছি, সে যখন তার প্রথম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল তখন ঠিক যেভাবে আমি তার কানে ফিসফিস করে সাহস জুগিয়েছিলাম এখনো তাই করছি। আমার ছেলের বিজয় দেখে যাবার নসিব আমার হলো না, কিন্তু আমি নিশ্চিত সেটা আসছে। আমি ঠিক ততটাই নিশ্চিত যতটা যে আমি সে সময় তার পাশে থাকব না। তার নাম সবাই চিরদিন মনে রাখবে। সাধির কথা কার মনে থাকবে?'

'তিনি রাখবেন,' আমি অশ্রুসিক্ত মুখে ফিসফিস করে বলি। 'এবং আমি রাখব। আমরা কখনো তোমার কথা ভুলে যাব না।'

সে কোনো উত্তর দেয় না। আমার হাতের ভেতর তার হাত ক্রমেই নিথর হয়ে আসে। আমার গলা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। সাধি আর নেই। এই বৃদ্ধলোকটা যার সাহচর্যে আমি অগণিত ঘণ্টা অতিবাহিত করেছি যে আমার জীবনকে সীমাহীনভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, মারা গেছে।

আমাদের প্রথমবার দেখা হবার বিষয়টা আমার মনে পড়ে। আমি তার কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞার উত্তর কীভাবে দেব বুঝতে না পেরে তাকে বেশ ভয়ই পেয়েছিলাম। কিন্তু এত কিছুর পরেও সেদিনই আমাদের কথোপকথন শেষ হবার সময় আমি দ্বিতীয়বার দেখার করার জন্য রীতিমতো প্রার্থনা করছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে সালাহ আল-দ্বীন আর আইয়ুব বংশের গোপন ইতিহাসের একটা অমূল্য আকর।

সাধি যদিও আর আমাদের মাঝে জীবিত নেই কিন্তু সে চিরদিন আমার মাঝে বেঁচে থাকবে। আমাদের কোনোভাবেই চিরতরে আলাদা করা যাবে না। আমি ভবিষ্যতের গর্ভে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। তার কণ্ঠস্বর, তার অট্টহাসি, তার পরিহাসপূর্ণ কথা বলার ভঙ্গি, ঔদ্ধত্যের আড়ালে মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকা তার সত্তা, নির্বোধ বা আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় আলেমদের সহ্য করার ব্যাপারে তার অনীহা, তার স্থূল রসিকতা এবং তার নিজের ভালোবাসার সেই হৃদয়বিদারক কাহিনি। আমার পক্ষে কীভাবে তাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব? আমি যত দিন বেঁচে থাকব তার কণ্ঠস্বর সব সময় আমি শুনতে পাব। সুলতান সালাহ আল-দ্বীন আর তার সময়ের দিনপঞ্জি সমাপ্ত করতে তার স্মৃতি আমায় পথ দেখাবে।

আমার পরের দিন সকালে তাকে সমাধিস্থ করি। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আল-আফদাল, শবযাত্রীদের নেতৃত্ব দেয়, যে সুলতানের নিজ পরিবারের ভেতরেই যাদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল। আমি আর খোজা আমজাদই কেবল সে অর্থে বাইরের লোক। আমজাদ গত কয়েক মাস সাধির দেখাশোনা আর তার

প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখেছিল। সে বেচারাও বুড়োলোকটার প্রেমে পড়েছিল এবং এখন অঝোরে কাঁদছে। আমরা যখন পরস্পরকে সান্ত্বনা প্রদান করছি আমি তখন প্রথমবারের মতো তার সাথে নৈকট্য অনুভব করি।

আমি সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি। আমি জানাজা শেষ হবার পরে হাভেলিতে ফিরে আসি। আমি আমার স্ত্রী আর মেয়ে দামেস্কে এসেছে বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই। সাধির শোক ভোলাতে তারা আমায় সাহায্য করবে। র‍্যাচেল জানত সাধি আমার সত্তার কতখানি জুড়ে ছিল। আমি কায়রোয় আমার নিয়োগ পাবার পরে প্রথম কয়েক সপ্তাহ কেবল সাধির কথা আলোচনা করতাম। সে জানত যে সুলতানের দলবলের ভেতরে সেই ছিল আমার একমাত্র সত্যিকারের বন্ধু। শব্দের প্রয়োগ বাতুলতা হবে। আমি তার কোলে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি।

BanglaBook.org

## তেইশ

# এক বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর; উসামা স্থূল কাহিনি আর সচেতন ভাবনা দ্বারা সুলতানের মনোরঞ্জন করে

সাধির মৃত্যুর দশ দিন পরে, সালাহ্ আল-দ্বীন দামেস্কে ফিরে আসেন। তাকে ঘটনাটা সম্বন্ধে একজন বার্তাবাহক অবহিত করার পরে এবং সংবাদটা পাবার পর থেকে, তিনি অবরোধ তুলে ফিরে যাবার আদেশ দেয়ার পর কারো সাথে আর একটি কথাও বলেননি, যা একেবারেই তার স্বভাবসুলভ নয়। নগরদুর্গে প্রবেশের পূর্বে সাধির কবর জিয়ারত করার জন্য তিনি যখন যাত্রাবিরতি করেন তখন তাকে একদম একা থাকতে দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

সেদিন দুপুরে আমাকে তার কক্ষে ডেকে পাঠান। তিনি আমায় বিস্মিত করে আমাকে আলিঙ্গন করেন এবং কেঁদে ফেলেন। তিনি যখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার পরে কথা শুরু করেন, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আবেগে ভারী হয়ে থাকে এবং প্রায় শোনা যায় কি যায় না।

'অবরোধ চলাকালীন সময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা আকাশ ভারী হয়ে আসে এবং বৃষ্টি শুরু হয়। আমরা যখন কম্বল দিয়ে নিজেদের মাথা আবৃত করছি, কয়েকজন সৈন্য লম্বা, কৃষ্ণকায় এক বন্দিকে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। বন্দিলোকটা, যে কাতরাচ্ছিল, আমার সামনে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করেছে। আমার লোকদের তার অনুরোধে রাজি না হয়ে কোনো উপায় ছিল না, যেহেতু এ বিষয়ে আমার যুদ্ধকালীন আদেশ ভীষণ কঠোর। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনো বন্দির সুলতানের সামনে সরাসরি পুনর্বিচার প্রার্থনা করার সুযোগ থাকবে। আমি তাদের অভিপ্রায় জানতে চাই কেন তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। একজন খর্বাকৃতির সৈন্য আমার সেরা তীরন্দাজদের অন্যতম, প্রত্যুত্তরে বলে: "সাহসীদের সেনাপতি, এই লোকটা একজন বিশ্বাসী। কিন্তু সে শত্রুর সাথে আঁতাত করেছে। সে যদি এটা না করত তাহলে আমরা এতক্ষণে রেনাল্ডের দুর্গ দখল করে ফেলতাম।"

'আমি বন্দির দিকে তাকাই, যে নিজের পায়ের কাছের মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বৃষ্টি আর বাতাস ততক্ষণে থেমে গেছে কিন্তু সন্ধ্যার আকাশ তখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন। আকাশে একটা তারাও দেখা যায় না। আমি তার রক্তাক্ত, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের দিকে তাকাই এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি।

BanglaBook.org

'তুমি একজন নীচ স্বধর্মত্যাগী। আমার কাছে নিজের জীবন বাঁচাতে অনুরোধ করে তুমি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছ। তুমি নিজের কৃতকর্মের কারণেই আমার সহানুভূতি লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছ।'

'সে কোনো কথা না বলে নীরব দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আরো একবার তাকে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিই। সে কোনো কথাই বলে না। জল্লাদ যখন তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে তরবারিতে শান দিচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে ওঠে: "আপনার হন্তারক ঠিক যে মুহূর্তে আমার দেহ থেকে মুণ্ড আলাদা করবে, আপনার খুব কাছের কেউ একজন সেই মুহূর্তেই মারা যাবে।"

'আমি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ি এবং আমার উপস্থিতি দ্বারা তার মৃত্যুকে সম্মানিত করতে অস্বীকার করে সেখান থেকে চলে আসি। ইবনে ইয়াকুব আমাকে বলা হয়েছে সাধি, আমাদের একা করে সামনের অগণিত বন্ধ্যা দিন গোনার ভার দিয়ে, সেই একই সন্ধ্যাবেলায় ইন্তেকাল করেছে। সে আমার কাছে পিতার চেয়েও বেশি কিছু ছিল। সে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো আমাকে একা ফেলে যায়নি। আমার মনে হতো আমার যেন দু'জোড়া চোখ রয়েছে। একটা সিংহের মতো সে সব সময় আমাকে পাহারা দিয়েছে। সে ছিল বন্ধু, পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক, এমন একজন মানুষ, যে আমাকে সত্যি বলা থেকে কখনো বিরত থাকেনি, সেটা যতই আমার মনঃকষ্টের কারণ হোক না কেন। সে এখন মৃত্যুর নিষ্ঠুর তীরের শিকার হয়েছে। তার মতো মানুষ বিরল আর অপ্রতিকল্পনীয়। আমরা যদি আমাদের অশ্রুর বিনিময়ে তাকে আবার জীবিত করে তুলতে পারতাম।

'আল্লাহতালার চোখের সামনে শাস্তি পাওয়া সেই আল্লাহর নিন্দাকারী কীভাবে জানতে পারল যে সাধিও একইসাথে মারা যাবে? আমরা যখন দামেস্কে ফিরে আসছি তখনই কেবল একজন সৈন্য আমাকে জানায় যে সেই লোকটা যাকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম সে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছিল কারণ রেনাল্ড তার চোখের সামনে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছিল আর হুমকি দিয়েছিল তাকে মেরে ফেলার আগে আরো একশ লোককে তার সাথে একই কাজ করার জন্য ডেকে আনবে। আমি স্বভাবতই কথাটা শুনে মর্মাহত হই কিন্তু শাস্তি দেয়ার জন্য একবারও অনুতপ্ত হইনি। বিজ্ঞ অনুলেখক, যুদ্ধের সময়, আমাদের যেকোনো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আর আমি তাকে তারপরও শ্রদ্ধা করি কারণ সে নিজে তার স্ত্রীর দুর্ভাগ্যের কথা বয়ান করা থেকে বিরত ছিল। রেনাল্ডও অবশ্যই শাস্তি পাবে। আমি আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছি।

'মৃত্যু আমার গলার মালায় পরিণত হয়েছে।

'শ্রুতিলেখক, আজ রাতে আমি সব কিছু ভুলে থাকতে চাই। উসামাকে ডেকে পাঠাও এবং তাকে বলো আমাদের মনোরঞ্জন করতে বা নিদেনপক্ষে আমাদের মস্তিষ্ককে যেন উদ্দীপিত করে। একটা আড্ডা। সূর্যাস্তের পরে আজ রাতে

আমরা সবাই খোশগল্পে মেতে উঠব। আমি ঘুমাতে চাই না। আমরা সবাই এমন কিছু একটা করে সাধিকে স্মরণ করব, যা সব সময় তাকে প্রীত করত। সে সব সময় উসামার বিরুদ্ধে নিজের বুদ্ধির ধার পরখ করতে পছন্দ করত। লোকটা কি এখন দামেস্কে রয়েছে নাকি বাগদাদের আরাম-আয়েশের কথা চিন্তা করে আমাদের ত্যাগ করেছে? সে এখানেই আছে। ভালো। একজন বার্তাবাহককে এখনই পাঠিয়ে দাও তাকে ডেকে নিয়ে আসতে, কিন্তু তার আগে অনুগ্রহ করে তার সাথে নিজের সুবিধামতো আহার করে নিও। আমি বুনো জন্তুর মতো তার মাংস খাবার দৃশ্য আজ সহ্য করতে পারব না। তোমায় বেশ নির্ভার মনে হচ্ছে।'

আমি রাজকীয় কক্ষ থেকে মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে বের হয়ে আসার সময় মুচকি হাসি। সুলতানের সাথে একসাথে খেতে না বসাটাই বস্তুতপক্ষে স্বস্তির বিষয়। আমি সুলতানের নির্দেশমতো উসামা ইবনে মনিকিদকে ডেকে নিয়ে আসতে প্রাসাদ-সরকারকে প্রেরণ করি, কিন্তু মনে মনে ভাবতে থাকি যে, বৃদ্ধলোকটা কি হঠাৎ এমন আয়োজনের ধকল সামলাতে পারবেন। উসামার জন্ম ফ্রানজরা প্রথমবার এই ভূখণ্ডে আগমনের খুব বেশি দিন পরে নয়। তার বয়স এখন প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি কিন্তু এখনো আবলুস কাঠের মতো শক্তপোক্ত রয়েছেন। তার মাঝে বয়সজনিত দৌর্বল্যের বিন্দুমাত্র লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না যদিও তার পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে এবং হাঁটার সময় তিনি সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে হাঁটেন। তিনি কণ্ঠস্বর এখনো ভরাট আর মন্দ্র। আমি তাকে শেষবার সাধির সাথে কায়রোতে দেখেছিলাম।

আমরা যখন তাকে সঙ্গ দেয়ার ভান করে বিভিন্ন ভেষজ দিয়ে তৈরি করা একটা মিশ্রণে চুমুক দিচ্ছিলাম তিনি তখনই পুরোপুরি মাতাল। উসামা ইতিমধ্যে সুরার একটা বোতল শেষ করেছে আর সারাক্ষণই *বানজ্* ভর্তি পাইপ থেকে ধূমপান করছে। মাদকের তীব্র প্রভাব সত্ত্বেও তার রসবোধ তখনো টনটনে রয়েছে আর রাতের বেশির ভাগ সময় তিনি তার ফ্রানজ বন্ধুদের সম্পর্কে, যারা আক্ষরিক অর্থে সংখ্যায় অগণিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্যি ঘটনা বলে আমাদের আনন্দ দান করে। তারা প্রায়ই তাকে আমন্ত্রণ জানায় তাদের সাথে সময় অতিবাহিত করতে আর উসামা প্রতিবারই বস্তাভর্তি অদ্ভুত আর বিস্ময় সব কাহিনি নিয়ে ফিরে আসে।

কায়রোয় সে রাতে তিনি ফ্রানজদের নিজেদের যৌনকেশ মুণ্ডন না করার নোংরা অভ্যাসের কথা আলোচনা করেছিলেন। তিনি হাম্মামের একটা দৃশ্যকল্পের কথা বর্ণনা করেছিলেন যেখানে তাকে নিমন্ত্রণকারী ফ্রানজ অতিথিকর্তা নিজের স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসেছিল তার পরিষ্কার করে কামানো কুঁচকি পর্যবেক্ষণ করতে। সেই দম্পতি দৃশ্যটা দেখে দারুণ বিস্মিত হয়েছিল যে তারা তখনই সেখানে একজন নরসুন্দরকে ডেকে পাঠায় আর নিজেদের দেহের অবাঞ্ছিত কেশরাজি মুণ্ডন করে। 'প্রিয় যুবরাজ, একজন নগ্ন নারীর

উদরের নিচের কেশরাজি মুণ্ডন করার দৃশ্যটা কি আপনাকে উত্তেজিত করে তুলছে না?' সাধি নির্বিকার মুখে জিজ্ঞেস করেছিল। তাকে দেখে মনে হয়েছিল যে প্রশ্নটা বোধ হয় তাকে বিভ্রান্ত করেছে। সে তার পাইপে কষে টান দিয়ে সাধির চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থেকে তারপর উত্তর দেয়: 'না, দৃশ্যটা আমায় মোটেই টানছে না। তার স্বামী দেখতে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল!'

সাধি আর আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি যতক্ষণ না আমাদের হাস্য কলরবের দিকে তাকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখি। উসামা পুরোপুরি আন্তরিক ছিল।

উসামা এক প্রাচীন বংশে জন্ম নেয়া অভিজাত ব্যক্তি। তার পিতা ছিল শাজারের যুবরাজ আর তাই তার সন্তানকে একজন যোদ্ধা আর ভদ্রলোক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনি প্রচুর ভ্রমণ করেছেন আর সালাহ আল-দ্বীন যখন সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি কায়রোতেই ছিলেন। তারা দুজন সেই সময় থেকেই পরস্পরের বন্ধু, কিন্তু ফ্রানজদের সামরিক কৌশল সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে উসামার বয়স আর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করার সালাহ আল-দ্বীনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।

সুলতানকে আক্ষরিক অর্থেই ব্যাপারটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয় যত দিন না উসামা স্বীকার করে যে সে কোনো দিন যুদ্ধেই যায়নি এবং তার সব প্রশিক্ষণ ব্যর্থ হয়েছে। সুলতানকে সে বলে যে, সে ছিল একজন পর্যটক আর অভিজন এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অভ্যাস আর রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করতে সে পছন্দ করে। সে ত্রিশ বছর ধরে নিজের অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছে এবং নিজের জীবনের স্মৃতিকথার ওপর একটা বই লেখার জন্য কাজ করছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি তখনো অতীত নিয়ে স্মৃতিচারণে ব্যস্ত, যখন উসামা এসে উপস্থিত হয় এবং চোখ মটকে আমায় স্বাগত জানায়। আমি তার সাথে আহার করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু সে ইতিমধ্যে রাতের মতো খাবার পর্ব শেষ করেছে। আমি নিজের খাবার নিয়ে আর চিন্তা করি না এবং সেদিন সন্ধ্যার পরে পরেই আমরা মন্থর পায়ে সুলতানের দর্শনার্থী কক্ষের দিকে এগিয়ে যাই। তার সামনের দিকে ঝুঁকে থাকাটা এখন আরো প্রবল হয়েছে কিন্তু গত কয়েক বছরে এ ছাড়া সে খুব সামান্যই বদলেছে। সে ভ্রূকুটি করে ইমাদ আল-দ্বীনের উপস্থিতির বাস্তবতা মেনে নেয়– তার দুজন বরাবরই পরস্পরকে অপছন্দ করে এবং সালাহ আল-দ্বীনকে অভিবাদন জানাতে নতজানু হয়, যিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

'আমার আগেই সাধির এই চলে যাওয়া আমায় ব্যথিত করেছে,' সে সুলতানকে বলে। 'সে অন্তত আরেকটু অপেক্ষা করতে পারত যাতে আমরা দুজন একত্রে প্রস্থান করতে পারি।'

BanglaBook.org

'আসুন আমরা ধরে নিই যে সে এখনো আমাদের মাঝেই রয়েছে,' সালাহ আল-দ্বীন উত্তর দেন। 'কল্পনা করেন যে সে ওই কোণে বসে আছে এবং আপনার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ঠোঁটে সমালোচকের হাসি ফুটিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছে। উসামা ইবনে মানকিদ, আমি আজ রাতে সত্যিই আপনার কাছে গল্প শুনতে আগ্রহী, কিন্তু কোনো প্রেমের বা বিরহের কাহিনি নয়, কেবল হাসির গল্প।'

'সুলতানের আজ রাতের নির্দেশটা কঠিন, কারণ হাসির পুরোগামী নয় এমন কোনো প্রেমকাহিনি নেই এবং বাস্তব জীবনের শোকাবহ ঘটনা কেন শোকাবহ হয়ে ওঠে? কারণ এটা হাসির গতিধারাকে রুদ্ধ করে। আমি তাই যথেষ্ট শ্রদ্ধার সাথেই সুলতানকে অবহিত করতে চাই যে, তার এমন প্রত্যাশা পালন করা সম্ভব নয়। আপনি যদি কেবলই হাস্যরসের ওপর গুরুত্ব দেন তাহলে আমার এই জিহ্বা বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়বে।'

কথার বৃদ্ধ জাদুকরের পক্ষ থেকে এটা ছিল একটা কার্যকর প্রারম্ভিকা। সুলতান বেহেশতের দিকে দু'হাত তুলে ধরেন এবং হেসে ওঠেন।

'সুলতান কেবল প্রস্তাব করতে পারে। ইবনে মানকিদ অবশ্যই নিজের পছন্দকে প্রাধান্য দেবে।'

'বেশ,' বৃদ্ধ কথক সন্তুষ্টির সাথে বলে এবং আর ভনিতা না করে শুরু করে।

'আমি কয়েক বছর আগে আফাকের কাছে, জায়গাটা ইব্রাহিমের নদী থেকে বেশি দূরে অবস্থিত নয়, একটা ছোট দুর্গপ্রাসাদে বসবাসরত জনৈক ফ্রানজ অভিজাতের সাথে সময় অতিবাহিত করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। দুর্গপ্রাসাদটা একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত, যেখান থেকে নদী দেখা যায়। পাহাড়ের ধারে সিডার গাছের অরণ্য আর পুরো দৃশ্যপটটা আমায় দারুণ মুগ্ধ করেছিল। আমি প্রথম কয়েক দিন প্রাণভরে চারপাশের সৌন্দর্য অবলোকন করি আর বিরাজমান প্রশান্তি উপভোগ করি। সেখানের সুরার স্বাদ অপূর্ব এবং হাশিশ আরো ভালো। আমি এর বেশি আর কী চাইতে পারি?'

'সাধি যদি এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকত,' সুলতান বিড়বিড় করে বলেন, 'সে হয়তো উত্তর দিত: "একটা সুদর্শন তরুণ!"'

উসামা কথাটা না শোনার ভান করে এবং গল্প বলা অব্যাহত রাখে।

'তৃতীয় দিন সকালে আমার গৃহকর্তা আমায় অবহিত করে যে তার বিশ বছর বয়সী পুত্র দারুণ অসুস্থ এবং আমায় অনুরোধ করে তাকে একবার দেখতে। আমি তার ছেলেকে আগে একবার দেখেছিলাম এবং তাকে সেবারই আমার ভীষণ অপছন্দ হয়েছিল। একমাত্র সন্তান হবার কারণে সে তার বাবা-মায়ের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় লাভ করেছিল। সে আফাকের জমিদারের উত্তরাধিকারী আর পুত্র হিসেবে নিজের অবস্থান ব্যবহার করত গ্রামের যেকোনো মেয়েকে যাকেই তার পছন্দ হতো তাকে নিজের শয্যাসঙ্গিনী করতে। বেশ কয়েক মাস আগে সে কৃষিজীবি দু'ভাইকে হত্যা করেছিল যারা তাদের বারো বছর বয়সী বোনের

BanglaBook.org

সম্ভ্রম রক্ষা করতে চেষ্টা করছিল। তার আব্বাজানের প্রজারা তাকে দারুণ অপছন্দ করে বললে কমই বলা হবে। তার সম্পর্কে প্রচলিত গল্পগুলো সম্ভবত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ার সময় খানিকটা অতিরঞ্জিত হয়েছিল। হয়তো হয়নি। আমার পক্ষে সেটা বলা কঠিন।

'আমি তারপরও অবশ্য ছেলেটাকে দেখতে আমার গৃহকর্তার অনুরোধ ফেলতে পারি না। আমি মোটেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক নই, কিন্তু আমি চিকিৎসাবিদ্যার সমস্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করেছি আর আমার বন্ধুরা সবাই ছিল স্বনামধন্য চিকিৎসক। তাদের মৃত্যুর পরে অনেকেই আমার কাছে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসত এবং আমি আমার নিজের জ্ঞান আর উপচারবিধি, যা প্রায়ই সফল হতো,

প্রদানের দক্ষতা দেখে নিজেই বিস্মিত হতাম। আমার খ্যাতি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

'আমি ছেলেটার ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলতে বলি এবং তার নিরাভরণ দেহ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখি। তার দু'পায়েই সপুঁজ স্ফোটকে ভরে গেছে, যা ছড়িয়ে পড়েছে এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ছেলেটা কয়েক সপ্তাহের ভেতরে বিষক্রিয়ায় মারা যাবে। এটা এখন পথ্য আর পট্টির অতীত। আমি ছেলেটার বাবাকে বলি যে দুটো পা উরুর কাছ থেকে কেটে বাদ দিলেই কেবল তাকে এখন বাঁচানো সম্ভব। আমার বন্ধু ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। ছেলেটার কক্ষে উপস্থিত সবচেয়ে পাষাণ হৃদয়ের মানুষও তার স্ত্রীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট আর্তনাদে নরম হয়ে পড়বে।

'ছেলেটার বাবা শেষ পর্যন্ত সম্মতি প্রদান করে এবং আমি পা কেটে বাদ দেয়ার পুরো ঘটনাটার তদারকি করি। ছেলেটা, অজ্ঞান হয়ে পড়ে, যা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে তার একবার জ্ঞান ফিরে এলে সে তখন বুঝতে পারবে না তার পা কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। এটা একটা বিভ্রম, যা কোনো অঙ্গ কেটে বাদ দেয়ার কয়েক দিন পরেও বিরাজ করে। তার বাবা আমাকে অনুরোধ করে হতভাগ্য ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করতে যে এই পৃথিবীতে সে সবচেয়ে বেশি কী কামনা করে এবং সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে সেটা নিশ্চিত করতে। আমরা তার জ্ঞান ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করি। আমরা এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করি। সে যখন চোখ খুলে তাকিয়ে হাসে, কারণ পুরনো ব্যথাটা আর ছিল না। আমি তার কানে ফিসফিস করে বলি: "বাছা, আমায় বলো এই পৃথিবীতে তুমি সবচেয়ে বেশি কী পছন্দ করো?" সে হাসে এবং একটা শীতল, কামুক হাসি তার মুখকে বিকৃত করে তোলে। আমি আরেকটু ঝুঁকে আসি যাতে সে আমার কানে ফিসফিস করে বলতে পারে। "দাদাজান," সে আমুদে কণ্ঠে বলে এবং আমি সেই অবস্থায়ও তার কণ্ঠে ফুটে ওঠা পাপাশয়তা লক্ষ করে চমকে যাই। "আমি সত্যিই যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি যা চাই সেটা হলো, আমার পায়ের চেয়ে বড় একটা লিঙ্গ!"

'বাছা, তুমি সেটা পেয়েছ,' আমি উত্তর দিই, নিজের তৃপ্তির জন্য যদিও খানিকটা লজ্জিতবোধ করি। 'তুমি তাই পেয়েছ।'

সুলতান, প্রথমে উসামার দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকেন। তারপর তিনি হাসতে শুরু করেন। আমি বুঝতে পারি গল্পের শেষটা এখনো বাকি আছে। উসামার দেহের অভিব্যক্তিই ইঙ্গিত করে যে শেষ মুহূর্তের কিছু চমক, অলংকরণ এখনো বাকি আছে, কিন্তু সুলতানের হাসি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিজের একটা আলাদা রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। তিনি হাসি থামান। উসামাও ভাব করে সে শুরু করবে কিন্তু সুলতান আবার নতুন করে হাসিতে ফেটে পড়েন। আমিও তার হাসির দ্বারা সংক্রামিত হই এবং দরবারে প্রচলিত প্রাচীন রীতির তোয়াক্কা না করে তার সাথে হাসিতে যোগ দিই। উসামাও এই সময় সিদ্ধান্ত নেয় যে তার অন্তরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং অসমাপ্ত থাকাই তার গল্পের নিয়তি, গল্পের শেষ অংশ বাতিল করার অভিপ্রায়ে সে আমাদের সাথে হাসিতে যোগ দেয়।

সুলতান, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে, কেবল মুচকি হাসেন।

'উসামা বিন মানকিদ, আপনি কি অপূর্ব একজন কথক! এমনকি সাধিও, আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দিন, হাসি চেপে রাখতে পারত না। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে হাস্যরস তখনই কেবল আমোদিত করে যখন অন্য কোনো কিছুর সাথে এটা জড়ানো থাকে। আজ সন্ধ্যায় আপনি কি আমাদের অন্য আর কিছু শোনাবেন?'

সুলতানের প্রশংসা উসামাকে প্রীত করে। তার মুখের বলিরেখা আরো বেড়ে যায় সে যখন নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে হাসতে চেষ্টা করে। বৃদ্ধলোকটা একটা গভীর শ্বাস নেয় এবং তার চোখের দৃষ্টি ক্রমেই ফাঁকা হয়ে যায় যখন সে তার সুদীর্ঘ জীবনের আরেকটা ঘটনার কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করে।

'বহু বছর আগে, প্রিয় সুলতান, আপনার জন্মেরও কিছুদিন আগের কথা, একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ঘুরতে ঘুরতে দামেস্কের খ্রিস্টান পল্লীর একটা সরাইখানায়, যেখানে কেবল অভিজাতরাই খ্রিস্টানদের সাবাথ নিয়ে আলোচনা করে, নিজেকে আবিষ্কার করি। আমার তখন উনিশ কি বিশ বছর বয়স। আমি তখন কেবল এক বোতল সুরা উপভোগ করতে আর কয়েক মাস ধরে যে খ্রিস্টান তরুণী আমার মন জয় করেছিল তার কথাই কেবল ভাবতে চাইছিলাম।

'আমি একটা কারণেই কেবল এই বিশেষ দিনে সেই এলাকায় গিয়েছিলাম। আমি তাকে তার পরিবারের সাথে চার্চ থেকে বের হয়ে আসার সময় এক ঝলক দেখতে চেয়েছিলাম। আমরা দৃষ্টি বিনিময় করতে পারব, কিন্তু সেটাও এই এলাকায় আগমনের আমার একমাত্র উপলক্ষ ছিল না। তার স্কার্ফের রং যদি সাদা হয় তাহলে সেটা দুঃসংবাদ এবং তার মানে আমরা সেদিন পরে আর দেখা করতে পারব না।

'অবশ্য যদি তার মাথায় রঙিন উত্তরীয় থাকে তার মানে সুসংবাদ, সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা, তার কোনো বিবাহিত বন্ধুর বাড়িতে দেখা করতে পারব। আমরা সেখানে হয়তো নাজুক নীরবতায় একে-অপরের হাত ধরতে পারব। তার মুখ আলতো করে স্পর্শ করা বা তার ঠোঁটে চুমু খাবার আমার যেকোনো প্রয়াস কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হতো। গত সপ্তাহে সে অবশ্য হাত ধরার চেয়ে বেশি কিছুর প্রতি আমার ঈষদুষ্ণ প্রয়াসে গভীরভাবে সাড়া দিয়ে আমায় দারুণভাবে চমকে দিয়েছিল। সে কেবল আমায় চুমুই খায়নি বরং তার উষ্ণ, কাঁপতে থাকা বুক স্পর্শ করতে আমার দু'হাতকে পথ দেখিয়েছে। আমায় উত্তেজিত করে, সে আমার উত্তেজনা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে, আমাকে আশাহত করে সে দারুণ নিরাশার মাঝে আমাকে নিমজ্জিত করে রেখে যায়।
""উসামা, প্রতিবার একটা করে দুর্গ জয়। তুমি এত অধৈর্য কেন?" আমার কানে কথাগুলো ফিসফিস করে বলেই সে দৌড়ে পালিয়ে যায়, আমায় একলা রেখে যায় নিজের নিজেকেই শীতল করতে। তার আচরণের এই বিশেষ পরিবর্তনই সেই দিনকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। আমি তার দু'পায়ের মাঝে সুবাসিত চুলের বনানির গভীরে লুকিয়ে থাকা দুর্গ জয়ের স্বপ্ন দেখছিলাম।
'সে চার্চ থেকে রঙিন উত্তরীয় মাথায় দিয়ে বের হয়ে আসে। আমরা একে-অপরের দিকে তাকিয়ে হাসি এবং আমি সেখান থেকে চলে আসি, নিজেই নিজের আত্মসংযম দেখে বিস্মিত হই। আমার লাফাতে ইচ্ছা করে এবং সড়কের সমস্ত লোককে চিৎকার করে বলতে চাই যে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার জন্য কি তূরীয় আনন্দ অপেক্ষা করছে। প্রতিদিনের জীবনের আবেগ, বেদনা আর যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা যে লাভ করেছে সেই সুখী ব্যক্তি কারণ তার পক্ষেই কেবল প্রেমের নাজুক আর কোমল আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব।
'আমি তার সেই বন্ধুর হাভেলিতে অপেক্ষা করি, কিন্তু সে সেখানে আসে না। তার বন্ধুর কাছে লেখা একটা চিঠি নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা পরে একটা অল্প বয়সী পরিচারক সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে আমার জন্য তার ক্রমেই বাড়তে থাকা ভালোবাসার কথা নিজের বড় বোনের কাছে ভুলবশত বলে ফেলেছিল যে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে বিষয়টা তাদের আম্মিজানকে জানিয়ে দিয়েছে। সে এখন উদ্বিগ্ন যে তার পিতা-মাতা এখন স্থানীয় এক বণিকের ছেলের সাথে দ্রুত তার বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করবেন। সে আমাকে হঠকারী কোনো পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে বরং তার চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে বলে।
'আমি হতাশ হয়ে পড়ি। আমি পথহারা পথিকের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই এবং অভিজাত সেই সরাইখানায় ঘুরতে ঘুরতেই প্রবেশ করি আমার মাথায় তখন কেবল একটা ভাবনাই তখন ঘুরপাক খাচ্ছে, অর্থাৎ নিজের দুঃখকে ভুলে থাকা। আমি বিস্মিত হই যখন দেখি যে তারা সেদিন সুরা

BanglaBook.org

পরিবেশন করছে না। সরাইখানার মালিক আমায় জানায় যে তারা কোনো দিন সাবাথের দিনে তাদের সরাইখানায় সুরা বিক্রি করে না। আমার কাছে বিষয়টা অদ্ভুত মনে হয় যেহেতু তাদের অ্যালকোহল বরাবরই তাদের পৌত্তলিক চার্চ কৃত্যানুষ্ঠানের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যেখানে ঈসা (আ.)-এর রক্ত হিসেবে এটা প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'আমি প্রতিবাদ জানাতে আমায় শীতল কণ্ঠে অবহিত করা হয় যে, বিষয়টার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। দিনটা শুধু উচ্চমার্গীয় ভাবনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমাকে পার্শ্ববর্তী একটা সরাইখানায় যাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। আমি চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে দেখি সেখানে উপস্থিত খদ্দেরাও কেমন যেন উদ্ভট। সেখানে প্রায় পঞ্চাশজন লোক উপস্থিত রয়েছে, যাদের ভেতর অধিকাংশই পুরুষ কিন্তু প্রায় ডজনখানেক রমণীও আছে। তাদের অধিকাংশই বৃদ্ধা। আমি চিন্তা করি আমাকে বাদ দিলে উপস্থিত লোকদের ভেতর সবচেয়ে কম বয়সীর বয়স চল্লিশ বছর হবে।

'লোকগুলোর ঔদ্ধত্য আমায় তাদের দিকে আকৃষ্ট করে আর একইসাথে আমার অনেক বেশি প্রবল উদ্বেগ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমি জানতে চাই যে আমি কি তাদের আলোচনায় যোগ দিতে পারি এবং উত্তরে কয়েকজন সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, যাদের ভেতরে অধিকাংশই ছিল সেখানে উপস্থিত মহিলা। আমার দিকে অন্যরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যেন আমি হাড়ের জন্য লোভী একটা রাস্তার কুকুর।

'বিষয়টা অহংবোধ সমুন্নত রাখার আয়োজনে পরিণত হয়। আমি সেখানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিই, তাদের শীতলতা আর উপেক্ষার মেঘ বিদীর্ণ করতে, যা তাদের একটা জ্যোতিশ্চক্রের ন্যায় ঘিরে রেখেছিল। আমি তাদের মুখের অভিব্যক্তি দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে তারা আমাকে অসাড় একজন তরুণ হিসেবে ধরে নিয়েছে, যার কাছ থেকে তাদের শেখার মতো কিছুই নেই। তাদের ধারণা সম্ভবত ঠিকই ছিল, কিন্তু বিষয়টা আমায় দারুণ বিরক্ত করে আর আমি তাদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করতে বেপরোয়া হয়ে উঠি। আমি সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণ আগে যে মারাত্মক মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম এই পুরো অধ্যায়টা আমার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে ফেলতে থাকে এবং আমি সে জন্য ভীষণভাবে কৃতজ্ঞবোধ করি।

'আমি মেঝেতে নিজের আসন গ্রহণ করি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আলোচনার জন্য মনোনীত বিষয়টা আমার সমস্যার সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়: "দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি।" আলোচক ছিলেন আন্দালুসের ভ্যালেন্সিয়া থেকে আগত জনৈক পর্যটক এবং ঐতিহাসিক, ইবনে জায়েদ।

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। আন্দালুসিয়ার অধিবাসীরাই কেবল পারে আমরা যেটাকে সত্য বা অবধারিত বলে ধরে নেই সেইসব শব্দ বা ধারণার ব্যবচ্ছেদ ঘটাতে। মক্কা থেকে দূরত্ব তাদের মনকে এক ধরনের স্বাধীনতা দিয়েছে, যা আমাদের নিজেদের আলেমরা দারুণ ঈর্ষার চোখে দেখে।

BanglaBook.org

'সুলতান হয়তো ভ্রূকুটি করবেন কিন্তু আমি যা বলছি সেটা আমাদের সমস্ত আলেমবর্গ স্বীকার করে থাকেন। আমাদের মহান আলেম ইমাদ আল-দ্বীনও এমনকি, যিনি আমার অভ্যাস আর জীবন-যাপন পদ্ধতি অপছন্দ করেন, তিনিও এই সুবিদিন বিষয়টা নিশ্চিত করবেন। এটা সত্যি যে আমাদের ভেতরেও সংশয়বাদীরা রয়েছে এবং সুলতানের নির্দেশের তাদের একজনকে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, কিন্তু আন্দালুসের মাত্রার কাছে সেটা কিছুই নয়। সংশয়বাদ নিয়ে আমরা আরেক দিন আলোচনা করব।

'আমি সুলতানের অনুমতি নিয়ে আমার যৌবনের বিষাদময় কাহিনি বলা শেষ করতে চাই। ইবনে জায়দুনের বয়স তখন চল্লিশের শেষের দিকে। তার কুচকুচে কালো দাড়িতে দুই-একটা কেবল সাদা রেখা চোখে পড়ে। তিনি আন্দালুসিয়ার সুরে আমাদের ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তার বাচনভঙ্গি যতই কানে লাগুক তার কণ্ঠস্বর অনেকটা নীলনদের গায়ক-মাঝিদের মতো, একইসাথে কোমল আর মন্দ্র।

'তিনি আমাদের তার বক্তব্যের সূচনায় জানিয়ে দেন যে তিনি যা আলোচনা করবেন সেটা মৌলিক নয়, বরং ইবনে হাজম রচিত *চরিত্র আর আচরণের দর্শন*-এর ওপর ভিত্তি করে রচিত, যার সামনে এমনকি বিখ্যাত সব আলেমও লজ্জিতবোধ করবেন। ইবনে জায়িদ, তার নিজের এই ধ্রুপদী বিশ্লেষণ সম্বন্ধে নিজস্ব সমালোচনা রয়েছে, কিন্তু এটা ঠিক যে এই কাজটা ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব হতো না।

'তিনি বলেন, কীভাবে ইবনে হাজম দেখিয়েছেন যে মানব সম্প্রদায়ের সকল সদস্য কেবল একটা লক্ষ্য দ্বারা তাড়িত হয়। উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই কথাটা, ধনী-গীরব, সুলতান এবং মামলুক, বিদ্বান এবং মূর্খ, রমণী বা খোজা, সবাই যারা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং নিষিদ্ধ আনন্দের সাথে সাথে বৈরাগ্য লাভের জন্য ব্যগ্র, সমানভাবে প্রযোজ্য। তারা সবাই দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি চায়। এই লক্ষ্য অর্জনে খুব সামান্য লোকই একই পথ অনুসরণ করে, কিন্তু এই পৃথিবীর বুকে মানব জাতির আগমনের পর থেকেই উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তির অভিপ্রায় তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য হিসেবে বিরাজ করছে।

'সে এরপরে তার ছোট ব্যাগের ভেতর থেকে একটা পাণ্ডুলিপি বের করে যার প্রচ্ছদ গিল্টি করা, কিন্তু যা নিশ্চিতভাবেই বহুবার পঠিত হয়েছে, কারণ সেটার রং জ্বলে গেছে। ইবনে ইয়াকুব আর ইমাদ আল-দ্বীন বুঝতে পারবেন যে একটা পাণ্ডুলিপির কাছে ঘন ঘন হাত বদল হবার চেয়ে আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। ইবনে হাজমের *দর্শন*, ঠিক তেমনই একটা পাণ্ডুলিপি। সে পাণ্ডুলিপির একটা অনুচ্ছেদ চিহ্নিত করে রেখেছে, যা সে এখন তার অদ্ভুত কিন্তু আকর্ষক কণ্ঠে পাঠ করতে আরম্ভ করে।

'আমি নিজেও পরবর্তীতে পাণ্ডুলিপিটার একটা অনুলিপি সংগ্রহ করি এবং সেই অনুচ্ছেদটা বহুবার পাঠ করি যার ফল হয়েছে এই যে, আমাদের পবিত্র গ্রন্থের অনুচ্ছেদের মতো, এটাও এখন আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে:

'"তারা যারা কেবল সম্পদ লাভে ব্যগ্র তারা সেটা কামনা করে তাদের সত্তা থেকে দারিদ্র্যের ভয় বিতাড়িত করতে; অন্যরা তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত হবার ভয় থেকে গৌরবের অধিকারী হতে চায়; অন্যরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দের সন্ধান করে বঞ্চনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে; কেউ জ্ঞানের সন্ধান করে অজ্ঞতার অনিশ্চয়তাকে বিতাড়িত করতে; অন্যরা তথ্য সংগ্রহ আর আলোচনার ভেতরে আনন্দ খুঁজে পায় কারণ এসবের মাধ্যমে তারা নিঃসঙ্গতা আর একাকীত্বের দুঃখ প্রশমিত করে। সংক্ষেপে বলা চলে, মানুষ একই ছাদের নিচে পানাহার, জীবন-যাপন, খেলাধুলা সব কিছু করে, হাঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, বা স্থির থাকে তাদের বৈপরীত্য এবং সাধারণভাবে, অন্য সব দুশ্চিন্তা বিতাড়িত করার একক লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিটিই পর্যায়ক্রমে নতুন দুশ্চিন্তার অনিস্তার্য লালনভূমিতে পরিণত হয়।"

'আমি আজ কেবল এতটুকই স্মরণ করতে পারছি যদিও কয়েক বছর পূর্বে আমি পুরো অনুচ্ছেদটাই স্মৃতি থেকে পুনরাবৃত্তি করতে পারতাম। আন্দালুস থেকে আগত আমাদের পর্যটক ইবনে হাজমের যুক্তিকে আরো বিকশিত করেছে এবং আমরা যত বেশি শুনি তত বেশি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি। সেদিনের পূর্বে আমার দর্শন সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না এবং আমি সহসাই অনুধাবন করি কেন ধর্মবেত্তারা একে মারাত্মক বিষের সাথে তুলনা করেছেন।

'এটা শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইবনে জায়িদকৃত ইবনে হাজমের দর্শনের কোনো সমালোচনা কখনো আলোর মুখ দেখবে না কারণ সে রকম কোনো কিছুর আদতে অস্তিত্বই নেই। সে ইবনে হাজমের লেখার উপাসনা করে, কিন্তু যদি কোনো কারণে কাজিসাহেব আলোচনার ওপর বিবরণ পেশ করতে কোনো গুপ্তচর প্রেরণ করে থাকেন সে জন্য তাদের থেকে সে নিজেকে পৃথক করাকে বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলে মনে করেছে। ইবনে হাজমের দর্শনের সারবত্তা তার বিশ্বাসের মাঝে নিহিত যে মানুষ কেবল নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা, নিজেকে সমস্ত উদ্বেগের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। তার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।'

BanglaBook.org

'খোদা নিন্দা! খারেজি মতবাদ!' সুলতান চিৎকার করে ওঠেন। 'এই দর্শনে আল্লাহ আর তার রাসুল কোথায়?'

'জি সুলতান, ঠিক তাই,' উসামা উত্তর দেয়। 'মসজিদের বাইরে ইবনে হাজমের লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার আগে ধর্মবেত্তারা ঠিক এ প্রশ্নই করেছিল। কিন্তু সেটা বহু বছর আগের কথা, ফ্রানজরা আমাদের ভূখণ্ড দূষিত করার আগে। আমাদের জ্ঞান এখন অনেক বেশি অগ্রসর এবং আমি নিশ্চিত ইমাদ আল-দ্বীনের মতো আমাদের মহান আলেমরা কয়েক মিনিটের ব্যবধানে প্রমাণ করবেন যে ইবনে হাজমের বক্তব্য মিথ্যা।'

ইমাদ আল-দ্বীন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং উসামার দিকে স্পষ্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তিনি কোনো কথা বলেন না।

'উসামা, এই গল্পের উদ্দেশ্য কী?' সুলতান জিজ্ঞেস করেন। 'সেই খ্রিস্টান মেয়েটার সাথে তোমার কি শেষ পর্যন্ত দেখা হয়েছিল?'

বৃদ্ধলোকটা খিকখিক করে হেসে ওঠেন। তিনি আরব দর্শনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু সুলতানের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এবং তিনি কেবল মেয়েটার গল্প শুনতে আগ্রহী।

'বিচক্ষণদের মহামান্য সেনাপতি, সেই মেয়েটার সাথে আমার মিলন হয়নি, কিন্তু সেদিন সেই সরাইখানায় উচ্চমার্গীয় ভাবনা আমায় অভিভূত করেছিল, আপনিও যেমন হবেন যদি আমি গল্পটা শেষ করার অনুমতি পাই।'

সুলতান মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানান।

'সেদিন আলোচনার শেষে আমি আন্দালুসিয়ার পর্যটককে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম, একাধারে বিষয়টার প্রতি আমার সত্যিকারের আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল আর সেইসাথে সেখানে উপস্থিত অন্যদের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে আমি মোটেই সুখকে পরমার্থ জ্ঞানকারী অজ্ঞ মূর্খ নই। আমার নিজের বিজয়ের স্মৃতিচারণ করাটা বড্ড বেশি ক্লান্তিকর হবে এবং ইমাদ আল-দ্বীনের মতো আমি নিজেও আমারও সব যুক্তিতর্ক কদাচিৎ লিপিবদ্ধ করে থাকি। তবে এটা বলা যুক্তিসংগত হবে যে আমার মন্তব্য ইবনে জায়িদের ওপর গভীর ছাপ ফেলে যায়। তিনি ক্রমেই আরো বেশি মাত্রায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন এবং অচিরেই আমরা অন্য আরেকটা সরাইখানায় গিয়ে একত্র হই যেখানে উচ্চমার্গীয় ভাবনার চেয়েও বেশি শক্তিশালী চোলাই পরিবেশন করে। আমরা সারা রাত আলোচনা করে কাটিয়ে দিই। আমরা দুজনই ততক্ষণে বেশ মাতাল হয়ে পড়েছি। তিনি এমন অবস্থায় হাত বাড়িয়ে আমার লিঙ্গ আঁকড়ে ধরেন। আমার মুখের অভিব্যক্তি তাকে বিস্মিত করে।

"“তরুণ বান্ধব, তোমায় উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। আমরা কি একমত হইনি যে আমাদের সত্তা থেকে উদ্বেগকে বিতাড়িত করা উচিত?”'

'আমি উত্তর দিই: “আপনি যদি এই মুহূর্তে আমার লিঙ্গ থেকে হাত সরিয়ে নেন তাহলেই কেবল আমার উদ্বেগ হ্রাস পাবে।” তিনি জোর করেন না কিন্তু ফুপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন।'

'আমি করুণার বশবর্তী হয়ে তাকে খ্রিস্টান পল্লী থেকে পথ দেখিয়ে আমাদের এলাকায় নিয়ে আসি। আমি সেখানে তাকে পুরুষ বেশ্যালয়ে, যেখানে দুর্গপ্রাসাদের অনেকেরই যাতায়াত রয়েছে, স্থান করে দিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে বিদায় নিই। ইমাদ আল-দ্বীন, আপনার কি স্মরণ আছে এটা কোনো সড়কে অবস্থিত? আমার স্মৃতি আবার আমার সাথে প্রবঞ্চনা শুরু করেছে। বৃদ্ধ বয়সের খেসারত।'

ইমাদ আল-দ্বীন এবারও কোনো উত্তর দেন না, কিন্তু সুলতান উসামাকে অভিনন্দন জানিয়ে পুনরায় আবারও হাসতে শুরু করেন।

'আমার মনে হয় আমার গল্প থেকে প্রাপ্ত নীতিবাক্য হলো সবচেয়ে উচ্চমার্গীয় ভাবনার অধিকারী মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা কত সহজে অধঃপতিত করতে পারে। উসামা বিন মানকিদ, আমি কি ঠিক বলেছি?'

উসামা প্রশংসা শুনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন কিন্তু সুলতানের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন।

'বিজ্ঞদের অধিপতি, এটা নিঃসন্দেহে একটা সম্ভাব্য স্পষ্টীকরণ।'

BanglaBook.org

## চব্বিশ

# খলিফার চিঠি এবং ইমাদ আল-দ্বীনের ধীশক্তি আর কূটনীতি দ্বারা মধ্যস্থতা করা সুলতানের প্রত্যুত্তর; প্রেম সম্বন্ধে জামিলার ভাষণ

সুলতান, তার দরবারের আনুষ্ঠানিক পোশাকে সজ্জিত অবস্থায়, একটা উঁচু মঞ্চে আসন পিঁড়ি অবস্থায়, দামেস্কের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায়, বসে আছেন। আমাকে আগেই ডেকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তিনি আমার সাথে কথা বলার অবসর পাননি এবং আমি দরবারের এক কোণে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবার জন্য প্রতীক্ষা করছি।

প্রাসাদ-সরকার দু'বার হাততালি দিতেই ইমাদ আল-দ্বীন বাগদাদের খলিফার দূতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে, যিনি সুলতানের সামনে এসে হাঁটু ভেঙে নতজানু হন। তিনি নতজানু অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে রুপার একটা ছোট থালায় নিজের মালিকের লিখিত একটা চিঠি সুলতানের সামনে উপস্থাপন করেন। সুলতান চিঠিটা স্পর্শ করেন না কিন্তু ইমাদ আল-দ্বীনকে ইশারা করেন, যিনি আগত দূতের উদ্দেশে মাথা নাড়েন আর রাজকীয় বার্তাটি গ্রহণ করেন।

এ ধরনের চিঠিপত্র সাধারণত দরবারের সামনে উঁচু স্বরে পাঠ করা হয় যাতে করে একটু বেশি সংখ্যক লোক বার্তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। কিন্তু সালাহ্ আল-দ্বীন সম্ভবত বাগদাদের প্রতি নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে প্রচলিত রীতি পরিহার করেছেন এবং দরবার ভেঙে দিয়েছেন। ইমাদ আল-দ্বীন আর আমাকে কেবল অবস্থান করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

সুলতান সেদিন সকালবেলা মোটেই খোশমেজাজে ছিলেন না। তিনি নিজের সালতানাতের সচিবের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকান।

'আমার মনে হয় আপনি চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানেন?'

ইমাদ আল-দ্বীন সম্মতি প্রকাশ করে মাথা নাড়েন।

'চিঠিটার মুসাবিদা মোটেই ভালো নয়, যার মানে একটাই যে সাইফ আল-দ্বীন নিশ্চয়ই অসুস্থ বা অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। চিঠিটা কারণ ব্যতিরেকে দীর্ঘ আর আনাড়ি স্তাবকতা এবং বেমানান বাক্যবহুল। আপনাকে চিঠির চারটি স্থানে "বিশ্বাসের তরবারি" বলে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু কেবল একটি বাক্যে এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের সেনাপতি জানতে আগ্রহী

আপনি কখন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ নবউদ্যোগে শুরু করতে চান। সে আরো জানতে চেয়েছে যে, আপনি কি এ বছর মক্কায় হজ করতে যাবার এবং কা'বা ঘরকে চুমু খাবার সময় করতে পারবেন।'

সুলতানের মুখ কালো হয়ে যায়।

'ইমাদ আল-দ্বীন আমার উত্তর লিপিবদ্ধ করো। আমি যা বলছি ঠিক সেটাই লিখবে। ইবনে ইয়াকুব, তুমিও তৈরি হও, যাতে করে আমরা অবিলম্বে আরেকটা প্রতিলিপি পাই। আমি জানি ইমাদ আল-দ্বীন আমার বক্তব্যে সাথে মধুমিশ্রিত করে আমার বক্তব্য উদ্ধৃত করবে আর সেই কারণে আমি আমার অবসর সময়ে দুটো ভাষ্য যাচাই করে দেখব। তোমরা তৈরি?'

আমরা কলমে লেখনী ডুবিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ি।

'প্রাপক বিশ্বাসীদের সেনাপতির। প্রেরক তার অনুগত ভৃত্য, সালাহ্ আল-দ্বীন ইবনে আইয়ুব।'

'আপনি জানতে চেয়েছেন আমি কখন ফ্রানজদের বিরুদ্ধে নবউদ্যোগে যুদ্ধ আরম্ভ করতে আগ্রহী। আমার উত্তর তখন এবং কেবলমাত্র তখন, আমি যখন নিশ্চিত হব আমাদের শিবিরে কোনো বিরোধ নেই এবং আপনি যখন আল্লাহতালা আর তার নবী কর্তৃক আপনার ওপর অর্পিত কর্তৃত্ব ব্যবহার করে সমস্ত বিশ্বাসীকে যারা সামান্য লাভের জন্য ফ্রানজদের সহযোগিতা করে, যা আমাদের উদ্দেশ্যকে বিঘ্ন করবে, তাদের এরূপ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হুঁশিয়ার করে দেবেন। আপনি অবশ্যই খুব ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন, আমি কয়েকজন যুবরাজকে বশবর্তী করতে চেষ্টা করছি, ফোরাত নদী থেকে যাদের দুর্গপ্রাসাদের অবস্থান বেশি দূরে নয়। তারা প্রতিবারই আপনার কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাদের শত্রুর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য আর সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনি যদি এ ধরনের পরজীবী কীটদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, আমি আগামী বছর নাগাদ আল-কুদস দখল করতে সক্ষম হব।

'আমি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এত অসংখ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি যে সূর্যের আলোয় আমার গণ্ডদেশ স্থায়ীভাবে ঝলসে গেছে। পরিতাপের বিষয় একটাই এই যুদ্ধের অনেকগুলোই পরিচালিত হয়েছে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে, যা আমাদের সামরিকভাবে দুর্বল করেছে।

'রেনাল্ড, দোজখের এই পর্যটক, যার শীতল আর আবেগহীন চাহনির সামনে আমাদের অসংখ্য নারী আর শিশু নিহত হয়েছে এবং যার আতঙ্ক পাখির কলকাকলি পর্যন্ত স্তব্ধ করে দিয়েছে, অবাধ্য প্রজাদের ভয় দেখাতে যার নাম ব্যবহৃত হয়, যে রেনাল্ড এখনো বেঁচে আছে, যখন আল-কুদসে তার বশংবদ যাকে তারা "নৃপতি গাই" নামে সম্বোধিত করে সন্ধির চুক্তিসমূহ পালন করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করছে। আমাদের সৈন্যরা এখনো কারাকের ভূগর্ভস্থ কারাপ্রকোষ্ঠে ধুঁকছে, যা উভয় পক্ষ মানতে সম্মত হয়েছিল এমন সব কিছুর প্রকাশ্য অবমাননা।

'আমি এসব বিষয় একটা কারণেই উল্লেখ করছি, যাতে বিশ্বাসীদের সেনাপতি বুঝতে পারেন যে এই আমাকে আমাদের লক্ষ্য অর্জন থেকে বিরত রাখছে তথাকথিত কিছু বিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড। আমাদের জন্য একটাই সুসংবাদ যে ফ্রানজরাও ঐক্যবদ্ধ নয়। ত্রিপোলির অভিজাত রেমন্ড আমার বিশ্বাস যে একদিন বিশ্বাসীদের কাতারে নাম লেখাবে, আমাকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানিয়েছে। একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকবেন যে, জিহাদ অচিরেই শুরু হবে, যদি বিশ্বাসীদের সেনাপতি এই অভিযানে তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেন।

'আমি এখনো মক্কায় হজযাত্রার তৌফিক অর্জন করতে না পারায় আপনার উৎকণ্ঠার সাথে একমত। আমি প্রতি ওয়াক্তে নামাজের সময় এ জন্য তার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করি। "বিশ্বাসের তরবারি" হিসেবে আমি এতটাই ব্যস্ত যে কা'বা ঘরকে চুমু খাবার মতো সময় এখনো আমার হয়নি। আমি শীঘ্রই, আল-কুদস দখলের পরে এবং আমাদের সেই বিজয়ের জন্য ডোম অব দি রকে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানিয়ে, এই ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট হব। আমি আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করি।'

সুলতান বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কক্ষ ত্যাগ করেছেন কি করেননি যখন ইমাদ আল-দ্বীন ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

'ইবনে ইয়াকুব, এই চিঠিটা অপমানজনক। অবমাননাকর। চিঠিটা আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসাবিদা করতে হবে। এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী সুলতানের নিকট থেকে খলিফার কাছে, যার কর্তৃত্ব অনেক বিশাল কিন্তু যার সামর্থ্য তদানুরূপ নয়, প্রেরিত বার্তা অবশ্যই সালাহ আল-দ্বীনের অবস্থানের সাথে মর্যাদাপূর্ণ হওয়া উচিত।

'তুমি যা লিপিবদ্ধ করেছ সেটা কোনো কার্যকারিতা ছাড়া কেবলই অপমানের কারণ হবে। পুরো চিঠিটা রূঢ় ভাষায় লিখিত, এর সুর অযৌক্তিক এবং চিঠিটা ব্যাজস্তুতির প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে, যা সুলতানকে বিভ্রান্ত করলেও একইসাথে তার বিচক্ষণ পরামর্শদাতাদের হুঁশিয়ার করে দেবে।

'চিঠিতে একটা মারাত্মক তথ্যসংক্রান্ত ভ্রান্তি রয়েছে। ত্রিপোলির কাউন্ট রেমন্ড আমাদের সুলতানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে অতীতে রেমন্ড আমাদের সাহায্য করেছে কিন্তু ঠিক সে কারণেই শত্রুর সাথে সহযোগিতা আর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের গুপ্তচরদের তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে সে এখন জেরুজালেমের তথাকথিত রাজার কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে শান্তি আনয়ন করেছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। খলিফাকে এই বিষয়টা সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করা উচিত। রেমন্ডকে ধর্মান্তরিত করার সুলতানের অভিপ্রায়, বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে, বিচার-বিভ্রাট হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারে। ইবন ইয়াকুব, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে



BanglaBook.org

আমি তোমার প্রতিলিপিরও মুসাবিদা করতে এবং আগামীকাল নাগাদ একেবারে নতুন ভাষ্য প্রস্তুত করতে চাই।'

আমি সুলতানের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ আলেমের যুক্তি খণ্ডাতে ব্যর্থ হই। আমি আমার চিঠির প্রতিলিপি অপ্রতিবাদী ভঙ্গিতে তার হাতে সমর্পণ করি। সে মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায় আর আমি আমার প্রভুর ক্রোধের মুখোমুখি হবার জন্য একা অপেক্ষা করতে থাকি। সালাহ্ আল-দ্বীন যখন ফিরে আসেন আমি তার সাথে সুলতানা জামিলাকে দেখে স্বস্তি পাই আর প্রীত হই, খোজা আমজাদ সেদিনই সকালবেলা তার দামেস্কে প্রত্যাবর্তনের খবর আমায় দিয়েছিল। সুলতান আমার দিকে তাকিয়ে সবজান্তার ভঙ্গিতে হাসেন যেন বোঝাতে চান যে ইমাদ আল-দ্বীনের অনুপস্থিতিতে তিনি বিন্দুমাত্র বিস্মিত নন। আমি সুলতানাকে মাথা নত করে অভিবাদন জানাই তার গাত্রবর্ণ সূর্যের আলোয় উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। তাকে এখন অনেক কৃষ্ণকায় দেখায় যদিও দুশ্চিন্তার বলিরেখা, যা তার কপালে এবং চোখের নিচে ফুটে উঠেছিল এখন সব মিলিয়ে গেছে।

'সুলতানা আপনাকে স্বাগত। আপনার অবর্তমানে দুর্গপ্রাসাদ অন্ধকার হয়েছিল।'

তিনি হেসে ওঠেন এবং আমি সাথে সাথে বুঝতে পারি হালিমার বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণা থেকে তিনি পুরোপুরি মুক্তি পেয়েছেন। তার সেই পুরনো হাসি ফিরে এসেছে এবং আমার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় তার দু কাঁধ আন্দোলিত হতে থাকে।

'ইবনে ইয়াকুব তোমার মতো সুহৃদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া অনেকটা সেইসব উটের মতো দুর্লভ, যার পশ্চাদদেশে কোনো দুর্গন্ধ নেই। এটা সত্যিই দারুণ নয় কী যে, যন্ত্রণার উৎস থেকে দূরত্ব কীভাবে আমাদের সবচেয়ে অন্তস্তলের ক্ষতও অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে ভালো নিরাময় করতে পারে?'

সুলতান স্পষ্টতই তার ফিরে আসায় প্রীত হয়েছেন যদিও তার উপস্থিতিতে আমি তার এমন প্রগলভতায় খানিকটা বিস্মিতই হই। তিনি আমার ভাবনা বুঝতে পারেন।

'নবিশিন্দা, জামিলা আর আমি এখন ভালো বন্ধু। আমাদের পরস্পরের ভেতরে গোপন কোনো কিছু নেই। তুমি কি জানো এই রমণী তার পিতার হাভেলিতে অবস্থানকালীন কী বিষয়ে পড়েছেন?'

আমি শ্রদ্ধাসহকারে মাথা নাড়ি।

'খোদা-নিন্দা। অভিশপ্ত দর্শন। সংশয়বাদ।'

জামিলা হাসে।

'তিনি এবার ভুল কিছু বলছেন না। আমি আল-ফারাবির লেখা গোগ্রাসে পাঠ করেছি। তার লেখা আমার সহজাত বিশ্বাসকে জোরাল করেছে যে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যেকোনো ধর্মবিশ্বাসের, আমাদের ধর্মবিশ্বাসও যার অন্তর্ভুক্ত, চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার লেখা ইবনে হাজমের চেয়েও অনেক বেশি বিশ্বাসগ্রাহ্য।'

সুলতান চোখ-মুখ বিকৃত করেন এবং সেখান থেকে বিদায় নেন, কিন্তু যাবার সময় আমাকে থাকতে বলে যান।
'ইবনে ইয়াকুব, আমি এই জিহাদে আমাদের শেষ যুদ্ধের জন্য আমার আদেশ প্রস্তুত করছি, এটা বোঝাতে যে ফ্রানজদের চেয়ে আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনেক উচ্চমার্গীয়। জামিলার গল্প শুনতে তোমায় নিষেধ করব না কিন্তু সাবধান তার কথায় পটে যেও না। তোমার মাথা হয়তো তাহলে মাটিতে গড়াতে পারে।'
'মহামান্য সুলতান আমি কেবলই একজন কথক।'
জামিলা *বানজ* পূর্ণ একটা পাইপে অগ্নিসংযোগ করে এবং আমার বিস্মিত অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসে।
'আমি সপ্তাহে একবার এই অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিই। আমি আমার বাবার হাভেলিতে যখন পৌঁছেছিলাম তখন এর মাত্রা অনেক বেশি ছিল, কিন্তু এটা যন্ত্রণাকে ভোঁতা করতে সাহায্য করেছিল। আমাকে এটা প্রশান্ত করে কিন্তু সপ্তাহে একবারের বেশি আমি যদি পাইপ সেবন করি এটা আমার মস্তিষ্ককে শ্লথ করে দেবে। আমার পক্ষে তখন কোনো কিছু চিন্তা করা বা কোনো পাণ্ডুলিপিতে মনোনিবেশ করাটা কঠিন হয়ে পড়ে।'
'সুলতানাকে পুরনো দিনের মতো আবার হাসতে দেখে বেশ ভালো লাগল। আমি আশা করছি আপনি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেছেন এবং আপনি যে কষ্ট পেয়েছিলেন সেটা এখন কেবলই অতীতের ব্যাপার।'
আমার উদ্বেগ তাকে স্পর্শ করে।
'বন্ধু, তোমাকে ধন্যবাদ। আমি যখন বাইরে ছিলাম তখন প্রায়ই আমি তোমার কথা ভাবতাম। আমি তোমার সাথে একবার এমনকি আপনমনে কথোপকথনে মেতে উঠেছিলাম যা ভীষণ প্রশান্তিদায়ক ছিল। এটা অদ্ভুত আমাদের সবচেয়ে গভীরতম আর আন্তরিক আবেগ কত ক্ষণস্থায়ী। আরবি আর পারসিক সাহিত্যে রয়েছে, সত্যিকারের ভালোবাসার প্রবাহ যদি বাঁক নেয়, এটাকে অবশ্যই নিজ প্রয়োজনে পাগলামির উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হতে হবে। একজন প্রেমিক নিজের প্রেমিকার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলে সে মতিভ্রষ্ট হয়। এটা একেবারেই অমূলক কথা। মানুষ ভালোবাসে। তাদের ভালোবাসা প্রত্যাখ্যাত হয়। তারা কষ্ট পায়। তুমি একটা ঘটনার কথা বলতে পারবে যেখানে কোনো মানুষের সত্যিই মতিভ্রষ্ট হয়েছে? এমনটা কি কখনো ঘটে নাকি পুরোটাই কবির কল্পনা?'
তার প্রশ্নের যোগ্য উত্তর আমার মনে আসার আগে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবি।
'ভালোবাসা একটা সুরমূর্চ্ছনা, যা আমাদের আত্মা প্রথমে শ্রবণ করে এবং তারপর ধীরে ধীরে সেটা আমাদের হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়। আমি এমন অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে বঞ্চনার শিকার হওয়া প্রেমিক গভীর অবক্ষয়ে পতিত হয়েছে এবং তার জীবনের পুরো ছকটাই বদলে গেছে। একটা ভোঁতা

BanglaBook.org

মাথা ব্যথা তাকে সব সময় তাড়িত করে এবং দিশাহারা বোধ তার মনকে অসাড় করে ফেলে। সাধি ছিল সে রকম একজন ব্যক্তি, যিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই।'

সে আমায় থামিয়ে দেয়।

'আমি দুঃখিত যে সে মারা গেছে কিন্তু ইবনে ইয়াকুব, সব কিছুর একটা সীমা আছে। তুমি একবার ভালোবাসাকে আত্মার কবিতার সাথে তুলনা করছ আবার একই নিঃশ্বাসে তুমি পাহাড়ি ছাগলের মতো গোঁয়ার, অভব্য সাধির কথা বলছ। এটা কি কোনো ধরনের বিচেতন রসিকতা। তুমি কি আমায় পরিহাস করছ?'

আমি তাকে তখন সাধির দুর্ভাগ্যের কথা বলি, তাকে বলি কীভাবে তার একমাত্র ভালোবাসার মেয়েটি কীভাবে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিল এবং নিজের নিষ্ঠুর ভুলের জন্য কতটা চড়া মূল্য তাকে শোধ করতে হয়েছিল। কাহিনিটা তাকে বিস্ময়বিহ্বল করে তোলে।

'একটা লোক যাকে তুমি প্রতিদিন দেখছ অথচ তার আসল কাহিনি সম্পর্কে কিছুই না জানাটা সত্যিই কী অদ্ভুত। ইবনে ইয়াকুব আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ যে তুমি আমায় গল্পটা বলেছ। বেশ, মানলাম বুড়ো পাহাড়ি ছাগলটার একটা হৃদয় ছিল, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে নিজের ভালোবাসার স্থায়ী ক্ষতি তাকে পাগল করে ফেলেনি। তার সম্পর্কে সবচেয়ে আশ্বাসদায়ক ব্যাপার হলো ব্যক্তি আর ঘটনা থেকে নিজেকে পৃথক রাখার ক্ষমতা আর উভয়কে নিরপেক্ষ যৌক্তিকতা দিয়ে বিচার করতে পারা। পুরোপুরি সুস্থ একটা মানুষের লক্ষণ।'

'সুলতানা, পাগলামি নানাধরনের হতে পারে। আমাদের কবিরা হতভাগ্য প্রেমিককে একজন লম্বা চুলের যুবক হিসেবে উপস্থাপিত করেছে যার মাথার চুল অকালে পেকে গেছে এবং সে মরুভূমিতে নিজের সাথে আপনমনে কথা বলতে বলতে ঘুরে বেড়ায় বা ঝর্ণার পাড়ে বসে পানির স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে, সেখানে সে তার হারানো প্রেয়সীর চেহারা দেখতে পায়। বাস্তবে, তুমি এ বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক ভালো করে জানো, পাগলামি মানুষকে নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করে। তুমি ভদ্রতার মুখোশ পড়ে নিজের অনুভূতিকে আড়াল করতে পার। তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দাও যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু তোমার ভেতরে ক্রোধে, ঈর্ষায়, উন্মত্ততায় রক্ত টগবগ করছে এবং যাদের কারণে তুমি কষ্ট পেয়েছ তাদের শলাকাবিদ্ধ করে খোলা আগুনে ঝলসাতে ইচ্ছা করছে। তুমি কেবল নিজের কল্পনায় এসব করো অবশ্য সেটাও যন্ত্রণা উপশমে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে তুমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে আরম্ভ করো।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তার পুরনো সেই বিষণ্ন হাসি মুখে ফুটিয়ে তোলে।

BanglaBook.org

‘বন্ধু, ইবনে মায়মুনকে তুমি মনে মনে কতবার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছ?’

তিনিও আমার দুর্ভাগ্যের কথা জানেন।

‘সুলতানা, আমি নিজের কথা বলছি না। আমি আপনাকে আরেকজনের কথা শোনাই। আমাদের মাত্র উনিশ বছর বয়সী তরুণ কবি ইবনে উমরের গল্প আপনাকে শোনাই যার লেখা পঙ্‌ক্তি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চোখে পানি এনেছে। তার প্রশংসায় পুরো দামেস্ক পঞ্চমুখ। প্রতিটি সরাইখানায় তার সম্মানে সুরা পান করা হয়। ইবনে উমরের ভাষায় তরুণরা তাদের প্রেমিকার সাথে কথা বলে...’

‘এই ছেলের সম্পর্কে আমি সব কিছু জানি,’ তিনি অধৈর্য কণ্ঠে বলেন। ‘তার আবার কী হয়েছে?’

‘আপনার অবর্তমানে সে তার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড় একজন বিবাহিত রমণীর প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটা তার মনোযোগকে উৎসাহিত করে আর অনিবার্য শোকাবহ অভিজ্ঞতা এড়ানো যায় না। তারা পরস্পরের প্রেমিকে পরিণত হয়। মেয়েটার স্বামী জানতে পারে কী ঘটছে এবং সে নিজের স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগ করে। সহজ সমস্যার ততোধিক সহজ সমাধান। ইবনে উমর আর বন্ধুরা বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে অস্বীকার করে। একদিন মাতাল অবস্থায় তারা তাদের প্রতিশোধের পরিকল্পনা করে। তারা হতভাগ্য স্বামীকে, সব দিক দিয়ে যাকে একজন মার্জিত লোক বলা যায়, রাস্তায় অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং সেখানেই পিটিয়ে হত্যা করে। কাজিসাহেব ইবনে উমরকে গ্রেফতার করলে সে সব কিছু অকপটে স্বীকার করে।

‘পুরো শহর দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। যাদের বয়স চল্লিশ বছরের নিচে তারা কবির মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাকি সবাই তার মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। ইবনে উমর নিজের ভাগ্য নিয়ে একেবারেই নিঃস্পৃহ থাকে। সুলতান বিষয়টায় হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত সে নিজের লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।’

‘আচ্ছা, অবশ্যই, সালাহ্ আল-দ্বীনের ন্যায়বিচার,’ তিনি মুচকি হেসে বলেন। ‘আমায় ঘটনাটা পুরো খুলে বলো।’

‘ইবনে উমরকে গ্যালিলির কাছে সুলতানের পুত্রের অধীনে সমবেত হওয়া বাহিনীতে যোগ দিতে পাঠান হয়।’

‘তার চরিত্রের সাথে মানানসই।’ তিনি বিড়বিড় করে বলেন। ‘সুলতান কবিতার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। বিশ বছর আগে তিনি পুরো কবিতা সত্যিকরের আবেগ নিয়ে আবৃত্তি করতেন। কবিকে যুদ্ধে প্রেরণ করা গানের পাখিকে আগুনে ঝলসানোর মতো একটা ব্যাপার। আমি ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করব।’

BanglaBook.org

## পঁচিশ

# আমি সাধিকে স্বপ্নে দেখি; সুলতান তার যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন

'পাহাড়ে রাখালের দল গরুর দুধ দোয়াবার সময় গাভির যোনি করতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের দাবি এর ফলে দুধের গুণগত মান আর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আমরা ছেলেবেলায় তাদের কর্মকাণ্ড দেখতাম আর উত্তেজিত হতাম। ইবনে ইয়াকুব, তোমার স্ত্রীর শরীরের কোনো অংশটা তোমায় সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করে? তার স্তন নাকি তার পাছা?'

এটাই সাধির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে প্রায়ই আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই প্রশ্ন করত। সে এবার হাসতে শুরু করে। অভব্য, স্থূল অট্টহাসি।

আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। আমার এই মামুলি স্বপ্নটার কথা একটা কারণেই মনে আছে সেটা হলো সদর দরজায় কানে তালা ধরানো আর অস্থির করাঘাতের শব্দ নিষ্ঠুরভাবে স্বপ্নটা ভেঙে দিয়েছিল। র‍্যাচেল এখনো গভীর ঘুমে অচেতন, কিন্তু শয্যা থেকে আমার আচমকা লাফ দেয়ার কারণে তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে এবং সে নড়তে শুরু করে। আমি খড়খড়ি খুলে বাইরে তাকাই। সকাল হতে এখন দেরি আছে যদিও দিগন্তে সরু একফালি লালচে আভা ভোরের পূর্বাভাস দিচ্ছে। আমি গায়ে আলখাল্লাটা কোনো মতে জড়িয়ে নিয়ে দ্রুত আঙিনা অতিক্রম করে সদর দরজা খুলতে এগিয়ে যাই।

খোজা আমজাদের পরিচিত হাসি আমাকে স্বাগত জানায়। তার হাসি, যা প্রায়ই আমার বিরক্তির উদ্রেক করে, এখন আশ্বাসদায়ক মনে হয়।

'সুলতান ভোর হবার আগেই আপনাকে মন্ত্রণা কক্ষে উপস্থিত হতে বলেছেন। আমরা কি একসাথে ফিরে যাব?'

'না!' আমি উত্তর দিই, আমার কণ্ঠস্বর আমার অভিপ্রায়ের চেয়ে কঠোর শোনায়, আমি সাথে সাথে সে জন্য অনুতপ্ত হই। 'আমজাদ, আমায় মার্জনা করবে। আমি মাত্র ঘুম থেকে উঠেছি এবং সুলতানের সামনে উপস্থিত হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আমার কয়েক মিনিট লাগবে। আমি শীঘ্রই তোমায় অনুসরণ করব।'

সে কেবল মুচকি হাসে এবং ফিরতি পথে ফেরত যায়। তার এই কারো আচরণে মনে কষ্ট না পাবার বিষয়টা সত্যিই অদ্ভুত। দামেস্কে আমার আগমনের পরে প্রথম

BanglaBook.org

কয়েক মাস আমি তার সাথে রূঢ় আচরণ করতাম কেবল এ জন্য যে তার মুখের অভিব্যক্তি আমি অপছন্দ করতাম। সাধি অবশ্য তাকে পছন্দই করত এবং জামিলা তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করত। আমার নিজের মনোভাব এই দুজনের কারণে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

আমি আমাদের শয়নকক্ষে যখন ফিরে আসি র‍্যাচেল তখন ঘুম থেকে পুরোপুরি জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পা নামিয়ে বসে পানি পান করছে। সে নগ্নতা আমায় সুড়সুড়ি দেয় এবং নড়াচড়ার ফলে তার স্তনের মৃদু আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে উঠি। আমি তাকে আমার স্বপ্নের কথা জানাই। সে আমার চোখে কামনার ঝিলিক খেয়াল করে এবং তার দেহের অবশিষ্টাংশ আবৃত করে রাখা চাদরটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে, সে হেসে আমার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দেয়। আমায় আলিঙ্গন করতে চায় এবং সম্ভব হলে তারও বেশি কিছু।

'সুলতান অপেক্ষা করছেন,' আমি ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে শুরু করতে যাই কিন্তু সে আমার কথা শেষ হতে দেয় না।

'আমার ওপর সেটা ছেড়ে দিন,' সে লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলে এবং আমার দু'পায়ের মাঝে হাত রাখে। 'সুলতান উদ্দীপিত আর যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত।'

পাঠক, বাকিটুকু একান্তই ব্যক্তিগত।

আমি দুর্গপ্রাসাদ অভিমুখী পথের বেশির ভাগ অংশই দৌড়ে অতিক্রম করি। পুরো শহর তখনো ঘুমের চাদরে আবৃত, যদিও মোয়াজ্জিনরা ফজরের নামাজের জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান জানানোর জন্য নিজের গলা পরিষ্কার করছে। কোনো কোনো হাভেলির সদর দরজায় দু-একটা কুকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সুলতানের কাছে যাবার জন্য আমায় দ্রুত হাঁটতে দেখে তারা ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

'ইবনে ইয়াকুব, আজ তোমার আসতে দেরি হয়েছে,' সুলতান আমায় দেখে বলেন যদিও তার কণ্ঠে তেমন একটা বিরক্তি প্রকাশ পায় না। 'তোমার স্ত্রীর আলিঙ্গন আমাদের কাছ থেকে তোমায় দূরে রেখেছে?'

আমি মৌন ক্ষমাপ্রার্থনায় তার সামনে নতজানু হই। তিনি মুচকি হেসে সেটা গ্রহণ করেন এবং ইশারার মাধ্যমে ইঙ্গিত করেন যে তার অভিপ্রায় আমি যেন ঠিক তার আসনের নিচেই উপবেশন করি।

আমার চোখ সুলতানের প্রতি এতটাই নিবিষ্ট ছিল যে আমি এখন যখন কক্ষের চারপাশে তাকাই আমি সেখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের দেখে হতবাক হয়ে যাই। এটা মোটেই কোনো সাধারণ মন্ত্রণা সভা হতে পারে না। কাজি আল-ফাদিল আর ইমাদ আল-দ্বীন ছাড়াও সুলতানের অধীনস্থ সকল আমির সেখানে উপস্থিত রয়েছেন, যারা সুলতানের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের নেতৃত্ব দেন। না, সবাই উপস্থিত নেই। তাকি আল-দ্বীন আর কেকুবড়ি

BanglaBook.org

অনুপস্থিত। সুলতান তাদের দুজনকে নিজের "দু'বাহু" বলে অভিহিত করে থাকেন, যাদের ছাড়া তিনি শক্তিহীন। এটা তার প্রকাশ্যে কিছু ঘোষণা করার একান্ত ব্যক্তিগত রীতি যে, তিনি এই দুজনকে নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বাস করেন। তাকি আদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে এটা খুব একটা বিস্মিত হবার মতো বিষয় না। সে সালাহ্ আল-দ্বীনের সবচেয়ে প্রিয় ভাস্তে এবং তার চাচাজান শিরকুহ্ একটা সময় তাকে যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি ঠিক তেমনি করে তাকে খাতির করে। বস্তুতপক্ষে, তাকি আদ-দ্বীনের উপস্থিতির কারণে সুলতান তার আব্বাজান আইয়ুবের কাছ থেকে জন্মগত সূত্রে যে সহজাত সতর্কতাবোধ লাভ করেছেন সেটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি আমাকে একদা বলেছিলেন যে দুর্যোগের মুহূর্তে তার আত্মার অধিকার নিয়ে আইয়ুব আর শিরকুহর মাঝে ধুন্ধুমার লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং তাদের ভেতরে কে জয়লাভ করবে সেটা পুরোপুরি ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাকি আদ-দ্বীন তাকে তার যৌবনের কথা মনে পড়িয়ে দেয় এবং তিনি মনে মনে কামনা করেন যে, তার নিজের পুত্র আল-আফদালের পরিবর্তে এই ভাস্তে যদি তার স্থলাভিষিক্ত হতো। তিনি একটা আমার কাছে নয় বরং বুড়ো সাধির কাছে বলেছিলেন যে, পরে তার সাথে তথ্যটা আমায় জানিয়েছে। সে এই প্রশ্নে সালাহ আল-দ্বীনের সাথে আগ্রহভরে সায় দিয়েছে।

আমির কেকুবড়ি আবার একেবারেই ভিন্ন একটা বিষয়। একটা সময় ছিল, মাত্র তিন-চার বছর আগের কথা, যখন সালাহ্ আল-দ্বীন ব্যাপক অবিশ্বাসের উদ্রেক করেছিলেন আর তাকে গ্রেফতার করার আদেশ দিয়েছিলেন। এটা এমন একটা সময় ছিল, যখন তিনি তার সাম্রাজ্যকে সুসংহত করছিলেন সেই দিনের জন্য, যা এখন ঘনিয়ে এসেছে। কেকুবড়ি আর তার লোকদের সহায়তায়, সালাহ্ আল-দ্বীনের তিন দিন সময় লেগেছিল, তার সৈন্যদের ফোরাত নদী পার করতে। তিনি সেখানে একটা সকাল তার গৃহকর্তার সাথে *চোগান* খেলে অতিবাহিত করেন। খেলা যখন শেষ, সুলতানের দেহরক্ষীরা আমির কেকুবড়িকে সাথে সাথে গ্রেফতার করে। পায়রার ডাক কায়রো আর দামেস্কে উড়ে যায় খবরটা নিয়ে।

কাজি আল-ফাদিল কায়রোর আশপাশে তার তদারকির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি খবরটা জানতে পেরে হতবাক হয়ে যান এবং অবিলম্বে সালাহ্ আল-দ্বীনের কাছে জোরাল আর আবেগপ্রবণ একটা আর্জি পেশ করেন। তিনি আমাকে আমার পাণ্ডুলিপির জন্য সেই আর্জির একটা অনুলিপি দিয়েছেন। আর্জির ভাষ্য অনেকটা এই রকম:

**উদারতা আর মহানুভবতার আদর্শ সুলতান:**

ইমাদ আল-দ্বীনের প্রেরিত একটা বার্তা থেকে আমি জানতে পারলাম আপনি কেকুবড়ির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তাকে বন্দি করেছেন। হারানের ধুলো আর

উষ্ণতার কথা আমার স্মরণ আছে, যা আমাদের সবার ওপর প্রভাব ফেলে এবং আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আপনার ক্রোধকে ছাপিয়ে আরো একবার আপনার উদারতা আর দয়া জয়ী হবে। আমি জানি আপনার পাশে ইমাদ আল-দ্বীন রয়েছেন কিন্তু আপনার যদি মনে হয় যে আমার উপস্থিতিও হয়তো কাম্য বা হিতকারী তাহলে আমি হারানের ব্যাপারে নিজের অপছন্দকে গুরুত্ব দেব না। আমি খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে যাত্রা করব, তাঁবু ছাড়াই প্রাণান্তকর উত্তাপ সহ্য করব এবং খুব শীঘ্রই আপনার পাশে গিয়ে হাজির হব। আমি যা শুনেছি সে জন্য আমি খানিকটা বিভ্রান্ত আর মানসিকভাবে উত্তেজিত। আমার মনে হয় সুলতান বিচারে কোনো একটা ভুল করেছেন।

আমির কেকুবড়ি আপনাকে নিজের পিতার মতো মনে করে। সে সব সময় আপনার প্রতি অনুগত থেকেছে এবং মসুলের গোত্রপতিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনাকে সমর্থন করতে নিজের ভাইকে রাজি করিয়ে সে তার প্রমাণও দিয়েছে। আপনার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যারা সহায়তা করতে চায় তাদের সবার জন্য সে একটা আদর্শ। আপনি তার প্রতি যে সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে তার মাথায় ঢুকেছে। সে অনেকটা কুকুরছানার মতো যে তার প্রভুকেই কামড়ে দিতে পারে যদি তিনি তাকে ঘনঘন আদর করেন। আর কামড়টাও কিন্তু ক্রোধের চেয়ে উপচে পড়া ভালোবাসাই প্রকাশ করে। আমি আমার মাথা জল্লাদের তরবারির সামনে এগিয়ে দিতে প্রস্তুত যদি কেকুবড়ি কখনো আপনার স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন কিছু করে। তার বয়স অল্প, আর সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে চায়।

ইমাদ আল-দ্বীন লিখেছেন যে, আপনি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিচ্ছেন কারণ আপনি যেদিন হারানে পৌঁছাবেন কেকুবড়ি আপনাকে কোষাগার থেকে ৫০,০০০ দিনার প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তারপর সে নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, বরং দাবি করেছে যে তার সাথে আলোচনা না করেই তার একজন প্রতিনিধি প্রতিশ্রুতিটা দিয়েছিল। টাকাটা যেহেতু জিহাদের জন্য প্রয়োজন ছিল আমি বুঝতে পারছি আপনি ঠিক কতটা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু আপনার উদারতা আমাদের ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বিশুদ্ধ, মিষ্টি পানির উৎস। তাকে মার্জনা করেন তাহলে দেখবেন যে সে ঠিকই নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে।

আপনার নগণ্য সেবক, আল-ফাদিল।

সে যাত্রা কেকুবড়িকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সে পরবর্তীতে আর কখনো সুলতানের ক্রোধের কারণ হয়নি। কিন্তু ৫০,০০০ দিনার পরিশোধ করা নিয়ে বিভ্রান্তিই কেবল একমাত্র কারণ ছিল না। সুলতান আমায় বলেছেন যে, বিষয়টা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর ছিল। কেকুবড়ি তার ভাই ইবরিলের

আমির আর সুলতানের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল। কেকুবড়ি তার আনুগত্যের পরিবর্তে তার ভাইয়ের জন্য অতিরিক্ত জমির জন্য মধ্যস্থতা করে। সুলতান একবার পুরো অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করলে, কেকুবড়ি পরামর্শ দেয় যে তার ভাইকে প্রদত্ত জমি তার নিজের জমিদারিতে স্থানান্তরিত করা যায়। সালাহ আল-দ্বীন প্রস্তাবটায় ক্রুদ্ধ হন, যার কাছে পরিবারের প্রতি আনুগত্য একজন মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তিনি প্রস্তাবটা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার প্রতি কেকুবড়ির আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা শুরু করেন।

ইমাদ আল-দ্বীন এসব ঘটনা আল-ফাদিলের কাছে একটা মাত্র কারণেই প্রকাশ করেননি আর সেটা হলো এই যে, মহান আলেম হারানের আমিরের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন, যদি সত্যি কথা বলতে হয়, চোখে পড়ার মতো সুদর্শন দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী, যদিও আমাদের গুণী গ্রন্থমনস্ক লোকটি যেমন আমোদ আহ্লাদ পছন্দ করেন তার প্রতি আকৃষ্ট নন।

কেকুবড়িকে কয়েক মাস পরে ক্ষমা করে দেয়া হয়। সে এরপরে আর কখনো সালাহ আল-দ্বীনের সাথে কোনো ধরনের বিরোধে জড়িয়ে পড়েনি। আল-ফাদিল ঠিক যেমনটা দারুণ বিচক্ষণতার সাথে অনুমান করেছিলেন সে বুঝতে পারে যে এই পৃথিবীতে সুলতানের কাছে কিছু কিছু জিনিস চীন আর ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি মূল্যবান। বন্ধু আর শত্রু উভয়ের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যার ভেতরে অন্যতম। তাকে এ বিষয়ে কখনো কোনো প্রশ্নই করা উচিত না, বিকল্প কর্মপ্রণালি গ্রহণে প্ররোচিত করার কথা বাদই দেয়া যায়।

কেকুবড়ি তার সুলতানের আস্থা পুনরায় অর্জন করে এবং এই মুহূর্তে আমরা যখন এখানে সমবেত হয়েছি সে আর তাকি আল-দ্বীন গ্যালিলির উপত্যকায় অস্থায়ী শিবিরে ধৈর্য সহকারে সালাহ আল-দ্বীনের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছে। তারা তারপরই কেবল তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবে।

আমি অনুধাবন করি যে, আমাকে প্রথমবারের মতো আমন্ত্রণ জানান হয়েছে যুদ্ধের মন্ত্রণা সভা পর্যবেক্ষণ করতে। সুলতান স্পষ্টতই বেশ কিছুক্ষণ ধরে একাই কথা বলেছেন। আমার বিলম্বে উপস্থিত হবার কারণে সৃষ্ট ছন্দপতন কেটে গেছে, তিনি চাতুর্য আর মিষ্টি কথার মিশ্রণে তাদের সমর্থন লাভ করতে সচেষ্ট হন।

'আমাদের আকাঙ্ক্ষা সব সময় বাস্তবতার কারণে বিফল হয়েছে। সেটা, বিচক্ষণ ইমাদ আল-দ্বীন তোমাদের যেমন বলেন, জীবনের একটা বাস্তবতা। আমাদের ভেতর হাতে গোনা কয়েকজন লোককে পাওয়া যাবে যারা বলতে পারবে যে তারা জীবনে যা কিছু কামনা করেছিল সব কিছুই তাদের কাছে এসেছে। আমার শত্রুরা, যারা মোটেই হাতে গোনা কয়েকজন নয়, খলিফাকে বলে: "সালাহ আল-দ্বীন আমাদের আক্রমণ করতে এবং অবিশ্বাসীদের ভুলে যেতে আগ্রহী।" তারা আরো বলে যে, আমি আমার নিজের পরিবারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে আর সম্পদ কুক্ষিগত করতে চাই। তারা আমায় যার জন্য অভিযুক্ত করে সে কাজগুলো তারা নিজেরাই করে। আমার মনে হয়,

BanglaBook.org

তাদের অপরাধের বোঝা আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া অনেক বেশি সহজ। এই বছর শেষ হবার আগেই অবশ্য, এসব কথা যারা বলে তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হবে।

'আমি জানি যে তোমাদের ভেতরে কেউ কেউ ফ্রানজদের আক্রমণ করতে বিশেষ করে এই সময়ে আগ্রহী না। তোমাদের এই উৎকণ্ঠা হয়তো যুক্তিযুক্ত, কিন্তু যারা বেশি সময় অপেক্ষা করে, যারা কেবল অর্ধেক পথ অতিক্রম করে, সচরাচর নিজেদের কবর খোঁড়ার ভেতর দিয়ে তাদের শেষ পরিণতি হয়।

'আমি সোজাসাপ্টা একটা কথা বলি। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। আল্লাহতালাই বলতে পারবেন আমি আর কত দিন এই পৃথিবীর মেহমান। আমি যখন তোমাদের দিকে তাকাই, আমি সেইসব লোককে দেখতে পাই যারা এত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যে, প্রকৃতি তাদের সময়ের আগেই বৃদ্ধ করেছে। আমি তোমাদের সবার দাড়িতে সাদার ছোপ দেখতে পাই। আমাদের কারোরই আর বেশি দিন বাকি নেই।

'আমাদের গুপ্তচররা সংবাদ নিয়ে এসেছে যে ফ্রানজরা তাদের জেরুজালেম রাজ্য রক্ষা করার জন্য বারো থেকে পনেরো হাজার নাইট আর বিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। আমাদের এমন একটা বাহিনী সংগঠিত করতে হবে, যা তাদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেবে। বিশ্বাসীদের একটা বাহিনী যারা আল-কুদসের দেয়াল বেয়ে উঠে যাবে এবং সেই পরিচিত আর আশ্বাসদায়ক "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি যেন আরো একবার সেই মহান শহরে শোনা যায়, সেটা নিশ্চিত করবে।

'আমরা এবার অবশ্যই তাদের এমন প্রবলভাবে আঘাত করব যে তারা আমাদের ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যায় এবং আর কখনো ফিরে না আসে। আমাদের সেনাবাহিনীই কেবল এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম। এ জন্য নয় যে, আল্লাহ আমাদের বেশি বুদ্ধি আর শক্তি দিয়েছেন বরং এ জন্য যে, আমরাই কেবল শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে অবিচল থাকি। আমাদের সংকল্পই কেবল তাদের শক্তি দেবে যারা আমাদের নিশানতলে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করবে। আমরা শীঘ্রই এই বর্বরদের হাতে আমাদের পরাজয়ের কালিমা চিরতরে মুছে ফেলব। তারা বিশ্বাসীদের অধঃপতনের কারণ, আমি তাই বেশি গর্ব করতে চাই না। কিন্তু তারপরও আমি আত্মবিশ্বাসী।

'আমাদের মিসর আর শাম থেকে আগত সৈন্যরাই শত্রুকে পরাজিত করতে যথেষ্ট, কিন্তু সবাই এখন আমাদের পাশে থাকতে আগ্রহী। মসুল, সিনজার, ইবরিল, আর হারানের আমির সবাই এখন আমাদের বাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। টাইগ্রিসের ওপারে অবস্থিত পাহাড়ে বসবাসকারী কুর্দিরা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের একটা যোদ্ধার দল পাঠাবে। তারা অতীতে প্রায়ই আমার আব্বাজান আর আমার চাচাজান শিরকুহর সাফল্যে অসন্তুষ্ট হতো। তারা এখন আল-কুদস দখলের লড়াইয়ে অংশ নিতে বা লড়াইয়ের ময়দানে শহীদ হতে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। গতকাল তাদের বার্তাবাহক এসেছে এবং আমায় জানিয়েছে যে, তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে যদি তাদের প্রথমে শহর আক্রমণ করার সুযোগ দেয়া হয়।

BanglaBook.org

ইমাদ আল-দ্বীন, সাফল্যের গন্ধ কত দ্রুত আর কত দূর পৌঁছে যায়, বিষয়টা কী অদ্ভুত, তাই না?'

মহান আলেম, যার চোখের পাতা সুলতান কথা বলার সময় প্রায় সারাক্ষণই বন্ধ ছিল স্পষ্টতই ঘুমিয়ে পড়েননি।

'বিজয়ীদের মহামান্য সেনাপতি, তাদের নাসারন্ধ্রে সাফল্যের গন্ধ সুড়সুড়ি দেয়ার জন্য কেবল তারা আমাদের কাছে আসেনি। তারা তাদের অস্থিমজ্জায় অনুভব করেছে যে অচিরেই আমাদের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। তারা তাদের ছেলেমেয়ে এবং তাদের নাতি-নাতনিদের কাছে গল্প করতে চায় যে ইতিহাসের সেই দিনটিতে তারা সালাহ আল-দ্বীনের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিল।'

সালাহ আল-দ্বীন, সচরাচর স্থূল স্তাবকতাকে পাত্তা দেন না, ইমাদ আল-দ্বীনের মন্তব্যে অখুশি হন না।

'আমি আগামীকাল দামেস্ক ত্যাগ করব, আমাদের চূড়ান্ত নির্ণায়ক প্রয়াসের জন্য সমবেত বাহিনীর সাথে যোগ দিতে। আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আর ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করব, কেবলমাত্র ফ্রানজদের অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা থাকলে সেটা নস্যাৎ করতে। যুদ্ধের ময়দানে বা যুদ্ধ শুরু হবার আগে আমার যদি কিছু হয় তাহলে আমি চাই না যে তোমরা আমার জন্য শোক পালন করে সময় নষ্ট করো। আল্লাহ আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই কাজটা শেষ করবে এবং শত্রুকে কখনো চিন্তা করার অবকাশ দেবে না যে একজন ব্যক্তির মৃত্যু আমাদের পুরো বাহিনীকে হতোদ্যম করে ফেলবে। সবাই এবার যাও এবং আমাদের বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আল্লাহ যেন আমাদের দান করেন। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.) তার প্রেরিত রাসুল।'

আমিরের দল বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু যাবার আগে তারা প্রত্যেকে এক এক করে এগিয়ে আসে আর সুলতানকে আলিঙ্গন করে এবং তার দুই গালে চুমু খায়। বিদায় সম্ভাষণের পর্ব সমাপ্ত হতে সুলতান ইমাদ আল-দ্বীন, কাজি আল-ফাদির এবং আমার নিজের দিকে মনোযোগ দেন।

'আমি চাই তোমরা সবাই আমার পাশে থাক। ইমাদ আল-দ্বীন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করে চিঠি মুসাবিদা করবে, আল-ফাদিল নিশ্চিত করবেন যে আমার আমিরদের সাথে আমার ব্যবহারে কোনো ভুলত্রুটি না ঘটে এবং ইবনে ইয়াকুব সব কিছু কাগজে লিপিবদ্ধ করবে। আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে জয় বা পরাজয় যাই নসিব করে থাকেন আমাদের সন্তানেরা এবং তাদের সন্তানেরা কখনো ভুলতে পারবে না যে তাদের ভবিষ্যতের জন্য আমরা কতটা আত্মত্যাগ করেছিলাম।'

সুলতান এই প্রথম ইমাদ আল-দ্বীন আর আল-ফাদিলের সাথে এক নিঃশ্বাসে আমার নাম উচ্চারণ করলেন। আমি আত্মশ্লাঘা বোধ করেছিলাম যদি বলা হয় তাহলে সত্যের অপলাপ করা হবে। তিনি আমার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এটাই যথেষ্ট আমার মাঝে বেহেশতের অনুভূতি জাগ্রত করতে। আমি র‍্যাচেলকে কথাটা বলার জন্য দ্রুত বাসার পথে হাঁটতে থাকি, কিন্তু আমার হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে আমি যখন অনুধাবন করি যে আবারো দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটতে চলেছে।

আমি দুর্গপ্রাসাদ ত্যাগ করার পূর্বে ধূসর চুলের খোজা আমজাদ আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়। আমি কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠি। সে ভেংচি কাটার মতো করে হাসে।

'সুলতানা জামিলা এবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনার উপস্থিতি তার কাম্য। আপনার যদি ইচ্ছা হয় আমাকে অনুসরণ করতে পারেন।'

জামিলার সাথে কথোপকথনের জন্য আমি কখনো অনুতপ্ত হই না, তার সাথে আলোচনা করলে সাধারণত আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের আবেগ আমি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি। কিন্তু আজ এই দিনে, আমি যখন আমার ক্ষুদ্র সাফল্যের সংবাদে টগবগ করছি, আমি র‍্যাচেলের সাথে আমার আনন্দ ভাগাভাগি করতে বেশি আগ্রহী। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা এতে হ্রাস পাবে, কিন্তু আমি একজন সামান্য অনুলেখক এবং আমি অন্যদের আদেশ পালন করি। আমি তাই প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সেই বিশেষ কক্ষ পর্যন্ত খোজা আমজাদকে অনুসরণ করি সুলতানা যেখানে পুরুষ দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করেন। তার মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে এবং আমি ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র তিনি আমার উদ্দেশে হেসে ওঠেন। হাসিটা আমার হৃদয়কে দ্রবীভূত করে এবং তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম বলে আমি অপরাধবোধ করি। দক্ষিণের এলাকা থেকে তার ফিরে আসার পরে এটা কেবল দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎকার এবং আমাকে এটা আমার অভিমত সম্বন্ধে নিশ্চিত করে যে, তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

'স্বাগতম ইবনে ইয়াকুব আর অভিনন্দনও। আমি শুনেছি যে সুলতানের সহযাত্রী হয়ে সকল যুদ্ধের সেরা যুদ্ধ পর্যবেক্ষণে মনোনীত তিনজন জ্ঞানী মানুষের ভেতর তুমি একজন। আর আমি হলাম একমাত্র মহিলা সহযাত্রী, জ্ঞানী হই বা না হই।'

তিনি আমার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেন এবং হেসে ওঠেন।

'সুলতান আমাকে বিরত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমিই জয়ী হয়েছি। আমি তোমার সুলতানের অনুমতি লাভ করেছি। আমি আলাদা তাঁবু থাকব আর সেই সাথে থাকবে আমজাদের নেতৃত্বে খোজাদের বিশেষ দেহরক্ষীর দল আর মামলুকদের চৌকস একটা দল।

'আমরা না পৌঁছানো পর্যন্ত কেকুবড়ি যেন কিছু জানতে না পারে। তুমি নিশ্চয়ই জানো সে আমার ছোটবোনকে বিয়ে করেছে। আমার বোন যদি একবার জানতে পারে তাহলে আমার তাঁবুতে থাকতে সে স্বর্গমর্ত্য এক করে ফেলবে। কিন্তু সালাহ্ আল-দ্বীন কথাটা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানাতে নিষেধ করেছেন, কারণ তোমার যখন লেখালেখি থাকবে না তখন আমরা পরস্পকে সঙ্গ দিতে পারব। আমার অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু আমরা যাত্রার সময় কথা বলার সুযোগ পাব। আমরা আগামীকাল যাত্রা করছি আর এখন প্রায় দুপুর হতে চলেছে। তোমার উচিত তোমার স্ত্রী আর কন্যার সাথে সময় অতিবাহিত করা।'

আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে যাব তিনি আবার কথা বলতে আরম্ভ করেন। আমি তিনি অন্য কিছু একটা বলতে চান। আমি তার পায়ের কাছের তাকিয়ায় সুস্থির হয়ে বসি।

'আমি হালিমার সাথে গত রাতে দেখা করেছিলাম। আমরা একসাথে আহার করেছি। সে তার সন্তানকে নিয়ে কায়রো ফিরে যাবার অনুমতি পেয়েছে, যেখানে সে সুলতানের অভিরুচির জন্য প্রতীক্ষা করবে। সে যখন দেখা করার জন্য আমার কাছে একটা বার্তা পাঠায় আমি তখন অবাক হয়েছিলাম কিন্তু আমার শান্তি তাতে মোটেই বিঘ্নিত হয়নি। তুমি আমাকে একবার কী যেন বলেছিলে যে তোমার বৃদ্ধ সখা ইবনে মায়মুন আবেগ সম্বন্ধে লিখেছেন?'

ইবনে মায়মুনের প্রসঙ্গ উল্লেখ হওয়ায় আমি হতবাক হই কিন্তু আমিও নিজেকে শান্ত রাখি।

'আমার মনে হয় তিনি যা লিখেছেন সেটা হলো অন্তরের আবেগের প্রভাবে দেহের কার্যকারিতা কীভাবে পরিবর্তিত হয় আর আমাদের স্বাস্থ্যে কত ব্যাপক আর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। উদ্বেগ আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আবেগ যদি প্রশমিত না হয় তাহলে আমরা নিজেরাই অস্বস্তিতে থাকি আর অন্য যারা আমাদের সংস্পর্শে আসে তাদেরও অস্বস্তির কারণ হই।'

তিনি আবার হেসে ওঠেন।

'তোমার এই বন্ধুটি আসলেই একজন মহান দার্শনিক। তিনি আমাদের হৃদয় আর আত্মার অন্তঃস্তল বিদ্ধ করেছেন। তুমি তাকে বলতে পারো যে তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি আবার সুস্থবোধ করছি। আমার হৃদয়কে যন্ত্রণায় দগ্ধ করছি যে আবেগ সেটা চিরতরে হারিয়ে গেছে।

'আমি যখন হালিমার সাথে দেখা করি তখন আমার প্রতিক্রিয়া কী হবে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আমি জানতাম না তার কাছ থেকে বা নিজের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা উচিত। বিষয়টা শেষ পর্যন্ত একজন আগন্তুকে সাথে দেখা করার মতো হয়। ইবনে ইয়াকুব, সে আমার মনে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়। সে অবশেষে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তার বন্ধু আর পরিচারকদের কাছে আমার নামে কুৎসা রটনার জন্য, যারা হারেমের সবচেয়ে অন্ত্যজ। সে চায় যে আমরা আবার পূর্বের ন্যায় বন্ধুতে পরিণত হই এবং দয়ার্দ্র একটা হাসি মুখে এঁটে, সে আমার আবেগ স্পর্শ করতে বলে যে তার মন অবশেষে অশুভ শক্তি হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং সে পুনরায় নিজেকে ফিরে পেয়েছে।

'আমার নিষ্ঠুর হবার বা নিজের নিঃস্পৃহতা জাহির করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না, আমি তাই মৃদু হেসে তাকে বলি আমি বুঝেছি, কিন্তু যা হারিয়ে গেছে আমরা সেটা পুনরায় আবার নির্মাণ করতে পারব না। তাকে বিষণ্ন দেখায় আর চোখ অশ্রুতে টলটল করে কিন্তু আমি আমার কঠোর হৃদয়ে কিছুই অনুভব করি না। আমার জীবনে সে একটা সময় যে স্থান দখল করেছিল সেখানে এখন অন্য কিছু স্থান করে নিয়েছে, যার ভেতরে আছে মহান আল-ফারাবির লেখা। আমি তাই তার শুভ কামনা করি এবং আশা করি যে সে কায়রোতে ভালো বন্ধুর খুঁজে পাবে আর নিজের সন্তানকে একজন শিক্ষিত, মার্জিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। আমি কথাগুলো বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিই। ইবনে ইয়াকুব, তোমার কি মনে হয় আমি মাত্রাতিরিক্ত রূঢ় আচরণ করেছি? নিজের মনোভাব গোপন করার চেষ্টা করবে না। খোলাখুলি কথা বলো।'

BanglaBook.org

আমি একমুহূর্ত চিন্তা করে সত্যি কথাই বলি। 'আমার পক্ষে বিষয়টা একটু কঠিন কারণ আমি আপনাদের উভয়কে আপনাদের সবচেয়ে সুখী সময়ে দেখেছি। আমি দেখেছি কীভাবে আপনি তার সাথে আর সে আপনার সাথে মিশে থাকত। আমি আপনাদের দুজনকেই ঈর্ষা করতাম। আর তারপর সে যখন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে আপনাকেই তখন কেবল প্রত্যাখ্যান করেনি। আমাকেও বাতিলের খাতায় ফেলা হয়েছিল যেহেতু আমি তাকে তার অশুভ অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম। মহামান্য সুলতানা, আমি যদি আপনার স্থানে থাকতাম তাহলে আমিও ঠিক একই আচরণ করতাম, কিন্তু মুশকিল হলো, আমি কখনো আপনার স্থানে ছিলাম না। সে যদি আমায় জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি হয়তো তার সাথে পুরনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক পুনরায় ঝালিয়ে নেব। তার বন্ধুর প্রয়োজন আছে।'

'নবিশিন্দা, তুমি আসলেই ভালো মানুষ। তুমি এবার যেতে পারো আর নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নাও। আমরা আগামীকাল ভোরে যাত্রা করব।'

আমি দুর্গপ্রাসাদ থেকে আমার হাভেলিতে ফিরে আসবার সময় জামিলা বা হালিমা কারো কথাই চিন্তা করছিলাম না। আমি আমার মাথা থেকে ইবনে মায়মুনের কথা কিছুতেই দূর করতে পারছিলাম না। জামিলা তার প্রসঙ্গ যখন উল্লেখ করেছিলেন সেই সময় বিষয়টা আঘাত করেনি, কিন্তু এখন একটা পুরনো ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে। আমার তিক্ত ক্রোধ এখন আর র‍্যাচেলকে দায়ী করে না বরং তার শ্রদ্ধেয় প্রলোভকের উদ্দেশে প্রবলভাবে ধাবিত হয়। আমি যদি তাকে এই মুহূর্তে রাস্তায় আমার সামনে দেখি তাহলে একটা পাথর তুলে নিয়ে অনায়াসে তার মাথাটা এখন থেঁতলে দিতে পারি। এ ধরনের হিংস্র ভাবনা আমাকে দারুণভাবে অস্থির করে তোলে, কিন্তু এটা একইসাথে আমি আমার হাভেলির বাইরের প্রাঙ্গণে পৌছালে আমায় প্রশান্ত করে তোলে।

র‍্যাচেল আমায় স্বাগত জানাবার মাঝেই একটা খবর জানায়। আমাদের মেয়ের সাথে সিনাগগের ক্যান্টরের ছেলের বাগদান হয়েছে। আমি ছেলের বাবাকে ভালো করেই চিনি, একজন বুদ্ধিমান আর পড়ুয়া মানুষ। র‍্যাচেল ছেলের প্রসঙ্গে আমায় জানায় যে, ছেলেটা পেশায় পুস্তক বাঁধাইকারী।

'সে যা বাঁধাই করে তা কি কখনো সে পড়ে দেখে?'

'আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন!'

মরিয়মের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই আমি যা বোঝার বুঝে নিই। মেয়েটা তার মায়ের পছন্দে স্পষ্টতই খুশি। আমার প্রশ্ন করাটা এখন বাহুল্য। এটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি। এই মেয়েটা যাকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের জীবন গড়ে তুলেছি অচিরেই আমাদের হাভেলি ত্যাগ করে অন্য আরেকজন পুরুষের গৃহে প্রবেশ করবে। র‍্যাচেল আর আমার সম্পর্কের ভেতরে এটা কি প্রভাব ফেলবে? আমরা কি কোনো কষ্ট ছাড়াই একসাথে বৃদ্ধ হব, নাকি আমরা আলাদা হয়ে যাব? আমি বিষয়টা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে পারি না কারণ তারা উভয়েই ছেলের সাথে দেখা করার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দেয়। আমি

এখনো আমার নিজের খবর তাদের জানাতে পারিনি কিন্তু আমায় যেহেতু যেতেই হবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমি নিজে ছেলেটাকে পর্যবেক্ষণ করি যে আমার মেয়েকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে। র‍্যাচেলকে আমার সঙ্গে না আসার জন্য রাজি করানোটা বেশ কঠিন কাজ ছিল।

আমি সিনাগগে প্রবেশ করতে ক্যান্টর মহোদয় আমায় আলিঙ্গন করেন। তিনি আমায় তার বাসস্থানে নিয়ে আসেন, যেখানে তার মেয়ে আমাদের চা পরিবেশন করে। মেয়েটার মা কয়েক বছর আগে মৃত্যুবরণ করায় সেই এখন সংসারের দায়িত্ব পালন করে। আমার আগমনের সংবাদ নিঃসন্দেহে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা চায়ে মাত্র চুমুক দিয়েছি এমন সময় সমস্ত আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছেলেটা ঝড়ের বেগে বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমার সামনে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আমি উঠে দাঁড়াই আর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। তার চোখে-মুখে একটা ভালোমানুষি ছাপ ফুটে আছে। আমার সহজাত প্রবৃত্তি আমায় বলে যে সে একটা ভালো ছেলে কিন্তু তারপরও সাধির হুঁশিয়ারি আমার কানে অনুরণন করতে থাকে: 'তাদের দেখতে যত ভালো মনে হয় তারা ঠিক ততটাই নিষ্ঠুর হয়ে থাকে...' কিন্তু বুড়োলোকটা ফ্রানজদের প্রসঙ্গে কথাটা বলেছিল এবং আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে আমার বন্ধুর ছেলে।

আমি পরে হাভেলিতে ফিরে এসে বাগদানের বিষয়ে আমার সম্মতি প্রকাশ করি। অবশেষে উত্তেজনা যখন থিতিয়ে আসে আমি র‍্যাচেলকে বলি যে সুলতানের প্রত্যক্ষ আদেশে আমি পরের দিন সকালেই শহর ত্যাগ করছি। সে বেশ সংযতভাবে খবরটা শোনে। আমি যখন জোর দিয়ে বলি যে বিয়েটা যেন যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা হয় তখন মা আর মেয়ে দুজনই আমায় জড়িয়ে ধরে। তারা যেন আমার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা না করে।

র‍্যাচেল সেই রাতে আমার কানে ফিসফিস করে কথা বলে।

'স্বামী, আপনি কি নাতির কথা কল্পনা করতে পারেন? আমি আপনাকে পুত্রসন্তান দিতে পারিনি কিন্তু আমি নিশ্চিত আমাদের মরিয়ম পারবে এবং খুব শীঘ্রই। আমি জানি।'

অনাগত নাতির আগমনের জন্য প্রতীক্ষায় থাকার সময়, আমি বুঝতে পারি আমার যুদ্ধযাত্রার সংবাদ যেখানে আমার মৃত্যুও ঘটতে পারে কেন বাড়াবাড়ি ধরনের দুঃখের কারণ হয়নি। আমি সবই বুঝতে পারি কিন্তু আমি বিষয়টায় একেবারেই আহত হইনি যদি বলি, তাহলে মিথ্যা বলা হবে।

BanglaBook.org

# জেরুজালেম

## ছাব্বিশ

# সুলতান শিবির স্থাপন করেন এবং তার সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল থেকে সৈন্যরা এসে সমবেত হতে আরম্ভ করে

আমাদের যাত্রাটা একেবারেই ঘটনাবিহীন ছিল। আস্থারা পৌছাতে আমাদের দু'দিন সময় লাগে, আমরা যখন কায়রো থেকে দামেস্কে যাত্রা করেছিলাম সেবারের কষ্টের সাথে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। এবার অবশ্য অসহ্য গরম পড়েছিল। আমরা একবার দামেস্কের বাইরে সবুজ মাঠ আর নদী থেকে দূরে সরে আসতে করতে গাছপালার সংখ্যা ক্রমেই কমতে শুরু করে। আমার মেজাজও সেই সাথে পাল্লা দিয়ে খারাপ হতে থাকে। মরুভূমির একটা অস্থির করা ব্যাপার হলো এখানে পাখির কিচিরমিচির শব্দে ভোর হয় না। সহসাই সকাল হয় আর একজন আড়মোড়া ভেঙে ভালোমত ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই সূর্য ঝলসে দিতে শুরু করে।

সুলতান আদেশ দিয়েছেন যে আমরা বিশাল সমভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত একটা ছোট শহর আস্তারায় শিবির স্থাপন করব। আমরা সেখানে যুদ্ধের মহড়া দিতে পারব আর সেই সাথে সীমাহীন পানির সরবরাহ লাভ করব– যা সব সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়, কিন্তু যুদ্ধের সময় এটার গুরুত্ব আরো শতগুণ বৃদ্ধি পায়। আমরা পরবর্তী পঁচিশ দিন আসন্ন যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি।

সাম্রাজ্যের সকল এলাকা থেকে সৈন্য, তীরন্দাজ আর তলোয়ারবাজরা সমবেত হতে শুরু করে। আমাদের শিবির ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে যতক্ষণ না পুরো শহরটা একটা বিশাল তাঁবুর শহর দ্বারা, যা শহরের মাঝে গজিয়ে উঠেছে পুরোপুরি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনীর জন্য একশ জন বাবুর্চি আর তাদের তিনশজন সহকারী খাবার তৈরি করে। সুলতান জোর দিয়ে বলেছেন, সবাইকে যেন একই খাবার দেয়া হয়। তিনি তার আমির আর সচিবদের বলেছেন, তাদের ধর্মবিশ্বাসের সূচনার দিনগুলোর কথা এই সাধারণ নিয়মটা স্মরণ করিয়ে দেবে। বন্ধু আর শত্রু উভয়কে এটা দেখানো জরুরি যে, জিহাদের সময় আমরা সবাই আল্লাহর চোখে সমান।

ইমাদ আল-দ্বীনকে নিজের বিরক্তিবোধ চেপে রাখতে ব্যর্থ হলে, বিষয়টা আমিরদের দারুণ আমোদিত করে। তিনি বিড়বিড় করে চাপা স্বরে বলেন,

BanglaBook.org

তাদের ধর্মের সূচনালগ্নের দিনগুলো অনেক দিন আগেই গত হয়েছে, ফ্রানজদের এখন দামেস্কের রন্ধনপ্রণালির বৈচিত্র্য আর প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেয়াও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুলতানের ভ্রূকুটি তখনকার মতো এই চপলতার ইতি ঘটায়। ইমাদ আল-দ্বীনের খাবারের বিষয়ে রসবোধ একেবারেই আলাদা এবং দামেস্কের দুটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের বাবুর্চিরা তার চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা রাখে। শিবিরে বাকি লোকদের চাহিদা অনুযায়ী সব কিছু বেশ ভালোভাবেই মজুদ করা ছিল। শিবিরে ডজনখানেক বাবুর্চি ছিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে রান্নার ত্রিশটি করে ডেকচি ছিল। ডেকচিগুলোর প্রতিটি নয়টা ভেড়ার মাথা অনায়াসে ধারণ করতে পারে। এ ছাড়া মাটি খুঁড়ে বিশেষ হাম্মামের বন্দোবস্ত করে কাদামাটি দিয়ে আবৃত করে দেয়া হয়েছিল। সুলতান খুব ভালো করেই জানেন যে, একটা বাহিনীর মনোবল বজায় রাখতে খাবার আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম দিন থেকেই শিবিরের প্রাত্যহিক কাজের পরম্পরা ঠিক করা হয় এবং নবাগতরা শিবিরে উপস্থিত হবার মুহূর্তেই যার দীক্ষা লাভ করত। মোয়াজ্জিনের আজানের সাথে সাথে তূর্যনিনাদ আর ঢোলের শব্দে পুরো শিবির সূর্যোদয়ের মুহূর্তে জেগে উঠত। এটা ছিল জামাতে নামাজের আহ্বান, ইহুদি আর খ্রিস্টানরা ছাড়া, যাদের জন্য এটা আবশ্যক ছিল না যদিও তাদেরও একই সময়ে উঠতে হতো। নামাজের পরপরই থাকত বিপুল পরিমাণ প্রাতরাশের আয়োজন, যার উদ্দেশ্য ছিল সান্ধ্যকালীন আহারের পূর্ব পর্যন্ত সৈন্যদের শক্তিশালী রাখা। এরপর সংক্ষিপ্ত একটা অবকাশ, যার অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হতো নিজেদের হালকা করার কাজে। মানুষেরা শহরের বাইরের গিয়ে সারি দিয়ে বসে নিজেদের অন্ত্র এই উদ্দেশে খোঁড়া গর্তে খালি করত এবং প্রতি একদিন পরে পরে যা মাটি দিয়ে ভরাট করা হতো দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে। দ্বিতীয় ঢোলের শব্দ সতর্কতার সাথে আয়োজিত তলোয়ার যুদ্ধ, তীরন্দাজি আর ঘোড়সওয়ারির প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মানুষদের সমবেত করত। পদাতিক সৈন্যদের দিনে দু'ঘণ্টা করে অবশ্যই দৌড়াতে হতো।

প্রতিদিনই কোনো না কোনো উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটত। খলিফার নিশান উপস্থিত হলে সুলতান স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসাধ্বনি আর চারদিক কাঁপানো 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগানের মাঝে সেটা গ্রহণ করতেন। আল-ফাদিল অবশ্যই তারপরও ইমাদ আল-দ্বীনের কানে ফিসফিস করে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতেন না, যা এতটা জোরে যে আমার কান পর্যন্ত সেটা পৌঁছাত:

'তিনি অন্তত আব্বাসীয় নিশান প্রেরণ করেছেন, কিন্তু আমাদের সুলতান যদি আল-কুদস দখল করেন তাহলে তিনি ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। সালাহ্ আল-দ্বীন তাহলে ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসকে পরিণত হবেন।'

'হ্যাঁ,' বিশিষ্ট আলেম মহোদয় মুচকি হেসে ওঠেন, 'এবং তার জ্যোতিষীরা তাকে ইতিমধ্যে কুব্বাতু'স সাখরায় প্রথম নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির সম্পর্কে

BanglaBook.org

সতর্ক করে দিয়েছে, কারণ তিনি বাগদাদে আগমন করবেন আর সত্যিকারের খলিফার মতোই তাকে স্বাগত জানানো হবে।'

খলিফার আমাদের সুলতানকে ঈর্ষা করার বিষয়টা কোনো গোপন কিছু নয়। বাগদাদ থেকে দামেস্কে আগত সব বণিকই খলিফার দরবারের গুজব বয়ে আনে যার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত, কিন্তু অন্যান্য সূত্র, বিশেষ করে ইমাদ আল-দ্বীনের গুপ্তচররা, যারা বিশ্বাসীদের রাজধানী থেকে নিয়মিত তাকে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠায়, কিছু কিছুর সত্যতা নিশ্চিত করে। আশ্চর্য হবার মতো বিষয় হলো, খলিফার প্রতি সুলতানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুজন ব্যক্তির এমন ক্ষোভ।

আমরা আস্তারায় সপ্তাহখানেক হলো শিবির স্থাপন করেছি কিন্তু এরই মধ্যে জায়গাটাকে নিজের বাড়ির মতো মনে হতে আরম্ভ করেছে। আমাদের চারপাশের বিদ্যমান আরাম আয়েশের বন্দোবস্তের কারণে এমনটা হয়নি এর পেছনে রয়েছে পারিপার্শ্বিকে বিদ্যমান সাধারণ সংহতির অনুভূতি। কাজি আল-ফাদিলও স্বীকার করতে বাধ্য হন আগের কোনো অভিযানে তার এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। সেনাবাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি সামান্যতম হুমকির সৃষ্টি না করেই সাধারণ সৈন্যরা কার্যত সমকক্ষ হিসেবে তাদের আমিরদের সাথে কথা বলে। আমিররা, তাদের পক্ষ থেকে এবং অবশ্যই সুলতানের প্রত্যক্ষ আদেশে নিজেদের লোকদের সাথে সান্ধ্যকালীন আহারে অংশ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে, একই পাত্রে রুটির টুকরো চুবিয়ে নেয় এবং একই হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে খায়।

একদিন সকালে এমনই প্রাণবন্ত উদ্দীপনার মাঝে দূর থেকে কুর্দিদের নিশান শিবিরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তাকি আল-দ্বীন আর কেকুবড়ির সাথে সুলতান শিবিরের বাইরে থাকায় তাকে খবর দিতে দ্রুত একজন বার্তাবাহককে প্রেরণ করা হয়। তারা তিনজন তাদের অতর্কিতে আক্রমণ আর পশ্চাদপসরণের সনাতন রীতি, যা মূলত পার্থিয়ানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং যা সুপ্রশিক্ষিত আর দক্ষ ঘোড়সওয়ারদের একটা ছোট বিন্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ, আস্তারায় সমবেত বিশাল বাহিনীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করছিল।

আলোচনার এই সন্ধিক্ষণে, বার্তাবাহক কুর্দি যোদ্ধাদের আগমনের খবর ঘোষণা করে। তিন সেনাপতি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন, নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি কুর্দিদের শ্রদ্ধার বিষয়টা সুবিদিত। শিরকুহই একমাত্র সেনাপতি ছিলেন, যিনি তাদের এই বুনো প্রবৃত্তি কিছুটা হলেও বশ মানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের বেশির ভাগই, এখনো পর্যন্ত, সালাহ আল-দ্বীনের অধীনে যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকার করে এসেছে। তারা দাবি করে যে, তার মাঝে তার চাচাজানের ঔদ্ধত্য আর তার আব্বাজানের চাতূর্যের অভাব রয়েছে। সুলতান এ কারণেই তাদের আগমনে এতটা আনন্দিত হয়েছেন এবং আমরা দ্রুতগতিতে শিবিরের দিকে যাত্রা করি।

BanglaBook.org

কুর্দিরা ইতিমধ্যে শিবিরে পৌঁছে গেছে এবং তারা নিজেদের মাতৃভাষায় সুলতানের আগমনে উল্লাস প্রকাশ করে। তাদের নেতারা সামনে এগিয়ে এসে সালাহ আল-দ্বীনের দু'গালে প্রচণ্ডভাবে চুমু খায়। তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে আমার দিকে ঘুরে তাকান। আমি তার নিকটে এগিয়ে যেতে তিনি আমার কানে ফিসফিস করে কথা বলেন।

'আজ সাধি যদি এই দিনটা চোখে দেখার জন্য বেঁচে থাকত। তাদের অনেকেই খুব ভালো করে তাকে চিনত।'

সেদিন রাতে গেজানো আখরোটের সুরায় সারা শিবির মাতোয়ার হয়ে থাকে। সুলতানকেও এমনকি বহু ব্যবহারে চকচকে হয়ে যাওয়া চামড়ার একটা মশক থেকে এক চুমুক পান করতে দেখা যায়। কুর্দিরা এরপরে হেড়ে গলায় গান ধরে। আশা আর প্রেমের রসে সিক্ত এক অদ্ভুত প্রেমিকের বিলাপ। একজন বর্ষীয়ান যোদ্ধা, আখরোটের শক্তিশালী পানীয় তাকেও পুরোপুরি গ্রাস করেছে, সবাইর গলা ছাপিয়ে অশ্লীল একটা গান শুরু করে। সে তার কাঙ্ক্ষিত রমণীর কথা বলে, যার যোনিদেশ অবশ্যই চুল্লির মতো উত্তপ্ত হতে হবে। সে আর বেশি কিছু গাইবার আগেই তার ছেলেরা তাকে টেনে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আমরা পরের দিন সকালের আগে আর তার চেহারা দেখতে পাইনি।

সন্ধ্যাটা শেষ হয় কুর্দিদের যুদ্ধ-নাচের একটা মহড়া দিয়ে যেখানে বেশ কয়েকটি জুটিবদ্ধ যোদ্ধা হাতে উদ্যত তরবারি আর চোখে-মুখে ভয়ংকর অভিব্যক্তি নিয়ে শিবিরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ওপর দিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করার সময় যত্নের সাথে তরবারির সাথে তরবারির ফলার সংঘর্ষ ঘটায়।

আমি যখন হেঁটে আমার তাঁবুর দিকে ফিরে আসছিলাম তখন দেখি আমির কেকুবড়ি আর সেই খোজা আমজাদ মাঝারি উচ্চতার একটা লোকের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে লিপ্ত, লোকটাকে আমি ঠিক চিনতে পারি না। লোকটা স্পষ্টতই একজন অভিজাত ব্যক্তি, সম্ভবত বাগদাদ থেকে আগত। খলিফার মনোনীত রঙের পোশাক তার পরনে এবং তার মুখের লম্বা দাড়ির সাথে মানানসই কালো উষ্ণীষ মাথায়। রাতের আকাশে তারার মৃদু আলোতেও তার পাগড়ির ঠিক মাঝখানে রক্তের রঙের একটা দামি পাথর ঝিকমিক করছে। আমি দলটার উদ্দেশে মাথা নত করে অভিবাদন জানাই এবং আমজাদ লোকটার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। তিনি হলেন আলেপ্পো থেকে আগত ইবনে সৈয়দ, যিনি খুব ছোট বেলায় কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে এখন কেবল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব আদানপ্রদান করতে পারেন।

'ইবনে ইয়াকুব, কুর্দিদের দেখে তোমার কেমন মনে হলো?' কেকুবড়ি জানতে চান।

'তাদের আগমন সুলতানের বাহিনীকে কাঙ্ক্ষিত জৌলুশ প্রদান করেছে,' আমি সংযত ভঙ্গিতে উত্তর দিই কিন্তু আলেপ্পো থেকে আগত মূক ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে

BanglaBook.org

অঙ্গভঙ্গি করা শুরু করে। খোজা আমজাদ প্রাজ্ঞোজিতভাবে মাথা নাড়ে এবং ইবনে সৈয়দের হাতের অঙ্গভঙ্গি আমাদের সুবিধার্থে ভাষান্তর করে।

'ইবনে সৈয়দ আপনাকে জানাতে চায় যে কুর্দিরা একটা শহর লুটপাট করে নিঃস্ব করতে দারুণ পারদর্শী। তারা আমাদের ধর্মবিশ্বাসের শকুন আর তাদের সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।'

কেকুবড়ি ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে।

'আমি নিশ্চিত ইবনে সৈয়দ অবহিত আছেন যে, আমাদের সুলতান নিজে একজন কুর্দি আর এ জন্য আমি এই অপমানটা সহজভাবে নিতে পারছি না।'

আগন্তুক আবারও তার হাত দিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গি করায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে, যার ভেতরে ঘনঘন নিজের পাগড়ির পাথর স্পর্শ করা যুক্ত হয়। আমজাদ চিলচক্ষুতে প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে, পুরোটা সময় সে মাথা নাড়তে থাকে।

'ইবনে সৈয়দ বলতে চায় যে তিনি সুলতানের গোত্রপরিচয় সম্পর্কে খুব ভালো করেই ওয়াকিবহাল আছে। তিনি আরো বলতে চান যেসব মূল্যবান পাথরই কেটে পালিশ করার আগে রুক্ষ থাকে। আমাদের সুলতান তেমনই একটা মূল্যবান পাথর কিন্তু পাহাড় থেকে আগত লোকদের এখনো অনেক পরিচর্যার প্রয়োজন আছে।'

কেকুবড়ি হেসে ফেলে এবং কোনো একটা মন্তব্য করতে যাবে এমন সময় তাকি আল-দ্বীন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আমাদের কাছে থেকে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। সুলতানের সাথে তাদের দুজনরই চা পানের দাওয়াত আছে। তারা বিদায় নিতে আমিও নিজের গন্তব্যের দিকে যাত্রা করেছি যখন সহসা মূক ইবনে সৈয়দ কথা বলা শুরু করে।

BanglaBook.org

'আমি জানতাম আমি কেকুবড়িকে ফাঁকি দিতে পারব কিন্তু ইবনে ইয়াকুব, আমি ভেবেছিলাম তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।'

কণ্ঠস্বরটা আমার কাছে পরিচিত মনে হয়, কিন্তু মুখটা... এবং তখন বদমাশ আমজাদ হাসতে শুরু করে এবং আমি তখন বুঝতে পারি দাড়ি আর পাগড়িটা আসলে ছদ্মবেশ। সুলতানা জামিলার পরিচিত চেহারা যার নিচে আড়াল করা আছে।

আমরা সবাই হেসে উঠি এবং আমাকে 'ইবনে সৈয়দ' এর তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানান হয় তার আর খোজা আমজাদের সাথে কফি পান করতে। জামিলা কফি ছাড়া একেবারেই থাকতে পারে এবং তার আব্বাজান তাকে নিয়মিত কফিবীজ পাঠাত আর পরবর্তী সেই দায়িত্ব নিয়েছিল হারানে অবস্থানরত তার বোন। এটা নিঃসন্দেহে দামেস্কের সবচেয়ে সুস্বাদু কফি এবং সে সম্ভবত ঠিকই দাবি করে যে এটা সমগ্র আরবের মধ্যে সেরা এবং সে জন্য দুনিয়ার সেরা।

আমরা তাঁবুর বাইরে বসে প্রাণভরে গন্ধটা উপভোগ করতে করতে রাতের আকাশে তারা দেখি। আমাদের কারোই কথা বলতে ইচ্ছা করে না। আমি

আগেও এ বিষয়টা লক্ষ করেছি। আমির আর সৈন্যরা প্রায়ই ঘুমাতে যাবার আগে পাশাপাশি বসে নীরবে গভীর ভাবনায় ডুবে থাকে।

তারা এত কী ভাবে? তাদের মনে কোনো ভাবনাগুলো দোলা তুলে যায়? তারা কি আমার এবং জামিলা এবং আমজাদের মতো আসন্ন যুদ্ধের কথা ভাবে? বিজয় না পরাজয়? দুটোই সম্ভব। এই লোকগুলো যখন একত্রে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যায় তখন তাদের ভেতরে বিদ্যমান গভীর সংহতির অনুভূতি অবশ্যস্বীকার্য। এই সংহতি সৃষ্টি হয়েছে একটামাত্র বিষয় জানা থাকবার কারণে যে তারা যদি ফ্রানজদের আল-কুদস বিতাড়িত করতে সফল হয় তাহলে এই বাহিনী তারা যার অংশ ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই সংহতি তাদের একটা সংঘবদ্ধ পরিচয় দান করে যখন তারা কেবল বিজয়ের কথা চিন্তা করে, কিন্তু এই সৈন্যরা প্রত্যেকে একই সাথে আলাদা আলাদা মানুষ। তাদের প্রত্যেকের বাবা-মা, ভাই-বোন আর স্ত্রী এবং সন্তান রয়েছে। তারা কি আর কখনো তাদের প্রিয়জনদের আবার দেখতে পাবে? এটা সত্যি যে এটা একটা ধর্মযুদ্ধ জিহাদ এবং যার মানে তারা ফেরশতাদের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া সরাসরি বেহেশতে যাবে। কিন্তু তাদের নিকটাত্মীয়রা যদি বেহেশতে যেতে ব্যর্থ হয়? তখন কী হবে? এ ধরনের ভাবনা ঘুমাতে যাবার আগে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় তাদের মনে আন্দোলিত হতে থাকে। আমি এটা জানি কারণ আমি তাদের অনেকের সাথে কথা বলেছি আর তাদের জীবনকাহিনি শুনেছি।

'আমরা যদি পরাজিত হই,' জামিলা বলেন, 'এবং সালাহ আল-দ্বীন নিহত হন, আমি আমার সন্তানদের নিয়ে আমার আত্মজোনের কাছে ফিরে যাব। আমি দামেস্কে বসে আরো যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী নই যার একমাত্র উদ্দেশ্য কে তার উত্তরাধিকারী হবে। আমার মনে হয় যুদ্ধের প্রাক্কালে দুঃখবাদে আক্রান্ত হওয়াটা স্বাভাবিক। আমার সহজাত প্রবৃত্তি অবশ্য ঠিক উল্টো কথা বলে। আমার ভীষণভাবে মনে হয় যে তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করবেন। ইবনে ইয়াকুব, আজ রাতের মতো অনেক আড্ডা হয়েছে এবার ওঠা যাক আর সাবধান আমার গোপন কথা যেন গোপনই থাকে।'

আমি শ্মশ্রুমণ্ডিত জামিলাকে বিদায় জানাই কিন্তু স্পষ্টতই সুলতানের মনে আমাকে নিয়ে ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। আমি মাত্র আমার তাঁবুর উদ্দেশে হাঁটা শুরু করেছি এমন সময় অবিলম্বে তার সাথে যোগ দিতে সুলতানের একজন দেহরক্ষী তার আদেশ নিয়ে পথিমধ্যে আমার গতিরোধ করে। আমি দৌড়ে আমার তাঁবুতে প্রবেশ করে দ্রুত কালি আর কলম এবং কাগজের তাড়া গুছিয়ে নিই।

সুলতানের তাঁবু আশ্চর্যজনকভাবে আড়ম্বরহীন। আমার নিজের তাঁবুর চেয়ে তারটা সামান্য বড় এবং আমি যে শয্যায় ঘুমাই তাঁবুর কোনায় রাখা বিছানাটা সেটা থেকে আলাদা কিছু না। পুরো তাঁবুতে বিশাল একটা রেশমের কার্পেটই

BanglaBook.org

কেবল মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিরাজমান, যা বালু ঢেকে রেখেছে এবং যার ওপরে তাকিয়ার একটা স্তূপে হেলান দিয়ে তিনি বসে আছেন। তার পাশেই বসে রয়েছে আমির কেকুবড়ি আর তাকি আল-দ্বীন। সুলতান খোশমেজাজে রয়েছেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকান।

'আলেপ্পো থেকে আগত ইবনে সৈয়দটা আবার কে যে আমার কুর্দি যোদ্ধাদের অপমান করার সাহস দেখায়?'

'বিজয়ীদের সেনাপতি, একটা গুরুত্বহীন লোক।'

'আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। কেকুবড়ির নিশ্চিত ধারণা যে ব্যাটা একটা গুপ্তচর না হয়ে যায়ই না।'

'গুপ্তচররা,' আমি উত্তর দিই, 'সাধারণত শত্রুর সাথে নিজেদের মিশিয়ে ফেলতে বেশি আগ্রহী থাকে। তারা প্রতারণা করতে নির্লজ্জের মতো স্তাবকতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। আলেপ্পো থেকে আগত আগন্তুক একজন স্বভাব সংশয়বাদী যার জিহ্বা চাবুকের মতো এবং বুদ্ধি এতই ধারাল যে, একটা আস্ত উট দু'টুকরো হয়ে যাবে।'

সুলতান হেসে ফেলেন।

'তুমি এইমাত্র সুলতানা জামিলার বর্ণনা দিলে।'

সবাই এই সরস মন্তব্যে হেসে ওঠে এবং কেকুবড়ি, নিজে যে রসিকতার লক্ষ্যবস্তু সে সম্বন্ধে বেখবর, সবচেয়ে জোরে হাসে এটা দেখাতে যে সে সত্যিই নিজের স্ত্রীর বোনকে নিয়ে খোঁচা হজম করতে পারে।

ইবনে সৈয়দের সত্যিকারের পরিচয় সম্বন্ধে কেকুবড়ির অজ্ঞতা আরো উপভোগ করার পূর্বেই সুলতানের তাঁবুর পর্দা সরিয়ে তার বড়ছেলে আল-আফদাল, মাত্র সতেরো বছর হবে বয়স, ভেতরে প্রবেশ করে এবং নতজানু হয়ে পিতাকে অভিবাদন জানিয়ে, আমাদের বাকি সবার দিকে অধঃস্তনের প্রতি দয়াশীল একটা চাহনি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। আমি তাকে এক বছর আগে প্রথমবার দেখার পর থেকে সে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। তার মুখের দাড়ি পরিপাটি করে ছাঁটা এবং তার সমস্ত আচার-আচরণে একজন কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তির আভাস ফুটে রয়েছে। আমার মনে আছে সে আর তার ভাইয়েরা যখন ছোট ছিল কায়রোতে তারা ঘোড়সওয়ারি শিক্ষা করত। আমি দেখেছি এই ছেলেকে কীভাবে ঘোড়ায় চেপে বা মাটিতে দাঁড়ানো অবস্থায় তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করতে হয় শেখানো হয়েছে।

পিতা-পুত্র একাকী সময় কাটাতে আগ্রহী ধরে নিয়ে তাকি আল-দ্বীন, কেকুবড়ি আর আমি বিদায় নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াই। সুলতান প্রথম দুজনকে যাবার অনুমতি দেন কিন্তু ইশারায় আমায় থাকতে বলেন। তারা দুজন বিদায় নিতে তিনি তার ছেলেকে পাশে বসার অনুমতি দেন।

ছেলেটা কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তার প্রথম যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং তার পিতার কাছে যুদ্ধের আবেগপূর্ণ একটা বিবরণ পাঠিয়েছিল যেখানে নিজের প্রথম যুদ্ধের

BanglaBook.org

অভিজ্ঞতাকে কুমারীর কুমারীত্ব হারাবার সাথে তুলনা করেছিল, একটা উপমা যাতে ইমাদ আল-দ্বীন ভীষণ অখুশি হয়েছিলেন। তিনি তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করেন যে, ছেলেটা জীবনে আর যাই হোক না কেন কখনো একজন শৈলীসিদ্ধ গদ্য লেখক হতে পারবে না। সালাহ আল-দ্বীন একজন প্রেমময় কিন্তু কঠোর পিতা। তার পুত্রের আগমনের পর থেকে তার মেজাজ পরিবর্তিত হয়েছে। তার মুখের অভিব্যক্তি কঠোর হয়ে উঠেছে, যা তরুণ যুবরাজের পক্ষে খুব একটা সুসংবাদ বহন করে না, যা আমার মতো সেও অনুধাবন করতে পেরে, আমার উপস্থিতির কারণে ভ্রূকুটি করে থাকে। আমি তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসতে চেষ্টা করি কিন্তু সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, নিজের আব্বাজানের চোখের দিকেও তাকানো থেকে বিরত থাকে।

'আল-আফদাল আমার দিকে তাকাও! আমরা একটা যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে আমার মৃত্যুও হতে পারে। আমাদের গুপ্তচররা খবর নিয়ে এসেছে যে, ফ্রানজদের রাজা, গাই, নাইটদের ভেতরে যে আমার বুকে বর্শা বিদ্ধ করতে পারবে তাকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করবে বলে ঘোষণা করেছে।'

ছেলেটা অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

'আমি সব সময় আপনার পাশে থাকব। আপনার ক্ষতি করতে হলে তাদের আগে আমাকে হত্যা করতে হবে।'

সুলতান মৃদু হাসেন কিন্তু আবার যখন কথা বলা শুরু করেন তখনো তার মুখে অভিব্যক্তি সহজ হয় না।

'বাছা, আমার কথা আগে শোনো। তোমার বয়স এখনো অল্প। একটা বিষয় আগে বোঝ। যুদ্ধের ময়দানে, সম্মান অর্জন করতে হয়। আমার চাচাজান শিরকুহ আমার বয়স যখন অল্প, অনেকটা তোমার এখনকার মতোই, আমায় একটা সুযোগ দিয়েছিলেন নিজেকে প্রমাণ করতে, একটাই পার্থক্য যে আমি অনেক পরে এসে কোনো ধরনের ক্ষমতার প্রদর্শন করেছিলাম। শিরকুহ কখনো কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারীতে বিশ্বাস করতেন না।

'আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ, যদিও সেই সময়ে সাঁতার কাটতে জানে না কিন্তু সাঁতার কাটার জন্য নদীতে ছুড়ে ফেলা হয়েছে এমন একজন মানুষের মতো নিজেকে মনে হয়েছিল। তাকে কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় শেখার পাশাপাশি নদীর অপর তীরেও পৌঁছাতে হবে। তুমি মনে করো যে তুমি সুলতানের পুত্র হবার কারণে সাধারণ সৈন্য আর আমিররা তোমায় শ্রদ্ধা করবে? তারা হয়তো তোমাকে সেটাই বিশ্বাস করাতে চায় কিন্তু তুমি বোকামি করবে যদি এমনটা তুমি নিজেও বিশ্বাস করো। তুমি যখন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে, বালি খাবে আর রক্তের স্বাদ নেবে, তারপরও কেবল তারা তোমাকে নিজেদের সমকক্ষ হিসেবে দেখতে শুরু করবে। তুমি তাদের সাথে বেশ কয়েকবার লড়াই করার পরেই তারা হয়তো তোমাকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করবে। আদেশ দেয়ার কর্তৃত্ব থেকে কখনো শ্রদ্ধা লাভ করা যায় না।

BanglaBook.org

‘ইমাদ আল-দ্বীন আর আল-ফাদিল তোমার শিক্ষায় কোনো কমতি রাখেনি। আমি অবগত রয়েছি যে, আমাদের মহানবী (সা.) দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা যত বিখ্যাত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছি সবগুলোর ইতিহাস তুমি ভালো করে জানো কিন্তু এই জ্ঞান যদিও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের ময়দানে তোমার কোনো কাজে লাগবে না। যুদ্ধের ময়দানে অভিজ্ঞতার চেয়ে ভালো শিক্ষক আর হয় না।

‘তুমি পুস্তক থেকে যা শিখবে তা তুমি সহজেই ভুলে যেতে পারো, যদি না তুমি ইমাদ আল-দ্বীনের মতো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হও। তুমি নিজে যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে আমৃত্যু সেটা তোমার সাথে থাকবে।

‘আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি কারণ আমার কানে এসেছে, তুমি কয়েক সপ্তাহ আগে তোমার চাচাতো ভাই আর আমার ভাইজানের ছেলে, তাকি আল-দ্বীনের কর্তৃত্বকে আমিরদের সামনে প্রশ্ন করেছিলে এবং সে ইতিমধ্যে যা করবে বলে মনঃস্থির করেছে তার ঠিক উল্টোটা করতে তাকে আদেশ দিয়েছিলে। সে আত্মসংযমের অধিকারী এবং তোমার কথামতোই কাজ করেছে। তার স্থানে যদি আমি বা আমার চাচাজান শিরকুহ থাকতাম তোমার নিখুঁত শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে পাঁচ আঙুলের ছাপ বসিয়ে দিতাম। সৌভাগ্যবশত তোমার আদেশ কোনো বিপর্যয় ডেকে আনেনি নতুবা আমি তোমাকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতাম।

‘আমি তোমাকে একটা বিষয় স্পষ্ট করে বলতে চাই, তাকি আল-দ্বীন আমার ডান হাত। তার বিচারবুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। আমি তাকে নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বাস করি। যদি, যুদ্ধের ময়দানে, আল্লাহতালা সিদ্ধান্ত নেন যে আমার সময় সমাপ্ত হয়েছে, তাকি আল-দ্বীন একমাত্র আমির, যাকে সৈন্যরা সত্যিই শ্রদ্ধা করে, যে আমাদের এত কিছুর পরেও আমাদের বিজয়ী করতে সক্ষম। আমি সেই রকম আদেশই কার্যকর করতে রেখে যাচ্ছি। তুমি তোমার চাচাতো ভাইকে দেখে আর তার পাশে থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে, কিন্তু তুমি নিজে কেবল সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী। আগামীকাল ভোরবেলা, আমি চাই তুমি নিজে গিয়ে তোমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইবে আর তার দু’গালে চুমু খাবে। ব্যাপারটা পরিষ্কার? এবার ঘুমাতে যাও।’

সুলতানের মনোনীত উত্তরাধিকারী সংযত মেজাজে আমাদের দুজনকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে তাঁবু থেকে বের হয়ে যায়।

‘ইবনে ইয়াকুব, তোমার কি মনে হয় আমি বেশি কঠোর আচরণ করেছি?’

‘মহামান্য সুলতান, আমার নিজের কোনো পুত্র না থাকায় পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করার জন্য আমি যোগ্য ব্যক্তি নই কিন্তু মানুষের নেতা হিসেবে আপনি যা বলেছেন পুরোটাই যুক্তিসংগত। সে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু সেটা মূলত আমার উপস্থিতির কারণে। আমি এখানে উপস্থিত না থাকলে সে অনেক সহজভাবে বিষয়টা গ্রহণ করত কিন্তু একজন তরুণ যুবরাজকে যে একসময়

BanglaBook.org

ভালো শাসক হবার আশা করে অবশ্যই এই রুক্ষ পৃথিবীতে নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে।'

'অনুলেখক, আমি নিজে বিষয়টা এত সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করতে পারতাম না। আমি তোমার উপস্থিতি কামনা করেছি যাতে করে তুমি এটা লিপিবদ্ধ করতে পারো এবং এটা আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের অংশে পরিণত হবে। সে যদি ভবিষ্যতে একজন ভালো সুলতান হয়ে ওঠে তাহলে কথাগুলো সে বুঝতে পারবে, কারণ এগুলো তার নিজের সন্তানের জন্যও দরকারি। এবার আমায় একটু একা থাকতে দাও। আমার মনে হয় আজ রাতটা আমি ইবনে সৈয়দের মনের কথা জানতে ব্যস্ত থাকব। আমি আলেপ্পো থেকে আগত সংশয়বাদীকে ডেকে আনব আমার শয্যা উষ্ণ করতে আর আমার মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করতে।'

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই। তার চোখে একটা দ্যুতি খেলা করে, কিন্তু জামিলা অভীষ্ট অনুসন্ধানের বিষয়টা কীভাবে গ্রহণ করবেন? তিনি বহু বছর সুলতানের শয্যায় সঙ্গী হননি এবং সুলতানের মুখের অভিব্যক্তিই বলে দেয় যে তার নিজের মনেও এ বিষয়টা খেলা করছে।

BanglaBook.org

## সাতাশ

# খোজা আমজাদের কাহিনি এবং কীভাবে সে শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও যৌনমিলনে সক্ষম

দামেস্ক থেকে তিন দিনের দূরত্বে দক্ষিণে একটা উঁচু পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত মালভূমিতে আস্তারা শহরটা। আমরা প্রায় তিন মাস ধরে এখানে শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করছি। সুলতান সৈন্যদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে ভীষণ আনন্দিত। তার নেতৃত্বের অধীনে সমবেত হওয়া বিভিন্ন বাহিনীর মাঝে একটা পার্থক্য সব সময় থাকবে কিন্তু তিনি এখন অনুভব করেন যে তারা বুঝতে পারছে যে তিনি কীভাবে যুদ্ধটা লড়তে আগ্রহী। বিভিন্ন সংকেত আর শব্দের মানে ব্যাখ্যা করতে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। সুলতানের তাঁবু পাহারা দিতে প্রতিটি বাহিনী থেকে একজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দূরে অবস্থানরত বাহিনীর ক্ষেত্রে, পরিবর্তনশীল নিশানের তাৎপর্য বোঝাটা জীবন মৃত্যুর সাথে ঠিক ততটাই জড়িত যতটা সুলতানের কাছাকাছি অবস্থানরত সৈন্যদের জন্য ঢালের বোলের সঠিক চাল বোঝাটা জরুরি। সালাহ আল-দ্বীনের বিভিন্ন দল আর উপদলের নেতৃত্ব দানকারী আমির আর অভিজাতদের কাছে এসব কিছু ব্যাখ্যা করতে সময় লাগে।

একদিন ফজরের নামাজের পরে তিনি তার তাঁবুতে কেবল তাকি আল-দ্বীন আর আমার উপস্থিতিতে সকালের নাশতা করেন। তিনি তার ভাতিজার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠে বলেনঃ 'আল-কুদস অভিমুখে আমার বাহিনী যখন যাত্রা করবে তখন যে ধুলো বাতাসে উড়বে তাতে সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে!'

আমি তাকে এই একবারই যুদ্ধের সম্ভাবনায় উত্তেজিত হতে দেখেছিলাম। তিনি এই বিশেষ মুহূর্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন সামরিক শক্তি তার অনুকূলে থাকার কারণে নয় বরং পরিস্থিতির কারণে। অবিশ্বাসীদের পরাভূত করতে বিশ্বাসীদের সর্বকালের সবচেয়ে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী তার পেছনে সমবেত হয়েছে। এই বাহিনীতে ইহুদি আর খ্রিস্টানও রয়েছে যদিও তারা সংখ্যায় অতি নগণ্য। তাদের অনেকেই ইসলামের মহানবী (সা.)-এর বিশ্বাসে আস্থা স্থাপনের জন্য সুবিধাজনক সময়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে। অবশ্য, কপটিকরা এদের ভেতরে পড়ে না। তাদের নিজ মতবাদের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আর রোম এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের

BanglaBook.org

প্রতি অপ্রশম্য বৈরিতা তাদের সালাহ আল-দ্বীনের সহজাত মিত্রে পরিণত করেছে।
আমি সুলতানের তাঁবু থেকে হেঁটে ফিরে আসার সময় খোজা আমজাদ আমার হাত আঁকড়ে ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে: 'মূক ও বধির ইবনে সৈয়দ, আপনার দর্শনপ্রার্থী।'
আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে অনুসরণ করি। আমি এখনো জামিলার নতুন পরিচয়ের সাথে ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারিনি। তিনি কেবল যখন চোখের পাতা মিটমিট করেন তখনই কেবল আমি ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রমণীকে চিনতে পারি। সেটা আর তার কণ্ঠস্বর, কেবল তার তাঁবুর নির্জনতার মাঝে শোনা যায়।
'সালাহ আল-দ্বীন আমায় বলেছেন, কয়েক রাত পূর্বে তিনি আমার জন্য তার দুই উরুর সন্ধিস্থলে কামনা অনুভব করছেন স্বীকার করে তোমাকে চমকে দিয়েছেন। সত্যি?'
আমি রমণীকে কিছুতেই বুঝতে পারি না। তিনি অনায়াসে আমায় বিস্মিত করার ক্ষমতা রাখেন। খোজা আমজাদ আমার অস্বস্তি লক্ষ করে হেসে ওঠে। বেহেশতের দিব্যি, আমি এখন এ প্রশ্নের কী উত্তর দেব?
'ইবনে ইয়াকুব, সত্যি বলবে। সব সময় সত্যিটা বলবে!'
'সুলতান আবার চান আপনি তার শয্যাসঙ্গিনী হন তার ঘোষণায় আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। সেটা তার জন্য খুবই স্বাভাবিক। আপনি অসাধারণ রূপসী এবং...'
তিনি অধৈর্য হয়ে ওঠেন।
'আর এই শিবিরে আমিই একমাত্র রমণী নই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এসব বিষয়ে অবগত আছি কিন্তু ওস্তাদ খুশনবিশ, আপনি ঠিক কী কারণে হতবাক হয়েছেন?'
'আপনি যদি একজন পুরুষের অভিলাষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হন তাহলে বিষয়টা আপনার জন্য কতটা অবমাননাকর হবে সেই ভাবনা।'
তিনি মুচকি হেসে নিজের নকল দাঁড়িতে হাত বোলান।
'আমি সেটাই ভেবেছিলাম এবং আমার দুর্দশার কারণে আপনি যে বিহ্বল বোধ করেছেন সেটা আপনার মহানুভবতা। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমি সেই অভিজ্ঞতাটা সামলে নিয়েছি। আমি আপনার সুলতানকে চিনি। আমি দ্বিতীয় কোনো পুরুষকে বা একই কারণে কোনো খোজার কাছে আমার দেহকে সমর্পণ করিনি।'
খোজা আমজাদ এমনভাবে চমকে ওঠে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে। সে তার এই মন্তব্যে বিচলিত হয়। বিষয়টা অনুধাবন করে, তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন আর তার কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলেন, সাথে সাথে তার অবস্থানকে পরিষ্কার করেন।

BanglaBook.org

'আমজাদকে তার অতীত সম্বন্ধে কথা বলতে প্ররোচিত করা অনেকটা কুমিরের মুখ থেকে দাঁত তুলে আনার মতো একটা ব্যাপার।'

খোজা ব্যাটা, তার মনোযোগ আর্কষণ করতে পেরে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে। তিনি তাকে চাপ দেয়া বজায় রাখেন।

'কে বলতে পারবে আগামী কয়েক সপ্তাহ আমাদের ভেতরে কে বেঁচে থাকবে আর কে মারা যাবে? আমজাদ, আজ তোমার অবশ্যই উচিত নিজের কাহিনি আমাদের শোনানো। আজ আমাদের মাঝে একজন অনুলেখকও উপস্থিত আছেন। ইবনে ইয়াকুব, সব কিছু তার ছোট খাতায় লিখে নেবেন এবং তোমাকে অনাগত দিনে অমর করে দেবেন। আমার লাল চুলের বন্ধু, তোমার এ বিষয়ে কী মন্তব্য?'

আমি আমজাদের মুখের অভিব্যক্তি এবারই প্রথম খুঁটিয়ে লক্ষ করি না। তার ত্বকের শুভ্রতার কারণে তার চুলের লাল রংটা আরো বেশি গাঢ় মনে হয়। তার চোখের মণির রং ধূসর। সে আমার চেয়ে অনেক লম্বা আর আমি সুলতানের চেয়ে লম্বা। আমি ব্যক্তি হিসেবে তার প্রতি কখনো কোনো আকর্ষণবোধ করিনি, কিন্তু সাধি আর জামিলার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা আমার নিজের মমত্ববোধকে মুকুরিত করে। আমিও সরাসরি তাকে অনুরোধ করি।

'আমজাদ,' আমি বলি। 'সাধি প্রায়ই তোমার সম্বন্ধে আমার সাথে আলোচনা করত। তোমার ধীশক্তি সম্বন্ধে তার বেশ উচ্চধারণা ছিল কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা পরস্পর সম্বন্ধে খুবই অল্প জানি। তুমি আসলে কে? তুমি দামেস্কে কবে এসেছিলে এবং সুলতানের পরিচারক হিসেবে দুর্গপ্রাসাদের তোমার কীভাবে ঠাঁই হলো?'

তার চোখের ভাষা বিষাদময় হয়ে ওঠে এবং সে তার চাপা একঘেয়ে স্বরে কথা বলার আগে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমি নিজের অতীত সম্বন্ধে খুবই অল্প জানতাম বলে নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে সুলতানার আগের অনুরোধগুলো আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম। আমার বেশভূষা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে আমি একজন *সাকালাবি এবং* আমি একজন খোজা, যা আমায় প্রায় খাঁচায় আবদ্ধ প্রাণীর সমপর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

'আপনারা উভয়ে নিঃসন্দেহে জানেন যে আমার মতো লোকেরা নানান আকৃতি আর আকারের হয়ে থাকে। অনেক খোজা আছে যাদের পুরো লিঙ্গই কর্তন করা হয়েছে। এই ধরনটা সেইসব সুলতান আর বাদশাদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়, যারা তাদের মহিলাদের বাঘের মতো আগলে রাখেন, বিশ্বাসহীনতার সামান্যতম লক্ষণ দেখতে পাবার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। তারা কল্পনা করেন যে, একজন খোজার জননেন্দ্রিয় পুরোপুরি অপসারিত হবার কারণে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। কী অদ্ভুত একটা ব্যাপার, আমির আর অভিজাতদের জন্য বিশ্বাসের মাত্রা নির্ভর করে একজন খোজাকে ঠিক কী

পরিমাণে অঙ্গহানি করা হয়েছে। তারা যদি একজন খোজা আর রমণীর মাঝে সব ধরনের শারীরিক সংস্পর্শ পরিহার করতে চান তাহলে কেবল লিঙ্গের চেয়ে আরো বেশি কিছু তাদের বাদ দিতে হবে। কিন্তু আমি বহুদিন আগেই সুলতান আর আমিরদের পরস্পর বিরোধিতার বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করে দিয়েছি।

'আমার মতো আরো অনেকেই আছে যাদের কেবল নপুংসক করে চার্চের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। আমাদের ঈসা (আ.)-এর বন্দনাগীতি গাইতে শেখানো হয়েছে এবং আমরা আমাদের অবসর সময়ে বিশপ আর পাদ্রিদের কামাসক্তির প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। নিয়তি আমার সহায় ছিল। আমাকে সে রকম কোনো দুর্বিপাকের ভেতর দিয়ে যেতে হয়নি। আমার যখন চার কি পাঁচ বছর বয়স তখনই আমায় খোজা করা হয়েছিল, ইহুদি বণিকরা বালগার্স থেকে আমায় কিনে এনে আন্দালুসের বাজারে বিক্রি করেছিল। আমায় এখানে আরেকজন বণিক কিনে নেয়, যিনি আল্লাহ আর তার রাসুলে বিশ্বাস করতেন, আর আমাকে দামেস্ক নিয়ে আসেন। আমায় সাত বছর বয়সে যে পরিবারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল আমি তাদের কাছে এসব তথ্য জানতে পেরেছি।

'সুলতানা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, আমাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো ছেলে বা পুরুষকে খোজা করা সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সুলতান আর আমিরদের খোজার চাহিদা মেটাবার জন্য তাদের সামনে একটাই পথ খোলা আছে চার্চের কাছ থেকে তাদের কিনে নেয়া বা মহানবীর অনুসারীদের হাতে কোনো শহরের পতন হলে সেখানের পাদ্রিদের স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে তাদের মুক্তি দেয়া। আমরা তখন বিশ্বাসী হয়ে উঠি এবং আল্লাহর ওপর স্বেচ্ছায় আস্থা অর্পণ করি, কারণ আমাদের সাথে আগে কখনো এত ভালো ব্যবহার করা হয়নি বা আমাদের আগে এত ক্ষমতা বা প্রভাব করায়ত্ত করার অনুমতি ছিল না।

'সুলতানা খুব ভালো করেই বোঝেন যে, ধীশক্তি আসলে লিঙ্গে না, মানুষের মাথায় অবস্থান করে। খোজাদের কেবলমাত্র তাদের হীনবীর্য করা হয়েছে বলে ক্ষমতাহীন মনে করাটা বোকামি, অনেক সুলতানই, যাদের ভেতরে প্রয়াত সুলতান জেঙ্গিও রয়েছেন, নিজেরা যথার্থ মূল্য পরিশোধ করে বিষয়টা আবিষ্কার করেছেন।

'আমি এই দুর্গপ্রাসাদেই খোজাদের অন্ততপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংঘের কথা জানি। তারা সবাই সুলতানের প্রতি অনুগত কিন্তু তার ইন্তেকালের পরে উত্তরাধিকারের জন্য লড়াইয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করবে। আমার সাথে তাদের কারো সম্পর্ক নেই আর সেই জন্য আমায় সবাই একইসাথে বিশ্বাস আবার অবিশ্বাসও করে থাকে। এটা দারুণ সুবিধাজনক একটা অবস্থান কারণ আমি যা জানতে চাই তারা আমায় জানায় কিন্তু নিজেদের চক্রান্তের কথা

BanglaBook.org

গোপন রাখে। এটাও আমায় বেশ প্রীত করে। আমি যদি আল-আফদালকে হত্যার কোনো চক্রান্তের কথা জানতে পারি তাহলে প্রাসাদ সরকারকে কোনো রকম দ্বিধায় না ভুগে সাথে সাথে অবহিত করব।

'আপনি, বিজ্ঞ আর ভালোমানুষ, ইবনে ইয়াকুব, আমার ছেলেবেলার স্মৃতির কথা শুনতে চেয়েছেন। পরিতাপের বিষয় আমার পিতা-মাতার কথা বা তারা আমায় কেন নপুংসক করেছিলেন বা বিক্রি করেছিলেন আমার সে সম্বন্ধে কোনো স্মৃতি নেই। তারা হয়তো দরিদ্র চাষি ছিল আর তাদের টাকার দরকার ছিল। দামেস্কে বেশ কয়েকজন খোজা আছে, যারা তাদের বাবা-মা কীভাবে তাদের খোজা করেছিল এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের অভিজাত পরিবারের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত বণিকদের কাছে বিক্রি করেছিল সেই গল্প আমায় বলেছে।

'সমুদ্রপথে বালগার্স থেকে আন্দালুস আগমনের কোনো স্মৃতি আমার মনে নেই, বা সেখান থেকে দামেস্ক। আন্দালুস থেকে আমায় যে ব্যবসায়ী কিনে এনেছিলেন তিনি আমায় বণিক দানিয়েল ইবনে ইউসুফের কাছে বিক্রি করে দেন। তার পরিবার আমার প্রতি দয়ালু ছিল। তারা আমায় তাদের নিজেদের সন্তানের মতো লিখতে-পড়তে শিখিয়েছিল। তারা আমার পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে যত্নবান ছিল আর আমায় যেন ভালো করে খেতে দেয়া হয়, সেটা নিশ্চিত করেছিল। আমি সব সময় একটা কথা জানতাম যে, আমি পরিবারের সবার থেকে আলাদা কারণ আমি বাড়ির ভেতরে ঘুমাতাম না। আমি বাবুর্চির জন্য নির্ধারিত স্থানে থাকতাম। বাবুর্চির দেহ আর পরিধানের কাপড় থেকে ভেসে আসা উগ্র গন্ধ স্থানটায় সব সময় বিরাজ করত। সে কখনো আমার সাথে দুর্ব্যবহার বা খারাপ আচরণ করত না আর সে ভালো বাবুর্চি হবার কারণে আমি তার গন্ধের বিষয়টা উপেক্ষা করতাম।

'আমার যখন ষোলো বছর বয়স তখন আমার মালিক মন্তব্য করেন যে, অঙ্কে আমার একটা সহজাত দখল রয়েছে এবং তিনি আমায় বাড়ির বাইরে নিয়ে আসেন। আমি প্রতিদিন সকালে তার সাথে সাক বা যাকে বাজার বলে সেখানে যেতাম যেখানে তার দুটো দোকান ছিল। প্রথম দোকানে মূল্যবান কাপড় আর গালিচা বিক্রি করা হতো: সমরকন্দের ব্রোকেড আর স্যাটিন, চীন থেকে নিয়ে আসা রেশম, ভারতের মসলিন কাপড় আর শাল এবং পারস্যের গালিচা।

'পাশের দোকানটায় কেবলই তরবারি বিক্রি করা হতো এবং সেগুলোও ছিল গুণে-মানে সেরা। মালিক আমায় বলেছিলেন যে সুলতান সালাহ্ আল-দ্বীনের একটা তরবারি তার দোকান থেকে কেনা, যদিও সাধি আমায় পরে বলে যে এমনটা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সুলতানের সব অস্ত্রই কারিগরের দল কায়রো আর দামেস্কে এই উদ্দেশে স্থাপিত অস্ত্রশালায় বিশেষভাবে তার জন্য তৈরি করত।

'একটা বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, কাপড়ের দোকানে একদিন সুলতানা ইসমত, তার আত্মা শান্তি পাক, তার দলবল নিয়ে এসেছিলেন।

BanglaBook.org

আমি সেই সময়ের কথা বলছি যখন তিনি মহান নূর আল-দ্বীনের বিবাহিত স্ত্রী আমাদের সুলতানের সাথে তার তখনো বিয়ে হয়নি। সেদিন আমি দোকানে ছিলাম এবং তিনি তার সঙ্গিনীদের সাথে আমার কথা বলার ভঙ্গিতে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমি দরকষাকষি করতে অস্বীকার করি এবং আমার মালিকের নির্ধারিত দামেই কঠোরভাবে স্থির থাকি। আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না এই মহিলারা কোথা থেকে এসেছেন বা তারা কারা।

'সুলতানা আমার দুর্বিনীত দোকানদারি দেখে হাসেন আর এক সপ্তাহের ভেতরে তিনি আমায় দুর্গপ্রাসাদে নিয়ে আসেন। তিনি যখন জানতে পারেন যে আমি খোজা তিনি আনন্দে আত্মহারা হন। আমায় হারেমে বাইরের দুনিয়ায় তার বিশেষ বার্তাবাহক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। নূর আল-দ্বীনের মৃত্যুর পর তিনি আমাদের সুলতানকে নিকাহ করেন। আপনি বাকিটা জানেন। আমি দুঃখিত যে আমার জীবনটা একেবারে ঘটনাবিহীন সাদামাটা।'

আমি এখন বুঝতে পারি আমজাদের বিচক্ষণতায় যারা আস্থা রাখে তারা কেন তাকে এত ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করে থাকে। দুর্গপ্রাসাদের জীবনের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন গোপন কথা সে জানে কিন্তু সেসব ফাঁস করতে সব সময় অস্বীকার করেছে। আমার উপস্থিতি হয়তো তাকে সংযত রেখেছে। সে সম্ভবত জামিলার উপস্থিতিতে প্রসঙ্গক্রমে কোনো কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে চায়, কারণ নতুবা তিনি হয়তো ভাবতে পারেন যে সে যদি তার সামনে অন্যদের বিষয়ে মন্তব্য করতে পারে তাহলে তার অনুপস্থিতিতে অন্যদের সামনে তার সম্বন্ধেও মন্তব্য করতে পারে এবং আস্থার তাহলে কোনো মূল্যই থাকবে না।

সেদিন সন্ধ্যার আহারপর্ব শেষ হতে সৈন্যরা নিজেদের ব্যস্ত রাখতে যেসব খেলায় অংশ নেয় আমি তাতে আমাকে অংশগ্রহণ করাতে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করি। আমি আমার সঙ্গীসাথীদের সহচর্য উপভোগ করার মেজাজে নেই। আমার মনে অসুস্থ সব ভাবনা জড়ো হতে শুরু করেছে। আমি আমার তাঁবুতে ফিরে যাই এবং নিজের জীবন কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ি। আগামী সপ্তাহ বা মাসগুলোতে কি সময়ের আগেই জীবনপ্রদীপ নিভে যাবার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে?

তাঁবুটাকে ভীষণ অসহনীয় মনে হতে থাকে এবং আমি মাথার ভাবনাগুলোকে দূর করতে বিশেষভাবে ব্যগ্র থাকায়, রাতেরবেলা বাইরে হাঁটাহাঁটি করার কথা চিন্তা করি, রাতের শীতল বাতাসে শ্বাস নিয়ে আর রাতের আকাশে তারকারাজির বিচরণ লক্ষ করে নিজের ভেতরের প্রশান্তি ফিরে পেতে।

আমি একটা ঢিবির ওপর বসে র‍্যাচেলের কথা চিন্তা করছি এমন সময় আমার কাঁধে একটা হাত টোকা দেয়। আমি ভেবেছিলাম আমি সেখানে একাই রয়েছি এবং হাতের স্পর্শে আমার ভেতর ভয়ের একটা শিহরণ বয়ে যায়। একজন আপৎকালীন এই পরিস্থিতিতে ফ্রানজ গুপ্তচরের কথাই প্রথমে ভাববে, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা আমার পরিচিত।

BanglaBook.org

'ইবনে ইয়াকুব, আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আজ রাতে আমারও শিবিরের আবহাওয়া বড্ড গুমোট মনে হচ্ছে এবং আমি তাই আপনাকে অনুসরণ করে এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিই। আমার আগেই নিজের উপস্থিতি আপনাকে জানান দেয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আপনি বুঝি কিছুটা সময় একাকী অতিবাহিত করতে চাইছেন।'

লোকটা আর কেউ না আমজাদ। আমাকে এভাবে ধূর্ততার সাথে অনুসরণ করার কারণে সৃষ্ট ক্রোধ স্বস্তির পরশে হ্রাস পায়। সে কোনো কারণে এমনটা করেছে।

'আমার মনে হয়েছে আজ সকালে আপনাকে আর সুলতানাকে আমি আমার যে জীবন বৃত্তান্ত বয়ান করেছি আপনি সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি।'

আমি তাকে আশ্বস্ত করি যে বিষয়টা মোটেই তা নয়। তার সত্যসন্ধতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার আমার কোনো কারণ নেই। আমার অসন্তোষ, তার চেয়ে বেশি কিছু না, একটা কারণে যে আমার সহজাত প্রবৃত্তির ফলে আমার মনে হয়েছে যে সে যতটা প্রকাশ করার অভিপ্রায় দেখিয়েছে সে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু জানে। আমার নিজের চেয়ে জামিলা আরো তীব্রভাবে সেটা অনুভব করেছে এবং কোনো বিষয়ে কোনো পক্ষ অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারটা যাকে সে আমজাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছে তার বিরক্তির উদ্রেক ঘটিয়েছে। আমি জামিলার বিরক্তি সম্বন্ধে তাকে অবহিত করতে খোজাটা কেবল মুচকি হাসে।

'আমি জানি তিনি কেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমি তাকে অতীতে সব কিছুই জানাতাম। তিনি আর বিবি হালিমা উভয়কে যে বিষয়টা আগ্রহী করে তুলত সেটা হলো শয়নকক্ষের আনন্দরস উপভোগে আমার অক্ষমতা।'

'এক দিনের ঘটনা তাদের প্রবল প্রশ্নের তোড়ের ফলে তারা উভয়েই পীড়াপীড়ি শুরু করে যে আমি যেন আমার জননেন্দ্রিয়ের যা অবশিষ্ট আছে সেটা উন্মুক্ত করি, যাতে করে তারা খুঁটিয়ে সেটা পরীক্ষা করতে পারে। আমি আগ্রহ প্রকাশ করি না কিন্তু তাদের চাপ ক্রমেই অসহনীয় পর্যায়ে পৌছায়। আমি একটা সময় তাদের নির্লজ্জ নীতিবিগর্হিত অনুরোধের কাছে নতিস্বীকার করি। তাদের পর্যবেক্ষণে খুব বেশি সময় লাগে না কিন্তু তারা বিষয়টা নিয়ে আমায় ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করে। আমি যদি হারেমের অন্য রমণীদের সকল কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে তাদের অবহিত না করি তাহলে তারা সুলতান বলে দেবে যে আমি আমার জননেন্দ্রিয়ের অবশিষ্টাংশ তাদের দেখিয়েছি। আমাকে এভাবে মৃদু ব্ল্যাকমেইল করার ক্ষেত্রে হালিমাই বিশেষ উদ্যোগী ছিল। জামিলা আমার চোখে-মুখে ভয় দেখতে পান এবং তিনি সাথে সাথে আমায় আশ্বস্ত করেন যে, তারা মজা করছিলেন এবং যা কিছু ঘটেছে সব কিছু ভুলে যেতে আমায় অনুরোধ করেন।

BanglaBook.org

'হালিমা কিন্তু তারপরও অন্য রমণীদের সম্বন্ধে আমায় নিয়মিত প্রশ্ন করতে থাকে এবং আমি বাধ্য হই তাকে সম্ভব অসম্ভব সব তথ্য জানাতে। আমি মাঝে মাঝে তাকে আনন্দ দিতে বানিয়েও বলা শুরু করি। হালিমা আর জামিলা যত দিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তত দিন কোনো সমস্যা হয়নি। তাদের সম্পর্কে চিড় ধরার পরেই কেবল সমস্যার ভয়াবহতা বোঝা যায়। হালিমা তার নতুন বন্ধুদের বলে দেয় যে আমি তাদের সম্পর্কে তাকে কী বলেছিলাম এবং একদিন সন্ধ্যাবেলা তাদের পাঁচজন, হালিমার সামনে যিনি আগেই তাদের উসকানি দিয়েছেন, আমায় ঘিরে ধরে আর আমার খালি পিঠে চাবুক মারতে থাকে। আমি এখনো সেদিনের সেই অপমানের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছি।

'সেদিনের দুর্বিপাকের পরে দুজন মানুষ আমায় দারুণ সাহায্য করেছিল। আমি যখন সাধিকে আমার অভিজ্ঞতার কথা জানাই সে এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে যে, সুলতানকে বিষয়টা জানাতে চায়। আমি আমার সমস্ত চাতুরী প্রয়োগ করে সে যাত্রায় সুলতানকে বলা থেকে তাকে বিরত করি, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি হালিমাকে হুঁশিয়ার করে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে, সে যদি এভাবে নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ করতে থাকে তাহলে দূরের কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের একটা ক্ষুদ্র কুটিরে তার জীবনের বাকি দিনগুলো অতিবাহিত হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

'জামিলাও আন্তরিকভাবে বিস্মিত আর বিমর্ষবোধ করে। আমার সাথে তার যে কারণে একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার উপস্থিতিতে আমি আল্লাহ্ আর তার নবীর নামে কসম কেটে ঘোষণা করি যে, আমি ভবিষ্যতে আর কখনো কুৎসা রটনা করব না।

BanglaBook.org

'জামিলা কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই এই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করতে আমায় সহায়তা করেছিলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা সহসাই এবং আগাম কোনো হুঁশিয়ারি না দিয়েই হালিমা সম্বন্ধে তিনি আমায় প্রশ্ন করা শুরু করেন। আমি নীরব থাকি আর কেবল মাথা নাড়ি। আমার নীরবতা তাকে বিমর্ষ করে এবং আজ সকালের আগে আমাদের ভেতর আর কোনো কথা হয়নি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে আপনার উপস্থিতিতে আমি হয়তো প্রগলভ হয়ে উঠব। আমি জানি তিনি ঠিক কী জানতে আগ্রহী এবং আমি তার অভিপ্রায়ও বুঝতে পারি কিন্তু আল্লাহকে সাক্ষী রেখে করা শপথ আমাকে আটকে রেখেছে। তাকে আশাহত করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।'

সেই রাতে নক্ষত্রের চাদোয়ার নিচে তার কথা শোনার সময় আমি বুঝতে সাধি আর জামিলা কীভাবে এই খোজার চাপা কণ্ঠস্বর দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিল। সে এখন আমাকে তার সম্মোহনী শক্তি দ্বারা আবিষ্ট করেছে। হালিমা সম্বন্ধে তার ঠাট্টাছলে করা মন্তব্য আমায় কৌতূহলী করে তোলে। সে কী জানতে পারে? তার পক্ষে কী জানা সম্ভব?

'আমজাদ, তোমার কাহিনি আমাকেও আতঙ্কিত করেছে। সালাহ্ আল-দ্বীনকে কেন সাধি সব কিছু খুলে বলতে চেয়েছিলেন আমি বুঝতে পারছি। এতে করে বিষয়টার দ্রুত একটা নিস্পত্তি ঘটত। কুৎসা রটনা করা থেকে বিরত থাকতে তোমার কসমকে আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি আর এটা আমার অভিপ্রায় নয় যে তুমি তোমার কসম থেকে সরে এসো। অবশ্য জামিলা আসলেই হালিমা সম্বন্ধে সত্যি কথাটা কেবল জানতে চেয়েছিলেন। তুমি বানোয়াট আর মিথ্যা গল্প না বলার শপথ নিয়েছ। আমি কি ঠিক বলেছি?'

সে কোনো উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকে এবং সহসাই রাতের মরুভূমির রাজকীয় নীরবতা অসহনীয় হয়ে ওঠে। আমি আমার প্রশ্ন পুনরায় নতুন করে কেবল করার কথা ভাবছি যখন সে আবার কথা বলতে আরম্ভ করে।

'ইবনে ইয়াকুব, বরাবরের মতোই, আপনি এবারও ঠিকই বলেছেন কিন্তু জামিলা যা জানতে চাইছেন তার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। আমি যদি তাকে সত্যিটা পুরোপুরি বলে দিই তাহলে আমার সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধার চেহলাম পালিত হবে, আমার কাছে যার গুরুত্ব অপরিসীম। আমি এই দুনিয়ায় অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে এটাক সবচেয়ে বেশি মূল্যবান বিবেচনা করি। মন খারাপ করা সত্যিটা হলো এই যে, একদিন রাতে আমি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, হালিমা আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিল। সে তার নগ্নতাকে ঢেকে রাখা আলখাল্লাটা খুলে আমার পাশে শুয়ে পড়ে এবং আমার দেহে আঁচড় কাটতে থাকে আর বহুদিন আগে যথোচিত দূরত্ব বজায় রেখে সে আর জামিলা একদা যা পর্যবেক্ষণ করেছিল সেটাকে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে।

'ইবনে ইয়াকুব, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে আপনাকে বলছি যে, আমি অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম আমি বুঝি স্বপ্ন দেখছি। সে যখন আমার ওপর উপবিষ্ট হয়ে আমার দু'পায়ের মাঝের ক্ষুদ্র ফলহীন খেজুর গাছের ওপর উঁচু-নিচু হতে থাকে তখনই কেবল আমি বুঝতে পারি যে পুরোটাই সত্যি কিন্তু ততক্ষণে, যদিও বিষয়টা আমার নাগালের ভেতর ছিল না, অভিযোগ জানানো বা প্রতিরোধ করার জন্য অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে তীব্র সন্দেহও আনন্দের আবাহনে ডুবে যেতে পারে। সে সব কিছু সমাপ্ত হবার পর সেখান থেকে চলে যায়। আমাদের মাঝে কোনো কথাই হয়নি। আমার নিজেকে কেমন পশুর মতো মনে হতে থাকে। হালিমাও সম্ভবত আমাকে আচ্ছন্ন করা বিরক্তিবোধে আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু মনে হয় হয়নি।

'সে বেশ কয়েকবারই ফিরে এসেছিল আর আমরা নীরবে যৌনমিলনে মিলিত হয়েছিলাম। বিষয়টা যেভাবে শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবেই শেষ হয়। সহসাই। আমরা এরপরে পরস্পরের চোখের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকতাম যখনই আমরা পরস্পরকে দেখতে পেতাম, কিন্তু সে আমাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করে এবং আমি পরে শুনতে পাই, সে তার নতুন বন্ধুদের কাছে আমায় নিয়ে অশ্রাব্য কটূক্তি করেছে। তাদের একজন যে পরবর্তীতে তার সান্নিধ্য

BanglaBook.org

থেকে সরে এসেছিল আমায় বলে যে, হালিমা তাদের সবার সামনে স্বীকার করেছে যে জামিলার অপচ্ছায়ার হাত থেকে, যার মুখোমুখি সে সব জায়গায় হয়েছে, নিজেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় ছিল আমার সঙ্গে উপগত হওয়া।

'হারেমে কিছুই গোপন থাকে না। আমি নিশ্চিত তাকে অনুসরণ করা হয়েছিল আর ঈর্ষান্বিত কোনো রসনা কল্যাণে বিষয়টা জামিলার কানে পৌঁছেছিল, যিনি, স্বভাবতই, আমার নিজের মুখ থেকে একটা অস্বীকৃতি বা স্বীকৃতি শুনতে চেয়েছিলেন। ইবনে ইয়াকুব, আমার পক্ষে তার এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা সম্ভব না। তাকে ভীষণ আহত করত ব্যাপারটা এবং আমাদের বন্ধুত্বকে ছোট করত। আমার কাছে, হালিমার সাথে কাটানো সব রাতের চেয়ে জামিলার সাথে আলাপচারিতায় অতিবাহিত একটা দুপুরের মূল্য অনেক বেশি। আমি দুটো আনন্দকে এমনকি একই পাল্লায় মাপতেও আগ্রহী নই। জামিলার ধীশক্তি আমাকে কাম-উদ্দীপক বস্তুর মতো প্রভাবিত করে। তিনি যখন আমার সাথে হেসে ওঠেন তখন আমার হৃদয়ে সূর্যের আবাহন ঘটে। আমি তাকেই সত্যিকারের ভালোবাসি এবং তার নির্দেশে আমি হাসিমুখে মরতেও পারি। আপনি এবার সব কিছু জানলেন। আমার অপরাধী গোপনীয়তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেল।'

আমজাদের স্বীকারোক্তি আমায় হতবাক করে দেয়। আমি যেখানে ব্যর্থ হয়েছি সেখানে একজন খোজা সাফল্য পেয়েছে। আমি আকাশের তারার দিকে তাকাই, নীরবে প্রার্থনা করি খোদার আরশ যেন আমার ওপর ভেঙে পড়ে। আমার ইচ্ছা করে সমস্ত স্মৃতিগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে।

সেই রাতে একটা স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায়। একজন রমণী আমাকে নপুংসক করছে, যার মুখ একটা কদর্য হাসিতে বিকৃত হয়ে আছে। সেটা হালিমার মুখ।

BanglaBook.org

আটাশ

# ফ্রানজের ভেতরে বিভক্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর করা হয়

ফ্রানজদের শিবিরের অভ্যন্তরে আমাদের দুজন গুপ্তচর, তারা উভয়েই কপটিক ধর্মাবলম্বী বণিক, তাকি আল-দ্বীনকে জেরুজালেম রাজ্যের মধ্যকার নানা ঘটনার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। রাজা গাইয়ের দুজন প্রধান নাইটের মধ্যকার উন্মত্ত দ্বন্দ্ব রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছে। ত্রিপোলির কাউন্ট রেমন্ড রাজাকে সতর্ক আর রক্ষণাত্মক হবার পরামর্শ দিয়েছেন যার মানে জেরুজালেমেই অবস্থান করা এবং সালাহ্ আল-দ্বীনের বিছিয়ে রাখা ফাঁদে কুচকাওয়াজ করতে করতে এসে ধরা না দেয়া। রাজা নিজে অবশ্য শ্যাতিলনের রেনাল্ডের সমর্থিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বেশি পক্ষপাতগ্রস্ত। এই নাইট রক্তের গন্ধ পেয়েছে। সে কাউন্ট রেমন্ডের চারিত্রিক সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাকে সালাহ্ আল-দ্বীনের বন্ধু আর ভণ্ড খ্রিস্টান হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। রেনাল্ডের বিশ্বাস, শক্তির পাল্লা ফ্রানজদের দিকে আনত। সে যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বোঝাতে চেয়েছে যে, তাদের নাইট আর পদাতিক সৈন্যরা সুলতানের বাহিনীকে কৌশলে পরাভূত করতে আর পার্শ্বভাগ পরিবেষ্টন করতে সক্ষম।

একটা পর্যায়ে দুজনের ভেতরে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম ঘটে। তারা হয়তো সেখানে সেই মুহূর্তেই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো, যদি না রাজা কাঠের একটা ক্রুশ হাতে নিয়ে নিজে তাদের মাঝে দাঁড়াতেন। রাজা তার এই দুই নাইটকে শপথ গ্রহণে বাধ্য করেছেন যে, তারা নিজেদের ভেতরে ঝগড়া বন্ধ করবে আর একসাথে সারাসেন কাফেরদের পরাস্ত করতে যুদ্ধ করবে। তাকি আল-দ্বীন দুই গুপ্তচরকে বিশদভাবে জেরা করে। সে তাদের কাছে গাইয়ের বাহিনীর সঠিক আকৃতি জানতে চায়, শহরের বাইরে তাদের যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে কী পরিমাণ রসদ তাদের প্রয়োজন হবে, হসপিটলার আর টেম্পলারদের নেতৃত্ব কে প্রদান করবে এবং ফ্রানজ বাহিনীর গতিবিধি, মানে তারা যদি এতটাই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় যে, তারা পবিত্র শহর পরিত্যাগ করে বাইরে হয়ে এসে সুলতানকে তার পরিচিত প্রেক্ষাপটে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাদের গতিবিধির সঠিক তথ্য জানতে ঠিক কত দিন সময় লাগবে।



BanglaBook.org

বণিক দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং হেসে ওঠে। তাদের ভেতর বয়স্কজন কথা বলে।
'আমির এতটা উদ্বিগ্ন না হলেও পারেন। গাই আর রেনাল্ডের রসদ তদারকির দায়িত্ব আমার ভাইয়ের ওপর অর্পিত রয়েছে। সে যে মুহূর্তে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবে আমাদের জানাবে। বার্তাবাহী কবুতর প্রস্তুত রয়েছে।'
তাকি আল-দ্বীন মুচকি হাসে।
'আমার চাচাজান সব সময় বলেন, আমি মানুষ চিনতে ভুল করি না। তোমরা কখনো আমাকে ভুল কোনো তথ্য সরবরাহ্ করোনি বা তোমাদের বিশ্বাস করার জন্য আমায় কখনো হতাশ হতে হয়নি। সুলতান এ জন্য তোমায় বিপুলভাবে পুরস্কৃত করবেন। তোমাদের তাঁবু প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তোমরা অনেক দূর থেকে এসেছ। অনুগ্রহ করে বিশ্রাম নাও আর রাতের খাবারের আগে নিজেদের হারানো শক্তি ফিরে পাও।'
আমরা যে খবরের প্রত্যাশায় ছিলাম দু'দিন পর সেটা আমরা জানতে পারি। গাইয়ের মনোযোগ আকর্ষণের লড়াইয়ে রেনাল্ড জয়ী হয়েছে। ফ্রানজরা এখন পরিচিত যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের মোকাবিলা করতে পবিত্র শহর থেকে বের হয়ে আসতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুলতান যখন খবরটা জানতে পারেন তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি চান খবরটার সত্যতা একবারের বেশি দু'বার নিরূপণ করা হোক। অন্য আরেকটা উৎস থেকে খবরটার সত্যতার নিশ্চয়তা জানতে আমাদের আরো এক দিন অপেক্ষা করতে হয়। সালাহ আল-দ্বীন তখনই কেবল জর্ডান নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রধান সড়কের ওপর অবস্থিত, আস্তারার ছয় মাইল উত্তরে টেল তাসিলে পরের দিন সকালে তার পুরো বাহিনীকে সার্বিক পর্যালোচনার জন্য সমবেত হতে আদেশ দেন।
'ইবনে ইয়াকুব, আমি একটা টিবির ওপর দাঁড়িয়ে পুরো বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করতে চাই,' তিনি বলেন। "মানুষ অনেকটা মূলার মতো, বিভিন্ন আকার আর আকৃতির হয়ে থাকে," আমাদের বন্ধু সাধি কথাটা প্রায়ই বলত। আমার নিজের বাহিনী ছাড়া বেশির ভাগ মানুষই নতুন এসেছে। তারা অনেকটা মূলার মতো, আমি যাদের চাষ করিনি। দেখা যাক আমাদের বাহিনীর বৈচিত্র্যের সাথে তাদের তুলনা কেমন ফলাফল বয়ে আনে।'
আধাঘণ্টার ভেতরে আমাদের পুরো শিবিরে খবরটা চাউর হয়ে যায় যে, ফ্রানজরা আমাদের মোকাবিলা করতে পবিত্র শহর থেকে বের হয়ে আসছে। এ ধরনের খবর খুব বেশি সময় গোপন রাখা যায় না। সবার মেজাজে একটা সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে যায়। তারা যদি এত দিন প্রশান্ত আর খানিকটা অতি আস্থাবান হয়েও থাকে, খবরটা জানা মাত্র যে তাদের হয়তো কয়েক দিনের ভেতরে সত্যিকারের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে তারা খানিকটা বিচলিত, কিছুটা রুক্ষ আর হ্যাঁ নিশ্চিতভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

সুলতান খুব ভালো করেই জানেন যে কীভাবে যুদ্ধের প্রাক্কালে একটা চৌকস বাহিনীও মনোবলের ওঠানামার কারণে হতোদ্যম হয়ে পড়তে পারে। তিনি শিবির গুটিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। আমি তাকে এমন মেজাজে আগে কখনো দেখিনি। তিনি যেন একই সময়ে সবস্থানে অবস্থান করতে থাকেন। আমি এখনই তাকে আর তার আমিরদের রসদ পর্যবেক্ষণ করতে ছুটে যেতে আর রসদ-সরকারকে সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হুঁশিয়ার করতে দেখি। তাদের আলখাল্লা বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকে দূর থেকে তাদের অতিকায় দাঁড়কাকের মতো মনে হয়। তারা উট, মালবাহী খচ্চর আর গাড়ি প্রস্তুত করতে, তাঁবুর খুঁটি আলগা করতে ভোর হবার সাথে সাথে তাঁবু খুলে গুছিয়ে রাখার আদেশ দেয়। আমি পরের মুহূর্তে বিস্মিত হয়ে দেখি সুলতান নতুন তৈরি করা অবরোধী যন্ত্রের নির্ভরতা পরীক্ষা করতে সেটা বেয়ে ওপরে উঠছেন। আমি অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠি কিন্তু তরুণ আল-আফদাল, যে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে নিজের আব্বাজানকে দেখছিল, আমার অহেতুক দুশ্চিন্তা দেখে হেসে ওঠে।

'আমরা সবাই কোনো যুদ্ধের আগে তার এমন আচরণের সাথে অভ্যস্থ। তিনি ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন। তিনি বলেন এর ফলে অন্য লোকেরা অনুপ্রাণিত বোধ করে। সুলতান যদি মরতে প্রস্তুত হয় তাহলে তারাও প্রস্তুত।'

'আর আমার প্রিয় যুবরাজ, তিনি কি আপনাকে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে দেবেন?'

তার শ্মশ্রুমণ্ডিত পরিপাটি মুখের রং পরিবর্তিত হয়।

'না। তিনি বলেন তার যদি কোনো কারণে মৃত্যু হয় সে জন্য আমায় বেঁচে থাকতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার দায়িত্ব তাই তার আদেশ যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া এবং সব সময় তার তাঁবু আর তার নিশানের কাছে অবস্থান করা। আমি আমার চাচাতো ভাই তাকি আল-দ্বীনের কাছে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তাকে আগেই আদেশ দেয়া রয়েছে। এটা ঠিক না। আমি ইতিমধ্যে দুটো লড়াইয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি কিন্তু এই লড়াইটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

'ইবনে ইউসুফ, ধৈর্য ধরেন। আপনার সময়ও অচিরেই আসবে। আপনিও দুর্ভাগ্যের কবল থেকে মুক্তি পাবেন। আপনি যেভাবে মানুষ হয়েছেন ঠিক সেভাবেই আপনি নিজের সন্তানদের নিয়ন্ত্রণ, বিচার আর তাদের বড় করে তুলবেন। সুলতান আপনার জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো কেবল সেটাই নিশ্চিত করতে চান। একটা চারাগাছকে উষ্ণ বাতাসের কবল থেকে রক্ষা করতে হয় যাতে সেটা বড় হতে আর ফল দিতে পারে।'

সুলতানের উত্তরাধিকারী অস্থির হয়ে ওঠে।

'ইবনে ইয়াকুব, অনুগ্রহ করে সাধির মতো আচরণ করার চেষ্টা করবেন না। তার মতো মানুষ একজনই ছিল।'



BanglaBook.org

উদ্ধত কথাগুলো উচ্চারণ করে তরুণ যুবরাজ আমায় আমার ভাবনার মাঝে ব্যাপৃত রেখে বিদায় নেন কিন্তু খুব বেশি সময়ের জন্য না। খোজা আমজাদ তার চরিত্রের সাথে মানানসই নয় এমন গম্ভীর মুখে এসে আমার কানে ফিসফিস করে বলে যে, মূক ও বধির, ইবনে সৈয়দ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা যখন তার তাঁবুর দিকে হেঁটে যাচ্ছি তখন সে আমায় সতর্ক করে বলে যে, সুলতানার মেজাজ দারুণ খারাপ হয়ে আছে এবং সে আমায় তার সাথে একা রেখে বিদায় নেবে। জামিলার মেজাজ খারাপের কারণ খুব শীঘ্রই পরিষ্কার হয়।

'সালাহ আল-দ্বীন আদেশ দিয়েছেন, আমার সেনাবাহিনীর সাথে অগ্রসর হবার অনুমতি নেই। তিনি বলেছেন, বিপদের মাত্রা খুব বেশি আর আমার উপস্থিতি অযৌক্তিক। আমি তাকে ধৈর্য নিয়ে ব্যাখ্যা করেছি যে, তিনি এমন মানুষের মতো কথা বলছেন যার মস্তিষ্ক উটের পায়ুদেশের সাথে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তিনি এতে আরো বিরক্ত হন আর আমায় ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দেন। তিনি আমজাদকে আমার দামেস্ক যাত্রার জন্য বন্দোবস্ত করার আদেশও দিয়েছেন। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে, তোমরা সবাই যখন আল-কুদস দখলের জন্য যাত্রা করবে তখন খোজাদের সাথে একটা মেয়ে দামেস্কে ফিরে যাবে।

'ইবনে ইয়াকুব, আমি তোমাকে আগেই সতর্ক করছি, আমি এ যাত্রা তার কথা শুনছি না। আমজাদ বেচারা ভয়ে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। সালাহ আল-দ্বীনের আদেশ অমান্য করার সাহস তার নেই। আমি তাকে বলে দিয়েছি, আমি নিজেই নিজের দেখভাল করতে পারি। আমি তোমাদের অনেকের চেয়ে অনেক ভালো ঘোড়সওয়ারি করতে পারি এবং আমি প্রায়ই তীরন্দাজি অভ্যাস করি। তোমার কি অভিমত?'

তিনি রাগে একেবারে ফুঁসতে থাকেন এবং আমি এসব পরিস্থিতিতে ইবনে মায়মুনের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করি আর তাকে পানি পান করতে দিই। তিনি অল্প অল্প করে পানিতে চুমুক দেন আর তার মেজাজ খানিকটা প্রশমিত হয়।

'সুলতানা, আমি নিজেকে আপনার বন্ধু ভাবতে পেরে সম্মানিত বোধ করি, কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করব এবার অন্তত সুলতানের অভিপ্রায়ে বাধা দেবেন না। তাকে আপনার নিরাপত্তার জন্য চিন্তা করা ছাড়াও আরো অনেক বিষয় বিবেচনা করতে হচ্ছে। আমি জানি অন্ধভাবে আদেশ পালন আপনার ধাঁচে নেই। তার আদেশ প্রতিরোধ করাই সব সময় আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমি জানি তিনি আপনাকে কতটা ভালোবাসেন আর আপনার পরামর্শ তিনি সব সময় কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকেন। আমি তাকে প্রায়ই বলতে শুনি যে, তিনি নন আপনিই প্রকৃত অর্থে চৌকস মস্তিষ্কের অধিকারী। তার অভিপ্রায় অন্তত এইবার মেনে নিন।'

তিনি হেসে ওঠেন।
'বেশ, তুমি দেখছি বেশ চালাকিও জানো। এটা একটা নতুন বিষয়। আমি তোমার পরামর্শ মেনে নিতে প্রস্তুত আছি যদি তুমি সততার সাথে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। আমরা কি পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি?'
আমি তার এই অদ্ভুত অনুরোধে এতটাই অবাক হই যে, অগ্রপশ্চাৎ কিছু বিবেচনা না করেই আমি আগ্রহের আতিশয্যে মাথা নেড়ে নিজের সম্মতি প্রকাশ করি।
'আমজাদ যখন কয়েক দিন আগে রাতের বেলা মরুভূমিতে পায়চারি করছিল তখন সে কি তোমায় বলেছে যে সে হালিমাকে কতবার তার সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হবার সুযোগ দিয়েছিল?'
আমায় নিখুঁতভাবে অতিকায় একটা ফাঁদে এনে ফেলা হয়েছে। তিনি আমায় একেবারে চমকে দিয়েছেন আর আমার মুখ দিয়ে একটা শব্দও তাকে বের করতে হয়নি। আমার অপরাধী মুখাবয়বই তিনি যা জানতে চান তাকে বলে দেয়।
'আমজাদ!' আমি তাকে চিৎকার করতে শুনি। 'হতভাগা বদমাশ বেশ্যা। তাদের যখন সুযোগ ছিল তখন তাদের উচিত ছিল পুরোটাই কেটে বাদ দেয়া। আমার সামনে এসো!'
আমি চিন্তা করি এটাই হয়তো সবার অলক্ষ্যে তার তাঁবু থেকে ভেগে যাবার সেরা সুযোগ।

পরের দিন ভোরবেলা, মরুভূমির প্রভাত সূচনাকারী লালচে রঙের আলোয় আমরা টেল তাসিলের উদ্দেশে যাত্রা করি। সবার মনোবল ছিল তুঙ্গস্পর্শী, কিন্তু বেসুরো হাসির আওয়াজ, যা কিছুটা উঁচু আর অতি উৎসাহী শোনায়, আমিরদের কারো কারো অন্তরের উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তোলে, কারণ কেবল তারাই এমন বেসুরো ভঙ্গিতে হাসেন। টেল তাসিল পৌঁছাতে আমাদের বেশি সময় লাগে না। সালাহ্ আল-দ্বীন সাধারণত যখন তার বাহিনী পরিদর্শন করেন তখন তিনি টিবির ওপর ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট অবস্থায় থাকেন। তিনি এবার প্রথা ভঙ্গ করেন। তিনি পদাতিক সৈন্যদের একটা অবরোধী যন্ত্র নিয়ে আসতে আদেশ দেন যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি আমাকে তার সাথে ওপরে ওঠার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু আমার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখে তিনি হেসে ফেলেন আর আমন্ত্রণটা প্রত্যাহার করে নেন। তিনি আমার পরিবর্তে আল-আফদালকে তার সাথে ওপরে নিয়ে যান। আমি বিশালাকৃতির কাঠের অবকাঠামোর পাদদেশে অবস্থান করি যা সচরাচর শত্রুর দুর্গপ্রাসাদের দেয়াল বেয়ে ওপরে ওঠার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
তিনি ওপরে নিজের অবস্থান গ্রহণ করার পরে হাত তোলেন। তূর্যবাদনের মাধ্যমে বার্তা ঘোষিত হয় আর ঢালের বোলের সাথে শুরু হয় কুচকাওয়াজ।

BanglaBook.org

তারপর আব্বাসীয় খলিফার কালো নিশান আর সুলতানের নিজের নিশানের পিছু পিছু তাকি আল-দ্বীন আর কেকুবড়ি, উদ্যত তরবারি আর বর্মশোভিত অবস্থায় তাদের ভয়ংকর দেখায়, গম্বুজের নিচ দিয়ে সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়। একটা অবিস্মরণীয় দৃশ্য। দশ হাজার অশ্বারোহীকে অনুসরণ করে উটের পিঠে উপবিষ্ট তীরন্দাজের দল আর তাদের পেছনে পদাতিক সৈন্যদের দীর্ঘ সারি।

কুর্দি সৈন্যরাও নিজেদের অবাধ্য আচরণকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়। তারা সুলতানের সামনে দিয়ে চোখে পড়ার মতো ভঙ্গিতে সজ্জিত হয়ে অতিক্রম করে। পুরো বাহিনীর প্রায় এক ঘণ্টার মতো সময় লাগে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে এবং ধুলোর মেঘ ততক্ষণে চারপাশ অন্ধকার করে ফেলেছে। সালাহ্ আল-দ্বীন যখন গম্বুজ থেকে নিচে নেমে আসেন তাকে প্রফুল্ল দেখায়। তিনি একবারের জন্য হলেও সদ্য প্রত্যক্ষ করা দৃশ্যপট দ্বারা দারুণ প্রভাবিত হয়েছেন। তার চিরাচরিত সতর্কতা মনে হয় যেন সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার কারণে দ্রবীভূত হয়েছে।

'আল্লাহ সহায় থাকলে আমি এই বাহিনীর সহায়তায় যে কাউকে পরাস্ত করতে পারব। ইবনে ইয়াকুব, এক মাসের ভেতর তোমার সিন্যাগগ, যাকে তুমি জেরুজালেম বলো এবং আমাদের মসজিদ, যা সব সময় আমাদের কাছে আল-কুদস থাকবে, আবারও আমাদের দখলে আসবে। আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

আমরা সেদিনই, দিনটা ছিল শুক্রবার, ধর্মযুদ্ধ শুরু করার জন্য যা সাধারণত সুলতানের প্রিয় দিন আমরা গ্যালিলি হ্রদের অভিমুখে যাত্রা করি। আমরা সূর্যাস্তের ঠিক পরপরই আল-উখউয়ানায় পৌঁছাই। আমরা সেখানেই রাতের মতো শিবির স্থাপন করি।

BanglaBook.org

উনত্রিশ

# যুদ্ধ শুরুর সূচনালগ্ন

সুলতান তার অগ্রগামী পর্যবেক্ষক দলের কাছ থেকে আগেই জানতে পারেন যে ফ্রানজরা তাদের সৈন্য আর নাইটদের সাফুরিয়ায় সমাবেশ করছে। তার আমিরদের কেউ কেউ তাদের আরেকটু এগিয়ে নিয়ে আসতে চায়, কিন্তু সালাহ আল-দ্বীন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানান।

'তাদের সেখানেই কিছুদিন থাকতে দাও। আমরা ইতিমধ্যে নদী অতিক্রম করব এবং কাফার সেবতের কাছে, পাহাড়ের ওপর তাদের জন্য অপেক্ষা করব। আমি যখন তিবেরিয়া দখল করব তারা দৌড়াতে দৌড়াতে তখন আসবে। তারা ক্রুদ্ধ হবে এবং এই অঞ্চলে ক্রোধ অনেক সময় প্রাণঘাতী হয়। আল্লাহ আমাদের ঝলমলে একটা বিজয় দান করেছেন তোমরা এই খবরটা যখনই পাবে, তোমরা এই এলাকার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে এখানকার প্রতিটি নহর, ঝর্ণা আর কুয়োতে পাহারার ব্যবস্থা করবে। তারপর, তোমরা যেখানে আছো সেখানে বর্শার ফলা সিংহের নখরের মতো শানিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করবে। তাকি আল-দ্বীন আমার সাথে যাবে। কেকুবড়ি এখানের বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। একটা কথা স্মরণ রাখবে, ফ্রানজদের ভূখণ্ড ঘন বনাঞ্চলপূর্ণ। সেখানে ছায়াময় এলাকা অপ্রতুল নয়। আল্লাহ তাদের সূর্যের শক্তি দেখাবেন। তারা তাদের বর্মের ভেতরে দগ্ধ হোক যতক্ষণ সেটার স্পর্শ তাদের জন্য অসহ্য হয়ে ওঠে।'

আমিররা তাদের বিস্ময় লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়। তারা সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর তার সম্মানে প্রশংসাসূচক গুঞ্জন শুরু করে।

'আপনার ওপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা কখনো নিরাশ হয়নি। আপনি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ফ্রানজদের বিরুদ্ধে নিজের সমস্ত প্রজাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। আপনার প্রতি আমাদের অবিচল...'

সুলতান বিরক্তিকর একটা ভঙ্গি করে তাদের থামিয়ে দেন।

সুলতান রোমানরা তিবেরিয়াস বলে যে শহরকে, সেই তিবেরিয়া দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রানজদের এই শক্ত ঘাঁটি দখলে স্বেচ্ছাসেবকের কোনো ঘাটতি হয় না। সালাহ আল-দ্বীন আর ত্রিপলির কাউন্ট রেমন্ডের মাঝে বিদ্যমান মৈত্রীচুক্তির কারণে অতীতে গ্যালিলি

হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত শহরটাকে আলাদা রাখা হয়েছিল। রেমন্ড এখন সাফিরিয়ায় ফ্রানজদের সাথে নিজের বাহিনী নিয়ে যোগ দেয়ায়, আমাদের নৈতিকভাবে শহরটা দখল করতে আর কোনো বাধা নেই।

সৈন্যদের ভেতরে যুদ্ধের জন্য ব্যগ্রতা বৃহত্তর স্বার্থ, সত্যকে সমুন্নত আর অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা, অবিশ্বাসীদের বিনাশ করে বিশ্বাসীদের অবস্থান শক্তিশালী করার অভিপ্রায়, এসবের চেয়ে দ্রুত বিজয়ের আশার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। তারা সর্বোপরি আরো আশা করে যে, এই নশ্বর পৃথিবীর কিছু সম্পদ হয়তো তাদের কুক্ষিগত হবে। সালাহ আল-দ্বীন স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে বাধা দেন। তিনি কেবল তার পোড় খাওয়া দক্ষ আর পরীক্ষিত সৈন্যদের অভিযানের জন্য বাছাই করেন।

'তারা আমাদের বিশ্বাসের জ্বলন্ত অঙ্গার। আমি তাদের সহায়তায় তিবেরিয়া চমক দেখিয়ে দখল করব'

তিনি যখন পুরনো রোমান দুর্গ দখলে অগ্রসর হচ্ছেন, কেকুবড়ি সেই সময় নদী অতিক্রম করে। সে কয়েক ঘণ্টা পরে ফ্রানজদের অবস্থানের দশ মাইল পূর্বে তার শিবির স্থাপন করে হাত্তিন নামের একটা গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত একটা টিলার ওপর। আমি ভীষণ বিরক্ত হই যখন সুলতান আমায় মূল বাহিনীর সাথে অবস্থান করার আদেশ দেন। আমার কেবল মনে হয় যে তিনি অপ্রয়োজনীয় বোঝা সাথে রাখতে চান না আর তার আক্রমণকারী বাহিনী কেবল নিজের পোড়খাওয়া যোদ্ধাদের দিয়ে সজ্জিত করতে চান। আমি তার যুক্তি সমর্থন করি, কিন্তু আমার নিরাশা তাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না।

অগ্রগামী পর্যবেক্ষক দলের কাছ থেকে দুই দিন আগে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই স্থানে শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তারা দুটো শীতল পানির স্রোতপূর্ণ নহর আর জলপাই এবং ফলের বাগানের দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানের কথা জানিয়েছিল। সূর্য যখন দিগন্তের কাছে আমরা সেখানে পৌঁছাই। সূর্যের নিদাঘে মানুষ আর ভারবাহী পশুর দল সমান পরিশ্রান্ত। আমির কেকুবড়ির মুখ থেকে দরদর করে ঝরে পড়া ঘাম তার বাহনের গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে।

আমরা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানো মাত্র, কেকুবড়ি গায়ের কাপড় খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে নহরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সামান্য পানি পান করে। তার পুরো দেহ পানিতে নিমজ্জিত হতে সে আরামে চোখ বন্ধ করে। আমরা তাকিয়ে থাকি, তাকে অনুসরণ করতে প্রাণ আনচান করে, কিন্তু আমাদের সুলতান যেখানে তার পুরো বাহিনীকে তার সাথে যোগ দিতে ইশারা করতেন, তার প্রিয় সেনাপতি নিজের দূরত্ব বজায় রাখে। অনেকক্ষণ পরে বা সেদিন অন্তত তাই মনে হয়েছিল, সে মাথা নিচু করে পানিতে একটা ডুব দেয় আর তারপর দ্রুত পানি থেকে উঠে আসে। দুজন পরিচারক তাকে একটা সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয় এবং তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে মুছে দেয়। সে তার নির্ধারিত

BanglaBook.org

তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে প্রবেশ করে, যা একটা কমলা বাগানের সুরভিত ছায়ায় স্থাপন করা হয়েছিল।

সে যেই মাত্র দৃষ্টিপট থেকে আড়াল হয় চারপাশে তখন স্বস্তির একটা চাপা গুঞ্জন আলোড়ন তোলে। আমরা কারো অনুমতির আর তোয়াক্কা করি না। সবাই পানির দিকে দৌড় দেয়, তাদের তৃষ্ণার্ত কণ্ঠস্বরকে প্রশমিত করতে, পানির স্রোতে দেহ বিছিয়ে দিতে আর যাত্রার ধকল থেকে পুনর্জীবিত হতে। নতুন সৈন্যদের একটা বিশাল অংশ এখনো তাদের জীবনের ষোলোতম বা সতেরোতম বছর পুরো করেনি। তাদের প্রাণোচ্ছল আনন্দোচ্ছ্বাস দেখতে ভালোই লাগে। পানির স্রোতের আরামদায়ক শব্দের সাথে তাদের হাসির শব্দ মিশে যেতে থাকে।

জিহাদের অভিজ্ঞ সৈন্যরা নীরবে গোসল সারে, নিজের ভাবনা তারা নিজেদের ভেতরেই রাখে, কোনো সন্দেহ নেই, চেষ্টা করে ভবিষ্যতের কথা খুব বেশি না ভাবতে। তাদের অনেকের বয়স এখনো ত্রিশও হয়নি কিন্তু তারা ইতিমধ্যে এই জীবন আর তারপরও যদি কিছু থাকে তার জন্য যথেষ্ট নৃশংস অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তাদের কেউ কেউ ফ্রানজ নাইটদের দ্বারা নিজেদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত এবং নিঃস্ব শহরেরর আর গ্রামের দুস্থ অধিবাসীদের দেখেছে। তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে যার চূড়ান্ত স্মৃতি তাদেরই সহযোদ্ধাদের স্তূপীকৃত মৃতদেহ গণকবরের জন্য পড়ে আছে। তারা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তীরের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে, তার যকৃত দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই যুদ্ধে আপন ভাই, চাচা আর চাচাতো ভাইকে হারিয়েছে। অন্যরা সন্তানের জন্য পিতাকে আর পিতার জন্য পুত্রকে বিলাপ করতে দেখেছে।

আমি গোসল করে গা মুছে একটা জলপাই গাছের ছায়ায় বসে এলোমেলো ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়ি। আমার মেয়ে সন্তানসম্ভবা। তার কি পুত্রসন্তান হবে? জামিলা নিশ্চয়ই দামেস্কের দুর্গপ্রাসাদের নিরাপদে থাকবে। খোজা আমজাদের প্রতি কি তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন এবং তাকে কীভাবে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন? আমার মনজুড়ে বরাবরের মতোই সাধি বিরাজ করে এবং আমরা মাত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি যখন একজন পরিচারক মার্জিত ভঙ্গিতে মৃদু কাশে। আমার প্রভু আমার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছেন।

সালাহ আল-দ্বীন সেদিন দুপুরে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে যাত্রার জন্য তার সৈন্যদের প্রস্তুতি নিতে সংক্ষিপ্ত সময় দিয়েছিলেন। তিনি যখন দায়সারাভাবে খেজুর খেয়ে পানি পান করেন তাকে চিন্তিত দেখায়। আমিও তার চোখে বিষণ্নতার একটা রেশ দেখতে পাই। সাধির মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে আগে বেশ কয়েকবারই বলেছেন যে, একটা একাকীত্ব তার আত্মাকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করে ফেলে, এমন একটা একাকীত্ব যা তার মনকে

BanglaBook.org

যেসব মানুষের সংস্পর্শ উজ্জীবিত করে তাদের সাহচর্যেও কাটতে চায় না। আমি এই মানসিকতার সাথে পরিচিত।

'ইবনে ইয়াকুব, আল্লাহতালা আমাদের ভাগ্যে কী রেখেছেন? যুদ্ধে অস্ত্রের ধার বা মানুষের ভার কদাচিৎ জয় বয়ে আনে। আল্লাহর পথে ব্যাপৃত থাকার একটা বোধ একটা অভিপ্রায় জয়-পরাজয়ে নিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করে। তোমার কি মনে হয় যে সৈন্যরা আগামী কয়েক সপ্তাহের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে?'

আমি সম্মতি প্রকাশ করে মাথা নাড়ি।

'বিজয়ীদের বীর সেনাপতি, সাধি আপনাকে যা বলত আমাকে সেই কথাগুলো বলার অনুমতি দিন। সে সব সময় আজকের দিনটিতে আপনার পাশে থাকতে চেয়েছিল। সে ভালো করেই জানত আজকের এই দিনটি কথা এবং আপনি তখন কী জানতে চাইবেন আর এটা তার উত্তর: "আমি তোমার সৈন্যদের ভালো করে চিনি," সে বলত। "তারা খুব ভালো করেই আল-কুদস পুনর্দখল করাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বোঝে। তারা এ জন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত।" আমি তাদের পরস্পরের সাথে আলাপ করতে শুনেছি এবং সাধি চাইত না আমি একটা শব্দও পরিবর্তন করি।'

সুলতান মুচকি হেসে নিজের দাড়িতে হাত বোলান।

'আমার নিজেরও অবশ্য এই একই অনুভূতি হয়েছে। আমরা বরং আশা করি যে আমাদের যুদ্ধযাত্রার ন্যায্যতায় তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট প্রতিপন্ন হবে। আমরা দোয়া করি যেন নিয়তির নিষ্ঠুরতা আর আচমকা দুর্ভাগ্য অবিশ্বাসীদের সহায়তা করতে জোটবদ্ধ না হয়। কেকুবড়িকে বলবে যে, আজ রাতে যেন সৈন্যদের জন্য ভালোমতো খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়।'

আমির কেকুবড়িকে এই বার্তা জানাবার কোনো মানে হয় না। সে তার সেনাপতির মতো নয়, সে খেতে পছন্দ করে। সে এক গ্রাস মুখে দিয়ে বা সে রকমই বিশ্বস্ততার সাথে বলা হয়ে থাকে, মাংস রান্নায় ব্যবহৃত প্রতিটি মশলা আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে। সে ইতিমধ্যে বাবুর্চিদের আদেশ দিয়েছে এবং সূর্যাস্তের ঠিক আগে আগে রান্না করা মাংসের খুশবু সেনাছাউনিতে ম-ম করতে থেকে আমাদের ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়। সুলতান পর্যন্ত মাংসের প্রতি যার বিরাগ সর্বজনবিদিত তিনিও স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে রান্নার খুশবু সম্বন্ধে মন্তব্য করেন।

বাবুর্চিরা ফোরাত নদীর মাঝিদের ভীষণ পছন্দ মাংসের ঝোল করে রান্না করা শিকবাজ প্রস্তুত করেছে। এটা মধু আর ভিনেগারে ভেজানো তাজা পুদিনাপাতা দিয়ে রান্না করা হয়, স্বাদ কিছুটা টক-মিষ্টি। রান্নাটার একটা নিদ্রাদায়ক প্রভাব রয়েছে। কুর্দিরা যারা ঝলসানো মাংস খেতে পছন্দ করে তারাও পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আজ রাতে তারা যে শিকবাজের স্বাদ গ্রহণ করেছে সেটা বেহেশতে তৈরি।



BanglaBook.org

পরদিন সকালের ঢোলের শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙে। ক্লান্তি পুরোপুরি কেটে গেছে আর সৈন্যদেরও কেমন নির্ভার মনে হয়। কেকুবড়ি, অনেকের মনে স্বস্তি প্রদান করে সেদিন সকালের নামাজের জন্য জোর করে না। সে তিবেরিয়াসে সুলতানের সাথে যোগ দিতে ব্যগ্র। সে রসদপত্র গোছাবার জন্য অপেক্ষা না করে, এক হাজার অশ্বারোহী আর আমাকে নিয়ে ছাউনি ত্যাগ করে।

আমরা প্রায় আধাঘণ্টা মতো অগ্রসর হতেই বিপরীত দিক থেকে আগুয়ান একটা ধুলোর ঝড় সবাইকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। কেকুবড়ি তার দুজন পর্যবেক্ষককে পাঠায় আগুয়ান অশ্বারোহী দলের নিশান তাদের সামর্থ্য আর সংখ্যা নিরূপণ করতে। তারা যদি ফ্রানজ নাইটদের কোনো দল হয় তাহলে আমরা তাদের এখানেই বাধা দেব আর সালাহ্ আল-দ্বীনকে হুঁশিয়ার করতে আরেকজন পর্যবেক্ষককে প্রেরণ করব। আমরা অপেক্ষা করি কিন্তু আমাদের প্রেরিত পর্যবেক্ষকরা ফিরে আসে না। ধুলোর ঝড় ধীর গতিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

কেকুবড়ি আর তার সহযোগী তিন আমির যারা তার সঙ্গে এসেছে পরস্পরের সাথে আলোচনা করে এবং আমাদের বাহিনীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে। আমরা এমন সময় সহসা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শুনতে পাই। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং হাসতে শুরু করে। যারা আসছে তারা আমাদের বন্ধুস্থানীয়। আমাদের প্রেরিত পর্যবেক্ষকরা তখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসে আমিরকে জানায় যে, সালাহ্ আল-দ্বীন তিবেরিয়াস দখল করে নিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিতে অগ্রসর হচ্ছেন।

কেকুবড়ি উল্লাসে গর্জন করে ওঠে এবং আমরা সদ্য পতন হওয়া শহরের বিজয়ী সেনাপতিকে স্বাগত জানাতে অগ্রসর হই। ধুলো ক্রমেই থিতিয়ে আসে। কেকুবড়ি তার ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে যায় সুলতানের আলখাল্লার প্রান্তদেশ চুম্বন করতে। সালাহ্ আল-দ্বীনের মাঝে তার আবেগ সঞ্চারিত হয়, তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তরুণ আমিরকে গভীর মমতায় আলিঙ্গন করেন। দুজনকে ঘিরে বিশ্বাসীদের বিজয়দীপ্ত শ্লোগান আকাশ-বাতাস মথিত করে।

'তারা এবার শহরটা পুনরায় দখল করার চেষ্টায় এগিয়ে আসবে এবং তারা সংক্ষিপ্ততম পথ অনুসরণ করবে, পথটা আক্রে থেকে হাত্তিনের সমভূমির ওপর দিয়ে চলে গেছে। আমরা আজ নিজেদের ধৈর্যের বলে বলীয়ান হবার শিক্ষা দেব। আমার চাচাজান শিরকুহও এমনকি যিনি তার অধৈর্যের জন্য সুবিখ্যাত, যদি আজ বেঁচে থাকতেন, আমার সাথে একমত হতেন। আমরা এবার তাহলে আমাদের শিবিরে ফিরে গিয়ে একটা আরামদায়ক স্থান নির্বাচন করি যেখান থেকে আমরা গাইকে তার হসপিটালার আর টেম্পলারদের নিয়ে এগিয়ে আসা পর্যবেক্ষণ করতে পারব। আকাশে একটুকরো মেঘও নেই এবং সূর্য চুল্লির মতো তাপ ছড়াচ্ছে আর পানির উৎসগুলো আমাদের দখলে রয়েছে।'

BanglaBook.org

## ত্রিশ

# হাত্তিনের নিশ্চায়ক যুদ্ধ

সালাহ্ আল-দ্বীন ভালো করেই জানতেন যে ত্রিপোলির মহান হৃদয় রেমন্ড একটা বিকল্প, আরো রক্ষণাত্মক পরিকল্পনার সহায়তা নেয়ার চেষ্টা করবেন। তার স্ত্রী দখল হয়ে যাওয়া শহরের দুর্গপ্রাসাদে রয়ে গেছে। রেমন্ড ভালো করেই অবহিত আছেন যে, সালাহ্ আল-দ্বীন এখনো ফ্রানজদের শক্তিশালী পরিখাযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভেতর অবস্থান করা অবস্থায় তাদের মোকাবিলা করেননি। সুলতান ফ্রানজ অধিপতিদের নির্বুদ্ধিতা আর হঠকারিতার ওপর নির্ভর করছেন। তিনি নিশ্চিত যে গাই এবং শ্যাতিলনের রেনাল্ড ত্রিপোলির কাউন্টের প্রতি যে অন্ধ অবিশ্বাস আর ঘৃণার মনোভাব পোষণ করে তাতে রেমন্ড যে পরিকল্পনার কথাই বলুক না কেন সেটা তারা উপেক্ষা করবে।

অবশেষে জুলাইয়ের তৃতীয় দিন দিনটা ছিল শুক্রবার, ফ্রানজদের গতিবিধির ওপর নজরদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকরা দারুণ উত্তেজিত অবস্থায় আমাদের শিবিরে ফিরে আসে। সুলতানের তাঁবুতে প্রবেশের সময় কেকুবড়ি তাদের সঙ্গে থাকে। তিনি তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর আমি তার দেহরক্ষীদের একজনকে দাবার প্রাথমিক চাল সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছিলাম। আমরা সেখানে সেই জামির গাছের ছায়ায় আমরা সকলে তার বিশ্রাম সমাপ্ত হবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

টহলদার পর্যবেক্ষকদের দুজনর মুখে ধুলোর পুরু পরত জমে আছে। তাদের চোখ নিদ্রার স্বল্পতার কারণে কালো দেখায়। তাদের অঙ্গভঙ্গিই বলে দেয় তারা যে খবর নিয়ে এসেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। তাকি আল-দ্বীন তাদের কঠোর আদেশ দিয়েছে যে তারা যেন সরাসরি সালাহ্ আল-দ্বীনের সাথে কথা বলে। আমিই তাদের পরামর্শ দিই যে সুলতান হয়তো তার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটায় খুশিই হবেন এবং কেকুবড়ি তার তাঁবুতে প্রবেশ করে। সালাহ্ আল-দ্বীন কোমরে কেবল একটা কাপড় জড়িয়ে খালি গায়ে বাইরে বের হয়ে আসেন।

পর্যবেক্ষকদ্বয় তাদের বয়ে আনা বার্তা তার কানে ফিসফিস করে বলে। তার ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সুলতান দুশ্চিন্তামুক্ত হতেই নিজের আবেগ প্রকাশ করেন। তিনি আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন।

BanglaBook.org

'আল্লাহু আকবর! তারা পানির উৎস পরিত্যাগ করেছে আর শয়তানের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। আমি এইবার তাদের দফারফা করব।'

ঢালের শব্দ আর তূর্যনিনাদ আমির আর সৈন্যদল নির্বিশেষে সবাইকে সজাগ করে দেয়। আমাদের সৈন্যবাহিনী যে দ্রুততার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় সেটা তুঙ্গস্পর্শী মনোবল আর নিয়মানুবর্তিতার লক্ষণ যেটা আস্তারায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিবিড় প্রশিক্ষণের দ্বারা অর্জিত হয়েছে। তিবেরিয়ার পতনে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তারা বিষয়টার কারণে দারুণ উত্তেজিত হয়েছিল। সুলতান, আপাদমস্তক বর্মসজ্জিত অবস্থায়, তার সবুজ পাগড়ি যথাস্থানে শোভা পাচ্ছে এবং মনোযোগী পরিচারকরা তার তরবারি কোমরে বাঁধতে ব্যস্ত, তাকি আল-দ্বীন আর কেকুবড়িকে তার চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেন। তারা দুজনই তার গালে চুম্বন করে এবং মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নেয়।

শিকারের জন্য অপেক্ষমাণ পশুর ন্যায় সুলতানের তীরন্দাজরা পর্বতশীর্ষে উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে পায়চারি করে। হত্যার উদগ্র বাসনা তাদের একইসাথে উত্তেজিত আর ব্যগ্র করে তোলে। আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেও নিজের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হই। আমি সেদিন মহান ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে একত্রে আহার করি। তিনি যুদ্ধ নিয়ে, যা অচিরেই শুরু হতে চলেছে, তার নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে বেশ পরিশ্রম করছেন। মহান লোকটা হাত ধুতে আর নিজেকে হালকা করতে তাঁবুর বাইরে গেলে আমি তার সূচনা অনুচ্ছেদ পাঠ করি এবং লিখে নিই: 'তার সমুদ্রের ন্যায় বিশাল বাহিনী হ্রদটা বেষ্টন করে অবস্থান করছিল।' তিনি এতটাই সাবলীলভাবে লেখেন যে, শব্দগুলো কালি পাতায় শুকিয়ে যাবার চেয়ে দ্রুতগতিতে তার লেখনী থেকে নির্গত হয়। বিষয়টা আমাকে আরো একবার ভাবতে বাধ্য করে সুলতান তার পরিবর্তে আমায় কেন নিজের লেখা সম্পাদনা করতে নির্বাচন করেছেন।

আমরা মধ্যাহ্ন নাগাদ প্রথমবারের মতো শত্রুর মুখোমুখি হই। ফ্রানজ নাইটদের ভারী বর্মে সূর্যের আলো ঠিকরে গিয়ে ধুলো বিদীর্ণ করে।

ফ্রানজরা শৈলশিরার সরু ভূমিরেখা বরাবর এগিয়ে আসতে শুরু করলে সুলতান ইশারা করেন। তাকি আল-দ্বীন আর কেকুবড়িকে তাদের নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে শত্রুকে পাশ থেকে বেষ্টন করার ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে দেখে ফ্রানজরা অবাক হয় না। তারা শত্রুকে ঘিরে ফেলে, তাদের পানির উৎস আর পশ্চাদপসরণের সম্ভাব্য সব পথ রুদ্ধ করে দেয়। সুলতান পাহাড়ের চূড়ায় নিজের অবস্থান সমুন্নত রাখেন।

আমি সুলতানের তাঁবুর নিকটে, লড়াইয়ের ময়দান থেকে অনেক দূরে, শৈলচূড়ায় আল-আফদালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। সালাহ আল-দ্বীন বিভিন্ন অবস্থান থেকে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে, যুদ্ধের সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ শুনতে ঘোড়া নিয়ে ছুটে বেড়ান এবং অবশেষে আমাদের যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে তার নিশানের কাছে ফিরে আসেন। তিনি তারপর নতুন নির্দেশ

BanglaBook.org

পাঠাতে শুরু করেন। তার চোখ প্রদীপের শিখার মতো জ্বলজ্বল করে আর অভিব্যক্তিতে উদ্বেগের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। তাকে স্পষ্টতই সন্তুষ্ট দেখায় কিন্তু তারপরও তার সহজাত সতর্কতা মুহূর্তের জন্যও তাকে ত্যাগ করেনি। আমি সেদিন তাকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

তিনি মোটেই অনধিকারপূর্ণ হস্তক্ষেপকারী সেনাপতি নন। তিনি সতর্কতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা করেন এবং তার আদেশ সেইভাবে পালিত হলে তিনি অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করেন না। সেদিন পুরোটা সময় অশ্বারোহী বার্তাবাহকের দল, মুখে ধুলোর আস্তরণ নিয়ে তার কাছে সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে আর প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে ফিরে যায়। ইসলামের ইতিহাসের দিনপঞ্জির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের সন্ধিক্ষণে প্রেক্ষাপট ছিল বিস্ময়করভাবে শান্ত।

আমাদের নিহত আর আর আহত সৈন্যদের দেখে আমি ভীষণ আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি। আমাকে একটা বিষয় দারুণ বিচলিত করে যে, সুলতান বা তার আমিররা বা এমনকি তার নিজের লোকেরাও– সেদিন যুদ্ধে যারা শাহাদাতবরণ করেছিল তাদের জন্য খুব বেশি সহানুভূতি প্রকাশ করে না। একটা বিষয় সত্যিই অদ্ভুত যে, যুদ্ধের মাত্র এক দিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখনই যুদ্ধ শুরু হবার আগে দৈনন্দিন জীবন আর তার নানা ঝঞ্ঝাটের অনুভূতি কেমন ছিল সেটা মনে করাটা কঠিন হয়ে উঠেছে।

ফ্রানজ নাইটরা যখন একের পর এক মহীরুহ পতনের মতো ভূপাতিত হতে থাকে আমার মাঝে তখন কেবল একটা স্বস্তিবোধ কাজ করতে থাকে। আমি স্বভাবগতভাবে যদিও প্রতিশোধপরায়ণ নই কিন্তু আমার চোখের সামনে ফ্রানজদের রক্তে যখন বালু ক্রমেই কালো হয়ে উঠতে থাকে তখন আমার কেবলই মনে পড়ে জেরুজালেম আর অন্য আরো অনেক শহরে তারা আমার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে কী করেছিল। আমাদের সুলতানকে দ্রুত বিজয়ী করতে মিনতি জানিয়ে আমি নীরবে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকি। অবশ্য এমন নয় যে তার সেদিন আমার প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন ছিল। তার কৌশল ভালোই কাজ করেছিল এবং আমাদের ভেতর কেউই যদিও সেই সময়ে সেটা অনুধাবন করতে পারেনি, হাত্তিনের যুদ্ধে তিনি এর কারণেই জয়লাভ করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিন ফ্রানজদের তুলনায় আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করে সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে সক্ষম হতাম কিন্তু সুলতানের তাঁবুর বাইরে থেকে আল-আফদাল তাদের ফিরে যাবার সুযোগ দিতে ইঙ্গিত করে। তাদের কোথাও যাবার কোনো উপায় নেই। পালাবার প্রতিটি পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি পানির উৎস আমাদের দখলে। ফ্রানজরা রসদের যে সরবরাহের ওপর নির্ভর করেছিল সেটা প্রতিরোধ করা হয়েছে এবং সেসব রসদের কিয়দংশ ইতিমধ্যে আমাদের শিবিরে এনে মজুদ করা হয়েছে।

BanglaBook.org

ফ্রানজরা ভেবেছিল যে অতীতের মতোই তাদের নাইটরা প্রবলবেগে আক্রমণ করে আমাদের ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হবে, তাদের পুরো বাহিনীর পশ্চাদপসরণের একটা পথ উন্মুক্ত করতে পারবে। তারা অবশ্য আমাদের বাহিনীর আকৃতিকে খাটো করে দেখেছিল। তারা যা করতে চেয়েছিল সেটাকে বাস্তবে পরিণত করাটা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সেই রাতে, উভয় পক্ষই যখন রাতের মতো শিবির স্থাপন করছে তখন তাদের কেউই জানত না যে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। আমাদের পক্ষে, সুলতান উৎকণ্ঠার সাথে নিজের আমিরদের নিয়ে পরামর্শ করেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের বাহিনী থেকে শত্রু সৈন্যের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে প্রেরিত যোদ্ধাদের নাম জানতে চান। তিনি আরো একবার নিজের অসামান্য স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে পরের দিন তীরন্দাজদের কাকে কোথায় মোতায়েন করতে চান সেটা তাদের নাম ধরে ধরে উল্লেখ করে নির্দেশ দেন। তিনি আস্তারায় অবস্থানকালীন সময়ে নতুন তীরন্দাজদের যত্ন নিয়ে খেয়াল করেছিলেন এবং তাদের ভেতরে কারা বেশিবার লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয় তাদের নাম লিখে রেখেছিলেন। তাদের প্রত্যেককে চারশ তীরের একটা তূণীর দেয়া হয়। তিনি তাদের পরের দিনের জন্য রসদ সরবরাহ করা নিজে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার প্রিয় তীরন্দাজকে নাম ধরে সম্বোধন করেন।

'নিজাম আল-দ্বীন, তোমার লোকদের বলবে যে তারা যেন শত প্রলোভন সত্ত্বেও ফ্রানজ নাইটদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে তারা যেন তীর অপচয় না করে। তাদের বর্ম কোনোভাবেই ভেদ করা সম্ভব না। তারা বরং ঘোড়াকে লক্ষ্যবস্তু করবে এবং ভালো করে নিশানা করবে যেন প্রতিটি তীরে প্রতিপক্ষের একটা করে ঘোড়া ধরাশায়ী হয়। ফ্রানজ নাইটরা ঘোড়া ছাড়া অনেকটা ধনুকবিহীন তীরন্দাজের মতো অসহায়। তোমরা একবার তাদের ঘোড়াগুলো নিকেশ করলে, তাকি আল-দ্বীন আর আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাদের দিকে ধেয়ে যাবে এবং তারা যখন মাটিতে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে টলমল করতে থাকবে তখন অবিশ্বাসীদের সেখানেই কবন্ধ করে দেবে। ব্যাপারটা পরিষ্কার?'

সুলতানের প্রতিটি কথা ভালো করে শোনার জন্য কান খাড়া করে থাকা তীরন্দাজদের সবাই সমস্বরে উত্তর দেয়।

'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এবং হজরত মোহাম্মদ (সা.) তার প্রেরিত রাসুল।'

'আমি স্বীকার করি,' সুলতান বিড়বিড় করে বলেন, 'কিন্তু আমি চাই না তাকে এত শীঘ্রই বেহেশতে আমাদের খুব বেশি লোককে স্বাগত জানাতে হয়। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।'

যুদ্ধ পুনরায় শুরু হবার পূর্বে, সুলতান তার আমিরদের ত্রিপোলির রেমন্ড সম্পর্কে তার কঠোর নির্দেশ জানিয়ে দেন।

BanglaBook.org

'তিনি একজন ভালো মানুষ এবং একসময়ে আমাদের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। মূর্তি উপাসকরা যদিও তাকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করেছে, তার প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। তাকে কোনোভাবেই হত্যা করবে না। আমি চাই তাকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করা হোক। সেটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাকে অবশ্য যেন পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়। আমরা তাকে অবশ্যই আবার খুঁজে বের করব।'

শত্রুর মনোবল পরখ করতে, আমাদের নির্বাচিত আক্রমণকারী যোদ্ধারা প্রথম লড়াই শুরু করে। সুলতান, নিজের বাহিনীকে যুদ্ধে অগ্রসর হবার ইঙ্গিত দেয়ার আগে, নিজের দু'পাশে তাকি আল-দ্বীন আর কেকবুড়িকে নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। ফ্রানজরা বিপুল বিক্রমে সম্মুখের আক্রমণকারীদের দিকে ধেয়ে আসে এবং আমরা সামান্য ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হই, কিন্তু সুলতান সেটা উপেক্ষা করে মামলুক যোদ্ধাদের আরেকটা নির্বাচিত দলকে আক্রমণকারীদের সাথে যোগ দেয়ার ইঙ্গিত করেন। ফ্রানজরা এবার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ইমাদ আল-দ্বীন সেদিন তিনি আমার পাশেই অবস্থান করছিলেন, দৃশ্যটা অবলোকন করে হেসে ওঠেন।

'সিংহের পাল শজারুতে পরিণত হয়েছে,' তিনি বলে ওঠেন কিন্তু সুলতান তার দিকে চকিতে ঘুরে তাকালে চুপ করে যান। সালাহ আল-দ্বীনকে সাধি শিখিয়েছে, যেকোনো বিজয় পুরোপুরি অর্জিত হবার আগেই সেটার উদ্‌যাপন আরম্ভ করলে প্রায়ই সেটা দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে।

সালাহ আল-দ্বীন তার বাহিনীর পার্শ্বদেশে অবস্থানকারী সৈন্যদের প্রতিপক্ষের পার্শ্বভাগ বেষ্টন করে অগ্রসর হবার আদেশ দেন এবং তার পরীক্ষিত তীরন্দাজেরা নির্ধারিত অবস্থান অভিমুখে একই সময় অগ্রসর হয়। তার ইঙ্গিতে এবার তাদের ধনুক বাঁকা হয় আর আকাশ আঁধার করে তীরের ঝাঁক ফ্রানজ নাইটদের ওপর আছড়ে পড়ে তাদের বহনকারী অনেক ঘোড়া মেরে ফেলে। আরো একটা ইঙ্গিত দিতে এবার শুকনো লতাগুল্মে অগ্নিসংযোগ করা হয়, ফ্রানজদের দুর্দশা যা আরো বাড়িয়ে দেয়। সূর্যের আলো আগুনের শিখাকে প্রায় অদৃশ্য করে রাখে। আতঙ্কিত নাইট আর তাদের বহনকারী ঘোড়াগুলো এলোপাতাড়ি দৌড়াতে আরম্ভ করে, তাদের পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব নয় অনুভব করে, কিছু একটা করতে চায় কিন্তু তারা অসম্ভব একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। অপরাহ্নের বাতাস আমাদের অবস্থানের দিকে মানুষ আর পশুর মাংস পোড়ার গন্ধ বয়ে আনে। ফ্রানজ নাইটদের ভেতর যারা আগুনের লেলিহান শিখার ভেতর দিয়ে বের হয়ে এসে বেপরোয়া ভঙ্গিতে সামনের ওয়াদি দিয়ে অগ্রসর হতে চায় তারা নিজেদের কেবল সুলতানের অপেক্ষমাণ তীরন্দাজদের সহজ নিশানায় পরিণত করে। কেউ কেউ ক্লান্তিতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অন্যরা আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়। সুলতান কোনো প্রকার আবেগের বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে বিবরণগুলো শ্রবণ করেন। তিনি একবারই কেবল সরাসরি আমার

BanglaBook.org

সাথে কথা বলেন এবং সেটাও কেবল এতটুকুই বলতে যে, আরবের সবচেয়ে উন্নত জাতের অনেক ঘোড়াই আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যা একটা দুঃখজনক ঘটনা।

আমি নিজের কানে সেদিন ফ্রানজ সৈন্যদের আতঙ্কিত কান্নার শব্দ শুনেছি। তৃষ্ণায় কাতর আর সূর্যের দাবদাহে ঝলসে গিয়ে তারা পানির জন্য তাদের ঈশ্বরের কাছে এবং পরে আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি জানালে সেটা তাদের নাইটদের বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়, যারা টেম্পলার আর হসপিটালার গোষ্ঠীর।

আমি তাদের সেনাপতিদের একজন শ্যাতিলনের রেনাল্ডকে দেখতে পাই, যে অপবিত্র আর বালখিল্য অভিযাত্রিকের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তারা মুখে একটা বীভৎস কাটা দাগ আছে, আমাদের অজ্ঞাত কোনো তরোয়ালবাজে দক্ষতার স্থায়ী স্মারকচিহ্ন। রেনাল্ড একটা ঘামে ভেজা কালো ঘোড়ায় উপবিষ্ট, যা তার মালিকের মতোই উদ্ধত ভঙ্গিতে ক্রমাগত নাক দিয়ে শব্দ করছে। সে সহসা লাগাম টেনে ধরে তার ঘোড়াকে দাঁড় করায়। সৈন্যদের আওয়াজ ক্রমেই মিলিয়ে যেতে থাকে। একজন বার্তাবাহক দ্রুত তাদের সেনাপতির কাছে এগিয়ে আসে। রেনাল্ড ঘোড়া থেকে মাটিতে নামতে লোকটা সামনে এগিয়ে এসে তার কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলে। সে তারপর আমার দৃষ্টিপট থেকে একেবারেই হারিয়ে যায়। সহসা আর ঘটনাটা আমাদের চোখের সামনেই ঘটে, ফ্রানজ সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তাদের ভেতর যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় না।

তারা সহজাত প্রবৃত্তির বশে তিবেরিয়াস হ্রদের দিকে অগ্রসর হতে চায় কিন্তু আমাদের সৈন্যরা তাদের পথ রোধ করে রাখে। শত শত ফ্রানজ সৈন্য 'আল্লাহু আকবর' বলে হাঁটু মুড়ে নতজানু হয়ে আমাদের সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাদের সেখানেই মহানবী (সা.)-এর ধর্মে দীক্ষা দিয়ে খাবার আর পানি দেয়া হয়।

একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় এই সৈন্যরা, কার্যতই তাদের রাজাকে পরিত্যাগ করে হাজারে হাজারে আরোহণ করে। তারা নিচে নেমে আসবার আদেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা তৃষ্ণার্ত এবং পানি ছাড়া আর লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে না। তাদের অনেকেই নিজেদের লোকের দ্বারা পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচের পাথুরে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আমরা তাদের অল্প সংখ্যক লোককে বন্দি করতে সক্ষম হই। সবাই একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, ফ্রানজরা পরাজিত হয়েছে।

সালাহ আল-দ্বীন অভিব্যক্তিহীন মুখে এসব বিজয়ের সংবাদ শ্রবণ করেন। তিনি ফ্রানজদের প্রতীকী ক্রুশ দিয়ে ঘিরে রাখা তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। রাজা আর তার দেহরক্ষীরা এসব তাঁবুতে অবস্থান করছে এবং যুদ্ধের পুরোটা সময় অবস্থান পরিবর্তন করেনি।

আমরা যখন তাকিয়ে রয়েছি, তরুণ আল-আফদাল চিৎকার করে লাফাতে আরম্ভ করে: 'আমরা এবার তাদের পরাজিত করেছি।' সে দ্রুত নিজেকে সংবরণ করে যখন ফ্রানজদের একটা আক্রমণের মুখে আমাদের সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়, এই যুদ্ধে প্রথমবারের মতো যা সুলতানের কপালের উদ্বেগের ভাঁজ ফেলতে সক্ষম হয়।

'বাছা মুখ বন্ধ করো!' তিনি নিজের ছেলেকে তিরস্কারের স্বরে বলেন। 'আমাদের বিজয় ওই তাঁবুর পতন না হওয়া পর্যন্ত সম্পন্ন হবে না।'

আমরা তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চোখের সামনে রাজা গাইয়ের তাঁবুর পতন হয়। আমরা দেখি 'আসল ক্রুশ' আমাদের সৈন্যরা দখল করেছে। সালাহ্ আল-দ্বীন এবার নিজের পুত্রকে জড়িয়ে ধরেন আর তার কপালে চুমু খান।

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! বাছা, আমরা এবার তাদের পরাস্ত করেছি বটে।'

তিনি বিজয়ের বাজনা বাজাবার আদেশ দেন এবং হাত্তিনের গ্রামের চারপাশের সমভূমি আর পাহাড়ের চূড়া উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাকি আল-দ্বীন আর কেকুবড়ি ঘোড়া নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাদের দু'হাতে ফ্রানজদের নিশান বোঝাই করা। তারা সুলতানের পায়ের কাছে নিশানাগুলো নিক্ষেপ করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে দাঁড়ায়, তাদের দু'চোখে বিজয় আর স্বস্তির অশ্রু চিকচিক করে। তারা সালাহ্ আল-দ্বীনের হাতে চুমু খায় এবং তিনি তাদের উভয়কে দু'হাতে ধরে দাঁড় করান। তিনি তাদের কাঁধে হাত রেখে তাদেরকে তাদের সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানান। তাকি আল-দ্বীন তখনই কেবল তার সাথে কথা বলে।

'হে বিজয়ী সেনাপতি, আপনি ঠিক যেমন আদেশ দিয়েছিলেন আমি সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কাউন্ট রেমন্ডকে পালিয়ে যেতে দিয়েছি, আমাদের তীরন্দাজরা যদিও প্রাণপণে তাকে ঘোড়া থেকে ভূপাতিত করার চেষ্টা করেছিল।'

'তাকি আল-দ্বীন, তুমি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছ।'

কেকুবড়ি এবার কথা বলে।

'বিজয়ী সেনাপতি, আমরা তাদের প্রায় সমস্ত নাইটকেই বন্দি করেছি। আমাদের বন্দিদের ভেতরে আছে তাদের তথাকথিত রাজা গাই আর তার ভাই টোরনের হামফ্রে, কোর্টনের জোসেলিন আর শ্যাতিলনের রেনাল্ড। গাই আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

সুলতানকে প্রথমবারের মতো আবেগপ্রবণ হতে দেখা যায়। তিনি সন্তুষ্টির সাথে মাথা নাড়েন।

'এই যুদ্ধ যেখানে সমাপ্ত হয়েছে সেই ময়দানের ঠিক মাঝখানে আমার তাঁবু খাটাও। তাঁবুর সামনে আমাদের নিশানগুলো যেন ওড়ে। আমি সেই তাঁবুতে গাই আর সে যাকে সাথে নিয়ে আসতে আগ্রহী তাদের সাথে দেখা করব।

BanglaBook.org

ইমাদ আল-দ্বীন! আমি জানতে চাই আমাদের ঠিক কতজন যুদ্ধে শহীদ হয়েছে আর কতজনই বা আহত হয়েছে।'

মহান দার্শনিক বিচক্ষণতার সাথে মাথা নাড়েন।

'মহামান্য সুলতান, আজ বিষয়টার তালিকা করতে বেশি সময় লাগবে না। ফ্রানজদের তুলনায় মাটিতে যাদের ছিন্নমুণ্ড রোগাক্রান্ত তরমুজের ন্যায় পড়ে রয়েছে, আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমাদের আমির আনোয়ার আল-দ্বীন শহীদ হয়েছেন। আমি ফ্রানজের চূড়ান্ত পরাজয়ের ঠিক আগমুহূর্তে তাদের শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে আক্রমণ করার সময় তাকে ভূপাতিত হতে দেখেছি।'

'তিনি একজন চৌকস যোদ্ধা ছিলেন। তার মৃতদেহ ভালোমতো গোসল করিয়ে কাফন দিয়ে মুড়ে দিয়ে দামেস্ক প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন। আমাদের কোনো লোককে যেন হাত্তিনে সমাধিস্থ করা না হয়, যদি না তারা এখানকার অধিবাসী হয়।'

'কে ভাবতে পেরেছিল,' ইমাদ আল-দ্বীন অনেকটা স্বগোতক্তির মতো করে বলেন, 'যে আমাদের রণনীতির সাফল্য হাত্তিন, এই ছোট গুরুত্বহীন গ্রামকে বদলে দিয়ে একে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় মাহাত্য দান করবে?'

'আল্লাহ ফ্রানজদের নিয়তি নির্ধারণ করেছেন,' সুলতান মার্জিত স্বরে মন্তব্য করেন।

ইমাদ আল-দ্বীন হাসেন কিন্তু তার স্বভাববিরুদ্ধ রীতিতে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

আমরা দূর থেকে নিচের সমভূমিতে সুলতানের তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে। তিনি তার ঘোড়ার পাঁজরে গুঁতো দেন এবং আমাদের পুরো দলটা– আল-আফদাল আর একশ দেহরক্ষীর পেছন পেছন আমি আর ইমাদ আল-দ্বীন– সূর্যের তীব্র কিরণে ইতিমধ্যে পচন ধরা মৃতদেহ আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা দেহবিচ্ছিন্ন হাত-পায়ের ভেতর দিয়ে দুলকি চালে তাঁবু যেখানে স্থাপনের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে সেদিকে এগিয়ে যাই।

আমাদের সবাই সেদিন আনন্দে এতটাই উন্মত্ত হয়েছিলাম যে, আমার মনে কেবল একটা চিন্তাই ঘুরাপাক খেতে থাকে যে, আজ রাতে বন্য জীবজন্তুর দল দারুণ ভোজ উপভোজ করবে।

ইমাদ আল-দ্বীন প্রধান সচিবের পদমর্যাদা বলে এবং আমি, সুলতানের জীবনের একজন নগণ্য লিপিকার হিসেবে, তার সিংহাসনের দু'পাশে আসন গ্রহণ করি। তিনি একজন প্রহরীকে বলেন কেকুবড়িকে সংবাদ দিতে যে, 'জেরুজালেমের রাজা'কে দর্শন দিতে তিনি এখন প্রস্তুত। আর এভাবেই ঘটে ঘটনাটা। গাইকে, তার সাথে শ্যাতিলনের রেনাল্ডও রয়েছে, কেকুবড়ি তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে, তার আনুষ্ঠানিক বাচনভঙ্গি শুনে আমি বিস্মিত হই।

BanglaBook.org

'বিজয়ীদের গৌরবান্বিত সেনাপতি, আপনার সামনে জেরুজালেমের স্বঘোষিত রাজা আর তার নাইট, শ্যাতিলনের রেনাল্ডকে হাজির করা হয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তিটি তাদের দোভাষী। সে সদ্যই ধর্মান্তরিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি।'

'আমির কেকুবড়ি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' সুলতান প্রত্যুত্তরে বলেন। 'আপনি তাদের রাজাকে পানি পান করতে দেন।'

গাইয়ের প্রতি আতিথিয়তা প্রকাশের মাধ্যমে প্রথমেই ইঙ্গিত করা হলো যে, সেখানেই হয়তো তার মস্তক ছেদ করা হবে না। গাই ব্যগ্র ভঙ্গিতে পাত্র থেকে যেখানে শীতল পানি রয়েছে, পান করে। সে পাত্রটা রেনাল্ডকে এগিয়ে দিতে, সেও পাত্র থেকে এক চুমুক পান করে, কিন্তু সুলতানের মুখমণ্ডল সহসা ক্রোধে গনগন করতে থাকে। তিনি দোভাষীর দিকে তাকান।

'এই রাজাকে বলেন,' বিরক্তি আর ক্রোধে তার কণ্ঠস্বর গমগম করে, 'যে তিনি, আমি নই, এই বদমাশকে পানি পান করতে দিয়েছেন।'

গাই আতঙ্কে কাঁপতে আরম্ভ করে এবং মাথা নত করে সালাহ্ আল-দ্বীনের কথার সারবত্তা স্বীকার করে। সুলতান তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রেনাল্ডের নীল বরফ-শীতল চোখের দিকে সরাসরি তাকান।

'আমাদের পবিত্র শহর মক্কার প্রতি অধর্মাচরণের দুঃসাহস তুই দেখিয়েছিস। কুটিল ষড়যন্ত্র করে আর নিরস্ত্র কাফেলায় আক্রমণ চালিয়ে তুই তোর অপরাধের বোঝা আরো বাড়িয়েছিস। আমি আল্লাহর কাছে দু'বার শপথ করেছি যে, আমি নিজ হাতে তোকে হত্যা করব, আর এখন আমার প্রতিশ্রুতি পালনের সময় এসেছে।'

রেনাল্ডের চোখের মণি চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু সে ক্ষমাপ্রার্থনা করে না। সুলতান নিজের তরবারি কোষ থেকে বের করেন এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে সেটা বন্দির হৃৎপিণ্ড বরাবর ঢুকিয়ে দেন।

'শ্যাতিলনের রেনাল্ড, আল্লাহ তোমায় অনন্ত দোজখ নসিব করুন।'

রেনাল্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু তখনো তার মৃত্যু হয়নি। সুলতানের দেহরক্ষীরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যায় এবং তাদের তরবারির দুই কোপে তার দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

এদিকে তাঁবুর ভেতর প্রচণ্ড দুর্গন্ধে সবাই নাক কুঁচকায়। ফ্রানজ অধিপতি, তার নাইটের ভাগ্য দেখে আতঙ্কে, নিজের কাপড় নষ্ট করে ফেলেছে।

'জেরুজালেমের গাই, আমরা কখনো রাজাকে হত্যা করি না,' সুলতান কোমল স্বরে বলেন। 'ওই লোকটা একটা জানোয়ারের চেয়েও অধম ছিল। সে মানবতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তার মৃত্যু অবধারিত ছিল, কিন্তু আপনি অবশ্যই জীবিত থাকবেন। এখন যান এবং নিজেকে পরিষ্কার করে নিন। আমরা আপনাকে নতুন আলখাল্লা দেব। আমি আপনাকে আর আপনার সমস্ত নাইটকে দামেস্কের লোকদের সামনে প্রদর্শন করার জন্য প্রেরণ করছি। আমি

BanglaBook.org

আজ রাতে আল-কুদসের বাইরে আমার সেনাছাউনি স্থাপন করে অবস্থান করব এবং আগামীকাল আপনার লোকেরা যা শক্তিবলে কেড়ে নিয়েছিল সেটা আবার আসমানি কিতাবে বিশ্বাসী লোকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আপনি যেখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন আমরা সেখানে অধিষ্ঠিত হব। আমরা অবশ্য আপনার থেকে আলাদা, আমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করব এবং প্রতিশোধের সুধা পান পরিহার করব। আমাদের মসজিদ আর ইহুদিদের সিনাগগের যে ক্ষতিসাধন আপনারা করেছিলেন আমরা সেটা মেরামত করব এবং আমরা অবশ্যই আপনাদের গির্জাকে অপবিত্র করব না। আমরা শাসনাধীনে আল-কুদস পুনরায় সমৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করবে। কেকুবড়ি বন্দিকে এবার নিয়ে যাও কিন্তু তার সাথে ভালো আচরণ করবে।'

গাই আর তার গুরুত্বপূর্ণ অভিজাতের দল এভাবেই দামেস্কের উদ্দেশে যাত্রা করে। তাদের যখন সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তারা তখন টেম্পলার আর হসপিটালার এই দুই গোষ্ঠীর প্রায় দুই শতাধিক নাইটকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখতে পায়।

সুলতান আদেশ দেন, তাদের অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে কারণ আমরা যদি তাদের বাঁচিয়ে রাখি তাহলে তারা আবারও আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। সংঘাতের এই প্রাণঘাতী যুক্তি আমাদের দুনিয়াকে বহুদিন আগেই বিষাক্ত করেছে। আমি কেবল আমাদের জেরুজালেমে প্রবেশের মুহূর্তটার কথাই ভাবতে থাকি।

BanglaBook.org

একত্রিশ

# দামেস্কের কোকিলকণ্ঠী গায়িকা, জুবাইদার কথা সুলতান চিন্তা করেন

আমাদের মহান বিজয়ের রাতে সালাহ্ আল-দ্বীন কেবল সংযতভাবে বিজয় উদ্‌যাপনের অনুমতি দেন। যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে বার্তাবাহকরা কায়রো আর বাগদাদের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। ফ্রানজদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা গণনা শেষে প্রকাশ পায় যে তাদের ১৫০০ লোক নিহত হয়েছে। ইমাদ আল-দ্বীন সংখ্যাটা নিশ্চিত করে এবং আরো জানান যে নাইট, পদাতিক সৈন্য আর অভিজাতসহ মোট ৩০০০ লোক বন্দি হয়েছে।

কায়রোতে অবস্থানরত সুলতানের ভাই আল-আদিলের কাছে প্রেরিত বার্তায় আরো একটা নির্দেশ থাকে। তাকে মিসরীয় বাহিনীকে ফিলিস্তিনে নিয়ে আসতে বলা হয়, যেখানে জিহাদ সম্পূর্ণ করতে তাদের প্রয়োজন হবে।

সুলতান আনন্দিত হন কিন্তু বরাবরের মতোই তিনি তার সতর্কতাকে কোনো ভাবেই বিঘ্নিত হতে দেন না। তিনি তাকি আল-দ্বীনকে বলেন যে হাত্তিনের বিজয়কে কোনোভাবেই নিশ্চায়ক বলা যাবে না। আরো অনেক কিছু অর্জন করতে হবে এবং তিনি আমাদের নিজেদের শক্তিমত্তাকে বাড়িয়ে দেখার বিষয়ে হুঁশিয়ার করেন।

তিনি আশঙ্কা করেন যে, ফ্রানজরা হয়তো পুনরায় সংঘটিত হবে এবং জেরুজালেমের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের বাইরে সমবেত হবে এবং তিনি সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা শুরু করেন। উপকূল বরাবর একটা ব্যাপক অভিযান ফ্রানজদের সমস্ত সেনাছাউনির বিনাশ সাধন করবে। পবিত্র শহর তখনই কেবল গাছ থেকে পাকা আপেলের মতো খসে পড়বে, যাকে আলতো করে ঝাঁকানো হয়েছে।

সৈন্যরা বিজয়ের মাদকতায় মাতাল হয়ে ওঠে। সুলতান তাদের কাতারের মাঝ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে অগ্রসর হবার সময় তার নতুন পরিকল্পনার কথা বলতে তারা চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করে। তারা তাদের জন্য অপেক্ষমাণ সম্পদের কথা চিন্তা করে।

গত কয়েক দিনের ধকলে আমি আর ইমাদ আল-দ্বীন ক্লান্ত হয়ে পড়ায় কেবল, মরিয়া হয়ে সুলতানের কাছে আমাদের ছুটি দেয়ার জন্য অনুরোধ করি। আমরা



BanglaBook.org

উভয়েই– যখন তিনি তার ফুলেফেঁপে ওঠা বাহিনী নিয়ে জেরুজালেম অভিমুখে যাত্রা করবেন– দামেস্ক ফিরে যাবার কথা বলি, কিন্তু সুলতান এইবার আমাদের অভিপ্রায়কে প্রশ্রয় দেন না।

'আপনারা উভয়েই,' তিনি আমাদের বলেন, 'একাধারে শিক্ষিত, আন্তরিক, বাগ্মী এবং সহৃদয় ব্যক্তি। ইবনে ইয়াকুব, আপনি, একজন আগ্রহী মানুষ আর আপনার ভেতরে কোনো অহংকার বা মিথ্যা গর্ববোধ নেই। ইমাদ আল-দ্বীন আন্তরিক আর ধীরস্থির স্বভাবের। আমি এই গুণাবলির কথা বিবেচনা করে আপনাদের উভয়কেই আমার পাশে চাই।'

তিনি চান ইমাদ আল-দ্বীন সরকারি সব চিঠিপত্র মুসাবিদা করার দায়িত্ব পালন করবেন এবং আমি সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে তার প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করি এটাই তার ইচ্ছা। তিনি আগেই আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন রাতে তিনি সেদিনের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে নিজের মনোভাব বয়ান করবেন। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটের কারণে বিষয়টা অসম্ভব প্রতীয়মান হয়েছে, কারণ গোসল করে শয্যায় যাবার পূর্বে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমিরদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

হাত্তিনে আমাদের বিজয়ের চার দিন পরে, সুলতানের বাহিনী আক্রের নিরাপত্তা প্রাচীরের, একটা সমৃদ্ধ দুর্গনগর যা ফ্রানজরা আমাদের উপকূল দূষিত করার প্রথম দিন থেকে দখল করে রেখেছিল, বাইরে অবস্থান গ্রহণ করে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে শহরটা আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু তিনি শহরের লোকদের মনঃস্থির করতে মাত্র একরাত সময় দেন। ফ্রানজরা দুর্গের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের ওপর থেকে আমাদের বাহিনী আকৃতি প্রত্যক্ষ করে এবং আত্মসমর্পণের শর্তাবলি আলোচনা করতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। সালাহ আল-দ্বীন প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ নন। তার শর্তাবলিও অন্যায্য নয় এবং প্রতিনিধিদল সেখানেই শর্তগুলো মেনে নেয়।

সুলতান যখন শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, শহরটা কেমন প্রাণহীন মৃত মনে হয়। ইমান আল-দ্বীন মন্তব্য করেন যে যখনই নতুন বিজয়ী কোনো শহরে প্রবেশ করে সব সময়ে সবখানে এই একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। শহরের লোকজন, সম্ভাব্য প্রতিশোধের ভয়ে, সচরাচর বাসার অভ্যন্তরেই অবস্থান করে। কিন্তু আজ হয়তো অন্য আরো একটা কারণও থাকতে পারে। সেদিন সূর্য নিষ্করুণভাবে উত্তাপ বিকিরণ করেছিল এবং আমাদের ভেতরে যারা তোরণদ্বারের নিচে দিয়ে অতিক্রম করছিল তারা আক্রের নির্মম উষ্ণতা সাথে সাথে টের পায় আর পশুর মতো দরদর করে ঘামতে শুরু করে।

দিনটা ছিল শুক্রবার। সুলতান, ঘোড়ায় চেপে তার পুত্র আল-আফদালকে পাশে নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে, তার আমিরদের নিয়ে দুর্গপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যান। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে নামার সময় বেহেশতের দিকে মুখ তুলে তাকান এবং মোনাজাতের জন্য হাত তোলেন। আমরা যখন নীরবে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থাকি তিনি পবিত্র কোরআন শরিফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন:

*বলো, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দাও,*
*আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও,*
*আর যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো,*
*আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো!*
*কল্যাণ তোমার হাতেই।*
*নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।*

তারা তারপর গোসল করে পরনের কাপড় বদলে নেয়। তারা তারপর চোখে খুশির ঝিলিক নিয়ে ধুলোমুক্ত ত্বকে শহরের পতন উদ্‌যাপন করতে, পুরনো মসজিদে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে। ফ্রানজরা মসজিদটা, একটা দীর্ঘ সময়ব্যাপী, গির্জা হিসেবে ব্যবহার করেছে।

জুমার নামাজ শেষ হতে সুলতান তার আমিরদের সাথে কোলাকুলি করেন এবং দুর্গপ্রাসাদে ফিরে আসেন। তিনি সেদিন অপরাহ্নে তার পরামর্শদাতাদের একটা বৈঠক ডেকেছেন আর আল-আফদালকে পাঠিয়েছেন সবাই যেন সেটায় অংশ নেয় সেটা নিশ্চিত করতে। তিনি সবাইকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। ইমাদ আল-দ্বীন আর আমাকে কেবল সাথে নিয়ে তিনি আক্রে বিজয়ের কথা খলিফাকে অবহিত করতে একটা চিঠি মুসাবিদা করেন। তারপর কোনো পূর্বাভাষ ছাড়াই তার মুখের অভিব্যক্তি কোমল হয়ে ওঠে এবং তার মেজাজ পরিবর্তিত হয়।

'তুমি কি জানো, আজ রাতে আমি আসলেই ঠিক কী করতে পছন্দ করব?'

আমরা মুখে ভদ্রতাসূচক একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করি।

'চার তারের বীণা নিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে গান গাইছে এমন কোনো গায়িকার গান শুনতে।'

ইমাদ আল-দ্বীন মুচকি হাসেন।

'বিজয়ীদের গৌরবান্বিত সেনাপতির কি কোনো কারণে জুবাইদার সুললিত কণ্ঠের মাধুর্য আর তার গান শোনার আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়েছে?'

সুলতানের মুখ নামটা শুনে খানিকটা ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

'সে এখনো দামেস্কে বাস করে। আমাদের একসময় যেমন অল্প বয়স ছিল সে এখন আর তেমন অল্প বয়সী নেই, কিন্তু আমি শুনেছি যে তার কণ্ঠস্বর খুব একটা বদলায়নি। সুলতান যদি অনুমতি দেন, আমি এই শহরে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি যদি কোনো...'

BanglaBook.org

'না, ইমাদ আল-দ্বীন!' সুলতান তাকে কথার মাঝেই থামিয়ে দেন। 'আমি মুহূর্তের দুর্বলতায় কথা বলে ফেলেছিলাম। এটা বণিকদের শহর। এখানে কোকিলকণ্ঠী কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে জুবাইদার মতো আরেকজন কখনো হবে? আপনারা দুজনই এবার যান এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। আলোচনা সভায় আপনাদের উপস্থিতি আমার প্রয়োজন এবং ইমাদ আল-দ্বীনকে বিশেষ খাতির করে আমি আলোচনা সভার আগে আমার সাথে আহার গ্রহণের জন্য তাকে বাধ্য করব না।'
আমি কায়রোর পরে সুলতানকে এমন খোশমেজাজে আর কখনো দেখিনি। তার দামেস্ক প্রত্যাবর্তনের পর থেকে সারাক্ষণই একটা চাপা উত্তেজনা তাকে ঘিরে থাকত আর সালতানের কাজেই তিনি বেশি ব্যস্ত থাকতেন।
আমি পরে হাম্মামখানায় পরিচারকরা যখন আমার পদ্যের মহান নির্মাতার গা ঘষে দিতে থাকে, তাকে আমি জুবাইদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বিস্মিত হন যে, সাধি আমাকে সালাহ আল-দ্বীনের যৌবনের অনুরাগের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেনি। হাম্মামের ঠিক পার্শ্ববর্তী একটা কক্ষে যখন আমাদের দেহ মুছিয়ে দেয়া হয়, তিনি আমাকে একটা উপাখ্যান শোনান, যা আরো একবার তার চমকপ্রদ স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা প্রকাশ করে।
'বিষয়টা ছিল একটা অসাধারণ সুন্দর জিনিসের প্রতি একটা ষোলো বছর বয়সী ছেলের ভালোবাসা। ইবনে ইয়াকুব, তুমি হাসছ, আর আমি এও জানি তোমার মনে কী ভাবনা খেলা করছে। তুমি ভাবছ এত মানুষ থাকতে আমি কীভাবে একজন রমণীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করছি? আমি কি ভুল বলেছি? তুমি আবার হাসছ, যা আমার সহজাত প্রবৃত্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। আমি তোমার সন্দেহের কারণ বুঝতে পারি। একথা মিথ্যা নয় যে, তোমার পেল্লায় দেহও, যেকোনো নারীর চেয়ে আমায় বেশি উত্তেজিত করে, কিন্তু ভারী, মন্দ্র কণ্ঠস্বরের অধিকারী হবার কারণে জুবাইদা ছিল অপরূপ সুন্দরী। তার কণ্ঠস্বর সবার অন্তর স্পর্শ করত, যারা তার গান শুনেছে। বন্ধু আমার, সত্যিই, সে ছিল উৎকর্ষের বিচারে অতুলনীয়।
'তার বংশ পরিচয় সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। গুজব প্রচলিত আছে, সে ছিল এক ক্রীতদাসীর মেয়ে, যাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দি করা হয়েছিল। জুবাইদা নিজে কখনো তার অতীত সম্পর্কে কোনো কথা বলত না। সে মজলিশে কখনো খুব বেশি কথা বলত না, যদিও আল-ফাদিল সেও তার গুণমুগ্ধদের একজন ছিল, আমাকে একবার বলেছিল যে, মজলিশে যখন কেবল একজন বা দুজন মানুষ উপস্থিত থাকে তখন তার কথা দ্যুতি ছড়ায়। আমি সেই সুযোগ কখনো লাভ করিনি।
'আমি অবশ্য সেইদিন উপস্থিত ছিলাম, যখন সালাহ আল-দ্বীন অহংকার দ্বারা নিজের অন্ধকারাচ্ছন্ন আত্মা নিয়ে তার আব্বাজান আইয়ুব আর চাচাজান শিরকুহর উপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো চোখে দেখে। সাধি অবশ্য

BanglaBook.org

সেইদিনগুলোতে সর্বত্র বিচরণ করত। এক বণিকের হাভেলি ছিল সেটা, যেখানে একজন লোক আইয়ুবকে খুশি করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তিনি সেই উপলক্ষে জুবাইদাকে অর্থের বিনিময়ে সেখানে নিয়ে এসেছিলেন। আমরা সেবারই প্রথম তার কণ্ঠে গান শুনি। সালাহ্ আল-দ্বীন সাথে সাথে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তার হৃদয়কে যে কেউ প্রেমাবেগে প্রকুপিত হতে দেখবে, যা এতটাই বিশুদ্ধ যে, সেটা সব কিছু পুড়িয়ে দিতে পারে।

'জুবাইদার বয়স তখনো ত্রিশ বছর হয়নি। তার দেহত্বক উজ্জ্বল, চুল কুচকুচে কালো আর তার বিশাল দুটো চোখ দুটো বেহেশতি প্রদীপের ন্যায় জ্বলজ্বল করত। সে যখন হাসত তখন মুক্তোও লজ্জা পেত তার দাঁতের সৌন্দর্য দেখে। সে ছিল হালকা-পাতলা গড়নের অধিকারী এবং আমাকে যদি বলতে বলো, আমার বাগদাদের এক সুন্দর কিশোরের কথা মনে পড়ে যায় যার সাথে আমি একবার রমণ করেছিলাম। আমাদের ওপর থেকে তার চোখ মাঝে মাঝে অন্যদিকে সরে যায়, অনেকটা যেন সে একটা স্বপ্নের ঘোরে আছে। তার মুখমণ্ডল তারপর জ্যোৎস্নার কোমল আলোয় মাখামাখি এক টুকরো মেঘের কথা আমায় মনে করিয়ে দেয়। ইবনে ইয়াকুব, আমার মনে হয় সে যদি ছেলে হতো, কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে আমার সরে যাওয়া ঠিক হবে না।

'সেই রাতে তার পরনে ছিল আকাশের রঙের মতো রেশমের একটা আলখাল্লা। পুরো আলখাল্লাটা জুড়ে নানান ধরনের পাখির নকশা করা। সোনালি জরি দিয়ে নাইটিংগেল পাখি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। একটা বড় কালো স্কার্ফ, যার পুরোটায় লাল বৃত্তাকার নকশা করা, দিয়ে তার মাথা আবৃত করা ছিল। তার দুই হাতে দুটো রুপার বালা অবহেলায় পড়ে রয়েছে। সে যখন বীণার তারে হাত ছোঁয়ায় আর বাজনার সাথে সাথে তার কণ্ঠস্বর সংগত করে তখন একজন এসব কিছু ভুলে যেতে বাধ্য। একেবারে স্বর্গীয় অনুভূতি, বন্ধু, একেবারে স্বর্গীয়।

'সেই রাতে সালাহ্ আল-দ্বীনকে জোর করে হাভেলিতে নিয়ে যেতে হয়। তার চাচাজান শিরকুহ তার জন্য জুবাইদাকে কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেন কিন্তু জুবাইদাকে কেনার এ ভাবনাটাই তার ভালোবাসার আবেগকে অপমানিত করে। সে সেখান থেকে চলে আসার সময় তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে থাকে, তার ধমনিতে রক্তের প্রবাহ বেড়ে গেছে, সর্বদা তাকে আগলে রাখা সাধি সেই সময় তার পাশ ছিল। সেই রাতের পর তিনি কখনো জুবাইদার গান শোনার একটা সুযোগও নষ্ট করেননি। তিনি তাকে উপহার পাঠান। তার প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা ঘোষণা করেন। জুবাইদা কেবল বিষণ্ন চোখে হেসে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত এবং ফিসফিস করে বলত, তার মতো মেয়েরা যুবরাজের শয্যাসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত নয়। সালাহ্ আল-দ্বীন আইয়ুবের হাভেলির আঙিনার শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট, ঝাঁকড়া নাশপাতি গাছের নিচে বসে কবিতা চর্চা শুরু করে। সে তাকে উদ্দেশ্য করে অন্ত্যমিল বিশিষ্ট দ্বিপদী কবিতা

BanglaBook.org

লিখে পাঠাত, যার একটা পরবর্তীতে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সে তাকে বেহেশতের সিন্দুকে রক্ষিত জ্যোৎস্নার চেয়েও সুন্দরী বলেছে, কারণ তার সৌন্দর্য ভোরের আলোয় ম্লান হয়নি। কবিতার মান, তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে, মামুলি ধরনের, কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, সেগুলো কেউ একজন গভীরভাবে অনুভব করেছে।

'ছেলেটার ভালোবাসা জুবাইদাকে স্পর্শ করে, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে তাকে নিজের জীবন-যাপন করতে হবে, এমন একটা জীবন, প্রয়োজনের খাতিরে, যেখানে সালাহ আল-দ্বীনের প্রবেশাধিকার নেই। জুবাইদা তাকে কী বলতে চেষ্টা করছে তিনি সেটা কোনোভাবেই বুঝতে চান না। তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না যে তাকে অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইবনে ইয়াকুব, আমার কথা বিশ্বাস করো, আমি যখন তোমাকে বলছি যে পরিস্থিতি মারাত্মক খারাপ হয়েছিল মানে এতটাই যে আমাদের আজকের সতর্ক, মার্জিত সুলতান জুবাইদাকে বিয়ে করতে না পারলে আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তার চাচাজান শিরকুহ সেবার তাকে কায়রো নিয়ে এসে ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটান। কাহিনির বাকি অংশ তুমি জানো। সালাহ আল-দ্বীন সুলতান হন। জুবাইদা বারবণিতাই থেকে যায়।'

সালাহ আল-দ্বীনের কঠোর ইচ্ছাশক্তি আর একগুঁয়েমি সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল থাকায়, তিনি গায়িকার ব্যাপারে এত সহজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন দেখে নিজের বিস্ময় প্রকাশ না করে পারি না। তিনি অবশ্যই তাকে ছেড়ে যাবার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অবশ্যই পরবর্তীতে নিজের ইচ্ছায় তার কাছে ফিরে যেতে পারতেন, এমনকি তাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে কোনো বাধা ছিল না। জুবাইদার বারবণিতা হবার কারণে তার খুব বেশি বিব্রত হবার কথা নয়। আর তা ছাড়া, সবাই জানে যে বারবণিতারা সচরাচর সবচেয়ে বিশ্বস্ত স্ত্রী হয়ে থাকে।

সাধি কখনো এ ঘটনা কেন উল্লেখ করেনি সেটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি হতবুদ্ধি করে দেয়। একবারের জন্যও না। এক হতে পারে মহান আলেম তারুণ্যের আবেগকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলেছেন বা আরো একটা কারণ আছে, যা এখনো আমার কাছে গোপন রয়েছে। আমি স্মৃতিশক্তির শাহানশাহকে আরো বলার জন্য চেপে ধরি এবং পুরো সত্যিটা বলার জন্য তাকে অনুরোধ জানাই।

ইমাদ আল-দ্বীন সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'হায়, বন্ধু, সে যে তার আব্বাজান আইয়ুবের রক্ষিতা ছিল। শিরকুহ যখন তাকে এই ভয়ংকর সত্যিটা জানায় তখন তরুণ প্রেমিকের ভেতর কিছু একটার মৃত্যু ঘটেছিল। আমার দৃঢ় অভিমত যে, বিষয়টা জানার পর তিনি তার সমস্ত মনোযোগ যুদ্ধবিদ্যার দিকে নিবিষ্ট করেছিলেন। আমাকে যখন আমার প্রেমিক প্রত্যাখ্যান করেছিল তখন আমার সমস্ত মনোযোগ আমি প্রকাশ করার জন্য যে

BanglaBook.org

পাণ্ডুলিপি রচনা করছি সেটার ওপর কেন্দ্রীভূত হয়। সালাহ্ আল-দ্বীনের ক্ষেত্রে সেটা ছিল ঘোড়সওয়ারি আর অসিবিদ্যা। এটা অনেকটা এমন যে জুবাইদাকে ভালোবাসার অনুমতি না পাবার কারণে তার প্রতি তার ভালোবাসা ঘোড়ার প্রতি পর্যবসিত হয়েছে। ইবনে ইয়াকুব, তুমি যত খুশি হাসতে পারো, কিন্তু তোমার চপলতাকে প্ররোচিত করা আমার পর্যবেক্ষণের অভিপ্রায় নয়।

'জুবাইদার প্রত্যাখ্যান তার কোমল হৃদয়কে ছুরির মতো বিদ্ধ করেছিল। তার অনেক সময় লেগেছিল বিষয়টা থেকে বের হয়ে আসতে। তোমার নিশ্চয়ই অজানা নেই যে এর ফলে তিনি তার অবস্থানের লোকদের তুলনায় অনেক দেরি করে বিয়ে করেছিলেন। একবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া শুরু করতে তিনি তার প্রিয় ঘোড়ার মতোই তখন সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি একের পর এক উপপত্নী গ্রহণ করেন আর তার আব্বাজান ও চাচাজান দুজনের মিলিত সন্তানের চেয়ে বেশি সন্তানের জন্ম দেন।

'তার পরিবারের এত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও, তার সামনে জুবাইদার নাম উচ্চারণ করার অনুমতি কারো ছিল না। তার স্মৃতিকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। সাধি হয়তো এ জন্যই তার কথা তোমাকে কখনো বলেনি। সে বুঝতে পেরেছিল যে এটা একটা যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা।

'আজ আমি বিশাল একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল যে সালাহ্ আল-দ্বীন তার কথাই ভাবছেন। তিনি তার সাথে নিজের গৌরব ভাগ করে নিতে চান, তাকে বলতে চান: "জুবাইদা, এই লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। সে তার বাবার চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছে।" আমার সহজাত প্রবৃত্তির কারণে এটা মনে হয়েছিল আর সেই কারণেই তার নাম উল্লেখ করার ঝুঁকি আমি নিয়েছিলাম। সালাহ্ আল-দ্বীন যেভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তখন আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি আমায় কক্ষ থেকে বের করে দিতে পারতেন। আমার মনে হয় অবশেষে তার যন্ত্রণার অবসান হয়েছে। আমরা যখন দামেস্ক ফিরে যাব তখন আমরা হয়তো দেখব তাকে নিয়ে আসার জন্য তিনি লোক পাঠিয়েছেন।'

জুবাইদাকে একবার চোখের সামনে দেখার জন্য, তার কণ্ঠস্বর সাথে তার বাজানো চার তারের বীণার আওয়াজ শোনার জন্য আমার মাঝে একটা উদগ্র কামনার জন্ম হয়। আমি দামেস্কে ফিরে তাকে দেখব বলে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করি। সে হয়তো গল্পে আরো নতুন কিছু যোগ করতে পারে। তার কাছে প্রথমে হয়তো বিষয়টা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। এটা কী হওয়া সম্ভব যে সালাহ্ আল-দ্বীন যুদ্ধের ময়দানে যতটা সতর্ক, প্রেমের ক্ষেত্রেও একইরকম সতর্ক ছিলেন? আমি কোনোভাবেই চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করতে পারি না। ইমাদ আল-দ্বীন যা জানতেন আমাকে সবই বলেছেন কিন্তু আমার কেবলই মনে হয় যে, গল্পের আরেকটু পাদটীকা বাকি রয়েছে। আমাকে সত্যিটা উদ্ঘাটন করতেই হবে। জুবাইদা যদি কিছু বলতে না চায়, আমি



BanglaBook.org

জামিলাকে প্রশ্ন করতে পারি। তিনিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি, যার পক্ষে সুলতানকে প্রশ্ন করে জেরবার করে তোলা সম্ভব, যতক্ষণ না তিনি যা জানতে চান সেটা তিনি তাকে বলেন।

সাধিই হয়তো একমাত্র ব্যক্তি, যে আমায় সত্যি ঘটনাটা বলতে পারত, কিন্তু বলেনি। আমি যুদ্ধের মন্ত্রণাসভায় যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাঝে সাধি আমার স্মৃতিতে পুনরায় জাঁকিয়ে বসে আর আমরা একটা কাল্পনিক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

BanglaBook.org

বত্রিশ

# যুদ্ধের শেষ মন্ত্রণাসভা

ইমাদ আল-দ্বীন যদিও আমায় বিশ্বাস করে বলেন যে, সুলতান এই জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জমায়েত হিসেবে যুদ্ধ পরিষদকে. বিবেচনা করেন, তার কথা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল। আমি ধরে নিই যে ইমাদ আল-দ্বীন কথাটা আমায় বলেছে কেবল সুলতানের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন করতে। আমার ধারণা এইবার ভুল ছিল।

আমি ভেবেছিলাম যে যুদ্ধ পরিষদের এই অধিবেশন কেবলই একটা আনুষ্ঠানিকতা হবে, বিজয় উদ্‌যাপনের একটা উপলক্ষ যেখানে সুলতান জেরুজালেম অভিমুখে আমাদের যাত্রা শুরুর দিনক্ষণ ঘোষণা করবেন। এমন কিছু ভাবনা থাকে, যা একজনের উচিত হেসে উড়িয়ে দেয়া। এটা ছিল সে রকম একটা ভাবনা।

আমি যখন জনাকীর্ণ কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি যেখানে আগে থেকেই আমিররা সমবেত হয়েছে, আমি সাথে সাথে সেখানে বিদ্যমান অনিশ্চয়তা আর উত্তেজনা আঁচ করতে পারি। আমি কক্ষের পেছন থেকে সুলতানকে বেশ কিছুটা দূরে আল-আফদাল, ইমাদ আল-দ্বীন আর তাকি আল-দ্বীনের সাথে আলোচনারত দেখতে পাই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় শেষোক্তজন কথা বলছে, অন্যরা প্রাণপণে মাথা নাড়ছে। আমিররা আমায় সুলতানের নিকট যাবার জন্য জায়গা করে দেয়, কিন্তু তাদের আচরণের মাঝে সুলতানের প্রিয়পাত্রকে ছাড় দেয়ার একটা মনোভাব কাজ করে। তাদের চোখে-মুখে আন্তরিকতা বা উৎসাহ দেয়ার কোনো অভিব্যক্তি নেই। কেকুবড়িকে পর্যন্ত অস্থির দেখায়।

আমি সুলতান যেখানে উপবিষ্ট রয়েছেন সেই মঞ্চের কাছে না পৌছানো পর্যন্ত বুঝতে পারি না কেন আমিরের দল ক্রুদ্ধ হয়েছে। সালাহ আল-দ্বীন আর তার পরিবারের নিকট আত্মীয়রা গণিমতের মালের ভাগ-বাটোয়ারা সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করছে সেটা যা বরাবরই কোনো নতুন শহর দখল করার পর একটা নাজুক মুহূর্ত।

সালাহ্ আল-দ্বীনের ব্যক্তিগত অভিলাষের কথা আমিরদের অজানা নয়। তিনি নিশ্চিতভাবেই জিহাদের জন্য কিছুটা অর্থ আলাদা করে রেখে বাকিটা সেইসব বিশ্বাসীর মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে বলবেন, যারা শহর পর্যন্ত হেঁটে

BanglaBook.org

এসেছে। কিন্তু তার ছেলে জিহাদের সময় অন্য শাসক কর্তৃক অনুসৃত আরেকটা প্রথার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজের সন্তানদের জন্য সব কিছু সঞ্চয় করে রাখা।

সুলতান ভীষণ চাপের মুখে পড়েন, দখল করা শহর আর এর সমস্ত সম্পত্তি আল-আফদালকে উপহার দিতে বাধ্য হন। তাকি আল-দ্বীনকে চিনি তৈরির কারখানা আর অক্ষরের আধিকারিককে একটা বিশাল হাভেলি উপহার দেয়া হয়। আল-আফদাল পুরো বিষয়টা ইতিমধ্যে আমিরদের জানিয়ে দিয়েছে, যা একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। সুলতান নিজে যদি তাদের ব্যাপারটা জানাতেন, তারা হয়তো বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করত, কিন্তু তথ্যটা অনেক শোভনভাবে মেনে নিত। ইমাদ আল-দ্বীন পুরো ধারণাটার ঘোর বৈরী ছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন সব কিছু যুদ্ধ তহবিলে প্রদান করতে, যা আগামী যুদ্ধগুলো সংগঠনে ব্যয় করা হবে।

'মহামান্য সুলতান, সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই,' তিনি সালাহ আল-দ্বীনের কানে ফিসফিস করে বলেন, 'যে ফ্রানজরা সাহায্যের জন্য পানি অতিক্রম করে আবেদন জানাবে এবং আরো নাইট এসে উপস্থিত হবে। তারা যদি তৃতীয় "ক্রুসেড" শুরু করে তাহলে আমাদের অচিরেই অর্থের প্রয়োজন হবে।'

সালাহ আল-দ্বীন সম্মতি প্রকাশ করলেও কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেয়া একটা ভঙ্গি করেন। তিনি তারপর উঠে দাঁড়ান তার আমিরদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে। কিছুক্ষণের জন্য বাইরের ঘুগরা পোকার ডাকে কেবল নীরবতা বিঘ্নিত হয়।

'আমি জানি আপনারা কী চিন্তা করছেন। আপনারা ভাবছেন যে আমি কেন আল-কুদস অভিমুখে যাত্রা করতে বিলম্ব করছি। আমি বলছি কেন এই বিলম্ব। আমি চাই না আল-কুদস আর কখনো অবিশ্বাসী কাফেরদের হস্তগত হোক। আমরা যদি আগামীকাল এটা দখল করি এবং আমরা হয়তো কোনো ঝামেলা ছাড়াই সেটা, আল্লাহ সাহায্য করলে, অর্জন করতে পারব, যেহেতু ফ্রানজরা হাত্তিনের যুদ্ধে তাদের সেরা নাইটদের হারিয়েছে– সেটা হবে মারাত্মক একটা ভুল। চিন্তা করেন এবং তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি কী বোঝাতে চাইছি। ফ্রানজরা এখনো উপকূলবর্তী শহরগুলো দখল করে রেখেছে। এই শহর আর বন্দরগুলোতে তাদের দূরবর্তী আবাসস্থল থেকে জাহাজ আরো নাইট, আরো আয়ুধ, আরো অ্যালকোহল আর অধিকসংখ্যক ক্রুশ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে। তারা এখানে এখনো অবস্থান করা অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে একত্র হবে এবং আল-কুদস অবরোধ করবে। এটা তেমন জটিল কোনো ব্যাপার না।

'আমরা সে কারণে আমাদের বাহিনীকে কয়েক ভাগে ভাগ করব আর উপকূলবর্তী সবগুলো শহর দখল করব। আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমি কখনো আমাদের বাহিনী ভাগ করা আর আমিররা বিভিন্ন যুদ্ধে আমিররা যখন বিভিন্ন অংশের নেতৃত্ব দেয় খুশি মনে মেনে নিতে পারি না। কিন্তু আল-কুদস

BanglaBook.org

পৌঁছাবার পূর্বে আমরা সেটা করতে চলেছি। আমি কমলালেবুর গাছটা এত জোরে ঝাঁকিয়ে দিতে চাই যে, একটা ছাড়া বাকি সব লেবু যেন মাটিতে পড়ে যায়। আমরা সেটা বিরল আর মূল্যবান কোনো ফুল হিসেবে বিবেচনা করে সেটাকে তখন ছিঁড়ে নেব। আসুন আমরা একসাথে আমাদের উপকূল থেকে কাফেরদের বিতাড়িত করি।

'আমার কাছে, তায়র বরং আল-কুদসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি ওই শহরের বন্দরটাকে দখল করতে পারি, আমরা তাহলে চিরতরে ফ্রানজদের টুঁটি চেপে ধরতে পারব। সমুদ্র অতিক্রম করে যে নাইটরা যুদ্ধ করতে আসবে তারা জাহাজ থেকে মাটিতে পা রাখার আগেই আমাদের আগুনের হলকা টের পাবে। আপনারা কি আমার পরিকল্পনা জানতে আগ্রহী? মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, আমি এখন সেটা বর্ণনা করতে চলেছি। আসকালন, জাফ্ফা, সাঈদা, বেইরুত, জুবাইল, তারতাস, জাবালা, লাটাকিয়া, তায়র এবং তারপর আল-কুদস।

'ফ্রানজরা যদি কেবল আমাদের একমাত্র শত্রু হতো, তাহলে আল্লাহর সহায়তায় বহু বছর আগেই এসব অঞ্চল থেকে আমরা তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হতাম। ফ্রানজ ছাড়াও আমাদের আরো তিনটি শত্রু আছে। সময়, দূরত্ব, আর সেইসব বিশ্বাসীরা যারা তাদের নিরাপদ গম্বুজে অবস্থান করে দূর থেকে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। হায়েনার মতো তারা গুহায় লুকিয়ে থাকে, বাইরে বের হয়ে এসে বাঘকে নিজেদের ভেতর লড়াই করতে দেখতে ভয় পায়। এইসব বিশ্বাসীরাই মহানবী (সা.)-এর নামের ওপর কাপুরুষতা, লজ্জা আর অপমানের পর্বতপ্রমাণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের একটা বিষয় পরিষ্কার জানিয়ে দাও যে, আমরাই বিজয়ী হব এবং সমস্ত বিশ্বাসীর চোখে তারাই অবজ্ঞা আর অপমানের বস্তুতে পরিণত হবে। আল্লাহতালা তাদের সবাইকে জয় করার তৌফিক আমাদের দান করুন।'

সুলতানের কথায় আমিররা বিস্মিত হন। তিনি যখন কথা বলেন তারা তখন মুচকি হেসে ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকেন এবং তার কথা যখন শেষ হয় তারা মিলিত কণ্ঠে সমস্বরে বলে ওঠেন:

'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এবং হজরত মোহাম্মদ (সা.) তার প্রেরিত রাসুল।'

কেকুবড়ি প্রথম বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে কথা শুরু করে।

'বিজয়ীদের বীর সেনাপতি, আমি নিশ্চিত আমি এখানে উপস্থিত সবার মনের কথাই বলব যখন আমি বলব যে আপনি সত্যিই আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আমি নিজেও মনে করতাম যে আল-কুদস অবরোধে কালক্ষেপণ করা আমাদের উচিত হবে না। আপনি আমায় বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে আমার ধারণা ভুল ছিল এবং যুদ্ধকালীন সময়ে অসহিষ্ণুতা কখনো কার্যকর পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে না।



BanglaBook.org

'আমি আপনার অনুমতিসাপেক্ষে আপনাকে একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।'

সুলতান মাথা নেড়ে নিজের সম্মতির কথা জানান।

'আমরা কেবলমাত্র আমাদের বাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেই দ্রুত উপকূলীয় এলাকা দখল করতে পারি, কিন্তু...'

'কেকুবড়ি আমি আপনার আশঙ্কার কথা জানি এবং আমি নিজেও আপনার সাথে সহমত পোষণ করি। আমি যখন আমার পরিবারের সদস্য বা আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের কোনো অভিযানে প্রেরণ করি যেখানে তাদের নিজের ওপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই তখন আমি সব সময় তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত থাকি, কিন্তু আমাদের সামনে এবার বিকল্প কোনো পথ সত্যিই নেই। গতি অপরিহার্য। আমি চাই আমাদের সৈন্যরা উপকূলীয় অঞ্চলে পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ুক। আপনি, সবচেয়ে বিশ্বস্ত কেকুবড়ি, অবশ্যই তাভেরিয়া থেকে তায়র পর্যন্ত পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করবেন। ঈসা (আ.) যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই নাজারেথ থেকে শুরু করে প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি শহর দখল করে নেন। আল-ফুলায় অবস্থিত টেম্পলারদের দুর্গ দখল করেন। সেবাস্তি আর নাবুলাস দখলের দায়িত্ব হিশাম আল-দ্বীনের। বদর আল-দ্বীন, আপনি আপনার বাহিনী নিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে হাইফা, আরসুফ আর কাইসারিয়া দখল করবেন। তাকি আল-দ্বীন তায়র আর তিবনিন দখলের অভিযান পরিচালনা করবে এবং আমি নিজে বেইরুত আর সাইদা দখলের অভিযানের নেতৃত্ব দেব। ইমাদ আল-দ্বীন দারুণ পরিশ্রম করে এসব শহরগুলোতে আপনার কেমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন তার একটা বিবরণী আপনাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এবং সেটা সবাইকে দেয়া হবে। আমরা মনে হয় নেবলাস, যেখানে বিশ্বাসীরা ফ্রানজদের চেয়ে সংখ্যায় একশজনে একজন বেশি, একমাত্র এলাকা যেখানে তারা হয়তো আত্মসমর্পণ করবে। ফ্রানজরা আমাদের সাফল্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছে এবং তারা অন্যত্র হয়তো নিজেদের দুর্দশাকে প্রলম্বিত করতে চাইবে। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষমাশীলতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেবে না। তারা যেখানে আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে, তোমরা সেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই উদারতা প্রদর্শন করবে, কারণ ফ্রানজদের জীবনই কেবল ঝুঁকির মাঝে নেই। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন। আমরা আগামীকাল যাত্রা করব।'

সালাহ আল-দ্বীন পরের দিন, সম্মানসূচক একটা আলখাল্লা পরিধান করে এবং কালো আর সাদা মুক্তার একটা কণ্ঠহার গলায় দিয়ে বিশাল একটা শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করেন। তার সমস্ত আমির তার সঙ্গী হয় যারা বিদায় নেয়ার পূর্বে তাকে শেষবারের মতো সম্ভাষণ জানাতে এসেছিল। সুলতান আজকের শোভাযাত্রার জন্য নির্বাচিত তীরন্দাজ, বর্শাধারী সৈন্য আর

BanglaBook.org

তরোয়ালবাজদের মনোনীত করেছেন। তাদেরই কেবল নেয়া হয়েছে যারা বহু বছর তার সাথে একসাথে লড়াই করেছে। আমি আর ইমাদ আল-দ্বীন তার পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে অগ্রসর হই। আক্রের তোরণদ্বারের বাইরে আমরা কিছুক্ষণের জন্য সাময়িত যাত্রাবিরতি করি যাতে সুলতান তার আমিরদের সাথে শেষবারের মতো কথা বলার সুযোগ পান। তাকি আল-দ্বীন আর কেকুবড়ি ঘোড়া থেকে নেমে তার দিকে এগিয়ে আসে এবং তার আলখাল্লার প্রান্তদেশ চুম্বন করে। তার মুখের অভিব্যক্তি এই দুই তরুণকে দেখে, যাদের তিনি নিজের চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখেছেন এবং যাদের তিনি নিজেকে যতটা বিশ্বাস করেন ঠিক ততটাই বিশ্বাস করেন, কোমল হয়ে ওঠে। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসেন এবং কালক্ষেপণ না করে তাদের রওনা দিতে বলেন।

'আমরা আল-কুদসের তোরণদ্বারের বাইরের এরপরের বার মিলিত হব।'

তার পুত্রের পালা তারপর, কিশোর আল-আফদাল, আপাদমস্তক বর্মসজ্জিত এবং সতেরো বছর বয়সী কিশোর ছেলে যেভাবে নিজেকে জাহির করতে অভ্যস্ত সেভাবে একটা কুচকুচে কালো ঘোড়ায় চেপে দুলকি চালে এগিয়ে আসে। ঘোড়ার লাগাম নিয়ন্ত্রণে তার খানিকটা বেগ পেতে হলে বিষয়টা তার আব্বাজান বেশ উপভোগ করেন, তিনি হাসি চেপে গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আল-আফদাল ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে বেশ ঘটা করে তার আব্বাজানের আলখাল্লায় চুমু খায়।

'আল-আফদাল, আল্লাহতালা এই শহর ভালোভাবে পরিচালনা করতে তোমায় সহায়তা করুন,' তার আব্বাজান বলে। 'একদিন আমি আর তুমি একসাথে পবিত্র মক্কা নগরে হজ পালন করতে যাব, কিন্তু সেটা কেবল তখনই যখন আল-কুদস আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবে। তুমি এবার তোমার শহরে ফিরে যাও এবং মনে রাখবে, আমরা সবাই একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যাব এবং জনগণ আমাদের শাসন করার সুযোগ দিয়েছে বলেই আমরা শাসন করছি। কখনো লোভ করবে না আর নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করবে না। এই আচরণ যেসব শাসক করে তারা কেবল নিজেদের নিরাপত্তাহীনতাই প্রকাশ করে। আল-আফদাল, তোমায় নিয়ে আমার অনেক আশা এবং আমার সবচেয়ে বড় ভরসা যে তুমি আমায় কখনো নিরাশ করবে না।'

সুলতান এই কথাগুলো বলেই নিজের ডান হাত ওপরে তুলে ধরেন এবং আক্রেকে পেছনে রেখে আমাদের বাহিনী কুচকাওয়াজ করে সামনে এগিয়ে চলে।

BanglaBook.org

## তেত্রিশ

# মহান বিজয়ী হিসেবে সালাহ আল-দ্বীন প্রশংসিত হন কিন্তু তিনি তায়র দখল করা থেকে বিরত থাকেন যদিও ইমাদ আল-দ্বীন তাকে ঠিক সেটাই করতে বলেছিল

আমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এগিয়ে যাই। সুলতান অকারণে নিজের সৈন্যদের ক্লান্ত করতে চান না। গ্রামের পর গ্রাম আর অগণিত শহর বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে এবং তিনি তার বিজয়গাথায় সেগুলো গ্রন্থিত করে চলেন, যা ধীরে ধীরে মুক্তোর একটা মালার মতো আকৃতি নিতে শুরু করে। স্থানীয় অধিবাসীরা সব জায়গায়, হোক তারা বিশ্বাসী বা খ্রিস্টান বা আমার নিজের ধর্মমতের লোক, রাস্তার দু'পাশে সমবেত হয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। তার কাছে প্রায়ই ছোট শিশুদের নিয়ে আসা হতো, যাতে তিনি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে দেন। বিশ্বাসীরা আনন্দিত হয় কিন্তু তার ভেতর সংকীর্ণ আত্মতৃপ্তির লেশমাত্র ছিল না। আমি খেয়াল করে দেখি সাধারণ মানুষের মাঝে যারা পরাজিত হয়েছে তাদের উদ্দেশে অভিশাপ দেয়া এবং বিজয়ীর সম্মানে প্রশংসাসূচক গান রচনা করা কত সাধারণ একটা ঘটনা। এটা যুদ্ধেরই একটা নিয়ম। মানুষ অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে নিজেদের এভাবে নিরাপদ রাখতে চেষ্টা করে।

BanglaBook.org

প্রতিটি গ্রাম আর নগরে তারপরও অবশ্য সব সময়ই কিছু লোক দেখা যায়, যাদের বিজয় উল্লাস ফাঁপা শোনায়। তারা নতুন বিজয়ীর প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করতে পুরনো শাসকের নাম কলুষিত করে, রুচিহীন কুৎসিত স্থূল রসিকতা তৈরি করে এবং তার সুনামকে খাটো করে, অনেকটা ঠিক রাস্তার নেড়ি কুকুর যেমন গলিত শবদেহ নিয়ে করে। এরা প্রায়ই দেখা যায় সেই শ্রেণীর মানুষ যারা ফ্রানজদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি কিন্তু তাদের পরাজয় নিশ্চিত হতেই জোর গলায় প্রতিহিংসাকে পরিণত হয়, নিজেদের জন্য নতুন পরিচয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে।

একজন দম্ভোক্তি করে বয়ান করে কীভাবে সে নহরের পাশে নিঃসঙ্গ এক ফ্রানজ নাইটকে খুঁজে পেয়েছিল আর তার শিরোচ্ছেদ করেছে যাতে পানির প্রবাহ লাল হয়। আরেকজন এই গল্পই আরেকটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করবে। সে গল্প ফেঁদে বসবে কীভাবে এক রাতে, এক ফ্রানজ নাইটকে এক

কুমারী মেয়ের, স্বভাবতই মেয়েটা বিশ্বাসী, শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার সময় সে তাকে হাতেনাতে ধরেছিল আর তার তরবারি কীভাবে দুরাত্মা নাইটের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে এবং তার অণ্ডকোষ দুটো কেটে নিয়ে পরে কুকুরকে খেতে দেয়।

সুলতান বেশ কয়েকবার এই একই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবার পরে আদেশ দেন যে, কেউ যদি নিজেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে মিথ্যাচার করে তাহলে প্রকাশ্যে তাদের দোররা মারা হবে। নতুন সুলতান মিথ্যুকদের প্রতি সহানুভূতিশীল নন, এ কথাটা চাউর হতেই দম্ভোক্তিকারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। সালাহ্ আল-দ্বীন অপদার্থ হামবাকদের মৃতদেহের ওপর উঠতে দেখে ক্রুদ্ধ হন যারা, তাদের দোষ যাই হোক, অন্তত যুদ্ধের ময়দানে মত্যুবরণ করেছে।

আমরা তায়র এর নিকটবর্তী হতে আমাদের মাঝে তীব্র বাদানুবাদের জন্ম হয়। ইমাদ আল-দ্বীন মতো দেন যে শহরটার শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর সে কারণেই তারা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুললেও আমাদের উচিত কালক্ষেপণ না করে এটা দখল করা। তাকে অধিকাংশ আমির সমর্থন করে। তারা তর্ক করার চেষ্টা করে যে সুলতান নিজে যেহেতু তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে তায়র দখল করাটা জেরুজালেমের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আক্রমণে অহেতুক কালক্ষেপণ করার তাই কোনো মানে হয় না।

আমার সেইদিন সন্ধ্যাবেলার কথা ভালো মনে আছে, আমরা যখন কমলালেবুর ঝোপ আর বুনো ফুলের মাঝে রাতের মতো যাত্রাবিরতি করেছিলাম। আমি সেই রাতের কথা যখন স্মরণ করছি তাদের সুরভি এখনো আমায় অভিভূত করে। আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করতে সালাহ্ আল-দ্বীন শিবিরের মাঝে অস্থিরভাবে পায়চারি করেন। তিনি কারো সাথে কোনো কথা বলেন না। তিনি মাঝে মাঝে কমলালেবুর গাছ থেকে একটা কমলা ছিড়ে নিয়ে সেটার খোসা ছাড়িয়ে পুরো ফলটা মুখে পুরে দেন। দূর থেকে ভেসে আসা বজ্রপাতের শব্দ তার মনোযোগ বিঘ্নিত করে। তিনি ওপরে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়।

আমিরের দল আর ইমাদ আল-দ্বীন তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করে থাকে তিনি যখন প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁবুর ভেতর আপনমনে একাকী সময় অতিবাহিত করেন। তারা সবাই এখন আশ্রয়ের খোঁজে দৌড়ে ভেতরে প্রবেশ করে।

তিনি কী ভাবছিলেন? তিনি তাদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে থাকেন। তারা কী চিন্তা করছে তিনি সেটা খুব ভালো করেই জানেন। তিনি তারপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার তাঁবুর দরজার দিকে হেঁটে যান এবং পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দেন। বৃষ্টি তখনো মুষলধারে হচ্ছে। তিনি ধীর পায়ে ভেতরে ফিরে আসে এবং তাদের অবহিত করেন, এবারের মতো, তিনি তায়র পাশ কাটিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা সাইদা অভিমুখে অগ্রসর হব

এবং তারপর বেইরুত। আমরা জেরুজালেম অভিমুখে ফিরতি যাত্রা পর্যন্ত তায়র অভিযান মুলতবি থাক।

সবার চোখে-মুখে স্পষ্ট হতাশা ফুটে ওঠে, কিন্তু কেউই সুলতানের বিচার-বিবেচনা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। ইমাদ আল-দ্বীন, যিনি সচরাচর বাড়াবাড়ি ধরনের স্পষ্টবাদী তিনিও পর্যন্ত নীরব থাকেন। তিনি আমায় পরবর্তীতে বলেন যে, তিনি যদিও জানতেন সিদ্ধান্তটা ভুল হয়েছে, কিন্তু তার মনে হয়নি যে সুলতানের সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করার মতো সামরিক দক্ষতা তার রয়েছে। জিহাদের গুরুত্বের সাথে সুলতানের সিদ্ধান্তের সামান্যই যোগসূত্র রয়েছে। পুরো বিষয়টাই নিখাঁদ আবেগপ্রসূত।

‘ইবনে ইয়াকুব, আমি জানি তারা ভাবছে আমি ভুল করেছি,’ তিনি সেই রাতে আমরা তার প্রিয় পাতলা করে রান্না করা ডাল দিয়ে রাতের খাবার শেষ করার পরে স্বীকার করেন। ‘বিষয়টা হলো যে, তায়রের দুর্গপ্রাসাদে আমার পুরনো বন্ধু ত্রিপোলির রেমন্ড আত্মগোপন করে রয়েছেন। আমি তাকে হাত্তিনের যুদ্ধে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছিলাম। তার অহংকার তাকে আত্মসমর্পণে বাধা দেবে এবং আমি তাকে হত্যাও করতে চাই না। নিয়তির কারসাজি আমাদেরকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করেছে, কিন্তু আমার দিক থেকে আমি তাকে এখনো ঘনিষ্ঠজনই মনে করি। বন্ধুত্ব একটা পবিত্র বিশ্বাস। আমার আব্বাজান আর চাচাজান আমায় এটা শিখিয়েছিলেন, যখন আমার খুব অল্প বয়স আর আমি সেটা এখনো ভুলে যাইনি। এখন আমার মস্তিষ্ক আমায় বলছে, আমি ভুল করছি কিন্তু আমার হৃদয় কোনোভাবেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে সায় দেয় না। তুমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? নাকি তুমিও ইমাদ আল-দ্বীনের মতো আমাদের বিজয়ে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছ যে, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসের মতো শব্দগুলো ফাঁপা শব্দে পরিণত হয়েছে, যার তোমার কাছে আর কোনো মূল্যই নেই? সব সময় এমনই হয়ে থাকে। আমরা যারা লড়াই করি তারা এর সীমাবদ্ধতা তোমাদের চেয়ে ভালোই বুঝতে পারি যারা তাঁবুতে অবস্থান করে আর কালির আঁচড় কাটে।’

তিনি এতটা সহানুভূতির সাথে ইমাদ আল-দ্বীনের মতামতের সাথে আমার নিজের মতামত আলাদা করে ব্যাখ্যা করা সুযোগ দিলে আমি সেটা গ্রহণ করি, কিন্তু আমি তাকে জানাই যে, কেবল মহান আলেমই তার সিদ্ধান্তের কারণে হতাশ হয়নি। আমিরদের কেউ কেউ আর সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই মনে করে তায়র দখল না করাটা ভুল হয়েছে। তিনি এটা শুনে আবারও গভীর চিন্তায় ডুবে যান, বাকি সন্ধ্যাটা আমার কাজ থেকে আমি অব্যাহতি লাভ করি।

আমি তার তাঁবু থেকে রাতের আঁধারে বাইরে বের হতে একটা শীতল বাতাসের স্পর্শে আমার দেহ জুড়িয়ে যায়। ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ সরে যেতে আকাশে এখন তারার একটা চাদোয়া কেউ যেন বিছিয়ে দিয়েছে। সহসা, কমলালেবুর সেই বাগানে নানান সুরভির একটা মিলিত ঝাপটা আমার

BanglaBook.org

সমস্ত অনুভূতিকে আপ্লুত করে। বুনো ফুল। জুঁই। কমলালেবু। পুদিনাপাতা। সোদা মাটি। প্রত্যেকের নিজস্ব গন্ধ স্বকীয়তা বজায় রেখেছে কিন্তু তাদের সম্মিলিত প্রভাব অবর্ণনীয়। আমি খানিকটা হাঁটার কথা চিন্তা করি কিন্তু ইমাদ আল-দ্বীন আমায় বেশিক্ষণ নির্জনতা উপভোগ করার সুযোগ দেন না। তার ব্যক্তিগত পরিচারক সুলতানের তাঁবু থেকে আমার বের হবার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং সে আমায় জানায় যে তার প্রভু উদ্বিগ্ন হয়ে আমার উপস্থিতির জন্য প্রতীক্ষা করছেন। একজন মামুলি নবিশিন্দার পক্ষে এমন প্রবল চাপ কীভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব? আমি আপাতত হাঁটার চিন্তা বাদ দিয়ে পরিচারককে অনুসরণ করে ইমাদ আল-দ্বীনের তাঁবুর দিকে রওনা দিই। তার মেজাজ দারুণ খিটখিটে হয়ে রয়েছে। মহান আলেম যুদ্ধ আর অস্থায়ী সামরিক শিবিরের কঠোর জীবনের সাথে ঠিক অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। তিনি দামেস্ক, তার প্রিয় খাবার, তার সুরা, তার বালকের দল আর তার আরাম-আয়েশের অভাব দারুণভাবে অনুভব করেন। আমি তার সামনে হাজির হতেই তিনি রীতিমতো হুংকার দিয়ে ওঠেন।

'বেশ তো?'

আমি প্রশ্নটা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকি।

'সালাহ্ আল-দ্বীন আল্লাহর ওয়াস্তে কেন তায়রকে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? এটা একটা মূর্খের মতো সিদ্ধান্ত!'

আমি কোনো কথা না বলে মুচকি হেসে কেবল কাঁধ ঝাঁকাই।

'হুজুর, আমি কেবল তার নবিশিন্দা। তিনি আমায় গোপন কোনো কথা বলেন না।'

'তুই একটা ধূর্ত, মিথ্যুকের বাচ্চা...'

আমি তাকে বাক্যটা শেষ না করতে অনুরোধ করি।

'বহু বছর আগে কায়রোতে সুলতান যখন আমায় কাজে বহাল করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি একটা বিষয় তখন পরিষ্কার বলেছিলেন যে, আমায় যা কিছু বলবেন সবই গোপনীয় বলে বিবেচিত হবে। তিনি আমার যুদ্ধ পরিষদের সভার কার্যক্রমের বাইরে রেখেছিলেন কারণ তার ভয় ছিল যে ফ্রানজরা হয়তো আমার অপহরণ করবে আর তার যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা আমার কাছ থেকে নির্যাতন করে জেনে নেবে। তায়র দখল না করার কোনো সামরিক কারণ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই।'

ইমাদ আল-দ্বীন উঠে দাঁড়ান, ডান পা খানিকটা ওপরে তুলে বিকট শব্দ করে বায়ু ত্যাগ করেন।

'তুমি তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য একটু বেশিই চালাক হয়ে উঠেছ। কোনো সামরিক কারণ নেই। সিদ্ধান্তটা নেয়ার পেছনে আবেগই একমাত্র চালিকাশক্তি। তার বন্ধু ত্রিপোলির রেমন্ড তায়রে অবস্থান করছেন। আমরা সবাই জানি। রেমন্ড যদি তার প্রেমিক হতেন আমি তাহলেও তার এই সিদ্ধান্তে

BanglaBook.org

র সমালোচনা করতাম, কিন্তু আমার অসম্মতি তখন উপলব্ধির নেকাবে ঢাকা থাকত। জিহাদের মাঝে যেখানে আমাদের ধর্মবিশ্বাস হুমকির সম্মুখীন সেখানে বন্ধুত্বের কোনো স্থান নেই। তার সহজাত অনুভূতি তাকে ভুল পথে চালিত করেছে। তার সিদ্ধান্ত ভুল। মহান নূর আল-দ্বীন এসব বোকামি কখনো প্রশ্রয় দিতেন না!'

'আপনি যা বলছেন সেটা সম্ভবত ঠিক,' আমি উত্তর দিই। 'কিন্তু তারপরও বাস্তবতা এই যে, ধর্মভীরু সুলতান নূর আল-দ্বীন জেরুজালেম দখলে তার ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও সেটা দখল করতে পারেননি। আমাদের সুলতানের প্রয়াস ব্যর্থ হবে না।'

'আমিও সেটাই আশা করি,' ইমাদ আল-দ্বীন বলেন, 'এবং আমি দোয়া করি তুমি যা বলেছ তাই যেন ঘটে, কিন্তু আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। ইতিহাসে নিশ্চিত বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।'

দুই দিন পরে, সাইদা আত্মসমর্পণ করে এবং আমরা শহরে প্রবেশ করি। তায়রের ব্যাপারটা মনে হয় যেন সাময়িকভাবে সবাই ভুলে গেছে। সুলতান প্রাণহানির কোনো ঘটনা না ঘটায় খুশি হন। তিনি শহরে একটা ছোট বাহিনী মোতায়েন করতে এবং তারপর সেদিনই অপরাহ্নে বেইরুত অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করতে চান। কিন্তু শহরের অভিজাতরা কেবল এক রাতের জন্য হলেও তাদের শহরে রাত্রি অতিবাহিত করতে তাকে রাজি করান।

সালাহ আল-দ্বীন আমন্ত্রণ গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন– তিনি এসব অসাড় আনুষ্ঠানিকতা অপছন্দ করেন– কিন্তু ইমাদ আল-দ্বীন এমন ভাবনায় আতঙ্কিত বোধ করেন। তিনি ঝুঁকে এসে সুলতানের কানে ফিসফিস করে কিছু বলেন। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাটা চূড়ান্ত অপমান হিসেবে গণ্য হবে। সুলতান কূটনীতির অন্যান্য বিষয়ে যা করেন পরামর্শটা শুনে মুখ গোমড়া করে থাকেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মত হন। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সৈন্যরা ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত এবং সাইদা একটা চিত্তাকর্ষক শহর।

সুলতান এবং তার আমিরদের এবং ইমাদ আল-দ্বীন আর আমাকে শহরের দুর্গপ্রাসাদে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নিয়ে আসা হয়। আমরা সেখান থেকে দেখি সৈন্যরা পানির ধার পর্যন্ত দৌড়ে যাচ্ছে, তারা পরনের কাপড় খুলে ফেলে সমুদ্রের শীতল পানির স্রোতে নিজেদের সিক্ত করছে। দুর্গপ্রাসাদের হাম্মামে গোসলের পানি ঈষদুষ্ণ আর তুলনামূলকভাবে মানুষের ভিড়ও বেশি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, সুলতান আগে আগেই প্রস্থান করতে আমি আর ইমাদ আল-দ্বীন সাইদার অভিজাতদের সাথে আহার করি। সেটা ছিল একটা দারুণ ভোজসভা। আমরা কায়রো ত্যাগ করার পরে আমি এত বিভিন্ন ধরনের মাছ আর খাইনি। নীলনদ থেকে ধরা মাছ, যদিও ভিন্নভাবে রান্না করা হয়েছে, একই প্রজাতির মনে হয়। সেই রাতে সাইদায় সমুদ্রের বৈচিত্র্য তার সমস্ত মহিমায় দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। খাবারের পদগুলোই কেবল একমাত্র আকর্ষণ ছিল

BanglaBook.org

না। অল্প বয়সী সুন্দরীর দল, যারা তাদের সৌন্দর্য গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি, সুরার পাত্র সব সময় পূর্ণ রাখতে সচেষ্ট থাকে। তারা অবশ্য ইমাদ আল-দ্বীনকে বিচলিত করতে পারে না, কিন্তু দামেস্কের তিন আমিরের ওপর তাদের প্রভাব ছিল মারাত্মক। তারা অচিরেই আসন্ন আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আর সেই রাতে গর্ভে কী লুকিয়ে আছে সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। আমিও তাদের আনন্দে ভাগ বসাতে পছন্দই করতাম কিন্তু এ ধরনের তুচ্ছ বিষয়ে সময় ব্যয় করতে মহান আলেম রাজি নন। আমাদের খাবার পর্ব শেষ হবার পরে আমরা যখন কমলালেবুর কুড়ির সুগন্ধিযুক্ত গরম পানিতে চুমুক দিচ্ছি, তিনি উঠে দাঁড়ান, আমাদের অতিথিকর্তাকে ধন্যবাদ জানান এবং অনুরোধ করেন যে, আমি যেন তার কক্ষ পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দিই।

'ইবনে ইয়াকুব, তোমার সন্ধ্যার মোতাতে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য আমি দুঃখিত। আমাদের খাবার পরিবেশনকারী গ্রাম্য মেয়ের দিকে তুমি তাকিয়ে থাকার সময় আমি তোমার চোখে কামনার ঝিলিক দেখেছি, কিন্তু আজ রাতে আমি তোমার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। বস্তুতপক্ষে তোমার সাহায্য আমার দরকার। সালাহ আল-দ্বীনকে নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন।'

আমার সব সময় মনে হয়েছে যে ইমাদ আল-দ্বীন আমাকে নীচু শ্রেণীর ইহুদি অনুলেখকের চেয়ে বেশি কিছু মনে করে না, যে সুকৌশলে সুলতানের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মাঝে নিজের স্থান করে নিয়েছে। অতীতে তার কণ্ঠস্বর সাধারণত পরিহাসপূর্ণ বা অধীনস্তের প্রতি সৌজন্যমূলক থাকত। তার মাঝে এমন পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে? আমি বিভ্রান্তবোধ করি, কিন্তু একইসাথে সমগোত্রীয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় বেশ শ্লাঘা বোধও হয়।

'সুলতানের জন্য আপনি কেন উদ্বিগ্ন?'

'তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে। তিনি পেটের শূলবেদনায় ভুগছেন আর আল্লাহতালা যেকোনো দিন তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি যদি আল-কুদস দখলে বড্ড বেশি দেরি করেন তাহলে আমরা হয়তো চিরতরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হব। তিনি ইন্তেকাল করলেই তার আমিরেরা একে-অপরের টুঁটি চেপে ধরবে। সবাই তখন সাধারণ শত্রুর কথা ভুলে যাবে। ইবনে ইয়াকুব, আমাদের ধর্মের এটাই বড় অভিশাপ। আল্লাহ যেন আমাদের মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমাদের পথ প্রদর্শন করার পরে এখন আমাদের লোভের কারণে শাস্তি দিচ্ছেন। আমি সুলতানকে বিষয়টা অবহিত করেছি এবং আল-ফাদিল এ বিষয়ে আমায় জোরালভাবে সমর্থন করেছিল যে, আমরা একবার বেইরুত দখল করতে পারলে উপকূল এলাকায় আমাদের কালক্ষেপণ করাটা উচিত হবে না। তিনি অবশ্যই আল-কুদস দখল করবেন। আমি চাই তুমিও একই পরামর্শ দেবে।'

আমি হতবাক হয়ে যাই। তিনি কি বলতে চাইছেন যে, আমি ত্রয়ীর তৃতীয় সদস্য?

BanglaBook.org

‘ইবনে ইয়াকুব, এখন বিনয় দেখাবার সময় নয়। আমরা জানি সুলতান তোমার পরামর্শ বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। আমাদের আশাহত করবে না আশা করি।’

আমরা দুই দিন পরে বেইরুতের দেয়ালের কাছাকাছি একটা স্থানে, সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায়, শিবির স্থাপন করি। সেটা ছিল আর্দ্র স্যাঁতসেঁতে একটা দিন আর মহামান্য সুলতানকে আবহাওয়া প্রভাবিত করে। তিনি অস্থির আর খিটমিটে হয়ে ওঠেন। ইমাদ আল-দ্বীনও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বিবমিষার সাথে পেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণার অভিযোগ করেন। মারওয়ান, সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক, তার জন্য বিশেষ পথ্যের বিধান দেন। তাকে সব্জির সাথে নানা ঔষধি লতাগুল্মের একটা মিশ্রণ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। তাকে মাংস খেতে নিষেধ করা হয় এবং তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু চিকিৎসা শুরু হবার দ্বিতীয় দিনেই যন্ত্রণাটা আবার ফিরে আসে। মারওয়ান সুলতানকে পরামর্শ দেয় যে, অসুস্থ লোকটাকে যেন দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার উপসর্গ সেখানে যত্নের সাথে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা করা যাবে। মারওয়ান নিজে মাংসের ক্ষতস্থানের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী।

সালাহ্ আল-দ্বীন সব সময় নিজের শারীরিক অবস্থার চেয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি কালক্ষেপণ না করে অসুস্থ সচিবকে দামেস্ক নিয়ে যাবার জন্য অশ্বারোহী বাহিনীর একটা ছোট চৌকস দলকে আদেশ দেন। ইমাদ আল-দ্বীন দুর্বল কণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। আমি তাকে যখন বিদায় জানাচ্ছি তিনি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকান।

‘ইবনে ইয়াকুব, একাকিত্ব আমি একাকিত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। জিহাদের দরকার আছে, কিন্তু আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। বর্তমান যেখানে এতটা অনিশ্চিত এবং ফ্রানজদের রূপ নিয়ে মৃত্যু আমাদের অনুসরণ করছে সেখানে আমাদের অতীতের কথা নিয়ে চিন্তা করা সহজ নয়। সুলতান আমার অনুপস্থিতির কারণে বিরক্ত হবেন, কিন্তু তোমরা সাধ্যমতো চেষ্ট করবে তাকে সন্তুষ্ট করতে।’

আমি মাথা নাড়ি এবং দামেস্কে, পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় শীঘ্রই তার সাথে দেখা হওয়া সম্বন্ধে বিড়বিড় করে সহানুভূতিপূর্ণ কিছু দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করি। কিন্তু তারপরও একটা খাটিয়ায় করে তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমার মাথার ভেতর সাধির কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

‘সে সেনাছাউনির জীবন-যাপন পছন্দ করে না, তাই না? একাকিত্ব দরকার, আচ্ছা? আমি অবাক হলাম। পায়ুকামী হতভাগা শিবিরের অল্প বয়সী এত অসংখ্য সৈন্যের পেছন দেখেছে যে, আমি গোনা ভুলে গেছি। তার অসুস্থতা মাত্রাধিক ইন্দ্রিয়সেবা, এর বেশি কিছু না।’

BanglaBook.org

সুলতান ভেবেছিলেন বেইরুত, উপকূলবর্তী তার অন্য শরিকদের মতো, শান্তিপূর্ণভাবে আর খুশিমনে আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু আমাদের প্রেরিত এক বার্তাবাহক দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। ফ্রানজরা যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর।
সালাহ আল-দ্বীন সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।
'আমি ভেবেছিলাম যে, আল-কুদসের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের কাছাকাছি পৌঁছাবার পূর্বে আমাদের আর কোনো মৃতদেহ দেখতে হবে না। ইবনে ইয়াকুব, এই আহাম্মকের দল কেন যুদ্ধ করতে এত আগ্রহী?'
ইমাদ আল-দ্বীন কিংবা আল-ফাদিলের হয়তো এই প্রশ্নের একটা তৈরি উত্তর জানা ছিল, কিন্তু আমি তার কথা শুনতে আর ভাবনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে, তিনি যদি জোর না করেন তাহলে আমি কদাচিৎ আমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করি। তিনি ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকেন।
'বেশ? তোমার কাছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই?'
আমি দুর্বলভাবে একটু হেসে মাথা নাড়ি।
তার কণ্ঠস্বর একটু জোরাল হয়।
'এইসব আহাম্মকের দল ভেবেছে যে তারা যদি আমার বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং তাদের কয়েকজন নাইটকে যুদ্ধক্ষেত্রে বলি দেয়, তাদের নেতারা তাহলে তাদের পুরস্কৃত করবে। তারা আসলে দেখাতে চায় যে তারা সহজে আত্মসমর্পণ করেনি। ইবনে ইয়াকুব, আমার তরফ থেকে তাদের একটা উত্তর পাঠাবার ব্যবস্থা করো। তাদের জানিয়ে দাও যে, তারা যদি অবিলম্বে আত্মসমর্পণ না করে তাহলে আল্লাহতালার ভয়াবহ ক্রোধের সম্মুখীন হবে। তাদের ওপর আমরা আগুনের বৃষ্টি নামিয়ে এনে তাদের শহরটা ধ্বংস করে দেব। তাদের আরো জানিয়ে দাও যে, তাদের ধৃষ্টতা আত্মসমর্পণের শর্তাবলি শিথিল করতে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না।'
আমি মাথা নত করে অভিবাদন জানাই আর নিজের তাঁবুতে ফিরে আসি। আমি সেখানে বসে সুলতানের চিঠির মুসাবিদা আরম্ভ করি। ইমাদ আল-দ্বীনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারাটা আমায় সম্মানিত করেছে, কিন্তু আমার কি মহান সচিবের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত, নাকি আমার নিজস্ব একটা রীতি গড়ে তোলা দরকার– এ বিষয়ে আমি কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। ইমাদ আল-দ্বীন সুলতানের চিঠির মুসাবিদা করতে এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছেন যে, সালাহ আল-দ্বীন চিঠিগুলো পড়ার সময় সেগুলো আক্ষরিক অর্থেই তার নিজের লেখা বলে ভাবতে বাধ্য হন। তিনি, বরং তার চরিত্রের সাথে যা একেবারেই বেমানান, স্তাবকতায় পুলকিত হন যা প্রায়ই এমন ভাবগম্ভীর চিঠির অনুবর্তী হয়ে থাকে। আল-আদিল, তার ছোট ভাই, কেবল তাকে খোঁচাবার সাহস রাখে। কয়েক মাস আগে, রাতের খাবারের পালা শেষ হতে, আল-আদিল সেদিনই ত্রিপোলির রেমন্ডকে পাঠান সুলতানের চিঠির সম্পর্কে তার মনোভাব

BanglaBook.org

জানতে প্রশ্ন করেছিল। মহান আলেম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু চিন্তা করেন এবং উত্তর দেন:

'এটাকে সুলতানের সেরা চিঠিগুলোর একটা কোনোভাবেই বলা যাবে না।'

সালাহ্ আল-দ্বীনকে যখন বিস্মিত দেখায়, আল-আদিল প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে: 'ইমাদ আল-দ্বীন, কী ব্যাপার, তোমার চরিত্রের সাথে বিনয় একেবারেই খাপ খায় না।'

আত্মসমর্পণের শর্তাবলি লিপিবদ্ধ করতে আমি পুরোটা রাত জেগে কাটাই। চিঠিটা বেশ সংক্ষিপ্ত হয় এবং আমি বেশ কয়েকবারই সেটা পুরোটাই আবার নতুন করে লিখি যতক্ষণ না আমার মনে হয় যে চিঠিটা নিখুঁত হয়েছে। সুলতান নামাজের পর চিঠিটায় চোখ বোলান এবং ভ্রূকুটি করেন।

'বড্ড বেশি অলংকারসমৃদ্ধ। বড্ড পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আমরা তাদের আত্মসমর্পণের জন্য যেসব শর্তাবলি আরোপ করেছি সেগুলো বোঝা বেশ সময়সাপেক্ষ। চিঠিটায় সিলমোহর দাও এবং এখনই সেটা পাঠাবার বন্দোবস্ত করো।'

তার সমালোচনা আমায় ব্যথিত করে, কিন্তু আমি জানি যে তার বক্তব্যের মাঝে সত্যের একটা দানার চেয়েও বেশি কিছু রয়েছে। আমি অনুধাবন করি যে, ইমাদ আল-দ্বীনের রীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করাই আমার উচিত হয়নি। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে আগত একজন বার্তাবাহকের আগমনের ফলে এই বিষয়ে আরো কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করার সুযোগ অবশ্য বেশ কঠোরভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। আমাদের প্রদত্ত সহজ শর্তাবলি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ফ্রানজ অভিজাত সম্প্রদায় বেইরুত আমাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছে।

সুলতানের ক্রোধ পুরো শিবিরেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অবিলম্বে শহর আক্রমণের আদেশ দেন এবং অবরোধী যন্ত্রগুলোকে সামনের দিকে, বেইরুতের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের কাছাকাছি এগিয়ে নেয়ার কাজ শুরু হয়। আমি তার পাশে পাশে ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হই, প্রথমবারের মতো এই সম্মান তিনি আমায় দান করেছেন, কিন্তু তার মনের ভেতর কী ভাবনা চলছে, তার কিছুই আমি জানতে পারি না। তিনি একেবারে মৌনব্রত পালন করেন। আমাদের কৌশল ব্যবহৃত আর পরীক্ষিত। যোদ্ধাদলের নেতৃত্বে থাকা আমিররা সবাই খুব ভালো করেই জানে কী করতে হবে। প্রতিরোধকারীরা আবারও আমাদের হতবাক করে। শহরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে সেখান থেকে আমাদের আক্রমণের প্রয়াস প্রতিহত করার পরিবর্তে ফ্রানজরা শহরের তোরণদ্বার খুলে বাইরে বের হয়ে এসে শহর রক্ষাকারী দুর্গের বহির্ভাগে নির্মিত রক্ষণব্যূহের সামনে আমাদের মোকাবিলা করতে চায়। তারা আমাদের গুপ্তপরিখা খননকারী সৈন্যদের ভয়ে শঙ্কিত এবং যেকোনো মূল্যে গুপ্তপরিখা খনন প্রতিরোধ করতে চায়।

যুদ্ধে সালাহ্ আল-দ্বীনের নিজের অংশ নেয়ার প্রয়োজন হয় না। তার আমিররাই শত্রুপক্ষের ওপর মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের

BanglaBook.org

পুনরায় প্রতিরক্ষা প্রাচীরের পেছনে ফেরত পাঠায়। শহরের জনগণের মনোবলের ওপর এই ঘটনার প্রভাব হয় মারাত্মক। তারা মনে করে যে, আমরা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি। এর ফলে সবাই বন্দর অভিমুখে এবং সমুদ্রের মাঝে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে একটা পাগলের মতো দৌড়াতে আরম্ভ করে। শহরের ভেতরেও লুটপাট শুরু হয় আর সবার ভেতর একটা বিভ্রান্তি বিরাজ করতে থাকে।

ফ্রানজদের নেতারা, এখন পর্যন্ত বাঘ, যারা একটা লড়াই চায় এবং মেষ, যারা আত্মসমর্পণে আগ্রহী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, বুঝতে পারে যে মেষের দলই আগাগোড়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের বার্তাবাহক এসে হাজির হয়, কয়েক দিন আগে আমার মুসাবিদা করা আত্মসমর্পণের সব শর্ত তারা মেনে নিয়েছে। সুলতান আমাদের সময়ক্ষেপণের জন্য তাদের শাস্তি দিতে পারতেন কিন্তু তিনি সেটা না করে মুখে কেবল একটা সহৃদয় হাসি ফুটিয়ে তোলেন আর শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

'ইবনে ইয়াকুব, একটা বিষয় পরিষ্কার যে, ফ্রানজরা তোমার নথিপত্রের প্রতি আমার চেয়ে অনেক কমই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে।'

আমাদের আরো একটা জয় করা শহরের প্রবেশ করি, কিন্তু এখানের জনগণের একটা বিপুল অংশ নীরব আর চাপা ক্রোধে ফুঁসছে। তারা অনর্থক এইসব প্রাণহানি আর ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্রুদ্ধ, যা বস্তুতপক্ষে, তাদের নিজেদের নেতাদের দোষে ঘটেছে। কিন্তু তারা দোষটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পছন্দ করে।

শহরের মনোনীত ঘোষক সড়কে ঘুরে ঘুরে বিপর্যয়ের কথা প্রচার করছে শুনতে পাই।

'মহান সুলতান সালাহ আল-দ্বীন ইবনে আইয়ুব আমাদের শহরে পদার্পণ করেছেন। এবার মনোযোগ দিয়ে তার প্রদত্ত আত্মসমর্পণের শর্তাবলি শ্রবণ করো... !'

সেই সন্ধ্যাবেলা, তিনি গোসল করে বিশ্রাম নেয়ার পরে, নগরদুর্গের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের ওপর সুলতান আর আমি দাঁড়িয়ে থেকে নিচে পাথরের ওপর এসে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে তার চোখ কী যেন খোঁজে। সমুদ্রের বিশালতা তাকে শান্ত করেছে এবং তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে রয়েছেন। আমাদের কেউই তখন যা অনেক সময় বলে মনে হয়েছিল কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকি। তিনি তারপর আমার দিকে চোখে একটা অদ্ভুত আর আনমনা চাহনি নিয়ে তাকান।

'ইবনে ইয়াকুব, তুমি কি একটা বিষয় জানো? আল্লাহতালা যদি বরাতে এই উপকূল বিজয় রেখে থাকেন এবং আল-কুদস আমরা পুনরায় একবার দখল করতে পারলে, আমাদের সাম্রাজ্য আমি ভাগ করব। আমি আমার ভাই আর আমার সন্তানদের জন্য এটা রেখে যাব। আমি এরপরে মক্কায় হজ করতে যাব এবং আল্লাহর কাছ থেকে বিদায় নেব।

BanglaBook.org

'আমি তারপর এই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র অতিক্রমের জন্য প্রস্তুতি নেব, ইবনে ইয়াকুব, যার শান্ত রূপ ভীষণ ছলনাময়ী। আমি ফ্রানজরা যেখানে বাস করে সেই অঞ্চলে যাব এবং এই হতভাগ্যদের সবাই যতক্ষণ না আল্লাহ আর তার নবীকে মেনে নিচ্ছে, তাদের দাবড়ে বেড়াব। এটা করতে গিয়ে আমার মৃত্যু হলেও আমি পরোয়া করি না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্যরা তখন তাহলে আমার তরবারি হাতে তুলে নিয়ে আমি যা অর্জন করতে পারিনি সেটা সমাপ্ত করবে। ফ্রানজদের একেবারে শেকড়ে আমরা যদি আক্রমণ না করি তারা, আকাশ অন্ধকার করে উড়ে এসে আমাদের ফসল বিনষ্টকারী পঙ্গপালের মতো, আমাদের মাংস ভক্ষণ করা বজায় রাখবে।'

BanglaBook.org

চৌত্রিশ

# কায়রোয় হালিমার মৃত্যু; জামিলাকে দায়ী করে কুৎসিত গুজবের সৃষ্টি

সুলতান বেইরুতে বিশ্রাম নিয়ে সময় নষ্ট করেন না। ফ্রানজদের নিরস্ত্রীকরণ সম্পন্ন হওয়া মাত্র তিনি তার মনোনীত একজন আমির আর সেনাবাহিনীর বাছাই করা কয়েকটি চৌকস দলকে শহর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দান করেন। আমাদের দলের অবশিষ্ট সদস্যরা কেবল রাতের তারার সহায়তায় দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা শুরু করি। আমরা একেবারে সুবেহ সাদিকের মুহূর্তে শহরে প্রবেশ করি। সালাহ আল-দ্বীন দুর্গপ্রাসাদ অভিমুখী খাড়া পথ দিয়ে রওনা হবার মুহূর্তে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিই এবং আমার হাভেলির দিকে যাত্রা করি।

র‍্যাচেলকে আমি আমাদের শয়নকক্ষে দেখতে পাই না। আমার হৃৎপিণ্ড কায়রোর সেই ঘটনাবহুল রাতের কথা স্মরণ করে এক মুহূর্তের জন্য দ্রুত স্পন্দিত হতে আরম্ভ করে, কিন্তু আমাদের পরিচারক চোখ কচলাতে কচলাতে সদ্য ঘুম থেকে উঠে এলে আমার নাড়ির গতি শান্ত হয়। সে আগামী কয়েক মাসের ভেতর আমার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই মনে করে আমাদের মেয়ের সাথে অবস্থান করছে।

র‍্যাচেলকে ডেকে আনার জন্য তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আঙিনার কুয়ো থেকে পানি তুলে নিজেকে সাফসুতরো করি। সারা রাত ঘোড়ার পিঠে ভ্রমণ করার ধকলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি এখন যদিও ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি কিন্তু আমি কখনো সুলতানের মতো পুরোপুরি নিরুদ্বিগ্ন কখনো অনুভব করতে পারি না। আমার পিঠ আড়ষ্ঠ আর উরুর পেশি ব্যথায় শক্ত হয়ে আছে। পানিতে কাজ হয়। আমি হাভেলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করি এবং শয়নকক্ষের বিছানায় শুয়ে পড়ি।

সূর্য যখন প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে তখন আমার মুখের কাছে একটা বাচ্চার খিলখিল হাসির শব্দে আমি চমকে উঠি। আমি উঠে বসতে সামনে আমার মেয়ে আর স্ত্রীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পাই। বাচ্চাটা বেশ স্বাস্থ্যবান আর বড় হয়ে উঠেছে কিন্তু আমি যখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে মুখের কাছে এনে তার গালে চুমু খাই তখন সে চিল চিৎকার শুরু করে। আমি প্রথমে তার

মাকে এবং তারপর তার মাকে যখন আলিঙ্গন করি তখন র‍্যাচেল তাকে আমার কাছ থেকে উদ্ধার করে যে আমার কানে ফিসফিস করে বলে: 'বহু বছরের কষ্ট আর যন্ত্রণা সহ্য করার পুরস্কার এই বাচ্চা। আপনি জীবিত আর সুস্থ আছেন। সমস্ত প্রশংসা স্রষ্টার।'

'সম্ভবত, কিন্তু আমাকে জীবিত রাখতে সুলতানের বিজয়ের ভূমিকা সামান্যই।'

আমরা একসাথে হেসে উঠি। সে তারপর আবার কথা শুরু করে।

'আমি আর মরিয়ম ভাবছিলাম কায়রোয় আমাদের পুরনো হাভেলিতে একবার বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না এবং এবারের শীতকালটা আমরা সেখানেই কাটাতে চাইছিলাম। তার স্বামীও যেতে আগ্রহী। কায়রোতে তার অনেক বন্ধু আছে এবং শহরটা সে কখনো দেখেনি। আমরা আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা করছিলাম।'

'অবশ্যই আমি অনুমতি দিচ্ছি। আমি যদি কেবল তোমাদের সবার সাথে যেতে পারতাম, কিন্তু আমরা আগামী কয়েক দিনের ভেতরেই জেরুজালেমের উদ্দেশে যাত্রা করব। সুলতান একেবারেই কালক্ষেপণ করবেন না। এই মাস শেষ হবার আগেই তিনি আল-কুদসে নামাজ আদায় করতে আগ্রহী এবং আমি পুরাতন সিনাগগের স্থানটা পরিদর্শন করতে চাই। তারপর তিনি যদি আমায় কয়েক মাসের জন্য অব্যাহতি দেন তাহলে আমি তোমাদের সবার সাথে কায়রোতে মিলিত হব।'

র‍্যাচেল স্মিত হাসে। সে সব সময় মনে করে, বহুদিন আগে আমি যা বলেছিলাম সে কারণে, যে সেই অভিশপ্ত কক্ষের সাথে আমার তিক্ত স্মৃতির কারণে, আমি সেই হাভেলিতে কখনো আর যেতে আগ্রহী নই। কিন্তু ঈর্ষার একটা মাত্রা আছে। আমি যদি র‍্যাচেলকে ক্ষমা করতে পারি, ইবনে মায়মুনের সেই সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলে যেতে পারি, তাহলে একটা হাভেলির প্রতি আমি কীভাবে এখনো ক্ষোভ পুষে রাখব? দোষটা হাভেলির দেয়াল তৈরিতে ব্যবহৃত পাথরের নয়, বরং ঘাটতিটা আমাদের ভেতর রয়েছে। সেদিন অপরাহ্নে, আমি যখন র‍্যাচেলকে একা পাই তাকে এসব কথা এবং আরো অনেক কিছু খুলে বলি। শান্তি ফিরে আসে। আমরা একে-অপরকে আলিঙ্গন করে শুয়ে থাকি এবং অনুভব করি যে, অতীত চূড়ান্তভাবে অতীত হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমি যখন দুর্গপ্রাসাদে ফিরে আসি সেখানে আমার জন্য দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। খোজা আমজাদ আমার আগমনের জন্য অধীরভাবে সেখানে অপেক্ষা করছিল এবং আমি উপস্থিত হওয়া মাত্র সে আমার দিকে দৌড়ে আসে আর আন্তরিকভাবে আমায় আলিঙ্গন করে। সে যখন আমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে আমি তখনই কেবল তার গালের আর্দ্রতা লক্ষ করি।

'হালিমা কয়েক দিন আগে কায়রোতে ইন্তেকাল করেছে। সুলতান খানিকটা বিমর্ষ। তিনি ইবনে মায়মুনকে একটা তদন্তকাজ পরিচালনার আদেশ দিয়েছেন

BanglaBook.org

এবং এই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই তার তদন্ত প্রতিবেদন এখানে আমাদের কাছে পাঠাতে বলেছেন।'

আমি খবরটা শুনে হতবাক হয়ে যাই। আমি তাকে যত দিন ধরে চিনি হালিমাকে আমি এক দিনের জন্যও কখনো অসুস্থ হতে দেখিনি। তার মৃত্যুর কারণ আসলে কী? তার অবয়ব ঝড়ের বেগে আমার মনের ভেতর একের পর এক ভেসে উঠতে থাকে। আমি কাফনে জড়ানো অবস্থায় তার নিথর ফ্যাকাশে মুখ দেখতে পাই। আমি কেঁদে ফেলি।

'খবরটা শুনে জামিলার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে?'

আমজাদ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

আমি প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করি।

'আমি তাকে সংবাদটা জানিয়েছি। তিনি খবরটা শুনে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু পুরোপুরি শান্ত ছিলেন। একেবারে শান্ত। তার মুখে বিন্দুমাত্র আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয়নি। কিচ্ছু না। তিনি সম্ভবত একটা মুখোশে নিজের মুখ আড়াল করে রেখেছিলেন নিজের কষ্টকে লুকিয়ে রাখতে। সম্ভবত।'

হালিমার আকস্মিক জীবনাবসানের এই খবর শুনে আমার আর কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেয়ার শক্তি থাকে না। আমি আচ্ছন্নের মতো যুদ্ধপরিষদের বৈঠকে বসে থাকি। সুলতানের নম্র কণ্ঠস্বর, ইমাদ আল-দ্বীন আর আল-ফাদিলের তার কথার মাঝে আবেগহীন হস্তক্ষেপ, প্রতিটি আমিরের কণ্ঠ থেকে উত্তেজনা আর প্রত্যাশার বিকিরণ আমার কাছে সব কিছুই পর্দার আড়ালের আবহ সংগীতের মতো মনে হয়। জামিলার সাথে দেখা করতে, সান্ত্বনা দিতে, হালিমাকে নিয়ে আমাদের অজস্র স্মৃতিগুলোকে ঝালিয়ে নিতে, এমন একজন মানুষের মৃত্যুতে যে একটা সময় তার কাছে অনেক কিছু ছিল এবং যার জীবন সে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল সে সত্যিই কেমন অনুভব করছে জানতে আমি মরিয়া হয়ে উঠি।

সুলতান কর্তৃক নিয়োগ পাবার পরে এইবারই প্রথম মহানুভব শাসক আমায় যে দায়িত্ব পালন করতে আদেশ দিয়েছিলেন আমি সেটা পালনে ব্যর্থ হই। পাঠকগণ, জেরুজালেমের ভাগ্য নির্ধারক সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কোনো অনুলিপি আমি সেদিন নিইনি। আমার লেখার খাতা এই বিষয়ে একেবারেই ফাঁকা।

আমি পরবর্তীতে ইমাদ আল-দ্বীনের সহায়তায় সেই সন্ধ্যার ঘটনাবলি পুনর্নির্মাণ করি, কিন্তু, তার যেমন অভ্যাস, তিনি নিজেকে সেদিনের নিশ্চায়ক ভূমিকায় অভিহিত করেন এবং রীতিমতো দাবি করে বসেন যে, তিনি কথা না বলা পর্যন্ত সুলতান সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, বিষয়টা মোটেই সে রকম নয় এবং আমি সে কারণেই মহান আলেমের সাক্ষ্য গুরুত্বহীন আর তার মনগড়া বলে বাতিল করে দিই। পরবর্তী সপ্তাহের



BanglaBook.org

ঘটনাবলি থেকে যে বিষয়টা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হলো এই যে, সেদিনের সেই নিয়তি-নির্দিষ্ট রাতের বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাই নিজেদের ভেতরে একটা বিষয়ে চূড়ান্ত ঐকমত্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা জেরুজালেম দখল করবেন।

আমার মন তখন কায়রোয় ঘটে যাওয়া মৃত্যুর কারণে দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকে। আমি জামিলার সাথে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করি, কিন্তু দু'দিনের আগে তিনি আমার সাথে দেখা করতে রাজি হন না। আমার হাভেলিতে স্বভাব বিরুদ্ধ ধরনের বিষণ্ন আর নীরব আমজাদ আসে আমায় নিয়ে যেতে।

তিনি আমার জন্য বরাবরের মতো সেই ছোট উপকক্ষে অবস্থান করছিলেন, সেই একই কক্ষ যেখানে হালিমার সাথে আমার প্রায়ই দেখা হতো। জামিলার মুখাবয়ব কয়েক মুহূর্তের জন্য ধূসর হয়ে ওঠে এবং মৃত মহিলার অবয়বের সাথে মিশে যেতে শুরু করে, কিন্তু আমি আমার মুষ্ঠিবদ্ধ দু'হাত এত জোরে পরস্পরের সাথে চেপে ধরি যে হাতে ব্যথা হয়ে যায়। আমি আবার বর্তমানে ফিরে আসি। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমজাদের বর্ণনা স্মরণ করতে চেষ্টা করি। তার চোখের তারায় বিষণ্নতার লেশমাত্র কোনো আভাস দেখতে পাই না।

'ইবনে ইয়াকুব, এটা তোমারই অভিপ্রায় যে আমার সাথে দেখা করবে।'

আমি প্রত্যুত্তরে কেবল ফুপিয়ে কেঁদে উঠি। আমার মনে হয় আমি তার চোখের তারা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠতে দেখেছি, কিন্তু তিনি দ্রুতই নিজেকে সামলে নেন। তিনি আমার দিকে চোখের তারায় একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

'সুলতানা, আমি তার মৃত্যুতে আমার শোক জানাতে এসেছি। আমি জানি আপনাদের বিচ্ছেদ বিষাদ-ভারাক্রান্ত ছিল কিন্তু...'

তিনি তার চোখে ক্রুদ্ধ ঝলক নিয়ে আমার কথার মাঝে বাধা দেন।

'আমরা কোনো প্রত্যাভিযোগ ছাড়াই আলাদা হয়েছিলাম। সে চেয়েছিল আমরা যেন অন্তত পরস্পরের বন্ধু থাকি। সেটা সম্ভব ছিল না কিন্তু আমরা তিক্ততা আর শক্রতাভাব পরিহার করতে একমত হয়েছিলাম। তুমি মনে কর আমি অনুভূতিহীন আর শীতল?'

আমি উত্তর না দিয়ে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

'ইবনে ইয়াকুব, অনেক সময় এমন আসে যখন শোকের অনুভূতি কোনো কাজেই আসে না। তার মৃত্যু কষ্ট দেয়। আমার মানসপটে তার মুখ ভেসে ওঠে কিন্তু সেটা আবার দ্রুতই মিলিয়ে যায়। হৃদয় পাথরে পরিণত হতে পারে। ইবনে ইয়াকুব, আমি বরং তোমায় একটু চমকে দিই। তার মৃত্যুর সংবাদ আমায় ভীষণ অদ্ভুতভাবে আলোড়িত করেছে। মৃত্যুটা আমায় একটা একান্ত সুখবোধ আবিষ্কারে সাহায্য করেছে। একটা যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি হয়েছে। স্মৃতিটুকুই কেবল যা বাকি আছে। তার কিছু সুখস্মৃতি কিন্তু

BanglaBook.org

বেশির ভাগই বিষণ্ণতায় ভরা। বন্ধু, তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছ, এখন আমার সামনে বেছে নেয়ার একটা সুযোগ রয়েছে। আমি তার সম্বন্ধে কী ভাবব সেটা কেবল আমার ওপর, আমার মেজাজের ওপর, নির্ভরশীল এবং আমি তোমায় আশ্বস্ত করতে পারি সেই অভিজ্ঞতাটা দারুণ স্বস্তিকর। আমার আর হালিমার বিচ্ছেদ হবার পর থেকে আমি কিছুই লিখতে পারছিলাম না। আমার লেখা আবার ফিরে এসেছে আমি আবার লিখতে শুরু করেছি আর অচিরেই একদিন আমি আমার পাণ্ডুলিপি তোমায় পড়তে দেব।'

তার নিশ্চেতনা আমায় বিস্মিত করে। হালিমার নিয়তির প্রতি এতটা উদাসীন তিনি কীভাবে থাকতে পারেন? তিনি আমার চোখে ফুটে ওঠা প্রশ্নটা দেখতে পান আর তার চোখের পাতা সরু হয়ে ওঠে।

'ইবনে ইয়াকুব, আমি জানি তুমি কী ভাবছ? তুমি আমায় হৃদয়হীনা, দয়ামায়া নেই এমন একজন রমণী হিসেবে চিন্তা করছ। তুমি ভুলে গেছ যে আমার কাছে হালিমা অনেক দিন আগেই মারা গেছে। তার জন্য আমি অঝোরে কেঁদেছি এবং বহু মাস বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় আমি কষ্ট পেয়েছি। ঘুমের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়। এসব কিছুই মাত্র কিছুদিন আগে অদৃশ্য হয়েছে। খোজা আমজাদ যখন অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে এসে তার মৃত্যুসংবাদ আমায় জানায় আমি কিছু অনুভব করিনি। তুমি কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ?'

তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠেন।

'সুলতানা, আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু সে আর আমাদের মাঝে নেই এটাই এখন আমার জন্য সবচেয়ে বেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে। তার মাটির গভীরে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আমরা আর কখনো তার হাসির শব্দ শুনতে পাব না। নিশ্চয়ই আপনার মস্তিষ্ক আপনার হৃদয়ের ওপর যে মৃত্যুর বোধটা চাপিয়ে দিয়েছিল এসব সেটা থেকে আলাদা।'

আমি তার ক্রোধ জাগিয়ে দিই।

'না! আমার হৃদয় আমার মস্তিষ্কের ওপর আরোপ করেছিল। কায়রো থেকে আমি তার সম্বন্ধে শেষ যে সংবাদ পেয়েছিলাম সেটা থেকে প্রতিভাত হয় সে আবারও পুরুষের আলিঙ্গন ত্যাগ করেছিল। সে একজন অল্প বয়সী মেয়েকে খুঁজে পেয়েছিল, মেয়েটার বয়স আমার চেয়ে তার নিজের বয়সের কাছাকাছি এবং অথবা আমার সংবাদদাতারা অন্তত সে রকমই লিখেছিল, তারা দুজন আবার অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। ঈর্ষা আর ক্রোধের একটা ঝলক আমায় দগ্ধ করেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়েছিল। এর চেয়ে বেশি কিছু হয়নি। আমার কাছে তার আবেদন চিরতরে শেষ হয়ে গিয়েছিল। মৃত অধ্যায়। আমি জানতে পেরেছি যে তার শেষ পুরুষ প্রেমিক একজন আশাহত, হতভাগ্য মামলুকের আদেশে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। সালাহ আল-দ্বীন যদি কখনো সত্যিটা জানতে পারেন তাহলে বেচারা কপালে আরো অনেক ভোগান্তি অপেক্ষা করছে...'

BanglaBook.org

জামিলা তথ্য শেষ পর্যন্ত অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। ইবনে মায়মুন মৃতদেহের একটা ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন এবং তার সিদ্ধান্ত বিপুল পরিমাণ বিষ প্রয়োগের বিষয়টাই ইঙ্গিত করে। মামলুকের দিকেই, যে নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও, সবাই অভিযোগের অঙ্গুলি উত্তোলন করে, কাজির আদেশে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। খোজা আমজাদই কেবল বিষয়টা মেনে নেয় না।

'ইবনে ইয়াকুব, তাকে বিষ দেয়া হয়েছিল। হতভাগ্য মেয়েটা বিষ প্রয়োগের শিকার কিন্তু তাকে বিষ দেয়া হয়েছিল কার নির্দেশে? আমরা কখনো সত্যিটা জানতে পারব না। হতভাগ্য সেই মামলুকটা ঠিক অনেকটা আমারই মতো, সে তাকে কেবল নিজের শারীরিক চাহিদা নিবৃত্ত করতে ব্যবহার করেছিল। তার বেশি কিছু না। তাকে যদি দামেস্কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হতো তাহলে তারা হয়তো আমায় মৃত্যুদণ্ড দিত! আমার এ জন্যই হতভাগ্য লোকটার প্রতি সহানুভূতি জাগ্রহ হচ্ছে। আমি আমার অন্তরে বেশ অনুভব করতে পারছি যে বিষ আর তার সাথে প্রয়োগের আদেশ সবই পাঠিয়েছে জামিলা।'

'আমজাদ, এসব বাতুলতা অনেক হয়েছে! হালিমাকে যে বিষ দেয়া হয়েছিল তোমার চিন্তা তার চেয়েও জঘন্য। এসব ভাবনা নিজের কুটিল মন থেকে দূর করো, যদি না চাও যে এসব ভাবনা তোমার মৃত্যুর কারণ হোক।'

খোজার মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়।

'আমি আমার সন্দেহের কথা অন্য কোনো জীবিত ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করিনি। আপনার কাছে আমার মনের ভাবনা প্রকাশ করা দরকার ছিল কিন্তু আপনি যথার্থ পরামর্শ দিয়েছেন। আমি যদি এসব ভাবনা মন থেকে দূর না করি, আমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলব। ইবনে ইয়াকুব, আপনি অন্তত একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমি এসব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলব। আমার রক্তকে শহীদি দজ্জা স্পর্শও করতে পারবে না।'

আমি যত চেষ্টাই করি আমজাদের কথাগুলো আমি আমার মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারি না। হঠাৎ খেপে ওঠা সেই খোজাটা আমার মনে একটা বিষাক্ত বীজ বেশ সাফল্যের সাথেই বপন করতে পেরেছে। এটা কি সত্যি হতে পারে? জামিলার পক্ষে কি নিজের প্রাক্তন নির্লিপ্ত প্রেমিকাকে বিষ প্রয়োগের আদেশ প্রদান করা সম্ভব? পুরো ধারণাটাই কেমন নীতিবিগর্হিত শোনায়। আমি বেশ কয়েক ঘণ্টা নিজের সাথে যুদ্ধ করার পরে সিদ্ধান্ত নিই যে, জামিলা নির্দোষ। শোকাচ্ছন্ন আমজাদের বিষাক্ততায় আক্রান্ত মন পরিত্রাণের অতীত।

ইমাদ আল-দ্বীনের পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার ভাবনায় ছেদ টানে।

'খুশনবিশ তোমায় কেমন ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে। আমি আশা করছিলাম আজ সন্ধ্যাবেলা দামেস্কের বর্তমান গানের পাখির কক্ষে গমনের কালে তুমি আমার সঙ্গী হবে। মনে আছে? জুবাইদা? সালাহ আল-দ্বীন যখন একটা বাচ্চা ছেলে তখন যে রমণী তার হৃদয় জয় করেছিল কিন্তু তার কাছে নিজের দেহ সমর্পণ করতে রাজি হয়নি?'

BanglaBook.org

'আমার পক্ষে তার কথা কীভাবে ভুলে যাওয়া সম্ভব?' আমি উত্তর দিই। 'আপনি আসলে অসময়ে আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। আমি সুলতানা হালিমার মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক পালন করছি।'

ইমাদ আল-দ্বীনের মুখের অভিব্যক্তি থমথমে হয়ে ওঠে।

'নীলনদের পানিতে কুৎসিত সব গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে। আল-ফাদিল আমায় বলেছে যে অপরাধটার জন্য যে মামলুককে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছে সে তার সাথে একা কথা বলতে চেয়েছিল। তিনি যখন কথা বলতে রাজি হন অভিযুক্ত আল-ফাদিলের কানে ফিসফিস করে বলে: "আমি নিজে বিষ প্রয়োগ করেছি বটে কিন্তু সুলতানা জামিলা সেটা আমায় পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি আমার পরিবারের প্রতি লক্ষ রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন।" আল-ফাদিল সংগত কারণেই আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এমনকি সুলতানকেও এ বিষয়ে কিছুই বলেনি। আমি তোমায় কথাটা বললাম কারণ তাদের দুজনর সাথেই তোমার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

'প্রেম আমাদের সবাইকে অন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। ঈর্ষা হলো প্রেমের সবচেয়ে হিংস্র সন্তান। জামিলা যা করেছে সেটা এককথায় অকল্পনীয়, ক্ষমার অযোগ্য কিন্তু তারপরও আমি যদি তোমার সাথে শতভাগ সৎ থাকতে চাই, আমি বলব যে খবরটা আমায় মোটেই হতবাক করেনি। জামিলার মনোভাব বুঝতে হলে একজনকে প্রথমে প্রেমিক হারাবার বেদনা সহ্য করতে হবে। ইবনে ইয়াকুব, দুঃখের বিষয় হলো তুমি এ বিষয়ে একেবারেই এলেবেলে। তুমি কখনো বুঝতে পারবে না। আমার সাথে চল গানের কোকিলের গান শুনবে। জুবাইদার গান তোমাকে সব কিছু ভুলে যেতে সাহায্য করবে।'

BanglaBook.org

আমি তার সাথে যেতে রাজি হই, কিন্তু সেটা ছিল অসহনীয় একটা সন্ধ্যা এবং আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে তার কাছে থেকে বিদায় নিই, যাতে আমার হাভেলিতে আমি ফিরে আসতে পারি, যাতে আমি স্নান সেরে নিয়ে পরনের কাপড়গুলো বদলাবার সুযোগ পাই। জুবাইদার বাড়ি যেহেতু আমি যেখানে বাস করি সেখান থেকে বেশি দূরে নয়, তিনি ঘণ্টাখানেক পর আমাকে হাভেলি থেকে তুলে নিতে রাজি হন। রাত্রির শীতলতা ছড়িয়ে পড়তে তখনো দেরি আছে আর আমি যখন হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসি তখন এতটুকু বাতাস না থাকায় আমি দরদর করে ঘামতে থাকি। আমি র‍্যাচেলকে এসে হালিমার মৃত্যুর কাহিনি বর্ণনা করি রাজকীয় বিষদাতার নাম উল্লেখ না করে। আমি আঙিনায় কাপড় খুলে রেখে কুয়ো থেকে এক বালতি শীতল পানি তুলে নিজের মাথায় ঢালি। র‍্যাচেল এর ভেতরে আমার জন্য একটা তোয়ালে নিয়ে আসে।

আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে থাকি। সেই রাতে আমি কেবল একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। জামিলা। আমি আল-ফাদিল, ইমাদ আল-দ্বীন আর আমজাদের উত্থাপিত অভিযোগ নিয়ে তার মুখোমুখি হতে চাই। আমি তার মুখের ওপর অভিযোগগুলো চিৎকার করে বয়ান করে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ

করতে চাই। আমি সত্যিটা জানতে চাই কিন্তু জামিলার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও আমি নষ্ট করতে চাই না। আমি চাই তিনি কুরুচিপূর্ণ এসব গুজব যারা ছড়াচ্ছে তাদের মুখের ওপর থুথু নিক্ষেপ করেন। আমি তার নিষ্পাপতার ব্যাপারটা ঘোষণা করতে চাই। আমার পোশাক পরা শেষ হতেই আমি পরের দিন দেখা করার অনুমতি সংবলিত একটা চিঠি লিখে সেটা তার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিই।

ইমাদ আল-দ্বীনের পরিচারক আমার কক্ষের দরজার বাইরের দাঁড়িয়ে টোকা দেয়। আমি মহান লোকটাকে সালাম দিই আর তার শরীর কেমন আছে সেটা জিজ্ঞেস করি। আমি জানতে চাই তিনি চা পান করতে আগ্রহী কিনা কিন্তু জ্ঞানতাপস লোকটা নিজের বাম গাল স্পর্শ করেন এবং মাথা নেড়ে নিষেধ করেন। আমি গত রাতেই ফোলাটা লক্ষ করেছিলাম, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন।

'ইবনে ইয়াকুব, দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি,' তিনি কাতরাতে কাতরাতে বলেন। 'আমি লবঙ্গ চিবুচ্ছি যাতে ব্যথাটা একটু কমে, কিন্তু আগামীকাল দাঁতটা তুলেই ফেলতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ রাতে আমি আমার শয়নকক্ষের নির্জনতা ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুর কথা ভাবতে পারছি না। জুবাইদা অবশ্য অনেক বছর হয় গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এটা এমন একটা অভিজ্ঞতা যা তুমি কখনো ভুলতে পারবে না, তুমি তোমার নাতি-নাতনিদের কাছে গল্প করতে পারবে বিষয়টা নিয়ে।'

শহর হল্লাকারীর দল একটা সরু সড়ক দিয়ে আমাদের আগে আগে যায়, তারা একটু বাতাসের জন্য মরিয়া হয়ে গোলমাল করতে থাকা ছোট ছোট বাচ্চা আর তাদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে দিয়ে আমাদের যাবার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে।

'মহানুভব ইমাদ আল-দ্বীন, সুলতান ইউসুফ সালাহ আল-দ্বীনের পরামর্শদাতার জন্য রাস্তা ছেড়ে দাও, সরে যাও সামনে থেকে সরে যাও।'

আমরা জুবাইদা হাভেলির সামনে অনেক পরিচিত মুখকে দেখতে পাই। সুলতানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর দল দায়িত্ব পালন করছে, তারা আমাদের অগ্রসর হতে দেখে তরবারি উঁচু করে কিন্তু চিনতে পেরে সাথে সাথে তরবারি নিচে নামিয়ে নেয়। নুবয়ানের মূক ক্রীতদাস, যে আমার সাথেই সুলতানের খিদমতে যোগ দিয়েছে, আমাদের আসতে দেখে দাঁত কেলিয়ে হাসে এবং দ্রুত দরজার আর্গল খুলে দেয় যেখান দিয়ে সোজা ভেতরের আঙিনায় পৌঁছানো যায়। আজকের অনুষ্ঠানটার আয়োজন খোলা আকাশের নিচে করা হয়েছে। আঙিনায় মশাল জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে আর পুরো আঙিনায় তাকিয়া আর গালিচা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে পনেরজনের মতো লোক সমবেত হয়েছে– যাদের ভেতর সুলতানা জামিলাকে দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত হই। তিনি আন্তরিক ভঙ্গিতে হেসে আমার আগমনকে স্বাগত জানান। আমার হৃৎপিণ্ডের গতি একটু দ্রুততর হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

সুলতানকে আমরা অভিবাদন জানাতে তিনি আমাদের উদ্দেশে মৃদু হাসেন আর ইঙ্গিতে বোঝান যে তার পাশেই আমাদের আসন গ্রহণ করা উচিত। তিনি জুবাইদার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তার বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু তার মুখাবয়ব থেকে একধরনের আকর্ষণ বিকিরিত হয়, যা আমায় বিস্মিত করে। অন্ধকারের ভেতর তার মাথার সাদা চুল চিকচিক করে এবং তার মুখে একধরনের দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়। তিনি নিজের বয়স আড়াল করতে চুলে মেহেদি লাগিয়েছেন। তার গায়ের রং কালো, অনেকটা জামিলার মতোই, সেই সন্ধ্যায় যাকে আমি প্রাণপণে ভুলে থাকতে চেষ্টা করছিলাম এবং যার উপস্থিতি আমায় কাঁপিয়ে দিয়েছে।

জুবাইদার চোখ বড় আর প্রাণবন্ত, সেখানে বিষণ্নতা বা খেদের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। তিনি প্রাচুর্যময় একটা জীবন অতিবাহিত করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহের তেমন কোনো অবকাশ নেই;, কিন্তু সেই জীবনে কি যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র উপস্থিতিও ছিল না? কোনো জীবন কি একেবারেই কষ্টহীন হতে পারে? তিনি খেয়াল করেন যে আমি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি এবং সহসা তিনি হেসে ওঠেন। আমি বিস্মিত হয়ে দেখি যে, তার দাঁত বরফের মতো শুভ্র। ঈশ্বরের দিব্যি, তিনি তার দাঁতের যৌবন এখনো কীভাবে ধরে রেখেছেন?

তিনি মনে হয় যেন আমার প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছেন।

'ইবনে ইয়াকুব, তোমার কথা সালাহ্ আল-দ্বীন আমায় বলেছে।' তার কণ্ঠস্বর ঘড়ঘড়ে আর জোরাল। 'আমি জানি তুমি কী চিন্তা করছ। একটা বিষয় ভালো করে বুঝে নাও যে, আমার আত্মা একেবারে নিরুদ্বিগ্ন আর শান্ত। আমি কিছুই কামনা করি না। আমার কোনো কিছু নিয়েই কোনো খেদ নেই। আমি আশা করি যে মৃত্যুর সময় যখন হবে সেটা যেন দ্রুত হয় অনেকটা ফ্রানজদের আঘাত করার সময় সালাহ্ আল-দ্বীনের তরবারির মতো।'

'উহুহু জুবাইদা,' সুলতানের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কোমল শোনায়। 'আমরা তোমার গান শুনতে আজ এখানে এসেছি।'

দুজন বাদ্যযন্ত্রী সেখানে তাদের বীণার তারে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছিল। তিনি তাদের দিকে তাকান এবং নিজের ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখেন। তিনি আজ রাতে কোনো সঙ্গত ছাড়াই গান গাইতে আগ্রহী। চারপাশে একটা প্রত্যাশিত নীরবতা নেমে আসতে তিনি গাইতে আরম্ভ করেন। তার গান শুনলে বেহেশতে প্রবেশ করার মতো অনুভূতি হয়। তার কণ্ঠস্বর আক্ষরিক অর্থেই অননুকরণীয়। আমি তার আগে কখনো বা তারপরও কখনো তার মতো গাইতে আর কাউকে শুনিনি। তিনি সেদিন তার নিজের লেখা একটা গান গেয়ে শোনান এবং গানটা যদিও সংক্ষিপ্ত আর কথাগুলো একেবারেই সাধারণ, তারপরও গানটা শেষ হতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগে, যেহেতু প্রতিটি পঙ্‌ক্তি নানান গায়কি ঢঙে বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করা হয়।

BanglaBook.org

জুবাইদার ভালোবাসার গান–

*গ্রীষ্মের এক উষ্ণ রাতে আমরা খানিকটা সুরা পান করেছিলাম।*
*আমার রোদেপোড়া মুখে শান্তির পরশ বুলিয়ে মৃদু বাতাস বয়ে যায়।*
*সে আমায় বারান্দায় নিয়ে গিয়ে চাঁদের শোভা দেখায়*
*এবং প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করে আরেকটা তার প্রেমিকা।*
*আমি হেসে উঠি। আমি কেঁদে ভেসে যাই।*
*আমি তার কথা বিশ্বাস করি না।*
*'তুমি বড্ড বোকা,' আমি বলি, 'তোমার বয়স অল্প, বাস্তবতাকে তাই স্বপ্নের সাথে মিলিয়ে ফেলছ।'*
*সে মৃদু হাসে। সে আমায় ছেড়ে চলে যায়।*
*এক ফোঁটা নোনা অশ্রুবিন্দু আমার মুখমণ্ডলকে সিক্ত করে এবং আমি বুঝে যাই এটা পুরোটাই আমার নিজেরই স্বীকারোক্তি।*
*হ্যাঁ, আমার।*
*আমার। আমার। আমারই। আমারই।*

জুবাইদা সে রাতে আর কোনো গান গায় না। আমরা যখন তার রসুইখানায় যত্নের সাথে তৈরি করা সব খাবারের পদ দিয়ে আহার করছি তখন বাদ্যযন্ত্রীর দল আমাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকে। সুলতান সব পদ ছুঁয়েও দেখেন না, যদিও আমাদের সামনে পরিবেশিত মাংসের চারটি ভিন্ন ভিন্ন পদের রসাস্বাদনে ইমাদ আল-দ্বীনের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না তার দাঁতের ব্যথা এ ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।
আহার-পর্ব শেষ হবার পরে আরো কিছুক্ষণ গানবাজনা চলে, জামিলা ততক্ষণে বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। তিনি আমাকে তাকে দুর্গপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষমাণ বাহন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। সুলতান মাথা নেড়ে আমায় অনুমতি প্রদান করতে আমি মহান গায়িকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াই, তিনি আমায় আবার আসতে আমন্ত্রণ করেছেন, যাতে তিনি তার কাহিনি আমায় শোনাতে পারেন।
জামিলা আমার কথা বলার জন্য অপেক্ষা করেন না।
'তোমার কানে তাহলে গুজবগুলো ঠিকই এসেছে?'
'সুলতানা, সেগুলো কি সত্যি?'
'তুমি খুব ভালো করেই জানো আমার ভালোবাসার মতোই আমার ঘৃণাও অবিমিশ্র। ঈর্ষা একটা বিষ একে দূর করা দরকার যাতে আমাদের মস্তিষ্ক মহৎ সব ভাবনায় অধিক সময় ব্যয় করতে পারে। এই বিষয়ে আমি এর বেশি আর কিছু কখনো বলব না।'
আমি কোনো কথা না বলে হাঁটতে থাকি যখন তাকে বহনকারী পালকির বাহকেরা দুর্গপ্রাসাদের ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার সময় নিজেদের কাঁধের অবস্থান পরিবর্তন করে। তিনি নির্মম ভঙ্গিতে হেসে উঠে আমায় ফিরে যেতে বলেন

Banglabook.org

'ইবনে ইয়াকুব, নিজের স্ত্রীর কাছে তোমার বোধ হয় ফিরে যাওয়া উচিত। তার আলিঙ্গন উপভোগ করো, কারণ আগামীকাল তোমরা আল-কুদসের উদ্দেশে যাত্রা করছ এবং আল্লাহ তোমার নসিবে কী রেখেছেন সে কথা কে ঠিক করে বলতে পারে।'

আমি যখন আমাদের হাভেলিতে ফিরে আসি, র‍্যাচেলকে, যে আমাদের ভেতরে সবচেয়ে শীতল মেজাজের অধিকারী, তাকে বিচলিত আর উদ্বিগ্ন দেখায়।

'জেরুজালেম ত্যাগ করার পূর্বে ফ্রানজরা সুলতানকে বাধ্য করবে এর জন্য চরম মূল্য পরিশোধ করতে,' সে বলে। 'আমার ভয় আপনি বোধ হয় সেই মূল্যের একটা অংশ। আমার ভয়ংকর একটা আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমি বোধ হয় আর আপনাকে দেখতে পাব না।'

আমি তার ভয়কে প্রশমিত করতে চেষ্টা করি। আমি তাকে বলি যে সালাহ আল-দ্বীন কীভাবে সত্যিকারের কোনো বিপদ থেকে আমার দূরে থাকার বিষয়টা কীভাবে সব সময় নিশ্চিত করে থাকেন। আমি তার কুসংস্কার নিয়ে তার সাথে রসিকতা করি। তার আশঙ্কা যেন কিছুতেই কমতে চায় না। আমি তাকে বিছানায় নিতে চেষ্টা করি, কিন্তু তাতেও সে সাড়া দেয় না, আমি ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত অগত্যা আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে শুয়ে থাকি।

দুর্গপ্রাসাদ থেকে আগত একজন পরিচারক সুবেহ সাদিকের ঠিক আগ মুহূর্তে আমার ঘুম ভাঙায়। র‍্যাচেল সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারেনি। সে বিছানায় উঠে বসে আর আমায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে দেখে। তারপর, আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিতে যাই, সে আমায় এত জোরে আলিঙ্গন করে যে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় এবং সে কিছুতেই আমায় ছাড়তে চায় না। আমি আলতো করে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করি এবং তার দু'চোখে চুমু খাই। 'আমাদের জেরুজালেম বিজয়ের পর আমি আমাদের কায়রোর হাভেলিতে ফিরে আসব, যাতে আমরা সবাই একসঙ্গে বিজয় উদ্‌যাপন করতে পারি,' আমি তার কানে ফিসফিস করে বলি। 'আমি তোমায় প্রায়ই চিঠি লিখব।' সে একটা কথাও বলে না।

BanglaBook.org

## পঁয়ত্রিশ

# জেরুজালেমের উপকণ্ঠ থেকে আমি কায়রোতে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে দারুণ আবেগময় একটা চিঠি লিখি

আমার প্রিয়তমা স্ত্রী,

আমাদের পুরনো হাভেলিতে তোমার স্মৃতির কথা মনে পড়লে যার বেশির ভাগই আনন্দময় ভীষণ অদ্ভুত মনে হয়। আমি এই চিঠি আল-আদিলের কাছ থেকে প্রাসাদে রাজকীয় চিঠিপত্র বহনকারী বাহকের মারফত প্রেরণ করছি, যাতে করে আমি যদি বণিকদের কাফেলা ব্যবহার করতাম তার চেয়ে দ্রুত তুমি এটা হাতে পাও।

তুমি চলে যাবার পরে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হতে চলেছে এবং আজই প্রথম আমি সুযোগ পেয়েছি একটু সুস্থির হয়ে বসে তোমায় গুছিয়ে কিছু লিখি। আমরা জেরুজালেমের দেয়াল দেখা যায় এমন দূরত্বে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছি। পবিত্র শহরটার এত কাছাকাছি অবস্থান করাই বিচিত্র একটা মনে বিচিত্র একটা অনুভূতির জন্ম দেয়। সুলতান তাদের আত্মসমর্পণের শর্তাবলি জানিয়েছেন কিন্তু বোকাদের কেউ কেউ তাদের নারকী ক্রুশ হাতে নিয়ে মরতেই বেশি আগ্রহী।

BanglaBook.org

তুমি এত দিনে সম্ভবত প্রাসাদে আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে গেছ আমাদের কেন এত দেরি হচ্ছে। আমরা যখন দামেস্ক থেকে যাত্রা করি, সুলতান তার স্বাভাবিক সিদ্ধান্তহীনতায় আবারও আক্রান্ত হন। তিনি উপকূলীয় এলাকা মুক্ত করা পর্যন্ত জেরুজালেম দখল মুলতবি রাখা হবে। তিনি আরো একবার তায়র দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। তার আমিরেরা ইতিমধ্যে একমত হয় যে, আমাদের যত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হোক শহরটা এবার দখল করতেই হবে। তাদের কাছে মনে হয় যে শহরটা ফ্রানজদের প্রতিরোধের একটা প্রতীকে পরিণত হয়েছে আর এটাকে তাই মানচিত্র থেকে মুছে ফেলাই উত্তম। সালাহ আল-দ্বীন বিরক্তবোধ করেন যে শহরটা দখল করতে গিয়ে ইতিমধ্যে তার যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছে। তিনি শহরটাকে পেছনে রেখে যাত্রা শুরু করেন এবং আমরা আসকালন অবরোধ করি

ফ্রানজরা প্রায় চৌদ্দ দিন তাদের প্রতিরোধ বজায় রাখে, কিন্তু সালাহ্ আল-দ্বীন তাদের রাজা গাইকে দামেস্ক থেকে নিয়ে আসেন এবং তারা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাকে মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব দেন। তারা তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার কর্তৃত্ব গাইকে প্রদান করে এবং তিনি দ্রুত সালাহ্ আল-দ্বীনের শর্তাবলি মেনে নেন। আমাদের পক্ষে লোকবল বেশি ক্ষয় হয়নি। আমরা যেদিন শহরটা দখলে নেই সেদিনটায় সূর্য পুরোপুরি লুকিয়ে পড়লে সহসা শীত জাঁকিয়ে বসে। সেদিনই জেরুজালেম থেকে অভিজাতদের একটা দল আসকালনে এসে পৌঁছায়। তারা যদি পবিত্র শহরটা বিনা যুদ্ধে তার হাতে তুলে দেয় তাহলে সুলতান তাদের সম্মানজনক শর্তে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেবেন বলে কথা দেন এবং তারাও কথা দেয় তারা ফিরে গিয়ে নাইটদের শর্তগুলো মেনে নেয়ার সুপারিশ করবে। তারা যখন ফিরে যায়, গির্জার প্রধান অধ্যক্ষ তাদের দারুণভাবে ভর্ৎসনা করে। যিশু যেখানে কোনো যুদ্ধ না করেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন সেই শহর চার্চ কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে সমর্পণ করতে আগ্রহী নয়।
সুলতান যখন সংবাদটা শোনেন তখন তিনি কোনোভাবেই নিজের মনোবল হারান না। তায়রের ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় খোশমেজাজে আবির্ভূত হন। আল-আদিলের, তারা যখন একেবারে ছোট ছিল তখন থেকেই যে তার প্রিয় ভাই, উপস্থিতি অবশ্য এ জন্য কিঞ্চিৎ দায়ী। আরেকটা কারণ এটাই প্রধান, সালাহ্ আল-দ্বীন এখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে নতুন চাঁদ ওঠার আগেই তিনি জেরুজালেমে গিয়ে উপস্থিত হবেন, যার মানে তার হাতে ঠিক সতেরো দিন সময় আছে।
গির্জার কর্তৃপক্ষ আর ইবেলিনের বেলিয়ানের মতো নাইটরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রস্তুত হচ্ছে জানতে পেরে সুলতান এই অঞ্চলে অবস্থানরত আমাদের সকল সৈন্যকে তার নেতৃত্বে অগ্রসর হতে আদেশ দেন এবং আমরা জেরুজালেমের উপকণ্ঠে আমাদের তাঁবু ফেলি। তিনি বিষয়টাকে শক্তি প্রদর্শনের উসিলা করতে চান এবং সেই সাথে অস্ত্রের সংঘাতই যদি একমাত্র পথ হয় তাহলে সে জন্যও প্রস্তুত থাকেন। আমরা গতকাল শহরের পূর্ব প্রান্তে আমাদের শিবির সরিয়ে নিয়ে এসেছি। ফ্রানজরা ধরে নেয় আমরা সদলবলে বিদায় নিচ্ছি এবং তারা দুর্গের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের ওপর থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে শ্লেষপূর্ণ ভঙ্গিতে বিদায় সম্ভাষণ জানালে বিষয়টা আল-আদিলকে দারুণ আমোদিত করে। আমরা বরং আমাদের অবরোধ স্তম্ভগুলোকে তারা কিদরন বলে যে উপত্যকাকে অভিহিত করে তার ঠিক মাথায় নিয়ে আসি। শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর যেখান থেকে কম শক্তিশালী মনে হয়।
আমি যেখানে বসে তোমায় এই চিঠি লিখছি সেখান থেকে মাউন্ট অলিভেটের শীর্ষে সুলতানের নিশান বাতাসে পতপত করতে উড়তে দেখছি। গত রাতে আমাদের লোকেরা শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরে ভালো করে বারুদ স্থাপন করে এসেছে।

BanglaBook.org

আমাদের দশ হাজার সৈন্য এখন ফ্রানজদের জন্য তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো তোরণদ্বার ব্যবহার করাটা অসম্ভব করে তুলেছে। প্রতিরক্ষা প্রাচীরের নিচে আমাদের আদেশের প্রতীক্ষা করছে আমাদের চৌকস তীরন্দাজ বাহিনী। কাজি আল-ফাদিল তাদের তীরগুলোকে 'প্রতিরক্ষা প্রাচীরের দাঁতের খিলাল' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার বর্ণনাটা এতটাই নিখুঁত হয়েছে যে, ইমাদ আল-দ্বীনও এটা মেনে নিয়েছেন, যিনি আশা করছিলেন দৈবাৎ আল-ফাদিল কায়রোতেই অবস্থান করবে, যার ফলে তিনিই হবেন আমাদের বিজয়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য পঞ্জিকার।

আমার প্রিয় র‍্যাচেল, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে তোমার স্বামীকে তারা নিজেদের প্রতিপক্ষ হিসেবেও পর্যন্ত স্বীকার করে না। তাদের কাছে আমি কেবলই একজন মসিজীবী, যে এক অনুকূল মুহূর্তে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমার প্রতি প্রকাশ্যে ইমাদ আল-দ্বীনের এটাই মনোভাব। তিনি প্রায়ই নিভৃত কথোপকথনের সময় আমায় এমন সব কাহিনি বলেন, যা তার অভিপ্রায় আমি তাকে উৎসর্গ করব, এভাবেই নিশ্চিত হবে যে তার নাম 'সালাহ্ আল-দ্বীনের কীর্তিগাথা'য় উল্লেখ থাকবে। কাজি আল-ফাদিল তার তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক, অনেক বেশি চতুর, তার প্রধান বিবেচ্য বিষয় তার নিজের কাজকর্ম। তিনি আমার কথা কদাচিৎ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকেন, কিন্তু আমি যখনই কোনো বিষয়ে তার মতামত চাই তিনি সব সময় আমায় সাহায্য করেন।

গতকাল ইবেলিনের বেলিয়ান সুলতানের সাথে দেখা করতে এসেছিল। হাত্তিনে তার জান বখশ দেয়া হয়েছিল এবং সে শপথ নিয়েছিল যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন সুলতানের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করবে না। সে এখন আমাদের বলে যে গির্জা প্রধান তাকে তার শপথ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

'আর তোমার ঈশ্বর,' সুলতান জানতে চান, 'তিনি কি তোমায় এত সহজে ক্ষমা করবেন?'

বেলিয়ান চুপ করে থাকে এবং দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। সে সালাহ্ আল-দ্বীনকে তারপর হুমকি দেয়। আমাদের সৈন্যদের প্রত্যাহার করা না হলে ফ্রানজরা প্রথমে তাদের স্ত্রী আর সন্তানদের হত্যা করবে তারপর পবিত্র পাথর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার আগে আল-আকসা মসজিদের অগ্নিসংযোগ করবে। তারা তারপর শহরে অবস্থানরত কয়েক হাজার বিশ্বাসীকে হত্যা করবে এবং এরপরে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে উদ্যত তরবারি নিয়ে একসাথে সমভূমিতে নেমে আসবে।

সুলতান মুচকি হাসেন। তিনি বাহুবলে এই শহর দখল করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন কিন্তু তারপরও তিনি ফ্রানজদের আত্মসমর্পণের জন্য সম্মানজনক শর্ত দিয়েছেন। সমস্ত খ্রিস্টানকে নিরাপদে যেতে দেয়া হবে যদি তারা রাজকোষে মুক্তিপণ বাবদ একটা অর্থ প্রদান করে। দরিদ্র খিস্টানদের রাজার তহবিল

BanglaBook.org

থেকে যা হসপিটালারদের হেফাজতে রয়েছে অর্থ নিয়ে মুক্তি দেয়া হবে। সালাহ আল-দ্বীন তাদের মুক্তিপণের অর্থ সংগ্রহের জন্য চল্লিশ দিন সময় দেন। 'বেলিয়ান, এই শহর তোমরা ফ্রানজরা যখন প্রথমবার দখল করেছিলে, তোমরা বিশ্বাসী আর ইহুদিদের এমনভাবে জবাই করেছিলে যেন তারা গরু-ছাগলের সমগোত্রীয়। আমরাও তোমাদের সাথে একই আচরণ করতে পারি কিন্তু অন্ধ প্রতিশোধ একট ভয়ংকর সঞ্জীবনী। আমরা তাই তোমার লোকদের শান্তিতে চলে যাবার সুযোগ দেব। তোমার নেতাদের প্রতি এটাই আমার শেষ প্রস্তাব। তোমরা যদি এটা প্রত্যাখ্যান করো তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে এসব প্রতিরক্ষাব্যূহ ধ্বংস করব আর কোনো ধরনের করুণা প্রদর্শন করব না। তোমরা কী করবে সেটা তোমাদের অভিপ্রায়।'

আজ শুক্রবার, ইসলাম ধর্মের পবিত্র একটা দিন। আজ যদিও অক্টোবরের দ্বিতীয় দিন কিন্তু মুসলমান দিনপঞ্জি অনুসারে আজ রজব মাসের ২৭ তারিখ। তাদের নবী আজকের দিনেই সেই বিখ্যাত স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং ঘুমঘোরে এই শহর ভ্রমণ করেছিলেন এবং আজকের দিনে, তাদের ভেতর সবচেয়ে কম ধার্মিক লোকটা যখন নিজেকে আর অন্যদের দিনের প্রথম প্রহর থেকে বলতে থাকে, ফ্রানজরা পরাজয় মেনে নেবে এবং আত্মসমর্পণের শর্তে স্বাক্ষর করবে। এই খবরটা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত হয় এবং আল্লাহকে শুকরিয়া জানাতে হাজার হাজার লোক যখন মক্কার দিকে মুখ করে হাঁটু মুড়ে অধোমুখে বালিতে পতিত হয় তখন অদ্ভুত একটা দৃশ্যের অবতারণা হয়।

BanglaBook.org

তারপর চারপাশে একটা নীরবতা নেমে আসে, অবিশ্বাসের গর্ভে জন্ম নেয়া নীরবতা। আমরা একে-অপরের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি, ভাবতে চেষ্টা করি এটা কি আদতেই বাস্তবে ঘটেছে, নাকি পুরোটাই স্বপ্ন? নব্বই বছর পরে, জেরুজালেম বা আল-কুদস পুনরায় আমাদের অধীনে এসেছে। আমাদের সবার!

সুলতান ঠিক এক ঘণ্টা পরে শহরে প্রবেশ করবেন এবং আমি, আমার প্রিয়তমা র‍্যাচেল, ঠিক তার পাশেই তখন থাকব। এই মুহূর্তে আমার ভাবনায় কেবল তুমি আর আমাদের ছোট পরিবার কিন্তু আমার পুরনো বন্ধু সাধির কথাও আমার মনে পড়ছে। সে আজকের এই দিনটা দেখতে উন্মুখ হয়ে থাকত এবং আমি নিশ্চিত যে তার আত্মা সালাহ আল-দ্বীনের পেছন পেছন তাকে অনুসরণ করবে তার কানে ফিসফিস করে কথা বলবে, যা কেবল তার পক্ষেই বলা সম্ভব: 'মাথা উঁচু করে সামনে তাকিয়ে থাকো। তুমি একজন শাসক। নিজের চোখ কখনো নামাবে না। মনে রাখবে, তুমি সেই সুলতান যে আমাদের আল-কুদস ফিরিয়ে দিয়েছে, বাগদাদে অবস্থানরত খলিফা নয়। আমরা এখন যখন সামনে অগ্রসর হচ্ছি তথাকথিত সেই খলিফা তখন নিজেকে আনন্দের স্রোতে নিমজ্জিত করছে

সাধি এসবই বলত এবং আমি কেবল এসব চিন্তাই করতে পারি, সুলতানকে এসব কথা বলার এখতিয়ার আমার নেই। ইমাদ আল-দ্বীন দামেস্ক ফিরে গেছেন এবং আল-ফাদিলও এখানে নেই। সুলতান শহর দখলের পরে তারা তাকে কি পরামর্শ দিতেন?

আমিই একা কেবল তার সাথে রয়েছি এবং আমার ওপর ভীষণ দায়িত্ব। তিনি যদি আমার পরামর্শ চান তাহলে আমি কী বলব? এমন সময়েই আমার নিজেকে দারুণ অসহায় মনে হয় এবং মনে হয় যে আমি আসলেই বোধ হয় একজন ভাড়াটে লেখক বৈ বেশি কিছু নই।

আমার চুমু নিও আর আশা করছি অচিরেই আমাদের দেখা হবে। আমাদের মেয়েকে এবং আমাদের নাতিকেও আমার চুমু দিও। আমি খুশি হয়েছি আরো একজন নতুন অতিথি আসছে শুনে। তোমার হয়তো জেরুজালেমেই চলে আসা উচিত। আমার মনে হয় আরো কিছুদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে।

তোমার স্বামী,
ইবনে ইয়াকুব।

BanglaBook.org

# ছত্রিশ

## সালাহ্ আল-দ্বীনের জেরুজালেম দখল; এক সুদর্শন কপ্ট অনুবাদকের প্রতি ইমাদ আল-দ্বীনের দৃষ্টি; হালিমার স্মৃতির সাথে জামিলার সমঝোতা

আমরা বাব আল-দাউদ দিয়ে পবিত্র শহরে প্রবেশ করি। সুলতানকে তার মাথা উঁচু করে রাখার কথা বলতে সাধির প্রয়োজন হয় না। তিনি ঘোড়া নিয়ে সরাসরি মসজিদে যান যেখানের বাতাস ফ্রানজ আর তাদের ঘোড়ার গন্ধে ভারী হয়ে আছে। হসপিটালার আর টেম্পলাররা তাদের ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে জায়গাটা ব্যবহার করত। সালাহ আল-দ্বীন পবিত্র প্রাঙ্গণটা পরিষ্কার করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না। তিনি নিজের ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়েন এবং নিজের আমিরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায়, আল্লাহর উদ্দেশে শোকরানা নামাজ আদায় করেন। তারা তারপর মসজিদ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার কাজ আরম্ভ করে।

আমরা যখন শহরের সড়ক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে সুলতান খ্রিস্টানদের কান্না এবং আর্তনাদ করার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। মেয়েরা নিজেদের চুল টানছে, বৃদ্ধলোকেরা দেয়ালে চুমু খাচ্ছে আর আতঙ্কিত ছেলেমেয়েরা তাদের মা আর দাদিমাদের আঁকড়ে ধরে রয়েছে। তিনি নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন এবং নাইট বেলিয়ানকে ডেকে আনতে একজন বার্তাবাহককে পাঠান।

আমরা যখন অপেক্ষা করছি সুলতান ওপরের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠেন। দুর্গপ্রাসাদের শীর্ষে তার নিশান পতপত করে উড়ছে এবং হতাশ খ্রিস্টানদের কোলাহল মুহূর্তের জন্য ছাপিয়ে যায় আমাদের সৈন্যদের উল্লসিত চিৎকার। আমি আবারও সাধির কথা চিন্তা করি এবং সালাহ আল-দ্বীনও তার কথা ভাবেন। তিনি অশ্রুসজল চোখে আমার দিকে ঘুরে তাকান।

'আমার আব্বাজান এবং আমার চাচাজান শিরকুহ কখনো কখনো বিশ্বাস করতেন না যে, এমনটা হওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধি সব সময় জানত একদিন আমার নিশান আল-কুদসের শীর্ষে শোভা পাবে। আমি এই মুহূর্তে অন্য যে কারো চেয়ে তার অনুপস্থিতি সবচেয়ে বেশি অনুভব করছি।'

বেলিয়ানের উপস্থিতিতে আমাদের স্মৃতিচারণ বিঘ্নিত হয়।

BanglaBook.org

'তারা এত আকুল হয়ে কেন কাঁদছে?' সুলতান তার কাছে জানতে চান।
'প্রভু, মেয়েরা তাদের মৃত বা বন্দি স্বামীদের জন্য কাঁদছে। বৃদ্ধরা কাঁদছে এই ভয়ে যে, এসব পবিত্র দেয়াল তারা হয়তো আর কখনো দেখতে পাবে না। বাচ্চারা কাঁদছে ভয়ে।'
'তোমার লোকদের জানিয়ে দাও,' সালাহ্ আল-দ্বীন তাকে বলেন, 'তোমরা এই প্রথম যখন দখল করেছিলে তখন তোমার পূর্বপুরুষেরা আমাদের সাথে যে আচরণ করেছিল আমরা তোমাদের সাথে সেই আচরণ করব না। আমার লোকদের সাথে গডফ্রে আর তানক্রেডি কী করেছিল সেটা আমি ছেলেবেলায় শুনেছি। নব্বই বছর আগে বিশ্বাসী আর ইহুদিরা কী সহ্য করেছিল এসব ভীত খ্রিস্টানদের সেকথা মনে করিয়ে দাও। সুতীক্ষ্ণ কাষ্ঠদণ্ডে আমাদের বাচ্চাদের ছিন্ন মস্তক প্রদর্শিত হয়েছিল। সকল বয়সের বৃদ্ধ নারী পুরুষকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং আগুনে পোড়ানো হয়েছিল। বেলিয়ান, আমাদের রক্তে এই সড়ক ধুয়ে গিয়েছিল। আমিরদের অনেকেই সড়কগুলো পুনরায় ধুয়ে ফেলতে চায়, কিন্তু এবার সেটা করা হবে তোমাদের রক্তে। আমায় তারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আমরা সবাই চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁতে বিশ্বাসী।
'আমি তাদের স্থির করেছি এবং তাদের ভয়কে শান্ত করেছি। আমি তাদের বলেছি, আমরা সবাই কিতাবের মানুষ এবং যারা কিতাবে বিশ্বাস করে এই শহর তাদের সবার। তোমাদের মেয়েদের বলবে তাদের যদি মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ্য না থাকে তারপরও তারা চলে যেতে পারে।
'দুর্ভাগ্য, তোমাদের নবী ঈসা (রা.) ক্ষমতা আমাদের নেই এবং মৃতদের আমরা জীবন ফিরিয়ে দিতে পারব না। আমরা বন্দি নাইটদের মুক্তি দেব যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে আর কখনো অস্ত্রধারণ না করার শপথ নেয়। ইবেলিনের বেলিয়ান, তুমি চোখ নামিয়ে নিচ্ছ, তোমার অবশ্য সেটাই করা উচিত। তুমি, নিজেও এমন শপথ নিয়েছিলে। কোনো মানুষের পক্ষে, হোক না সে কোনো পোপ বা গির্জার আধিকারিক, আল্লাহর সামনে নেয়া কোনো শপথ পরিত্যাগ করা সম্ভব না। এই সাধারণ কথাটা যদি অনুধাবন করতে পারো আমরা তোমাদের সাথে উদার আচরণ করব। তুমি যদি শুনতে পাও যে আমাদের কোনো সৈন্য তোমাদের একজনও খ্রিস্টান রমণীর সম্মানহানির মতো কিছু করেছে, সরাসরি আমার কাছে এসে অভিযোগ করবে। তোমার কাছে যদি খবর আসে যে তোমাদের কোনো পবিত্র উপাসনালয় আমার লোকেরা অপবিত্র করেছে, অনুগ্রহ করে আমাকে একবার শুধু জানাবে। আমি এমন কোনো কিছুরই অনুমতি দেব না। একজন সুলতান হিসেবে আমি তোমায় কথা দিলাম।'
বেলিয়ান হাঁটু ভেঙে নতজানু হয় এবং সালাহ আল-দ্বীনের আলখাল্লার প্রান্তদেশ চুম্বন করে।

BanglaBook.org

'হে মহান অধিপতি, আপনি আমাদের প্রতি যে সৌজন্য প্রদর্শন করলেন আমরা মোটেই তার যোগ্য নই। আমরা এই একটা কাজের জন্য আপনাকে চিরদিন স্মরণ করব। আমি, আমার পক্ষে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সামনে শপথ করছি যে, আপনার বিরুদ্ধে আমি আর কখনো অস্ত্রধারণ করব না।'

সালাহ্ আল-দ্বীন মাথা নেড়ে সম্মতি জানান এবং আমাদের দলটা সড়ক দিয়ে দুর্গপ্রাসাদের দিকে পুনরায় যাত্রা শুরু করে। নগর ঘোষকের দল আত্মসমর্পণের শর্তাবলি ঘোষণা করতে থাকে এবং খ্রিস্টানদের বলে যে, তারা তাদের গির্জা বা তীর্থস্থানে স্বাধীনভাবে উপাসনা করতে পারবে। আমরা যখন অগ্রসর হতে থাকি লোকজন নীরব হয়ে যায়, তারা ভয় মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে সালাহ্ আল-দ্বীনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি সেই রাতে জেরুজালেমের জন নামে পরিচয়দানকারী এক লোকের কাছ থেকে তার স্বাক্ষর করা একটা লিখিত বার্তা পাই। সে এমন একজন বৃদ্ধ ইহুদির নাতি যে নব্বই বছর আগে দাড়ি ফেলে দিয়ে আর বেণী কেটে ফেলে একজন খ্রিস্টান সেজে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সে গোপনে নিজের বিশ্বাস বজায় রাখে আর নিজের ছেলেকে একজন আচারনিষ্ঠ ইহুদি হিসেবে মানুষ করে।

'আমার খৎনা হয়নি,' জেরুজালেমের জন লিখেছে, 'কিন্তু আমার আব্বাজানের হয়েছিল এবং তিনি তার ধর্মবিশ্বাসের জন্য গর্বিতবোধ করতেন। আমার জন্য জানাজানি হবার ভয়ে বিষয়টা অসম্ভব। আমি যখন শুনতে পাই যে, সুলতানের খুশনবিশ সেই একই ধর্মবিশ্বাসের আপনার সাথে যোগাযোগ করা ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর থাকে না। আপনি যদি এই সপ্তাহের কোনো একদিন আমাদের সাথে আহার করতে সম্মত হন তাহলে সেটা আমার পরিবারের জন্য দারুণ সম্মানের বিষয় হবে।'

আর আমিও এভাবেই ছোট দু'কামরার একটা বাসায় এসে উপস্থিত হই আর সেখানে জন এবং তার সুন্দরী, সোনালি চুলের স্ত্রী, মরিয়মের সাথে বসে সুরা পান করি। তাদের ছেলে, যার বয়স সম্ভবত দশ বছর হবে, নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ভয় পেয়েছে।

'আমাদের ভয়ের ভেতর কোনো লুকোছাপা নেই। ইবনে ইয়াকুব, আপনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো জানেন, গতবার আমাদের সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকেরা দারুণ পরিণতির শিকার হয়েছিল। ফ্রানজরা আমাদের সবাইকে হত্যা করেছিল। সেই অশুভ দিনটার কথা আমরা কখনো ভুলে যাইনি এবং তারাও ভোলেনি। তারা ভেবেছিল যে শহরের বাইরে অপেক্ষমাণ সুলতান আর তার বাহিনী ঠিক একই রকম ভয়ংকর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তাদের কান্নার উৎস অপরাধবোধ আর ভয়। তারা লাশের পাহাড়ের ওপর দিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল এবং সেই লাশের পাহাড়েই তাদের শেষ পরিণতি লেখা রয়েছে মনে করে তারা ভীত।

BanglaBook.org

'ফ্রানজ অভিজাতদের আপনাদের শর্তাবলি মেনে নেয়া সংবাদ যখন এসে পৌঁছায় তখন সড়কগুলোতে একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছিল। সব কিছু থমকে গিয়েছিল। ঘোড়ার নাক ঝাড়ার শব্দ আর পায়ের আওয়াজ এবং তাদের সৈন্যদের, যাদের মানসিক ভারসাম্য কোনোভাবে বিঘ্নিত হয়েছে মনে হয়, কর্কশ কণ্ঠস্বর দ্বারা সেই নীরবতা ভাঙে। তারা উচ্চকণ্ঠে কথা বলে আর হাসে কিন্তু সব কিছুই কেমন প্রত্যয়হীন। হতভাগ্য মুর্খের দল। তারা আসলে নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, এটা অন্য সব দিনের মতোই আরেকটা দিন। আপনি কি কখনো লক্ষ করেছেন মানুষ যখন অরক্ষিত বোধ করে তখন তারা উচ্চ স্বরে কথা বলে এবং নিজেদের চেয়ে যাদের নিকৃষ্ট জ্ঞান করে তাদের প্রতি নির্মম হয়ে ওঠে?

'আপনাদের সুলতান যখন দাউদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন তখন পুরো শহরে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে যায়। তারা তখনো একটা ঘোরের ভেতরে ছিল। সর্বশক্তিমান তাদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহতালার বান্দারা জয়ী হয়েছে। তাদের তখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তারা তখনো বেঁচে রয়েছে এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করা হচ্ছে। তাদের অনেকেই মনে করে পুরোটাই একটা ষড়যন্ত্রের অংশ এবং তাদের অচিরেই হত্যা করা হবে। আমার নিজস্ব অনুভূতি, যার অবশ্য খুব বেশি একটা মূল্য নেই, কিন্তু তবুও আমি চাই আপনি সেটা সুলতানকে জানাবেন, ফ্রানজদের বিশ্বাস করা যায় না। আমি তাদের মাঝে পুরো জীবনটা অতিবাহিত করেছি। আমি জানি তারা কীভাবে চিন্তা করে, কী তাদের অনুভূতি। তারা ক্ষমাহীন তিক্ত স্বভাবের লোক। তাদের বরং নিয়তির অভিশাপের বিরুদ্ধে, জিম্মি হিসেবে বন্দি রাখা যায়, যা কালোপানি অতিক্রম করে, দিন গিয়ে যেমন রাতে শেষ হয়, অবশ্যই আসবে। তারা আপনাদের কোনো ধরনের সহানুভূতি দেখাবে না। সুলতানের একজন দীন অনুরক্তের এই ভাবনাটা অনুগ্রহ করে অবশ্যই তাকে জানাবেন। আজকের দিনটার জন্য আমি সারা জীবন গোপনে প্রার্থনা করেছি।

আমাদের বিজয়ের খবর ছড়িয়ে যেতে খলিফার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় আল্লাহর উদ্দেশে শোকরানা নামাজ আদায় করা হয় আর সর্বত্র আনন্দের হল্লা বয়ে যায়। জেরুজালেমের ক্রমেই আরো অধিক সংখ্যায় কাজি আর আলেমরা এসে উপস্থিত হতে শুরু করেন।

সালাহ আল-দ্বীনের স্ত্রীদের ভেতর সবচেয়ে প্রথমে এসে উপস্থিত হন জামিলা। তিনি এবার একাকী বা পুরুষের ছদ্মবেশে ভ্রমণ করেননি, বরং সশস্ত্র প্রহরী, খোজা আর পরিচারিকাসহ সদলবলে তিনি শহরে প্রবেশ করেন। তিনি যেন জেরুজালেমকে দেখাতে চান যে তিনিই এবং অন্য কেউ নয় পবিত্র শহরের বিজেতার ঘনিষ্ঠ সুলতানা।

BanglaBook.org

সালাহ আল-দ্বীন, নিজে থেকে, কুব্বাতু'স সাখরা আর আল-আকসা মসজিদ পরিষ্কার করার সময় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকেন, যেখানে চৌদ্দ দিন পরে প্রথম *খুৎবা* প্রদান করার কথা রয়েছে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনেকে শহরে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের অনেকেই যদিও অবশ্য হয় কপ্ট সম্প্রদায়ের বা এমন কোনো সম্প্রদায়ের যারা কখনো ফ্রানজদের সমর্থিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমর্থন বা অনুমোদন লাভ করতে পারেনি।

ইমাদ আল-দ্বীন অবশ্য তার স্বরূপে বিরাজ করেন। তিনি ছয়জন নকলনবিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় মুসলিম দুনিয়ার সমস্ত শাসকদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার জন্য বার্তার মুসাবিদা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা তার কাছে যাই তাকে অবহিত করতে যে, একটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ বার্তা সম্পর্কে সুলতানের তার পরামর্শ প্রয়োজন, যা জেরুজালেম দখলের কথা চিন্তাও না করতে সুলতানকে হুমকি দিয়ে পবিত্র রোমান সম্রাট ফ্রেডারিক প্রথম বার্বারোসার কাছ থেকে বিলম্বে এসে পৌঁছেছে। সুলতানের নতুন দোভাষী তারিক ইবনে ঈসা নামের আঠারো বছর বয়সের একজন কপ্ট বালক চিঠিটা লাতিন থেকে আরবিতে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে, তার রসিকতাপূর্ণ তরজমা সবাইকে দারুণ উল্লসিত করে। কপ্ট বালকটির চেহারা এতটাই সুন্দর যে, আমাদের ভেতরে যারা অভ্যাসের অপর তীরের কাছে সাঁতার কাটে না তারাও এমনকি তার উপস্থিতির কারণেই কেবল সম্মোহিত হয়ে থাকে। আমি খুব ভালো করেই জানি যে, মহান আলেমের নিজেকে সংযত রাখতে হলে বেশ বেগ পেতে হবে। আমি ইমাদ আল-দ্বীনের কাছে দৃশ্যপটের একটা রসাল বর্ণনা প্রদান করি এবং তিনি মুখ টিপে হাসেন, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঠোঁটের কোণে যে প্রশ্নটা নিজে থেকেই প্রস্তাবিত হয় সেটা কপ্ট বালকের সাথে সম্পর্কিত।

'মাত্র আঠারো বছর বয়স? অবাক হবার মতো ব্যাপার। ছেলেটা কি এখানের স্থানীয়?'

আমি নিজের অপারগতা প্রকাশ করে কাঁধ ঝাঁকাই। আমার কোনো ধারণাই নেই।

আমরা দুজন সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করার সময় সেখানে একটা উৎফুল্ল আবহ বিরাজ করে। ইমাদ আল-দ্বীন বিনা বাক্য ব্যয়ে তারিক ইবনে ঈসার হাত থেকে বার্তাটা নেয় এবং হাসতে শুরু করে।

'কোনো অনুচ্ছেদটা আপনাকে বেশি আনন্দ দিয়েছে?' সুলতান জানতে চান।

'বিজয়ীদের মহামান্য সেনাপতি, তার হুমকিগুলো সত্যিই রসাত্মক। আপনি আরেকবার শুধু সেগুলো শ্রবণ করেন: "আপনি যদি নিরস্ত না হন তাহলে টিউটোনিক ক্রোধ কাকে বলে টের পাবেন। আপনি রাইনল্যান্ডের অধিবাসী, অতিকায় ব্যাভারিয়ান, ধূর্ত সোয়াবিয়ান, সতর্ক ফ্রাঙ্কোনিয়ান, স্যাক্সন, যারা তাদের তরবারি নিয়ে খেলতে অভ্যস্ত, থুরিনজিয়ান, ওয়েস্টফেলিয়ান,

BanglaBook.org

বার্গেন্ডির উত্তেজিত পুরুষ, আল্পসের চপল পায়ের অধিকারী পাহাড়ি, ফ্রিজিয়ানদের জ্যাভেলিন, মুখে হাসি নিয়ে মরতে প্রস্তুত বোহেমিয়ান, বনের পশুর চেয়ে ভয়ংকর স্বভাবের পোল এবং আমার আপন ডান হাত বয়সের কারণে এটা এখনো এতটা দুর্বল হয়নি যে তরবারি ধারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে এদের সবার ক্রোধের সম্মুখীন হবেন।"

'এই চিঠির সবচেয়ে কৌতূহল উদ্রেককারী বিষয় হলো টাসকান আর ফিসানদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার মতো কোনো ভয়ংকর শব্দ তিনি খুঁজে পাননি। আমরা আমাদের প্রত্যুত্তরে তার কাছে এমন ব্যত্যয়ের কারণ জানতে চাইতে পারি। ভয়ংকর বার্গেন্ডিয়ানদের বিষয়ে এতটুকু বলতে পারি, কয়েক বছর আগে বার্গেন্ডি থেকে আগত সেই নাইটের কথা কি মহামান্য সুলতানের স্মরণ আছে? তার ব্যক্তিত্বের একমাত্র ভয়ংকর দিক ছিল তার বাতকর্ম, যা এতটাই মারাত্মক যে আপনি আমার নাককে বায়বীয় বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কা সামলাতে দিয়ে তাঁবু থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন।'

সুলতান পুরনো সেই স্মৃতির কথা মনে করে হেসে ওঠেন।

'আমার মনে হয় জার্মান রাজাকে সেই দুর্ভাগ্যজনক স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে। ইমাদ আল-দ্বীন আপনি বরং একটা উত্তর মুসাবিদা করে ফেলেন।এই অল্প বয়সী ছেলেটাও একজন লিপিকর এবং আমরা মুখনিসৃত বাণী সে লিখে নেবে।'

ইমাদ আল-দ্বীন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং কামনার আগুন তাকে দগ্ধ করে। সে তার চোখের দিকে তাকায় কিন্তু কষ্ট অনুলেখেন দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। সুলতানের একান্ত সচিব প্রত্যুত্তরের মুসাবিধা আরম্ভ করেন, পুরোটা সময় তিনি নির্লজ্জের মতো তারিকের ছিপছিপে দেহের দিকেই তাকিয়ে থাকেন।

'পরম করুণাময়, সর্বশক্তিমান, বিজয়ী আর ক্ষমতাধর আল্লাহর নামে শুরু করছি, জার্মানির মহান রাজা, ফ্রেডারিক।'

'আপনার চিঠির জন্য আপনি আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন, কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় চিঠিটা অনেক দেরিতে আমাদের হস্তগত হয়েছিল। মহান আল্লাহতালার কৃপায়, আপনি যাকে জেরুজালেম বলেন, সেই আল-কুদস ইতিমধ্যে আমাদের দখলে এসেছে। তায়র, ত্রিপোলি আর অ্যান্টিওক এই তিনটি শহর এখন কেবল খ্রিস্টানদের দখলে রয়েছে, কিন্তু একটা বিষয়ে পরাক্রমশালী অধিপতি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আমরা এই শহরগুলোও অচিরেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসব।

'আমরা একটা বিষয় লক্ষ না করে পারলাম না যে, আপনি টাসকান, ভেনিশীয়ান আর পিসকানদের বীরত্ব বর্ণনায় কোনো শব্দ ব্যয় করেননি এবং বিষয়টা আমাদের যারপরনাই মর্মাহত করেছে। কারণ এই সব অঞ্চল থেকে আগত লোকদের গুণাবলি সম্বন্ধে আমরা খুব ভালোভাবে ওয়াকিবহাল। তারা

BanglaBook.org

চমৎকার দেহ আর মনের অধিকারী এবং মরুভূমিতে একটু ভালোবাসা আর প্রাণের জন্য কাতর হয়ে থাকা আমাদের বেদুইন সম্প্রদায়কে তারা ব্যাপক মনোরঞ্জন দান করেছে। আমরা তাদের আবারও দেখতে পাব বলে আশা করি।

'যুদ্ধই যদি আপনার একমাত্র অভিপ্রায় হয়, তাহলে একটা বিষয় ভালো করে অনুধাবন করতে চেষ্টা করবেন: আপনি একবার এই অঞ্চলে পা রাখার পরে আপনার দেশ আর আপনার মাঝে তখন বিশাল একটা সমুদ্র অবস্থান করবে। আমাদের মানুষ আর তাদের সম্পদ থেকে কোনোভাবেই আমাদের পৃথক করা সম্ভব নয়। আমরা এই কারণেই শেষ বিচারের দিনের সূচনালগ্ন পর্যন্ত আপনাদের ক্রমাগত পরাজিত করতে সক্ষম হব। আমরা এবার কিন্তু আমাদের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত আপনাদের শহরগুলো দখল করেই সন্তুষ্ট থাকব না, বরং সমুদ্র অতিক্রম করব এবং আপনাদের যোদ্ধারা এখানে বালির নিচে দাফন হয়ে থাকায় আপনার সমস্ত ভূখণ্ড দখল করে নিলে আল্লাহতালা তাতে অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন।

'এই চিঠি আল্লাহতালা আর তার রাসুলের কৃপায় ৫৮৪ হিজরিতে লিখিত হলো। এটা আল-কুদস বিজেতার সিলমোহর দেয়া রয়েছে।

'ইউসুফ ইবনে আইয়ুব।'

ইমাদ আল-দ্বীন সমবেত মানুষদের দিকে তাকান, তার চিঠির কল্যাণে সৃষ্ট আনন্দোচ্ছলতা উপভোগ করেন। তাকে সবচেয়ে বেশি যা আনন্দ দেয় সেটা তারিকের মুখের লাজুক হাসি, কিন্তু সুলতান চান চিঠির ভাষায় আরো অচপল আরো গম্ভীর হোক। সালাহ আল-দ্বীন এখন ইতিহাসের পাতায় নিজের স্থান সম্বন্ধে দারুণ সচেতন। শহরে সমবেত হওয়া আলেমবৃন্দ এবং সমগ্র পৃথিবীর বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তার কাছে প্রেরিত বার্তা, সেই সাথে বলার অপেক্ষা রাখে না বাগদাদের খলিফা আর তার অমাত্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ শুভেচ্ছা বার্তা, নিজের প্রতি তার আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে। তিনি এ কারণেই চান তার নামে প্রেরিত সমস্ত চিঠিপত্র নিজ ধর্মবিশ্বাসের ত্রাণকর্তা হিসেবে তার নতুন প্রাপ্ত মর্যাদার স্মারক বহন করবে। ইমাদ আল-দ্বীনকে তার দপ্তরে ফেরত পাঠানো হয় চিঠিটা আরো মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় পুনরায় মুসাবিদা করে পরের দিন সকালবেলা সুলতানের সিলমোহর সংযুক্তির জন্য উপস্থিত করতে।

আমি যখন সুলতানের কক্ষ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি একটা হাত আমার কাঁধে আলতো করে টোকা দেয়। পাকা চুল আর বাকশক্তিরহিত এক বৃদ্ধ নুবিয়ান খোজাকে দেখতে পাই, যার সাথে দামেস্কের দুর্গপ্রাসাদে আগে আমার বহুবার দেখা হয়েছে। সে হাত দিয়ে বাড়াবাড়ি ধরনের ইশারা করে আমায় বোঝাতে চেষ্টা করে তাকে অনুসরণ করতে। সে আমাকে একটা কক্ষের সামনে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেয়।

BanglaBook.org

'ইবনে ইয়াকুব, ভেতরে এসো,' জাফরি করা দরজার পেছন থেকে ভীষণ পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সুলতানা জামিলার পরিচিত কণ্ঠস্বর।
আমি ভেতরে প্রবেশ করি এবং মাথা নত করে অভিবাদন জানাই। আমার প্রথম প্রশ্নের কৌতূহল নিবারক উত্তর তিনি নিজেই দেন।
'আমজাদ? দুঃখের বিষয়, সে আর আমাদের সাথে থাকে না। সে এত লোকের কাছে এত মানুষের নামে কুৎসা রটিয়েছে যে, আমি তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম'। আমাদের প্রাসাদের দেওয়ান বিষয়টা নিষ্পত্তি করেছে। চেহারায় এত দুশ্চিন্তা ফুটিয়ে তোলার কোনো প্রয়োজন নেই। সে এখনো বেঁচেই আছে।'
আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে যান।
'ইবনে ইয়াকুব, হৃদয়ের কি কোনো বিশেষ ভাষা আছে?'
আমি হেসে উঠি কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারি না। খোজা আমজাদের সমস্যার নির্মম সমাধানের বিষয় থেকে তিনি আমাদের তার জীবন দর্শনের একান্ত দুনিয়ায় নিয়ে নিমেষে নিয়ে এসেছেন।
'নকলনবিশ, মাথা খাটাও, ভালো করে চিন্তা করে দেখ। নেই? তোমায় হৃদয় তাহলে মূক সম্ভবত। অধিকাংশ হৃদয়ই স্বপ্ন আর বাস্তবতার একটা অদ্ভুত মিশ্রণে কথা বলে, যদিও মিশ্রণের সঠিক পরিমাণ সব সময় পরিবর্তিত হয়ে থাকে যেহেতু শেষ পর্যন্ত সব কিছুই বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করে। হৃদয় কোনো পুস্তক নয় যার একই পাতা তুমি সব সময় খোলা পাবে। হৃদয় যদি কখনো টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাহলে এটা থেকে অনেক দিন রক্তপাত হতে পারে, কিন্তু তারপর, সহসাই, পাথরে পরিণত হয়ে যায়। তুমি কি আমার সাথে একমত?'
আমি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ি। আমি খুব ভালো করেই জানি আজ সহসা কী কারণে তার ভাবনা এই অভিমুখে ধাবিত হয়েছে, কিন্তু তিনি চান আমি সেটা জিজ্ঞেস করি এবং আমি তাই প্রশ্নটা করি।
'সুলতানা, আপনি এমন একটা সময়ে এসব ভাবনায় কেন সময় নষ্ট করছেন? আমরা জেরুজালেম পতন উদ্‌যাপন করছে এবং এটা আমায় বিস্মিত করছে যে আপনি আপনার নিজের নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন।'
'ইবনে ইয়াকুব, আমার হৃদয় অসংখ্য রূপান্তর সহ্য করেছে। আমার মনটা বেশ কয়েক মাস বেশ হালকা ছিল কিন্তু আবারও একটা ভার যেন একে ঘিরে ধরছে। আজকের কথাই ধরা যাক, অনুশোচনা আমায় পঙ্গু করে ফেলছে। হালিমা আমার রোষের কবল থেকে পালিয়ে কায়রোয় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবার আগেই আমার উচিত ছিল হালিমার সাথে সব কিছু মিটমাট করে ফেলা। সে আমার কাছে একবার এসেছিল, তার চোখ দুটো বিষণ্ণতায় টলটল করছে এবং সে চেয়েছিল আমরা যেন আবার আগের মতো বন্ধুতে পরিণত হই। ইবনে ইয়াকুব, আমার হৃদয়টা পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে নির্মমভাবে

BanglaBook.org

প্রত্যাখ্যান করি। আমি ঘৃণার সাথে তার প্রস্তাব অবজ্ঞা ভরে ফিরিয়ে দিই। কেন? কারণ বন্ধুত্ব, যা একদা ভালোবাসা আর আবেগের সাথে একত্রে ছিল একা একা তখন অসহায়। তখন এমনকি তার পানে ধাবিত হওয়াও একটা অসুস্থ মনের লক্ষণ। যারা মনে করে তারা এটা করতে সফল হয়েছে তারা আগে বা পরে বিষাদের কবলে পতিত হয়েছে।

'তারপরতো সে মারা গেল। দুষ্ট লোকেরা প্রাণঘাতী বিষ প্রেরণের জন্য আমায় অভিযুক্ত করল। ঈর্ষায় পাগল আর স্রষ্টার সাথে মিলিত হবার সময় ঘনিয়ে আসা এক লোকের মুখ নিঃসৃত, একটা জঘন্য মিথ্যা। হতভাগা মামলুক, আরেকজন মেয়ের প্রতি হালিমার ভালোবাসা সহ্য করতে অপারগ হয়ে নিজের অপকর্মের জন্য আমায় দায়ী করতে চায়। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি নিজেও বিচলিত হয়েছিলাম যখন আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে হালিমা আরেকজন মেয়েকে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু আমার পক্ষে সে জন্য তাকে হত্যা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমি বরং তার জীবনটা আরো দীর্ঘায়িত করতে চেষ্টা করতাম, যাতে আমি তাকে নির্যাতন করার কোনো মধুর উপায় খুঁজে বের করতে পারি। ইবনে ইয়াকুব, আমি তারপরও অবশ্য এমন কিছু একটা বলব, যা তোমায় বিস্মিত করবে। এসবই আমার হৃদয়ের ভাষার অংশবিশেষ। আমি যখন তার মৃত্যুর সংবাদ আর কীভাবে মৃত্যু হয়েছি জানতে পারি তখন আমি মোটেই অসন্তুষ্ট হয়নি।

'সে আমাদের ভালোবাসায় বিষ মিশিয়েছিল। আমাদের দুজনের কাছেই যা মূল্যবান বলে বিবেচিত ছিল সে সেটাকে খুন করেছিল। সে এর বিনিময়ে নিজে বিষের শিকার হয়েছে। পুরোটাই নিষ্ঠুর আর খেলো একটা প্রতিক্রিয়া কিন্তু সেই সময় আমায় হৃদয় কেবল এটাই বলছিল। আমি এ কারণেই হৃদয় আর মনের সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে শুরু করি। বড় মসজিদের প্রথম *খুৎবার* আগেই হৃদয়ের যুক্তি সম্পর্কে আমার লেখাটা শেষ হবে। আমায় প্রতি এত কঠোর হয়ো না। এখন আনন্দের সময়। সালাহ আল-দ্বীন আল-কুদস দখল করেছেন। আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে রয়েছে।'

আমি পরের দিন অনেক বেলা করে যখন সূর্যের আলো আমার মুখে উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে, ঘুম থেকে উঠি। আমার মোটেই ভালো ঘুম হয়নি। জামিলার গতকাল রাতের কথাগুলো আমার মনে কেমন চক্রাকারে যেন আবর্তিত হয়েছে। হালিমার প্রতি তার উদাসীনতা আমায় ভীষণ ক্রুদ্ধ করেছে কিন্তু এখন আমার সমস্ত সন্দেহ সত্ত্বেও আমি তার সততা আর সংযমের প্রশংসা না করে পারি না। সে সত্যিকারের একজন রমণী, যে তার সর্বজনপ্রিয় আর শ্রদ্ধেয় স্বামীর মতো নয়, পণবন্দিতে বিশ্বাস করে না।

আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় যে, কয়েক মাসের জন্য হলেও কোনো ভালো জিন যদি এই সুলতানাকে সুলতানে রূপান্তরিত করতে পারত।

BanglaBook.org

## সাঁইত্রিশ

# আলেপ্পোর কাজি মসজিদে ধর্মোপদেশ দেন; তুলুসের বার্ট্রান্ডের কাছ থেকে সুলতানকে একটা পত্র প্রেরণ করা হয়; কায়রোতে ফ্রানজদের একটা হামলায় আমার পুরো পরিবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে

দশ দিন পরে, আমরা সবাই আল-আকসার বিশাল মসজিদে সমবেত হই। মসজিদটা তন্নতন্ন করে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং পালিশ করা পাথরগুলো বেহেশতের আভা নিয়ে জ্বলজ্বল করছে। সালাহ আল-দ্বীনের সাম্রাজ্যের সমস্ত আমির আর কাজি উপস্থিত হয়েছে, সেই সাথে রয়েছে তার পুত্র আল-আফদাল, তার ভাস্তে তাকি আল-দ্বীন আর তার প্রিয় সেনাপতি আমির কেকুবড়ি।

প্রয়াত সুলতান নূর আল-দ্বীনের আদেশে আজকের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল যে মিম্বার সেটা দামেস্ক থেকে এসে পৌছেছে।

আলেপ্পোর কাজি, কালো আলখাল্লা আর সবুজ পাগড়ি পরিহিত অবস্থায়, ইতস্তত ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন এবং তিনি যখন নিজেকে সুস্থির করতে মিম্বার আঁকড়ে ধরেন তখন আমরা যারা সামনেই বসে ছিলাম স্পষ্টই দেখতে পাই যে তার হাত কাঁপছে। তিনি ভালো করেই জানেন যে, আজ তিনি যা বলবেন অনাগত দীর্ঘ একটা সময় সেটা স্মরণ করা হবে। তিনি আরো জানেন যে, সুলতানের ধৈর্য মারাত্মক অল্প আর তিনি দীর্ঘ খুৎবা পছন্দ করেন না। কাজিসাহেব আজকের উপলক্ষের জন্য উপযুক্ত সুরেলা কণ্ঠে মহানবী (সা.)-এর অনুসারীরা স্বল্প সময়ের ভেতরে যে সাফল্য অর্জন করেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন।

'পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহতালা এবং তার রাসুল, যিনি আমাদের সত্যের পথ দেখিয়েছেন তাদের নামে আমরা শুরু করছি। আমাদের সুলতান ইউসুফ সালাহ আল-দ্বীন ইবন আইয়ুব এই পবিত্র শহরে ইসলাম ধর্মকে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি সত্যিকারের বিশ্বাসের ধারক, যারা একটা ক্রুশ আর খোদাই করা প্রতিকৃতির উপাসনা করে তাদের পরাস্তকারী। আপনি বাগদাদের বিশ্বাসীদের অধিপতির সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছেন। আমরা সবাই আল্লাহর

BanglaBook.org

কাছে দোয়া করি যে, ফেরেশতরা যেন আপনার নিশান সব সময় ঘিরে থাকে এবং আমাদের ধর্মবিশ্বাসের ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে রক্ষা করে। আপনাকে আর আপনার সন্তানদের আগামী দিনগুলোতে আল্লাহতালা যেন সহি-সালামতে রাখেন।

'এখানে ওমর (আ.), যার স্মৃতি আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, আমাদের মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের খুব বেশি দিন পরের কথা নয়, প্রথম আমাদের বিশ্বাসের রং লেপন করেছিলেন। এখানে সেই সময়ে এই বিশাল মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। আপনারা সবাই যারা আজকের দিনটির জন্য লড়াই করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত রহমত লাভ করবেন। আপনারা বদর যুদ্ধের জোশ পুনরায় প্রজ্বলিত করেছেন। আপনারা আবু বকর (রা.)-এর মতো অবিচল আর ওমর (রা.)-এর মতো উদার আর নির্ভীক। আপনাদের দেখে আমাদের উসমান (রা.)-আর আলী (রা.)-এর প্রচণ্ডতার কথা মনে পড়ে যায়। বেহেশত থেকে আপনাদের দিকে তাকিয়ে প্রথম চার খলিফা আজ মুচকি মুচকি হাসছেন। এই শহরের জন্য যারা লড়াই করেছে তাদের সবার বেহেশত নসিব হবে।

'আমাদের সেনাবাহিনী এর কিছুদিনের ভেতরেই আফ্রিকার মরুভূমি, আন্দালুসের পর্বত আর ফ্রানজদের ভূখণ্ড তরবারির ওপর কোরআন শরিফ রেখে অতিক্রম করেছিল। এখান থেকেই অগ্নি-উপাসকদের ভূখণ্ডে আমাদের বার্তা প্রেরিত হয়েছিল। পারস্যের মানুষ, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সত্যের পথের জ্ঞান আমরা যখন তাদের কাছে প্রকাশ করি, প্রথম আমাদের ধর্মীয় সহযোগী হয়েছিল। মহামান্য সুলতান বহুবার অবশ্যই স্মরণ করেছেন, পাকা আখরোটের মতো পারস্য কেন আমাদের হস্তগত হয়েছিল তার একটা কারণ এই যে দরিদ্রদের ভেতর দ্ররিদ্রতম, যারা ধর্মভ্রষ্ট পুরোহিতদের দ্বারা পদদলিত আর নিপীড়িত হতো তারা আমাদের মহান সেনাপতিদের সাধারণ সৈন্যদের সাথে একত্রে একই পাত্র থেকে খাবার ভাগাভাগি করে খেতে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। তারা নিজের চোখে দেখেছিল যে আল্লাহর চোখে আমরা সবাই সমান।

'আমরা ভারতের প্রমত্তা সিন্ধুনদের অববাহিকা পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম এবং এখানেও দরিদ্ররা আমাদের নিশানের পেছনে সমবেত হয়েছে। আমরা এখানে যখন কথা বলছি আমাদের বণিকদের কাফেলা ভারতের দক্ষিণে, জাভা দ্বীপপুঞ্জে আর চিনদেশ অভিমুখে আমাদের বার্তা বয়ে নিয়ে চলেছে। আমি আপনাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, এটা কি আল্লাহতালার কোনো ইশারা নয় যে তিনি এত স্বল্প সময়ে পৃথিবীর সব কোণে আমাদের পৌঁছাবার সামর্থ্য প্রদান করেছেন?

'এসব কারণেই এটা অনেক বেশি অবমাননাকর যে, শাস্তির ভয় ছাড়াই ফ্রানজদের এই পবিত্র শহর আর আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল দখল করে রাখতে অনুমতি দিয়েছিলাম। ইউসুফ সালাহ আল-দ্বীন ইবন আইয়ুব, আপনাকে এবং

আপনার অটল মনোভাব, আপনার সাহসিকতা, আপনার নিজের জীবন, যা সব জায়গার বিশ্বাসীদের কাছে অমূল্য, উৎসর্গ করতে আগ্রহ এসব কিছুকে ধন্যবাদ যে আমরা আবারও আল-আকসায় নামাজ আদায় করতে পারছি। আপনার এক হাতে ক্ষুরধার তরবারি। আপনার অন্য হাতে জ্বলন্ত মশাল...'

এক ঘণ্টা ধরে খুৎবা দেয়া হয়। সেদিনের বক্তব্যকে মোটেই স্মরণীয় বলা যাবে না কিন্তু উপলক্ষের গুরুত্ব আমাদের সবার মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তিনি খুৎবা শেষ করার পরে উপস্থিত মুসল্লিরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করে। আলেপ্পোর কাজিসাহেব তারপর মিম্বার থেকে নিচে নেমে আসেন এবং সুলতান তাকে আলিঙ্গন করেন আর তার গালে চুমু দেন এবং ইমাদ আল-দ্বীন আর কাজি আল-ফাদিল এর পরপরই সুলতানকে অনুসরণ করেন। আল-ফাদিল সেদিন খোশমেজাজে ছিলেন। সুলতান তাকে যখন জিজ্ঞেস করেন যে, খুৎবা সম্পর্কে তার অভিমত কী? উত্তরটা ছিল কাব্যিক।

'হে বিজয়ীদের সেনাপতি, খুৎবা শুনে বেহেশত থেকে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়েছে এবং তারকারাজি অন্তরীক্ষে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করেছে দুষ্টলোকের ওপর ঝরে পড়তে না বরং একত্রে আনন্দ করতে।'

ইমাদ আল-দ্বীন, যিনি পরবর্তীতে স্বীকার করেছিলেন যে খুৎবাটা তার কাছে চূড়ান্ত ক্লান্তিকর আর মামুলি মনে হয়েছিল, এখন আল-ফাদিলকে অভিনন্দন জানান এবং আলেপ্পোর কাজিসাহেবের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক উষ্ণতার হাসি হাসেন।

সুলতান সেদিনই সন্ধ্যায় যুদ্ধকালীন সভা আহ্বান করেন। তাকি আল-দ্বীন, কেকুবড়ি, আল-আফদাল, ইমাদ আল-দ্বীন, আল-ফাদিল এবং আমি নিজে কেবল সভায় উপস্থিত ছিলাম। সুলতান উদার আর বিনয়ী মেজাজে ছিলেন।

'আমরা প্রথমেই ইমাদ আল-দ্বীনকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি সব সময় এই শহর দখলের গুরুত্ব আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। বিশ্বস্ত বন্ধু, আপনি বরাবরের মতোই ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেকুবড়ি, আপনি আমাদের তায়রের অবরোধ শিথিল না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আপনার সিদ্ধান্তও ঠিক ছিল। আমি চাই আমাদের বাহিনী আর কালক্ষেপণ না করে তায়র দখল করুক। তাদের আপাতত বিশ্রাম প্রয়োজন। আমাদের এই বিজয় তাদের উদ্‌যাপনের সুযোগ দেয়া উচিত, কিন্তু তারপরই আমরা তায়র দখল করব। আজ সকালে তুলুসের বর্ট্রান্ডের কাছ থেকে একটা চিঠি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। মনে আছে তার কথা? টেম্পলারদের রোষ থেকে আমরা যে নাইটের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম এবং যিনি আমাদের বণিকদের বদ্যানতায় নিরাপদে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ইমাদ আল-দ্বীন এখন চিঠিটা পড়ে শোনাবেন। আমি জানি যে আমাদের সবাই সুদর্শন কপ্টের উপস্থিতি পছন্দ করতাম, যে ল্যাতিন থেকে আমাদের ভাষায় এমন প্রাঞ্জলভাবে তরজমা করে যে আমাদের

BanglaBook.org

ভেতর যারা ইমাদ আল-দ্বীনেরমত একই রসের রসিক না তারাও পর্যন্ত তার সৌন্দর্যের তারিফ না করে পারে না। বুড়ো আলেম, কী আর করা যাবে, সে এখন অনেক দূরে রয়েছে। আপনি যদি তার শূন্যস্থান পূরণ করেন তাহলে সেটাই আপাতত যুক্তিসংগত হবে।'

ইমাদ আল-দ্বীন যদি সুলতানের এমন স্থূল রসিকতায় বিব্রত হয়েও থাকেন তিনি নিজের অনুভূতি যেভাবে গোপন করেন সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। অন্য সবাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অর্থবোধক হাসি হাসে। সবাই জানে যে তারিক ইবন ঈসার প্রেমে ইমাদ আল-দ্বীন মাতাল হয়ে আছেন এবং চাঁদের চৌদ্দতম রাতে পূর্ণিমার তিথির নেকড়ের মতো তাকে তাড়া করছেন। ইমাদ আল-দ্বীন তুলুসের বার্ট্রান্ডের তাকে লেখা চিঠিটা পাঠ শুরু করেন।

'মহামান্য সুলতান আর আমিরবৃন্দ যদি আমায় মার্জনা করেন তাহলে আমি চিঠির বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করতে চাই। আমি কপ্ট বালকের মতো পারদর্শী নই, আমার তরজমা সাবলীল নয়। আমাদের তুলুজের বন্ধু জানিয়েছেন যে, জেরুজালেম পুনর্দখলে তারা বিশাল এক বাহিনী সংঘটিত করছে। তিনি বলেছেন যে, তাদের পোপ ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর জার্মানির রাজার সাথে দেখা করেছেন তাদের সৈন্যবাহিনী একত্র করতে এবং ক্রুশের উপাসকদের সম্মান রক্ষা করার আবেদন নিয়ে। তিনি আরো লিখেছেন, তিন রাজার ভেতরে দুজন রাজকীয় কল্পনাবিলাসে পূর্ণ দুর্বলচিত্তের অধিকারী। একজনই কেবল ভয় পাওয়ার মতো কারণ সে অনেকটাই একটা জন্তুর মতো। তিনি ইংল্যান্ডের রিচার্ডের কথা বলেছেন, যাকে তিনি চিঠিতে একজন কুপুত্র, এমনকি তার চেয়েও জঘন্য স্বামী, যে নিজের স্ত্রীকে বা অন্য কোনো মেয়েকে সন্তুষ্ট করতে পারে না কিন্তু তরুণ যুবকদের প্রতি তার একটা আসক্তি রয়েছে, একজন স্বার্থপর শাসক এবং বদমেজাজি আর বদমাশ একজন মানুষ হিসেবে অভিহিত করেছেন কিন্তু তার সাহসের কোনো ঘাটতি রয়েছে এমন কথা তার শত্রুও বলবে না। তিনি জানেন না তারা কবে নাগাদ যাত্রা শুরু করবে, কিন্তু তার ধারণা যে, যেহেতু তববিল সংগ্রহের একটা বিষয় রয়েছে তাই এক বছর বা তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, আমরা এই সময়টা প্রতিটি বন্দর দখল করার কাজে ব্যয় করতে পারি, যাতে তাদের ভূখণ্ড থেকে আগত জাহাজগুলোকে সমুদ্রে থাকা অবস্থাতেই ধ্বংস করা যায়। তিনি সুলতানকে আরো পরামর্শ দিয়ে সমুদ্রে যুদ্ধ করার উপযোগী একটা নৌবহর প্রস্তুত করতে বলেছেন। তিনি মনে করেন, এটা আমাদের দুর্বলতা যে আমরা কখনো স্থলভাগের যুদ্ধের মতো সুমুদ্র-যুদ্ধকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করি না। তিনি সুলতানের সবচেয়ে তুচ্ছ দাস এবং অনুসারী হিসেবে নিজেকে অভিহিত করে স্বাক্ষর করেছেন এবং সেই দিনের জন্য প্রার্থনা করেছেন যেদিন আমাদের সৈন্যরা সমুদ্র অতিক্রম করবে এবং পোপকে বন্দি করবে। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, রিচার্ডের সঙ্গীদের ভেতরে সেন্ট আলবানের রবার্ট বলে একজন

নাইট রয়েছেন, যিনি একজন গোপনে খারেজি মতাবলম্বী, যার অর্থ একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী এবং আমাদের উপকারী সহযোগী হতে পারে।'

সুলতান মুচকি হাসেন।

'আমার মনে হয় আমাদের উচিত আমাদের বন্ধুকে আমাদের পক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ করা যেতে পারে। তিনি একজন বিচক্ষণ চিন্তাশীল ব্যক্তি। এই চিঠিটা তায়র দখলের বিষয়টাকে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে পরিণত করেছে। আমরা কি এ বিষয়ে একমত? ইবনে ইয়াকুব, তুমি সব কিছু লিপিবদ্ধ করেছ?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

আমি পরের দিন দুপুরবেলা যখন জেরুজালেমের জনের সাথে পুরাতন মন্দিরের স্থান পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, যেখানে আমাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্য লোকেরা যারা জেরুজালেমে ফিরে এসেছে তারা সুলতানকে শহরটা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রার্থনার জন্য সমবেত হয়েছে, একজন পরিচারক তার সনির্বন্ধ অনুরোধ দ্বারা আমায় চমকে দেয় যে, সালাহ আল-দ্বীন আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বিস্মিত হই কারণ, অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য তিনি খোলাখুলিভাবে আমায় তার সম্মতি জানিয়েছিলেন। আমি অবশ্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে করতে পরিচারককে অনুসরণ করে সুলতানের রাজকীয় কক্ষের দিকে অগ্রসর হই।

BanglaBook.org

তিনি তার শয্যায় বসে রয়েছেন, তার মুখে দুশ্চিন্তার বলিরেখা ফুটে রয়েছে। অন্য সবার আগে অবশ্যই তাকেই সব কিছু অবহিত করা হয়। আমি কক্ষের ভেতর প্রবেশ করতেই তিনি শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং আমায় আলিঙ্গন করে আমার দু'গালে চুমু খেলে আমি চমকে উঠি। তার চোখ অশ্রুতে টলটল করছে। আমি সাথে সাথে বুঝতে পারি যে আমার র‍্যাচেলের ভাগ্যে ভয়ংকর কিছু একটা ঘটেছে।

'ইবনে ইয়াকুব, কায়রো থেকে আমরা একটা সংবাদ পেয়েছি। খবরটা খুবই খারাপ আর তোমাকে অবশ্যই শক্ত থাকতে হবে। এই শহরটা হারাবার কারণে ক্রুদ্ধ আর রাগে অন্ধ হয়ে ফ্রানজ নাইটদের একটা ছোট দল কায়রোয় হামলা করে এবং তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যেখানে বাস করে তারা সেখানেই আক্রমণ করেছিল। সতর্ক সংকেত বেজে ওঠা আর আমাদের সৈন্যরা তাদের সবাইকে গ্রেফতার করার আগে তারা কিছু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে আর অসহায় বৃদ্ধ লোকদের হত্যা করে। পরদিন সকালে তাদের সবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। বন্ধু আমার, তাদের হামলায় ভস্মীভূত হওয়া হাভেলির একটি তোমার। কেউ বাঁচেনি। আমি আল-ফাদিলকে নির্দেশ দিয়েছি আগামীকাল সকালে তোমার কায়রো যাবার জন্য সব বন্দোবস্ত করতে। তুমি সেখানে তোমার যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারো।'

আমি মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিই। আমি আমার কামরায় ফিরে আসি। আমি এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও কিছুতেই

কাঁদতে পারি না। আমি মেঝেতে পাথরের মতো বসে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার ওপর চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় আমি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলি। শব্দ কিংবা অশ্রু দিয়ে আমায় জাপটে ধরা যন্ত্রণাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমি র‍্যাচেল এবং মরিয়ম আর বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকা তার সন্তানের কথা চিন্তা করি, তারা তিনজনই শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল যখন বর্বরের দল আমাদের হাভেলিতে অগ্নিসংযোগ করে।

আমি যখন আমার কাপড়চোপড় গোছাতে শুরু করি তখনই আমি আবিষ্কার করি আমি উচ্চ স্বরে কাঁদছি। আমি সেইসব কিছুর কথা ভাবি, যা আমি চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু র‍্যাচেলকে বলা হয়নি। তার জন্য আমার না বলা ভালোবাসার গভীরতা না জেনেই সে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ল। এবং আমার ছোট্ট সোনামণি মরিয়ম, যাকে আমি চেয়েছিলাম কোনো দুর্ভাগ্য যাতে স্পর্শ না করতে পারে এবং শান্তিতে যেন সে তার স্বামীর সাথে নিজের সন্তানকে মানুষ করতে পারে।

আমি একদম ঘুমাতে না পারলে, কামরার বাইরে যাই এবং দুর্গপ্রাকারের ওপর হেঁটে বেড়াই আর আকাশের তারকারাজির অনন্ত গতিপথের দিকে তাকিয়ে থেকে নীরবে চোখের জল ফেলি। ক্রোধ আর তিক্ততার অনুভূতি আমায় আপ্লুত করে। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। আমার ইচ্ছা করে ফ্রানজ নাইটদের টিমে আগুনে ঝলসাই আর তাদের মৃত্যু যন্ত্রণায় ঝটফট করতে দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।

আমরা পরের দিন সকালে যখন যাত্রা করেছি তখন কালো হলুদ পালকের ওরিওলে পাখির বিষণ্ন ডাক আমার কানে ভেসে আসে আর আমার মুখ আবারও সিক্ত হয়ে ওঠে। জেরুজালেম থেকে কীভাবে কায়রো পৌঁছেছিলাম আমার কিছুই মনে নেই। আমি বলতে পারব না পথে আমরা কতবার যাত্রাবিরতি করেছিলাম বা কোথায় আমরা ঘুমিয়েছিলাম। আমার কেবল সুলতানের বার্তাবাহকের দয়ালু মুখাবয়বের কথা মনে আছে, যে আমায় পানিভর্তি চামড়ার একটা মশক দিয়েছিল, যা থেকে আমি পান করি আর আমার মুখ ধুয়ে ফেলি। আমার আরো মনে আছে যন্ত্রণাক্লিষ্ট সেই যাত্রার কোনো একটা পর্যায়ে আমি সহসাই সুলতানের কাছে ফিরে যাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল বিষাদের স্মৃতি খুঁচিয়ে তোলার কোনো মানে হয় না। আমি সব কিছু ভুলে যেতে চাই। আমি অভিশপ্ত কামরাবিশিষ্ট সেই পুরনো হাভেলির অগ্নিদগ্ধ অবশিষ্টাংশ দেখতে চাই না। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ইবনে মায়মুন হাভেলির ভগ্নস্তূপের কাছে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ি। কেউ কোনো কথা বলি না। তীব্র শোকে পুরনো বৈরিতা আর অপমানবোধ গলে যায়। তিনি আমায়

BanglaBook.org

তার বাসায় নিয়ে যান। আমি অনেকগুলো মাস কেমন একটা ঘোরের ভেতর বেঁচে থাকি। সময়ের হিসাব আমার থাকে না। বাইরের দুনিয়ায় কী ঘটছে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই। আমি তারপর একটা সময়ে মহান চিকিৎসকের সাথে কায়রোয় যেতে শুরু করে। তিনি রাজপ্রাসাদে তার রোগীদের পরিচর্যা করেন। আমি গ্রন্থাগারে আমার পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করা শুরু করি, সুলতানের খুশনবিশ হবার পরে যে বইগুলো আমি প্রথম পড়েছিলাম সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখি। বইগুলো থেকে মাঝে মাঝে যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি ভেসে ওঠে এবং আমার স্মৃতিতে আবার র‍্যাচেল ফিরে আসে। নতুন অশ্রুবিন্দু আমার মনোযোগ দ্রবীভূত করে।

ইবনে মায়মুন একজন বন্ধু আর অনন্য রোগী হিসেবে আমার সাথে আচরণ করেন। তিনি নীলনদ থেকে ধরা তাজা মাছ কয়লার আগুনে ঝলসে বাদামি ভাতের আস্তরণের ওপর সাজিয়ে আমায় খেতে দেন। তিনি প্রতি রাতে আমায় জোর করে বিভিন্ন ভেষজের একটা মিশ্রণ পান করতে বাধ্য করেন, যা আমার চুরমার হয়ে যাওয়া স্নায়ুকে প্রশান্তি দেয় আর আমায় ঘুমাতে সাহায্য করে। আমি এমনও অনেক দিন অতিবাহিত করেছি যখন কারো সাথে একটা কথাও বলিনি। আমি ইবনে মায়মুনের হাভেলির কাছেই একটা ছোট ঝর্ণার পাশে হাঁটতে যেতাম আর সেখানেই একটা পাথরের ওপর বসে থাকতাম, বড়শি দিয়ে বাচ্চা ছেলেদের মাছ ধরা দেখতাম। আমি সেখান থেকে চলে আসতাম, যখন তারা প্রাণ খুলে হাসতে আরম্ভ করত। তাদের আনন্দোচ্ছলতা আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হতো।

আমি যেন সর্বব্যাপী চরাচরের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিলাম। সময়ের সমস্ত বোধ লুপ্ত হয়েছিল। আমি প্রতিশ্রুতিহীন, প্রত্যাশাহীনভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে যাই। আমি এই পঙ্ক্তিগুলো যখন লিখছি তখনো আমি প্রতিদিন ইবনে মায়মুনের বিশাল গ্রন্থাগারে বই পড়া আর চিকিৎসাবিদ্যার ওপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কীভাবে সময় অতিবাহিত করতাম কিছুই মনে করতে পারছি না। আমি গালেন আর ইবনে সিনার লেখার অসংখ্যবার পাঠ করি এবং প্রতিবারই তাদের লেখায় কিছু না কিছু গোপন অর্থ খুঁজে পাই। আমি যদি এসব মনীষীরা কী লিখেছেন বুঝতে অপারগ হতাম তাহলে আমি ইবনে মায়মুনের সাথে আলোচনা করতাম। তিনি আমাকে আমার জানার আগ্রহকে উৎসাহ দিতেন আর আমায় পরামর্শ দিতেন চিকিৎসক হয়ে তার কাজে তাকে সাহায্য করতে।

অনেকগুলো মাস ঘটনাহীনভাবে কেটে যায়। সুলতানি দুনিয়ার সাথে আমার সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়। আমি জানি না যুদ্ধের ময়দানে কী ঘটছে আর আমার জানার কোনো আগ্রহও নেই।

ইবনে মায়মুন একদিন আমায় জানায় যে, ফ্রানজদের একটা নতুন দল উপকূলীয় এলাকায় অবতরণ করেছে এবং তারা জেরুজালেম পুনর্দখলে বদ্ধপরিকর। তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

'ইবনে ইয়াকুব, তাদের আর কখনো শহরটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। কখনো না।'

আমার বন্ধুর কণ্ঠের ব্যগ্রতাই সম্ভবত দীন দুনিয়া সম্বন্ধে আমার আগ্রহকে পুনরায় জাগ্রত করে। আমার আরোগ্য লাভও হয়তো তত দিনে শেষ হয়েছিল। যাই হোক না কেন, আমি পুনরায় নিজেকে ফিরে পাই। স্বজন হারাবার বেদনা তখনো আমার মাঝে বিদ্যমান ছিল কিন্তু যন্ত্রণাটা দূর হয়েছে। আমি ইমাদ আল-দ্বীনকে একটা বার্তা পাঠাই, তাকে জিজ্ঞেস করি সুলতানের সাথে আমি কি পুনরায় যোগ দিতে পারি।

চার সপ্তাহ পরে, কায়রোয় স্মিত হাসির মতো যখন বসন্তকালের আগমন ঘটে তখন দামেস্ক থেকে একজন বার্তাবাহক এসে হাজির হয়। সুলতান আমায় কালবিলম্ব না করে তার সাথে যোগ দিতে আদেশ দিয়েছেন। আমি আঙিনায় প্যাঁচানো গ্রন্থিযুক্ত কাণ্ডবিশিষ্ট গাছের ততোধিক জটপাকান ডালপালার নিচে বসে সূর্যের ওম উপভোগ করছি। সব ঋতুতেই এটা একই রকম থাকে এবং আমি এই গাছটার প্রতি ভীষণ একটা আত্মীয়তা অনুভব করি কারণ এটা আমায় আমার নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমিও বসন্তের আমেজ অনুভব করি না।

আমি ইবনে মায়মুনের কাছ থেকে বিদায় নিই। সেটা ছিল একটা আবেগঘন বিচ্ছেদ। আমরা, যারা একটা সময় ভীষণ ঘনিষ্ঠ ছিল, আবারও একাত্ম হয়েছিলাম। আমার ওপর নেমে আসা শোকাবহ ঘটনার মর্মমূল থেকে এক টুকরো আনন্দ খুঁজে বের করা হয়েছে। আমরা এখন থেকে সব সময় যোগাযোগ বজায় রাখার ব্যাপারে একমত হই। সালাহ্ আল-দ্বীনের জীবনালেখ্য লিপিবদ্ধ করার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সত্যিকারের কোনো আগ্রহ আমার ভেতর কাজ করে না, কিন্তু এমন ভাবনাই ইবনে মায়মুনকে আতঙ্কিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমায় কাজটা চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন এবং 'ইবনে ইয়াকুব, তোমার যদি উপকার হয় তাহলে সব কিছু আমায় লিখে জানাবে। আমি তোমার চিঠিগুলো তুমি বিশ্বাস করে আমার কাছে যে নোটখাতাগুলো গচ্ছিত রেখেছ তার সাথেই নিরাপদে তুলে রাখব।'

BanglaBook.org

# ইবনে মায়মুনকে লেখা যত চিঠি

## আটত্রিশ

# আমার প্রত্যাবর্তনকে সুলতান স্বাগত জানান; তায়রে ইংল্যান্ডের রিচার্ডের হুমকি প্রদান; প্রণয়-পীড়িত ইমাদ আল-দ্বীন

প্রিয় বন্ধু,

আপনি যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে আমি ভীষণ খুশি হতাম কারণ তাহলে সংবাদবাহকের সেবার ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে, অনেক সময়েই যার ওপর নির্ভর করা যায় না, আমরা সরাসরি পরস্পরের সাথে কথা বলতে পারতাম। আপনি জানেন যে, দামেস্ক ফিরে যাবার ভাবনাটাই আমায় বিচলিত করে তুলত কিন্তু এখানে সবাই আমায় সাদরে গ্রহণ করেছে। আমিরদের কেউ কেউ এমন পর্যন্ত বলেছে যে, আমার ফিরে আসাকে তারা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে বিবেচনা করছে, কারণ আমি যখনই সালাহ আল-দ্বীনের সাথে থাকি তিনি তখন কোনো যুদ্ধে পরাজিত হন না।

সব কিছু কেমন বদলে গেছে। কায়রোর বাজারে হীরার মূল্যের মতো ভাগ্যেরও চড়াই-উতরাই রয়েছে। আমি প্রায় দুই বছর পূর্বে সুলতানকে যখন ছেড়ে যাই তখন তিনি সাফল্যের সমস্ত শীর্ষ জয় করেছেন। তার চোখ দুটো ছিল উজ্জ্বল, তার গাল সূর্যের আলোয় রক্তিম হয়ে উঠত আর তার কণ্ঠস্বর ছিল আমুদে আর প্রশান্ত। সাফল্য ক্লান্তি দূর করে। আমি আজ সকালে তাকে যখন দেখি তিনি আমায় দেখে স্পষ্টতই প্রীত হন এবং তিনি উঠে দাঁড়ান আর আমার গালে চুমু খান, কিন্তু তাকে দেখে আমি বিস্মিত হই। তার চোখ দুটো গর্তে বসে গেছে, তার ওজনও কমেছে এবং তাকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তিনি আমার বিস্ময় খেয়াল করেন।

'খুশনবিশ, আমি অসুস্থ ছিলাম। এসব বদমাশ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমায় পরিশ্রান্ত করে তুলেছে কিন্তু চিন্তার কিছু নেই আমি এসব সামলে নিতে পারব। আমি কেবল আমাদের শত্রুকে নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। আমাদের নিজেদের নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। আমাদের ধর্মবিশ্বাস ভীষণ আবেগপ্রবণ। বিশ্বাসীদের *বানজের* মতোই যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয় প্রভাবিত করে। আমাদের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে তারা কোনো বিরতি ছাড়াই লড়াই করবে, কিন্তু যদি কোনো কারণে বিজয় আমাদের নাগালে না আসে, যদি ধৈর্য আর কৌশলের প্রয়োজন হয়

BanglaBook.org

সাধারণ সাহসিকতার পরিবর্তে আমাদের লোকেরা তখন তাদের অভিলাষ হারাতে আরম্ভ করবে। মতবিরোধ সৃষ্টি হবে এবং কোনো কোনো আহাম্মক আমির চিন্তা করবে: "এই সালাহ আল-দ্বীনকে আমরা যেমন অজেয় মনে করেছিলাম সে তেমন হয়তো না। আমার বোধ হয় নিজের আর আমার অনুগত লোকদের চামড়া বাঁচানো উচিত," এবং এসব লজ্জাজনক ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করে সে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করে। বা অন্য কোনো আমিররা আমাদের সাফল্য দেখতে না পেয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলে নিজেরা চিন্তা করতে শুরু করবে যে গত ছয় মাস তারা এবং তাদের লোকজন যুদ্ধে কোনো ধনসম্পদ লাভ করেনি। তারা ভেবে নেবে যে আমার ভাই, ছেলে এবং ভাস্তে যারা এই যুদ্ধে লাভবান হচ্ছে এবং তাই তারা ঝগড়া শুরু করবে আর আলেপ্পো ফিরে যাবে। ইবনে ইয়াকুব, এটা একটা দারুণ ক্লান্তিকর দায়িত্ব।

'আমায় সব সময় দুটো ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে লড়াই করতে হচ্ছে। আমি এ জন্যই বহু আগে সেই মাসগুলোতে তুমি তখনো যখন আমার পাশে ছিলে আমি তায়র দখল করিনি। আমি ভেবেছিলাম লোকজন দীর্ঘ অবরোধের ধকল সামলাতে পারবে না। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে যে আমি ভুল করেছিলাম। আমি শহরটায় ফ্রানজ উপস্থিতির আকার বাড়িয়ে দেখেছিলাম কিন্তু আমি যদি আমার নিজের সৈন্যদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হতাম তাহলে হয়তো আমি ঝুঁকিটা গ্রহণ করতাম। বন্ধু আমার, এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে একটা বিশৃঙ্খলা। ফ্রানজ রাজারা সমুদ্র অতিক্রম করে আরো সৈন্য এবং আরো সোনা নিয়ে আসতে শুরু করেছে। তারা কখনো হাল ছাড়ে না, কি ছাড়ে তারা? ইবনে ইয়াকুব, নিজের বাসায় তোমায় স্বাগতম। আমি তোমার উপস্থিতির অভাব দারুণ অনুভব করেছি। আজ সকালে আল-ফাদিল কায়রো উদ্দেশে রওনা হয়েছেন এবং ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে আগামী এক সপ্তাহ দেখা হবে না। তার দাবি তার দাঁতে ব্যথা কিন্তু আমার চরেরা জানিয়ে তারা আসল ব্যথা হৃদয়ে। সাধির কথা মনে আছে? সে সব সময় গাধার লিঙ্গ গ্রাসকারী হিসেবে ইমাদ আল-দ্বীনকে নির্দেশ করত!'

তিনি স্মৃতিটা স্মরণ করে উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠেন এবং আমিও তার সাথে গলা মেলাই, ভালো লাগে যে আমার আগমনের ফলে তার মেজাজ হালকা হয়েছে।

আমি সেদিন দুপুরের পরে ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি আন্তরিকভাবে আমায় স্বাগত জানান। সুলতানের সংবাদদাতারা ঠিক বলেছে। বিজ্ঞ আলেম প্রেমের প্রত্যাখ্যানজনিত ব্যথায় কাতর। তিনি তিক্ততার সাথে অভিযোগ করেন যে রাজকোষ থেকে বহুমাস তার বেতন পরিশোধ করা হয়নি আর তিনি এ কারণেই সুলতানের সাথে দেখা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমি অবাক হই, কিন্তু আমি যখন তাকে আরেকটু চেপে ধরি তিনি তার এই অবস্থার আসল কারণ স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার সমস্যার জন্য আমায় দায়ী করেন। ইবনে মায়মুন, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নিজের

চুরমার হওয়া হৃদয় নিয়ে, যেন তার মাত্র পনেরো বছর বয়স এবং সে সদ্যই মর্মবিদারণ আবিষ্কার করেছে, ঘ্যানঘ্যান করতে শোনার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছুই হতে পারে না। আমি যেহেতু তার সাথে দেখা করতে এসেছি আমার পক্ষে তাই সেখান থেকে উঠে আসাটা একটু কঠিন।

আমি নিশ্চিত, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি একবার তারিক ইবনে ঈসা নামে এক কপ্ট দোভাষীর কথা আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলাম। আমরা জেরুজালেমে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরেই মহান আলেমের কামুক দৃষ্টি যার ওপর পতিত হয়েছিল সেই ছেলে। ছেলেটার দক্ষতা সুলতানকে মুগ্ধ করেছিল এবং ইমাদ আল-দ্বীনের পরামর্শে, কপ্ট ছেলেটা সুলতানের কর্মচারীর ভ্রমণসঙ্গীর অংশ হয়। তারিক এভাবেই দামেস্ক এসেছিল। ইমাদ আল-দ্বীন এখানে নির্লজ্জের মতো তার পিছু নেন, ছেলেটাকে নিজের কামনার রসে জারিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাকে উৎসর্গ করে তিনি দ্বিপদী শ্লোক রচনা করেন, পূর্ণিমা রাতে তার জানালার নিচে প্রেমগীতি গাইতে ভ্রাম্যমাণ গায়কদলকে ভাড়া করেন, এমনকি ইমাদ আল-দ্বীনের সমস্ত খায়েশ ছেলেটা যদি স্বেচ্ছায় পূরণ না করে তাহলে সালাহ আল-দ্বীনের চাকরি থেকে তিনি তাকে বরখাস্ত করার হুমকি পর্যন্ত দেন। পুরো দরবারের আতঙ্ক সেই ছেলেটা এখন উধাও হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞ লোকটার মানসিক অবস্থা সান্ত্বনাতীত।

সুলতানের সবচেয়ে জ্ঞানী সচিব অবশ্য আবেগের প্রেক্ষাপটটা এভাবে দেখেন না। তিনি তার কাহিনি বলেন ভিন্নভাবে এবং ইবনে মায়মুন আপনার প্রজ্ঞাই পারবে সেটাকে বিচার করতে।

আমার ভীষণ পরিচিত সেই সুরেলা কণ্ঠস্বরে শুনে এবং আমার কানে যা প্রীতিকর একটা অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে কেবলমাত্র বহুদিন না শোনার কারণে তিনি আমায় বলেন:

'ইবনে ইয়াকুব, আমি এই নির্বোধ তরুণের ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রতিরোধের কারণ সত্যিই বুঝতে পারছি না। তুমি তোমার ভ্রূ কপালে তুলছ? আমি জানি তুমি কী ভাবছ। এই ছেলেটা সম্ভবত পুরুষ মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। আমিও সেটাই ভেবেছিলাম কিন্তু তুমি যদি এমনটা ভেবে নাও তাহলে ভুল করবে। আমার লোকেরা তাকে অনুসরণ করেছিল এবং তারা আবিষ্কার করেছে যে ছেলেটা একটা লোককে ভালোবাসে আমার চেয়ে যার বয়স খুব একটা কম হবে না কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

'তারিকের প্রেমিক একজন খারেজি মতাবলম্বী, ঈশ্বরনিন্দুক, একজন সংশয়বাদী। সে আলেপ্পো থেকে এসেছে কিন্তু আমাদের এই বিশুদ্ধতম শহরে সে তার অশুভ মতবাদ প্রচার করে। সে নিজেকে ইবনে আওজালের বংশধর হিসেবে দাবি করে। ইবনে ইয়াকুব, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে তোমার ভালো জ্ঞান আছে। ইবনে আওজালের নাম তুমি আগে শুনেছ? না? তুমি সত্যিই আমায় অবাক করলে।

BanglaBook.org

'আমাদের মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর একশ বছর পরে সে কুফায় বাস করত। তোমার ধর্মমত থেকে সে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিন্তু বিখ্যাত হবার জন্য সে ছিল মরিয়া। সে চাইত একজন বিখ্যাত মানুষ হতে। সে তাই চার হাজার *হাদিস* প্রকাশ করে এবং আলেম হিসেবে পরিগণিত হয়, কিন্তু এসব *হাদিসগুলো* ছিল সর্বৈব মিথ্যা। সে এগুলোর প্রতিটি নিজে বানিয়েছিল এবং আমাদের মহানবীর মুখে ঈশ্বরনিন্দা আর যৌনকামনা উদ্রেককারী স্থূলরুচির ভাষা আরোপ করেছিল। বলা হয়ে থাকে যে তার একটা *হাদিসে* দাবি করা হয়েছে যে, মহানবী বলেছেন, যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী, যে নিজেকে নগ্ন অবস্থায় দেখার সুযোগ কোনো পুরুষকে দিয়েছে এমনকি সেটা যদি দুর্ঘটনাবশতও হয়, সেই পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে সে বাধ্য এবং সে যদি অনীহা প্রকাশ করে তাহলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করার অধিকার পুরুষের আছে। আল্লাহতালা যেন এই বেশ্যার বাচ্চাকে অনন্তকাল নরকের আগুনে জীবন্ত দগ্ধ করেন। এ ধরনের, এমনকি এর চেয়েও জঘন্য আরো অনেক আছে। ইবনে আওজাল এসবের একটায় তার মন্তব্যের জন্য নবীর মর্যাদা দাবি করেন: 'তোমার উটের সাথে যেভাবে খুশি ব্যভিচার করতে পারো, কিন্তু প্রকাশ্য সড়কের ওপর কখনো সেটা করতে যেও না।' আরেকটা *হাদিসে* দাবি করা হয় যে, ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) যদিও চুক্তিপত্রে সম্মতি প্রদান করেছে, একজন বিশ্বাসী তার কামাসক্তি তার যেভাবে ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। তিনি আরেকটি *হাদিসে* লিখেন যে, মহানবী (সা.) তার জামাতা আলী (রা.) কোনো ব্যক্তির সামনে নিজের নিতম্বের আবরণ সরাতে নিষেধ করেছেন এবং আরো দাবি করেন যে, মূল *হাদিসের* দুটো শব্দ বাদ পড়েছে। এসব উদ্ভট কল্পনার কোনো প্রতিকার না হবার কারণ নেই। আমাদের মহানবীকে এভাবে হেয় করার প্রচেষ্টা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইবন আওজালকে কুফার কাজি গ্রেফতার করেন। সে মনগড়া *হাদিস*-এর কথা স্বীকার করে। বিচার খুব দ্রুত শেষ হয়। বিচারের পরপরই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

'তারিকের প্রেমিক নিজেকে ইবন আওজালের বংশধর দাবি করে এবং সে তার অনুসারীদের বলতে শুরু করেছে যে, তার ঈশ্বরের নিন্দাকারী পূর্বপুরুষের প্রকাশিত অনেক *হাদিসই* সর্বৈব সত্যি। আমি যখন এই খবরটা শুনতে পাই আমি আমার সংবাদদাতার কথা বিশ্বাস করি না, যে এই উৎপথগামীর অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের ভেতর গোপনে নিজের স্থান করে নিয়েছে। আমি বিষয়টা কাজিসাহেবকে অবহিত করতে তিনি তারিক ছাড়া বাকি সবাইকে গ্রেফতার করেন। এই সংশয়বাদী বরাহশাবক নিজেকে তার পূর্বপুরুষের মতো সাহসী প্রমাণ করতে পারে না সে কাজির সামনে আমার সংবাদদাতার সমস্ত তথ্য অস্বীকার করে। তার এতটাই ধৃষ্টতা যে, সে এমনও দাবি করে যে, আমি তাকে নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাই যদিও সে এর কারণ কী জানে না। কাজিসাহেব বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। সুলতার তার সম্মতি প্রদান

BanglaBook.org

করেন। তার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। আর তারিকও সেদিনই চিরতরে হারিয়ে যায়। তাকে কেউ আর দেখেনি কিন্তু গুজব শোনা যায় যে, সে আত্মহত্যা করেছে এবং কেউ বলে তার মৃতদেহ নদীর পানিতে ভেসে গেছে।

'তারা আমায় বলেছে যে, তোমার বন্ধু জামিলা যখন মৃত্যুদণ্ডের কথা জানতে পারেন তিনি নাকি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ঝড়ের বেগে সালাহ্ আল-দ্বীনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সুলতানকে তার ক্ষুরধার রসনার আঘাতে জর্জরিত করেন। এই রমণীর মাঝে অনিশ্চয়তা বা বিচক্ষণতার কোনো স্থান নেই, তাই না? তিনি আমায় শয়তান ব্যভিচারী আর কামুক হিসেবে অভিযুক্ত করে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন যে, আমায় যদি খোজা করা হয় তাহলে এই শহর অনেক বেশি পরিষ্কার থাকবে। ইবনে ইয়াকুব, আমার বিষণ্নতার এসবই মূল কারণ, অবশ্য আমি যদি তোমার কাছে অস্বীকার করি যে রাজকীয় কোষাগার আমার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেছে এবং এই বিষয়টা আমার যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়েছে তাহলে মিথ্যাচার করা হবে।'

আমি ইমাদ আল-দ্বীনের বাসস্থান থেকে ফেরবার পথে আমি ভাবুক হয়ে উঠি। আমি আমার নিজের হাভেলির দিকে মন্থর পায়ে অগ্রসর হতে থাকি এবং আঙিনায় আমার জন্য অপেক্ষমাণ নীরবতার কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে থাকি। র‍্যাচেলের স্মৃতি হাভেলিটার চারধারে ছড়িয়ে রয়েছে এবং আমি ভাবি যে, আমার উচিত এখান থেকে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দুর্গপ্রাসাদে জায়গা করে নেয়া। আমি রাজকীয় দেওয়ানকে পাঠাবার জন্য মনে মনে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে একটা চিঠির খসড়া যখন করছি তখন নির্বাক নুবিয়ানের পরিচিত অবয়বটা আমার দিকে এগিয়ে আসে, যে আমার সাথে দেখা করতে চেয়ে সুলতানা জামিলার একটা চিঠি আমার হাতে দেয়। এই শহরের কিছুই দেখছি বদলায়নি। আমি ম্লানভাবে হাসি এবং দুর্গপ্রাসাদ লক্ষ্য করে নির্বাক দূতকে অনুসরণ করি। এটা অদ্ভুত, ইবনে মায়মুন, অদ্ভুত নয়, কীভাবে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে একজন একটা স্থানে ফিরে এসে যখন দেখে যে, পুরাতন সব নিয়ম তখনো বহাল আছে? সুলতান তার লড়াই নিয়ে ব্যস্ত, ইমাদ আল-দ্বীন তার হাভেলিতে মুখ গোমড়া করে বসে রয়েছেন এবং সুলতানা আলোচনার জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

সুলতানা আমায় একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরমত অভ্যর্থনা জানান। তিনি প্রথমবারের মতো আমায় স্পর্শ করেন। তিনি আমার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দেন আর আমার পরিবারের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি তারপর আমার কানে ফিসফিস করে বলেন: 'আমরা দুজনই নিজেদের প্রিয়জনকে হারিয়েছি। এটা আমাদের পরস্পরকে আরো কাছে নিয়ে এসেছে। আমাদের ছেড়ে তুমি আর কখনো যাবে না। সুলতান আর আমি আমাদের উভয়েরই এখন তোমাকে প্রয়োজন রয়েছে।'

এতে বিস্ময়ের কোনো অবকাশ নেই যে ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে আমার দেখা করার বিষয়টা তিনি জানেন। কিছুই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। সুলতান বা যারা তার ঘনিষ্ঠ তাদের সম্পর্কে অতি তুচ্ছ আলোচনার খবরও তাকে জানানো হয়। বিষয়টা তাকে সালতানাতের সবচেয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। তার কর্তৃত্ব এমনই যে, তিনি যদি কিছু জানতে চান তাহলে কারও ক্ষমতা নেই তাকে সেটা জানানো থেকে বিরত থাকে।

জামিলা আমাদের মধ্যকার আলোচনার বিশদ বিবরণ শুনতে চান। আমি তাকে বিয়ষটা খুলে বলতে যাব যখন আমি বুঝতে পারি তিনি একা নন। তার ঠিক পেছনে একটা তেপায়ার ওপর অসাধারণ সুন্দরী এক তরুণী বসে রয়েছে, যার মুখাবয়ব, সাথে কথা বলা বিষণ্ন দুটো চোখ, অদ্ভুতভাবে পরিচিত মনে হয়। মেয়েটার পরনে পা পর্যন্ত লম্বা রেশমের হলুদ গাউন আর মাথায় একই রঙের স্কার্ফ। সে চোখের সৌন্দর্য বাড়াতে কাজল দিয়েছে– যদিও এসবের কিছুরই তার প্রয়োজন ছিল না। আমি আকর্ষণীয় এই নবাগতের উপস্থিতিতে স্পষ্টতই চমকে গিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জামিলার দিকে তাকাই।

'মেয়েটার নাম জয়নাব। সে *আমার* ব্যক্তিগত নকলনবিশ। সে আমার বক্তব্য এত দ্রুত লিপিবদ্ধ করে যে, তার লেখার গতির সাথে তাল রাখতে আমার ভাবনাগুলোকে রীতিমতো দৌড়াতে হয়। ইবনে ইয়াকুব, তার গতি তোমায় লজ্জায় ফেলে দেবে। এবার কাজের কথা বলো। বুড়ো ভামটা তোমায় ঠিক কী বলেছে?'

আমি ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে আমার কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি করি, দুই মহিলা পুরো সময়টায় বেশ কয়েকবার নিজেদের ভেতরে দৃষ্টি আদান-প্রদান করেন। জামিলা তারপর কণ্ঠে রাগ নিয়ে কথা শুরু করে, যদিও তার শব্দ চয়ন আমায় বিস্মিত করে।

'সাধি গাধার লিঙ্গ লেহনকারী বুড়োটা সম্পর্কে ভুল কিছুই বলেনি! সে তোমায় যা কিছু বলেছে সব নির্জলা মিথ্যা। তার কারণে নির্দোষ এক লোক প্রাণ হারিয়েছে, একটা মানুষ যার একমাত্র অপরাধ ছিল যে সে সংশয়বাদী, কিন্তু আমিও তো সংশয়বাদী, ইমাদ আল-দ্বীনও, এমনকি মাঝে মাঝে তুমিও সংশয়পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করো। নির্বোধেরাই কেবল কোনো কিছুতেই সন্দেহ প্রকাশ করে না। পৃথিবী অগ্রসর হতে পারবে না যদি সেখানে সন্দেহের কোনো স্থান না থাকে। সালাহ আল-দ্বীনের বয়স যখন অল্প ছিল তখন তিনিও সংশয়বাদী ছিলেন। তুমি অবাক হচ্ছ? তোমার কি মনে হয় তিনি কখনো মক্কায় কেন হজ করতে যাননি? এখন তিনি নিজের স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন কিন্তু তার যখন সুযোগ ছিল তখন তিনি যাননি। ইমাদ আল-দ্বীন মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন কারণ বুড়োটা ঈর্ষান্বিত। একটা বুড়ো ভাম যে প্রত্যাখ্যাত হবার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বলির পাঠা খুঁজে বের করেছে। আমি দারুণ বিরক্ত হয়েছি এবং তোমাদের সুলতান আমি বলেছি তাকে যেন

BanglaBook.org

খোজা করে দেয়া হয়। বুড়ো শুড় যখন প্রাণোদীপ্ত হয় তখন দামেস্কের কোনো বালকই নিরাপদ নয়।'

জামিলা তার কথার এই পর্যায়ে একটু থামে এবং হেসে জয়নাবের দিকে তাকায় তার সম্মতির আশায় কিন্তু অল্পবয়স্ক মেয়েটার চোখ অশ্রুতে টলটল করছে এবং জামিলা দৃশ্যটা দেখে আবারও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

'খুশনবিশ, জয়নাবের দিকে খুব ভালো করে তাকাও। সুলতানের দরবারে তাকে পুরুষের আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় চিঠি লাতিন থেকে তরজমাকারীর ভূমিকায় কল্পনা করো।'

আমি হতবাক হয়ে যাই। আমি এবার বুঝতে পারি পরিচিত চেহারাটা আমি আগে কোথায় দেখেছি। জেরুজালেমে। এ নিশ্চয়ই তারিক ইবনে ঈসার যজম বোন।

'আহাম্মক, বোন হতে যাবে কেন। সেই "তারিক ইবনে ঈসা"। জয়নাবের পিতা, একজন বৃদ্ধ কপ্ট পণ্ডিত তাকে একজন হিসেবে শিক্ষিত করে তুলেছিল। তারা জেরুজালেমে বাস করত কিন্তু সব সময় পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করত। ফ্রানজ নাইটরা কপ্টদের খুব একটা ভালো চোখে দেখত না তাদের কাছে তারা ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর খ্রিস্টান আর সংশয়বাদী। সালাহ আল-দ্বীনের দেওয়ান যখন দোভাষীর সন্ধান করছে তখন তার আব্বাজান তাকে পুরুষের পোশাকে সজ্জিত করে দরবারে পাঠায়। বাকিটা তোমার জানা। তারিক ইবনে ঈসার মৃত্যুর জন্য ইমাদ আল-দ্বীন নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকুক। বাকি জীবনটা তাকে অপরাধবোধে জর্জরিত হতে দাও। আমরা ভাবছি জয়নাবকে ভূত সাজিয়ে ইমাদ আল-দ্বীনের শয়নকক্ষের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখব। তোমার কি মনে হয় ভয়ে বুড়োটা মারা যেতে পারে?'

আমি জয়নাবের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে এবং তার কাহিনি শুনে আমায় বিস্মিত হতে দেখে হয়তো একটু খুশিও হয়েছে। আমি জামিলার চোখের দৃষ্টি দেখে এটাও বুঝতে পারি যে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া হালিমার স্থান নেয়ার মতো একজনকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

ইবনে মায়মুন সচরাচর মেয়েদের মনে পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে ঠিক তার উল্টো আমরা কখনো তার সাথে তাল মেলাতে পারব না।

আপনার পরিবারকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন জানাবেন।

আপনার পুরনো বন্ধু,
ইবনে ইয়াকুব।

BanglaBook.org

## উনচল্লিশ

# আক্রেতে ফ্রানজ মহামারির পুনরাগম এবং সালাহ্ আল-দ্বীন বিষণ্ণতায় আক্রান্ত; তিনি তার অন্তরের একান্ত সন্দেহ আমায় খুলে বলেন

ইবনে মায়মুন, প্রিয় বন্ধু, আপনাকে আমার হিংসে হয়। কায়রোর কাছে আপনার সুন্দর হাভেলি দেখে আমার ঈর্ষা হয়। আপনার মানসিক প্রশান্তি আমার ঈর্ষার উদ্রেক করে এবং আমার প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনি দয়াপরবশ হয়ে আমায় যে অভয়স্থল দিয়েছিলেন আমি যদি সেখানেই থেকে যেতে পারতাম।

আমার হতবুদ্ধি অবস্থা। আমি অনেক মাস হয় আপনাকে কোনো চিঠি লিখিনি কিন্তু আমি এই পুরো সময়টা আমাদের সুলতানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কেবল গমন করেছি। আবারও সব কিছু কেমন আমূল বদলে গেছে। এই যুদ্ধের ভাগ্য সব সময় কেবল পরিবর্তিত হচ্ছে। আমি আক্রে থেকে আপনাকে এই চিঠি লিখছি, যা ফ্রানজরা এই মুহূর্তে অবরোধ করে রেখেছে, তাদের শহর আক্রমণের সিদ্ধান্ত আমাদের সবাইকে বিস্মিত করেছে। সালাহ্ আল-দ্বীন শহর থেকে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু তিনি সাথে সাথে তার সৈন্যদের নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হন, যাদের সংখ্যা ফ্রানজদের তুলনায় চোখে পড়ার মতো কম।

আমাদের সুলতানের নামের এমনই মহিমা যে তার অগ্রসর হবার সংবাদ শুনেই শত্রুর থরহরি কম্প শুরু হয়েছিল। তারা লড়াই করার কোনো চেষ্টাই করে না, বরং নিজেদের শিবিরে ফিরে যায়। আমরা আমাদের সঙ্গের কিছু সৈন্য আক্রেতে প্রেরণ করি এবং সাহায্যের জন্য বার্তাবাহক পাঠানো হয়। অ্যান্টিওকের বাইরে পাহারারত তাকি আল-দ্বীন আমাদের সাথে এসে যোগ দেয়, আমির কেকুবড়িও একই কাজ করে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে সালাহ আল-দ্বীন তার এই দুই আমিরকে নিজের প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেন এবং তাদের আগমন তাকে উৎফুল্ল করে তোলে।

অন্যদের কাছ থেকে আশানুরূপ সমর্থন পাওয়া যায় না। হামদান আর শিনজির এবং আরো অন্যান্য শহরের শাসকদের নিজেদের মধ্যকার লড়াই মানে একটাই যে, সালাহ আল-দ্বীনের উদ্দেশ্যের সাথে তাদের উদ্দেশ্য এখন আর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

BanglaBook.org

ফ্রানজরা শেষ পর্যন্ত যখন লড়াইয়ে যোগ দেয় ফলাফল স্পষ্ট বোঝা যায় না। কোনো পক্ষই নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে পারে না। আমাদের অবস্থান একনাগাড়ে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে এবং ফ্রানজরা তার সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিদিন আরো দুঃসাহসী হয়ে ওঠে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরাই হয়তো চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করব। আমি এই চিঠি যখন লিখছি তখন পরিস্থিতি অনেকটা এমন। কল্পনা করতে চেষ্টা করেন, ফ্রানজরা আক্রে অবরোধ করতে চেষ্টা করছে এবং আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। আপনি এবার চোখ বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করেন আমাদের সালাহ্ আল-দ্বীন কীভাবে সন্তর্পণে ফ্রানজদের পেছনে এসে উপস্থিত হন এবং অবরোধকারীদের নিমেষে অবরুদ্ধ করেন। ইমাদ আল-দ্বীনের অবিনশ্বর ভাষায়, 'চোখের ভ্রূকুটি থেকে তারা ভ্রূকুটি করা চোখে পরিণত হয়।' তার চিত্রকল্পের ব্যবহার ভীষণ শক্তিশালী কিন্তু আমার মনে হয় তিনি তার সত্যিকারের হতাশার অনুভূতি গোপন করতেই এর অবতারণা করেছেন। আমরা সুলতানকে জেরুজালেমের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান প্রভু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বছরটা শুরু করেছিলাম। আর এখন আবারও আমরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে লড়াই করছি এবং সুলতান আজকাল প্রায়ই কায়রো ত্যাগ করার জন্য আক্ষেপ করেন।

তিনি বিশ্রামের জন্য একটা মুহূর্তও নষ্ট করেননি। তিনি প্রতি রাতে সচরাচর দুই কি তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমান না। আমার বারবার মনে হয় আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে তাকে পরামর্শ দিতে পারতেন কীভাবে নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায়। আজকাল তার দিকে তাকালে, তাকে একটা জ্বলন্ত মোমবাতির মতো মনে হয়, যা এখনো তীব্র দ্যুতি ছড়াচ্ছে কিন্তু একই সাথে নিজেকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলছে। তার বয়স এখন পঞ্চাশের ওপর কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তার সৈন্যদের যখন নেতৃত্ব দেন তখন মনে হয় তার বয়স বিশের কোঠায়, মাথার ওপর উঁচু করে ধরা তরবারি এবং পৃথিবীর কিছুই পরোয়া করেন না। কিন্তু আমি জানি যে তিনি তার বাহিনীর অবস্থা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। তার শারীরিক আর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। গত তিন দিন তিনি এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা এক করেননি। তার মুখ ফ্যাকাশে দেখায়, তার সতর্ক আর প্রাণবন্ত চোখের তারায় অনীহা ফুটে রয়েছে। আমার মনে হয় তার এমন একজনকে প্রয়োজন যাকে তিনি নিজের দুশ্চিন্তাগুলো অকপটে বলতে পারবেন। আমার বরাবরের মতো আবারও মনে হয় এখন যদি সাধি বেঁচে থাকত, কিন্তু ইমাদ আল-দ্বীন বা এমনকি আপনাদের বিজ্ঞ কাজি আল-ফাদিলের উপস্থিতিও এই মুহূর্তে সহায়ক প্রতিপন্ন হতে পারে। আপনার কাছে যদি কখনো এই চিঠি পৌছায় তাহলে সাথে সাথে আপনি আমার উদ্বেগের কথা অবশ্যই আল-ফাদিলকে জানাবেন। আমি যে তিনজনের কথা উল্লেখ করেছি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবার উপযুক্ত ব্যক্তি আমি কখনো ছিলাম না কিন্তু তারপরও তাকে ভালোভাবে বুঝতে পারে

BanglaBook.org

এখানে এমন একমাত্র ব্যক্তি আমি এবং গত দশ বছর আমি তার খুব কাছাকাছি রয়েছি। ইবনে মায়মুন, আমার নাম তার কাছে সুপারিশ করার পরে সত্যিই কি দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে? সময় বড্ড নির্মম।

আজকাল তিনি নানা বিষয়ে আমার সাথে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেন এবং আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি চান আমি কেবল অনুলেখকের ভূমিকা পালন করা বন্ধ করি। তিনি আমার চোখের দিকে তাকান, একটা উত্তর প্রত্যাশা করেন, যা হয়তো তাকে স্বস্তি দেবে এবং তার আশঙ্কাকে প্রশমিত করবে, কিন্তু আপনি অন্তত খুব ভালো করেই জানেন, সামরিক বিষয়ে আমার সত্যিকারের কোনো জ্ঞান নেই এবং দামেস্কের আমির আর তাদের বৈরিতা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাও তথৈবচ। আমি সত্যি বলতে, এবারের অভিযানের পূর্বে আমার নিজের এই সীমাবদ্ধতার বিষয়টা কখনো অনুধাবন করিনি। সালাহ আল-দ্বীনের যখন আমাকে দরকার, আমি তাকে কোনোই সাহায্য করতে পারছি না।

আমার মনে আছে, বহুদিন আগে আপনি আমায় বুঝিয়েছিলেন যে মন যখন বিক্ষিপ্ত থাকে, আমরা আমাদের বন্ধুদের পাশে নীরবে বসে তাদের দুঃখের কথা কেবল শ্রবণ করতে পারি। মানুষ এমন পরিস্থিতিতে খুব কম ক্ষেত্রেই অন্যের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার মতো অবস্থায় থাকে এবং তারা শুনতে চায় না এমন কোনো কথা যদি কেউ বলে বসে তাহলে তারা হয়তো ক্রুদ্ধও হয়ে উঠতে পারে। আপনি এসব কথা ভালোবাসার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কিন্তু আমাদের সুলতানকে যে আবেগ বিশেষভাবে জর্জরিত করছিল সেটা ছিল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তহীনতা। তিনি দুটো কি তিনটি বিকল্প চিন্তা করেন কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারেন না কোন পন্থা অনুসরণ করবেন।

আমি চুপ করে বসে তার বিষণ্ন কণ্ঠস্বর শুনি। তিনি গতকাল আমায় তার তাঁবুতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ ঠিক মাথার ওপর বিরাজ করছিল। আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি যখন তার তাঁবু অভিমুখে হেঁটে যাচ্ছি শীতল বাতাস আমার মস্তিষ্ককে চাঙ্গা করে তোলে। মহামান্য সুলতান আমায় ঠিক এই কথাগুলো বলেছিলেন।

আল্লাহতালা আমায় ডাকছেন এই অনুভূতি ছাড়া, ইবনে ইয়াকুব, আমার একটা রাতও অতিবাহিত হয় না। খুশনবিশ, আমি এই জীবনের জন্য লালায়িত নই। আমি এই পৃথিবীতে পঞ্চাশটি বছর অতিবাহিত করেছি, যা আল্লাহর তরফ থেকে একটা আশীর্বাদ। একটা মানুষ যখন পঞ্চাশ বছরে পৌঁছায় তখন তার সাথে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করা বন্ধ করে এবং অতীত নিয়ে ক্রমেই আরো বেশি বেশি চিন্তা করতে শুরু করে। সে সুখস্মৃতির কথা স্মরণ করে হাসে এবং সেইসব নির্বুদ্ধিতার কথা যার জন্য সে অপরাধী স্মরণ করে লজ্জায় নুইয়ে পড়ে।

আমি গত কয়েকটা সপ্তাহ আমার আব্বাজান আইয়ুবের কথা খুব বেশি করে চিন্তা করছি। আমার মহানুভব আব্বাজান, আল্লাহ তার আত্মাকে বেহেশত নসিব করুন, তার জীবদ্দশায় কখনো কোনো শাসককে খুশি করতে একবার নতজানু হননি। তিনি সর্বদা নিজের মাথা উঁচু রেখেছেন। তিনি নিজের গুণের প্রশংসা শুনতে অপছন্দ করতেন এবং দুর্গপ্রাসাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ স্থূল তোষামোদি তার কানে প্রবেশ করত না। তিনি পরোপকার করতেই সব সময় আনন্দ লাভ করতেন।

তিনি ছিলেন একজন উদার মানুষ। সাধি এসবই অবশ্যই তোমায় আগেই বলেছে কিন্তু পরিচারিকাদের প্রতি তার ভীষণ একটা দুর্বলতা ছিল। ইবনে ইয়াকুব, তোমাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। আমি কি তবে ধরে নেব যে সদা-অসতর্ক সাধি এই বিষয়টা তোমার কাছ থেকে গোপন রেখেছিল? আল্লাহ আমায় রক্ষা করুন! আমি মুগ্ধ। এটা অবশ্য গোপন কোনো বিষয় না। কোনো পরিচারিকা যখনই তার কাছে যেত, আমার আব্বাজান সর্বদা নিজের ভেতর একটা প্রাণশক্তির জাগরণ অনুভব করতেন আর তিনি কখনো নিজের বীর্যের অপচয় করতেন না। আমার আম্মিজান তাকে এ জন্য একবার তিরস্কারও করেছিলেন এবং আব্বাজান তাকে একটা *হাদিস* বলেন, যা অনুসারে, যদি আদৌ সেটা বিশ্বাস করা হয়, 'একজন মানুষের যৌনসঙ্গমের বিষয়টা পূর্বনির্ধারিত এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে তাকে সেটা সম্পূর্ণ করতে হবে।' আমার আম্মিজান, যিনি একজন স্পষ্টবাদী মহিলা ছিলেন, কুর্দিশ ভাষায় কয়েকটা বাছা বাছা গালি দিয়ে, আমি যা তোমার সামনে আর পুনরাবৃত্তি নাই বা করলাম, তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, সব সময় এমনটা কেন হয় যে পুরুষরা মেয়েদের প্রতি যে আচরণ করে সেটাকে আইনসিদ্ধ করতে একটা *হাদিস* খুঁজে পায়, অথচ মেয়েদের ক্ষেত্রে সব সময় ঠিক উল্টোটা হয়ে থাকে। আমি তার সম্বন্ধে এভাবে কেন কথা বলছি? আমি তোমায় আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ডেকে এনেছি, কিন্তু তোমার উপস্থিতি সব সময় আমায় পুরনো সাধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি তার সাথে যেভাবে কথা বলতাম তোমার সাথে তখন সেভাবে কথা বলা শুরু করি, যেভাবে আমি কখনো আল-ফাদিল বা ইমাদ আল-দ্বীন কিংবা আমার নিজের ভাইদের সাথেও কথা বলতে পারব না।

আমার আমির আর সৈন্যদের অধিকাংশই মনে করে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান আমার কাছে রয়েছে যদিও বাস্তবতা আমরা জানি। একজন শাসক দুর্বল বা শক্তিশালী যা-ই হোক একটা বিষয়ে কোনো ভুল নেই, সে সব সময় নিঃসঙ্গ। কায়রোতে ফাতেমি খিলাফতের শেষ খলিফা, খোজার দল দ্বারা পরিবেষ্টিত আর *বানজের* নেশায় বুদ, যা তাকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, সেও আমার উপস্থিতিতে একবার কেঁদে স্বীকার করেছিল কীভাবে একজন সত্যিকারের বন্ধুর অভাব তাকে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে এমনকি আসল ক্ষমতা হাতছাড়া হবার চেয়েও বেশি দুঃখিত করে।

BanglaBook.org

আমি ভাগ্যবান ছিলাম। আমার সব সময় ভালো বন্ধু আর পরামর্শদাতা ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধটা বড্ড বেশি দিন ধরে জিইয়ে আছে। আমি আমার নিজের ভুলের কথা অস্বীকার করি না। আমাদের অবশ্যই উচিত ছিল আল-কুদস দখলের পরে তায়র দখল করা। আমার ভীষণ ভুল হয়েছিল উপকূল বরাবর অভিযান পরিচালনা করাটা কিন্তু সেটা এমন কিছু অলঙ্ঘনীয় সমস্যা নয়। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমাদের ভেতরে যারা আল্লাহ আর তার রাসুলে বিশ্বাস করে তাদের সবার অন্তঃস্তলের গভীরে কিছু একটা ঘটছে। আমাদের ভেতর ধর্মবিশ্বাস এত গভীরভাবে প্রোথিত যে আমরা অন্য আর কিছু বিশ্বাস করার বাধ্যবাধকতা অনুভব করি না ব্যাপারটা অনেকটা এমন। নতুবা বাগদাদের অধঃপতনের বিষয়টা একজন আর অন্য কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? বিশ্বাসীদের সেনাপতি নিজেও এমনকি প্রথম চার খলিফার সাথে নিজেকে তুলনা করার সাহস করবেন না।

আমাদের ধর্মবিশ্বাস, যা মরুভূমি এবং সমুদ্রের মাঝে এবং তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত একটা সাম্রাজ্য গঠনে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, এখন মনে হবে যেন আড়ম্বর আর জৌলুশ সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। আমরা সব কিছুতেই মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি পছন্দ করি। আমাদের, যখন সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, আল্লাহতালা কোনো নাটকীয় বিজয় প্রদান করেন, আমরা বাচ্চা ছেলে আট-ঘুঁটিতে জিতে যেভাবে উল্লসিত হয় সেভাবে উল্লাস প্রকাশ করি। আমরা পরবর্তী কয়েক মাস আমাদের সেই বিজয়ের আমেজে কাটিয়ে দিই। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি এবং সব কিছু ঠিক থাকে।

BanglaBook.org

আমরা একইভাবে পরাজয়ের পরে বিষাদের গহ্বরে তলিয়ে যাই। আমরা যেটা বুঝতে চাই না সেটা হলো পরাজয় ছাড়া কোনো বিজয় অর্জিত হতে পারে না। ইতিহাসের সমস্ত বিখ্যাত বিজয়ীকে পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। আমাদের পক্ষে বিজয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। কয়েকবার মাত্র পরাজয়ের পরেই আমাদের মনোবলে আঁচ লাগে, আমাদের প্রণোদনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং আমাদের নিয়মানুবর্তিতা হারিয়ে যায়। এসবই কি আমাদের ভাগ্যের লিখন? আমরা কি কখনো বদলাব না? নিয়তির নিষ্ঠুরতা কি স্থায়ী একটা অস্থিরতা আমাদের ললাটের লিখন করে দিয়েছে? আমরা জিবরাইল (আ.)-কে কি উত্তর দেব, যখন তিনি কেয়ামতের দিন আমাদের প্রশ্ন করবেন: 'হে মহান নবী মুহাম্মদের অনুসারীর দল, যখন তোমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল কেন তখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সাহায্য করোনি?'

আমাদের আমিররা সহজেই মনোবলহীন আর নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। বিজয় সহজে অর্জিত হলে ভালো কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় যখন কাফেরদের কারণে বাধাগ্রস্ত হয় তখন আমিররা তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং তাদের এই মানসিক অবস্থা যখন তাদের অধীনস্থ যোদ্ধারা লক্ষ করে তারাও তখন

হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং পরস্পরকে বলে: 'আমাদের আমির তার প্রেয়সী আর সুরাসঙ্গ থেকে অনেকদিন বঞ্চিত। আমারও পরিবারের কথা খুব মনে পড়ছে। আমরা অনেক মাস হয় কোনো ধনসম্পদ লাভ করিনি। আজ রাতে সমস্ত শিবির যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন হয়তো আমরা নিজেদের গ্রামেই ফিরে যাব।'

একটা বিশাল বাহিনীর মনোবল সব সময় এমন একটা পর্যায়ে রাখা যেখানে তারা সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে মোটেই সহজ কাজ নয়। আমাদের চেয়ে ফ্রানজদের একটা সুবিধা আছে। তাদের সৈন্যরা সমুদ্র অতিক্রম করে এসেছে। আমাদের মতো এত সহজে তারা পালিয়ে যেতে পারবে না। আমাকে এসব কিছু একটা বিষয় শিখিয়েছে যে, মানুষ তার নিজের স্বার্থের চেয়ে বড় কোনো কারণের জন্য কেবল তখনই যুদ্ধ করে যখন তারা সত্যিকার অর্থেই বিশ্বাস করে যে তারা যে কারণের জন্য লড়াই করছে সেটা থেকে তারা সবাই এবং প্রত্যেকে লাভবান হবে।

বালবেকে থাকার সময় আমি যখন একটা ছোট ছেলে ছিলাম এবং নীল আকাশের বুকে সূর্য আলো ছড়াত তখন প্রায়ই আমি আমার ভাইদের সাথে নদীর তীরে খেলতে যেতাম। সহসা কালো মেঘ একটা কম্বলের মতো আকাশকে ঢেকে ফেলত এবং আমরা দৌড়ে পালিয়ে আসার আগেই একটা পুরোদস্তুর বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত, আমাদের সবাইকে ভয় দেখিয়ে বজ্রপাতের ফলা আকাশ চিরে দিত। আমার সৈন্যরা যখন বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়ের রূপ গ্রহণ করে তখনই কেবল আমি বজ্রপাত হানতে পারি। তারা এটাই বুঝতে চায় না এবং আমার কয়েকজন ছাড়া অন্য সমস্ত আমির তাদের এই বিষয়টা বোঝাতে অপারগ। ফলাফল তুমি নিজের চারপাশেই দেখতে পাচ্ছো। আমাদের পুরো বাহিনীর মাঝে একটা বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আমাদের সুহৃদ ইমাদ আল-দ্বীন এখন ভয় আর দুশ্চিন্তায় কাবু হয়ে পড়েছে। তিনি আমাদের পত্র মারফত জানিয়েছেন যে, প্লেগের মহামারির মতো আমাদের পক্ষে ফ্রানজদেরও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সমুদ্রপথে যত দিন তাদের রসদ সরবরাহ বজায় থাকবে আর আমাদের ভূখণ্ড তাদের স্বস্তি দেবে তত দিন তারা সব কিছু ছিনিয়ে নেবে। আমাদের মহান আলেম নিজের ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে বসে দামেস্কের নিরাপত্তার ঘেরাটোপের ভেতর পালিয়ে গিয়ে আমার দক্ষতার ওপর নিজের নির্ভরতার প্রমাণ দিয়েছেন এবং এখানেই শেষ নয়, তিনি আরো মন্তব্য করেছেন যে, অচিরেই আমিও তাকে অনুসরণ করব। আমার ধারণা তিনি মৃত্যুর পরে নিজের শহীদত্বের জন্য প্রশংসিত হবার পরিবর্তে নিজের নিরাপত্তার জন্য অভিনন্দন গ্রহণেই বেশি উদগ্রীব। পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের জগতে আলেমদের জন্যই এ ব্যবস্থাটা বিশেষভাবে বজায় রাখা হয়েছে। আমার পক্ষে এই পথে গমন করা সম্ভব নয়।

BanglaBook.org

আমি সুলতানের কথাগুলো তিনি ঠিক যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছি এবং আপনি এটা থেকেই তার মানসিক অবস্থার একটা আন্দাজ করতে পারবেন। আমি উদ্বিগ্ন যে তার স্বাস্থ্যের যদি অবনতি ঘটে তাহলে তার সাথে সাথে আমাদের লক্ষ্যেরও বিনাশ হবে আর ফ্রানজরা তখন অনায়াসে জেরুজালেম দখল করে নিয়ে প্রথমবার যেভাবে আমাদের লোকদের দিয়ে বহ্নুৎসব করেছিল আবারও তার পুনরাবৃত্তি করবে।

আমি আশা করি আপনি চিঠিটা সুস্থ শরীরেই লাভ করবেন এবং কায়রোর গ্রীষ্মকাল আপনার সম্মানিত পরিবারের সদস্যরা সুস্থ শরীরেই অতিবাহিত করেছে।

আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত,
ইবনে ইয়াকুব।

BanglaBook.org

## চল্লিশ

# আক্রের পতন; ইমাদ আল-দ্বীনের বয়ানে সিংহের ন্যায় নিতম্বের অধিকারী রিচার্ডের কথা; তাকি আল-দ্বীনের মৃত্যু

আমার প্রিয় এবং সবচেয়ে সম্মানিত বন্ধু,

আমি নানা কারণে গত কয়েক মাস আপনাকে কোনো চিঠি লিখতে পারিনি। আমি মহামান্য সুলতানকে বিশ্বস্ত কুকুরের মতো এবং নিজের অবস্থান নিয়ে আমি সন্তুষ্ট, এক শিবির থেকে আরেক শিবিরে অনুসরণ করার কারণে দারুণ ঘোরাঘুরিতে ব্যস্ত ছিলাম। অতীতে, আগুনে আমার পরিবার ভস্মীভূত হবার আগে, অনেক সময় এমনও হয়েছে যখন আমি আগে থেকে অবহিত না করে রাজদরবারে ডেকে পাঠানো হলে আমি ক্ষুব্ধ হতাম। আমার এখন মনে হয় যে আমাকে তার সত্যিই প্রয়োজন। এটা হয়তো নিছকই কল্পনা কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমার তাকে প্রয়োজন। তার সান্নিধ্যে থাকলে আমি অতীতের কথা ভুলে থাকি। চারপাশে প্রতিদিন যা ঘটছে সেসব বুঝতে হলে আমার মন পরিষ্কার থাকা দরকার।

অনেক সময় আপনাকে চিঠি লেখার সময় কায়রোতে ইহুদি অধ্যুষিত এলাকার আমার পুরনো হাভেলির কথা মনে পড়ে এবং তখন আমি কেঁদে ফেলি। আজকের রাতের মতো শীতের রাতগুলোতে কথাটা খুবই সত্যি বিশেষ করে আমি যখন তাঁবুতে বসে, কম্বলে নিজেকে ভালোমত মুড়ে নিয়ে আগুনের মৃদু আঁচে হাত সেকতে থাকি। বহু বছর আগে কায়রোর শীতের রাতের স্মৃতিগুলো হুহু করে ফিরে আসে। চিঠি দিতে দেরি হবার সেটাও একটা কারণ। আরেকটার কারণও আছে। আমি জানি না আপনি আমার আগের চিঠিগুলো পেয়েছেন কিনা এবং বিশৃঙ্খলার কারণে আমার পক্ষে সময় করে খবর নেয়াও সম্ভব হয়নি। আমরা সবাই আক্রে হাতছাড়া হবার কারণে ভীষণভাবে শোকাহত ছিলাম।

সুলতানের কাছে আগত বার্তাবাহক মারফত আপনার বার্তা হস্তগত হবার কারণে আমি তাই সত্যিই খুশি হয়েছি এবং প্রীতও হয়েছি যে আমার পূর্ববর্তী সবগুলো চিঠিই নিরাপদে আপনার কাছে পৌঁছেছে। আমার স্বাস্থ্যের জন্য আপনার উদ্বেগ আমায় সত্যিই স্পর্শ করেছি কিন্তু এই বিষয়ে অন্তত উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। আমায় বরং সুলতানের মানসিক স্থিতি বেশি

BanglaBook.org

বিচলিত করছে। এই মানুষটা নাগাড়ে পঞ্চাশ দিন রাতের বেলা কেবল তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে ঘোড়ার পিঠে ভ্রমণ করতে এবং নিজের লোকদের উজ্জীবিত করতে পারেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা যেকোনো দিন মৃত্যু এসে তাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং এতিম করে দিয়ে শোক করার জন্য আমাদের একা করে দেবে।

ইমাদ আল-দ্বীনের প্রতি আপনার বিরক্তির কারণ আমি বুঝি কিন্তু তার সম্বন্ধে আপনার ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। আমরা আগে বহুবার এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে তার অনেক বদগুণ রয়েছে। তার স্বভাব অহংবোধে আচ্ছন্ন এবং অনেক সময়েই তার অঙ্গভঙ্গি ভীষণ অশোভন বিশেষ করে বাতকর্ম সম্পাদনের সময় তার বাম নিতম্ব উঁচু করার অভ্যাস, কিন্তু তার অসংখ্য সদগুণে এসব খুঁতকে ভারসাম্য প্রদান করেছে, যা তার সমস্ত দুর্বলতাকে ছাপিয়ে গেছে। তিনি আপাদমস্তক একজন প্রেমিক পুরুষ। তার আত্মা কোমল প্রকৃতির। যাই হোক, তার সম্বন্ধে আলোচনা এখনকার জন্য অনেক হয়েছে। এই বিষয়টা নিয়ে আমি পরে আবার কথা বলব।

আক্রে পতনের ভেতর দিয়ে আমাদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার মাত্রাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই। ফ্রান্সের ফিলিপ আর ইংল্যান্ডের রিচার্ড অবশেষে শহরটা দখল করলেন। তাঁদের গ্যালিকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের কোনো জাহাজ ছিল না এবং তাদের শিবির আক্রমণ করে তাদের মনোযোগ অন্যত্র ঘুরিয়ে দিতে সালাহ আল-দ্বীন যে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আক্রের বিশাল অস্ত্রাগারে উপকূল থেকে সংগৃহীত অস্ত্রের পাশাপাশি দামেস্ক আর আলেপ্পো থেকে প্রেরিত অস্ত্রও সংরক্ষিত ছিল। শহরের দুর্গপ্রাসাদের আমির সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সুলতানকে বেশ কয়েকবার বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে অবহিত করেছিলেন যে, তাদের যদি শহর রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া না হয় তাহলে ফ্রানজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণভিক্ষা চাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো পথ থাকবে না।

পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ অনেকটা এমন। পরিস্থিতির যখন আরো অবনতি ঘটে তখন শহরের তিনজন আমির রাতের অন্ধকার আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে ছোট নৌকা নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরদিন সকালের আগে তাদের এই কাপুরুষোচিত আচরণ কারো নজরে পড়ে না এবং সৈন্যদের মনোবল এর ফলে আরো হ্রাস পায়। পরাজয় আঁচ করতে পেরে, সেনাপতি কারা কুশ, তার কায়রোয় অবস্থানের সময় থেকেই যাকে আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো করে চেনেন, আত্মসমর্পণ আর আমাদের সৈন্যদের শহর থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার জন্য একটা সমঝোতা করতে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের সুলতানের সাথে দেখা করার অনুমতি চান। ফিলিপ কারা কুশের প্রস্তাবিত শর্ত গ্রহণে সম্মত ছিলেন কিন্তু রিচার্ড আমাদের সৈন্যদের অপদস্থ করার অভিপ্রায়ে

শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। সালাহ্ আল-দ্বীন আত্মসমর্পণ করতে নিষেধ করে বার্তা প্রেরণ করেন কিন্তু আমাদের বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে বাড়তি লোকবল প্রেরণ করা হলেও আমরা অবরোধ ভাঙতে ব্যর্থ হই। সুলতানের অনুমতি ছাড়াই কারা কুশ আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু রিচার্ড আত্মসমর্পণের জন্য কঠোর শর্ত আরোপ করেছিলেন। কারা কুশ বুঝতে পারেন প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই।

সালাহ্ আল-দ্বীনের জন্য এটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয়। পরাজয়ের ছায়া তাকে চৌদ্দ বছর আড়াল করতে পারেনি এবং এখন তিনি বাচ্চা ছেলের মতো কান্নায় ভেঙে পড়েন। এটা ক্রোধ, হতাশা আর নিরাশার অশ্রুবিন্দু। তিনি অনুভব করেন যে, শহরের অভ্যন্তরে শক্তিশালী নেতৃত্ব থাকলে এভাবে এর পতন ঘটত না। তিনি নিজেকেই গালাগাল দেন। তিনি যতসব অন্তঃসারশূন্য আগড়ম-বাগড়ম পরামর্শ পরিহাস করে উড়িয়ে দেন এবং কাপুরুষ আমিরদের অভিশাপ দেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিশ্বাসীদের ধর্ম আর সত্তার অগ্নিপরীক্ষায় কখনো হাল ছেড়ে দেবেন না। তিনি বলেন, মেঘের আড়ালে আলো সাময়িকভাবে লুকিয়ে পড়েছে এবং তিনি আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলেন যে, সুবেহ সাদিকের আগেই আবার আকাশে তারারা ঝিকমিক করবে। তার অশ্রু বা কান্নাভেজা কথা শুনে কারো পক্ষে অভিভূত না হয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ইংল্যান্ডের রিচার্ড একজন দোভাষীর উপস্থিতিতে সুলতানের সাথে একাকী দেখা করতে চেয়ে একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করলে অনুগতদের সেনাপতি ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বার্তাবাহককে লক্ষ করে বলেন: 'তোমাদের সুলতানকে গিয়ে বলবে আমরা একই ভাষায় কথা বলি না।'

রিচার্ড একাধিকবার তার কথার বরখেলাপ করেন। তিনি সালাহ্ আল-দ্বীনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমরা যদি আত্মসমর্পণে শর্তাবলির আমাদের অংশ পালন করি তিনি তাহলে আমাদের বন্দিদের মুক্তি দেবেন। আমরা মুক্তিপণের প্রথম কিস্তি সময়মতো প্রেরণ করি। ফ্রানজ নেতারা প্রত্যুত্তরে প্রতারণামূলক আচরণ করেন, যা এই অঞ্চলে প্রথমবার আগমনের পর থেকেই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

এক শুক্রবার, মহানবীর অনুসারীদের কাছে একটা পবিত্র দিন, রিচার্ড তিন হাজার বন্দির মৃত্যুদণ্ড প্রকাশ্যে কার্যকর করার আদেশ দেন এবং তার নাইটরা বন্দিদের ছিন্ন মস্তকগুলো লাথি মেরে ধুলোতে ফেলে দেয়। এই জঘন্য অপরাধের খবর যখন আমাদের শিবিরে এসে পৌঁছে একটা একটা গগনবিদারী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস মথিত হয় এবং সৈন্যরা তাদের নিহত ভাইদের জন্য গায়েবানা জানাজা আদায় করে। সালাহ্ আল-দ্বীন প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নেন এবং আদেশ দেন যে, এখন থেকে আর কোনো ফ্রানজকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করা হবে না। এমনকি তিনিও, যিনি শাসকদের ভেতরে সবচেয়ে উদারমনা হিসেবে পরিচিত, সিদ্ধান্ত নেন চোখের বদলে চোখ।

সুলতান এক সপ্তাহ কিছুই খান না, যতক্ষণ না একদিন সকালে গোপনে পরামর্শ করে তাকি আল-দ্বীন, কেকুবড়ি আর আমি তার সামনে নতজানু হয়ে বসি এবং তাকে অনুরোধ করি তারপরই কেবল তিনি তার উপবাস ভঙ্গ করেন। তারপর তিনি আমার হাত থেকে বাচ্চা মুরগির পুষ্টিকর স্যুপের পাত্র হাতে নেন এবং স্বাদটা উপভোগ করতে করতে বাটিতে ছোট ছোট চুমুক দেয়া শুরু করেন। আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি এবং হাসি। তিনি স্যুপটা শেষ করে তার ভাস্তে তাকিকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি কথা বলেন, যাকে তিনি নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি পছন্দ করেন এবং গোপনে তিনি যাকে সুলতান হিসেবে তার উত্তরসূরি হিসেবে দেখতে চান কিন্তু গোষ্ঠীগত সংঘাতের ভয় করেন, যদি পছন্দটা তিনি জোর করে চাপিয়ে দেন।

'আমি প্রকাশ্যে এটা কখনো বলব না,'– সালাহ আল-দ্বীন দুর্বল কণ্ঠে বলেন– 'কিন্তু তোমরা তিনজন আমার ঘনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি আক্রে হারাবার কারণে মোটেই বিমর্ষ নই। অতীতে আরো অনেক শহর আমাদের হাতছাড়া হয়েছে এবং একটা মাত্র পরাজয়, নিজ মহিমায় সামান্যই পরিবর্তন সাধনে পারঙ্গম কিন্তু বিশ্বাসীদের মাঝে একতার অভাব আমায় মর্মপীড়া দিচ্ছে। বাগদাদে খলিফার দরবারে ইমাদ আল-দ্বীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাকে জানিয়েছে যে, খলিফা ব্যক্তিগতভাবে আক্রে আমাদের হাতছাড়া হবার কারণে খুশি হয়েছেন। তোমাদের সবাইকে এত বিস্মিত দেখাচ্ছে কেন? আমি আল-কুদস দখল করার পরে থেকেই বিশ্বাসীদের সেনাপতি আর তার নিকটতম কয়েকজন পরামর্শদাতা ভীতিপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকানো শুরু করেছে। তারা মনে করে সাধারণ মানুষ খলিফার চেয়ে আমার প্রশংসা বেশি করায় আমি অনেক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছি। তাদের *বানজের* প্রভাবে জীর্ণ, রোগাক্রান্ত মন, আমাদের পরাজয়ের ভেতরে নিজের বিজয় দেখতে পাচ্ছে।'

সুলতান এবারই প্রথম আমার উপস্থিতিতে খলিফার নেতৃত্ব আর ধর্মানুরাগ সম্বন্ধে সরাসরি প্রশ্ন তুললেন। আমি হতবাক হই কিন্তু একই সাথে আনন্দিতও যে, আমি এখন তার একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা, ইমাদ আল-দ্বীন আর আপনার বন্ধু অননুকরণীয় কাজি আল-ফাদিলের সমগোত্রীয়।

আক্রে পতনের পর আমরা আরসলাফে আরেকটা বিশাল পরাজয়ের সম্মুখীন হই এবং সুলতান এখন জেরুজালেমের প্রতিরক্ষায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। ফ্রানজরা অবশ্য সহজে বিজয় লাভ করতে পারে না। তাদের ব্যাপক ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং তাদের অনেক সৈন্য সদ্য সমুদ্র অতিক্রম করায় ফিলিস্তিনের আগস্ট মাসের গরমে মানিয়ে নিতে বেশ বেগ পায়। রিচার্ড সুলতানের সাথে দেখা করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়, কিন্তু আল-আদিল অবশ্য তার সাথে দেখা করেন এবং তারা দীর্ঘসময় অনেকক্ষণ কথা বলে। রিচার্ড চায় আমরা ফিলিস্তিন তার হাতে সমর্পণ করি কিন্তু প্রস্তাবটার ঔদ্ধত্যে আল-আদিল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তিনি সেটা পালন করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

BanglaBook.org

গত নব্বই বছর ধরে, এমনকি দীর্ঘ যুদ্ধের মাঝে যখন আপাত শান্তি বিরাজ করেছে, এই লোকগুলোকে আমরা কখনো ভুঁইফোড় ছাড়া আর অন্য কিছুই ভাবিনি– বহিরাগত যারা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর আমাদের দুর্বলতার কারণে এখানে রয়েছে। রিচার্ড কেবল আমাদের উপকূলে অবতরণ করা নিষ্ঠুর নাইটদের দীর্ঘ সারির নবতম সংযোজন। আমাদের পক্ষে, কূটনীতির আলখাল্লার আড়ালে রুপালি খঞ্জর লুকিয়ে আছে। সুলতান প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করেন এই দুঃস্বপ্নের কি কখনো অবসান হবে নাকি ঈসা, মুসা আর মহানবী (সা.) যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানের বাসিন্দা হিসেবে সব সময় যুদ্ধমান অবস্থায় থাকা আমাদের নিয়তি। গতকাল তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেন আমার কি মনে হয় ঈশ্বর, জেহোভা আর আল্লাহ্ কখনো শান্তিতে থাকতে পারবে? আমি তাকে কোনো উত্তর দিতে পারিনি। প্রিয় বন্ধু, আপনি কি উত্তর দিতে পারবেন?

রিচার্ডের শান্তি প্রস্তাব আল-আদিল ঘৃণাপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করার দিন সকালেই ইমাদ আল-দ্বীন দামেস্ক থেকে এসে পৌছান। তিনি আমাদের অতর্কিত হামলায় বন্দি কয়েকজন ফ্রানজ নাইটদের সাথেই যাদের সূর্যাস্তের সময় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে দিনের বেশির ভাগ সময় কথা বলে কাটান। তাদের ভেতরে তিনজন মহানবীর বিশ্বাস গ্রহণ করায় তাদের জান বখশ দেয়া হয়েছে কিন্তু তাদের সবাই ইমাদ আল-দ্বীনের সাথে কথা বলার জন্য ভীষণ উদগ্রীব। আমি পরের দিন সকালবেলা শিবিরের সীমানার কাছে যখন মলত্যাগ করছি তিনিও একই অভিপ্রায়ে আমার সাথে এসে যোগ দেন। আমরা নিজেদের পরিষ্কার করে প্রাতঃরাশ শুরু করলে তিনি রিচার্ডের কাহিনি বলা শুরু করেন, যা আগে কখনো বলা হয়নি।

'একজন ফ্রানজ নাইট বলেছে রিচার্ড সিংহের হিংস্রতা নিয়ে যুদ্ধ করে। সে বলেছে এই কারণে তারা তাকে সিংহহৃদয় রিচার্ড নামে সম্বোধন করে থাকে। অন্যরাও এই কথা সমর্থন করেছে এবং আমার মনে হয় যে তার চরিত্রের এই দিকটা তার সামরিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে প্রতিপন্ন করে। সে একটা পশুর মতো যুদ্ধ করে। সে একটা পশু। সিংহ, প্রিয় বন্ধু ইবনে ইয়াকুব, আমরা খুব ভালো করেই জানি, আল্লাহতালার সৃষ্টির ভেতরে সবচেয়ে পরিশীলিতদের ভেতরে পড়ে না।

'কিন্তু আমরা যদিও বা এই খেতাবকে অনুমোদন করি, ফ্রানজদের ভেতরেই এই অভিমত সর্বজন স্বীকৃত নয়। আমি যে তিনজন নাইটের সাথে পৃথকভাবে কথা বলেছি তারা ভিন্ন আরেকটা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছে। তারা বলেছে যে, রিচার্ড যখন অন্য নাইটদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তখনই কেবল সে হিংস্রতার সাথে যুদ্ধ করে। তারা জোর দিয়ে বলেছে যে, সে মোটা দাগের ষড়যন্ত্র আর কাপুরুষোচিত কাজে পারদর্শী এবং যখনই সে পরাজয়ের ভয় করে তখনই নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের অনেক আগেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার ব্যাপারে সুবিদিত। আক্রেতে আমাদের বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিষয়টা সিংহ নয় বরং শিয়ারের পক্ষেই বেশি মানানসই।

'আমরা এই সিংহহৃদয় রিচার্ডকে সিংহের মতো নিতম্বের অধিকারী রিচার্ড হিসেবে মনে রাখব। ইবনে ইয়াকুব আমি খুশি হয়েছি যে, আমার ধারণা তোমায় আনন্দ দিয়েছে কিন্তু কথাটা গুরুত্ব সহকারেই বলা হয়েছে। আমার বেশ কয়েকবারই নিহত সিংহের মলদ্বার দেখার সুযোগ হয়েছে এবং প্রতিবারই একটা বিষয়ই আমার মনে হয়েছে স্থানটা বিশাল। প্রকৃতির অব্যাখ্যাত একটা রহস্য।

'রিচার্ডের পশ্চাদ্দেশ, আবার উল্টোভাবে, প্রকৃতির কল্যাণে বৃদ্ধি পায়নি। আমার তথ্য অনুসারে এখান দিয়ে পুরো বাহিনী অতিক্রম করেছে কিন্তু তারপরও তার পরিতৃপ্তি হয়নি। সে গোপনে আল-আদিল, আমাদের সুলতানের ভীষণ প্রিয় ভাইকে গ্রহণ করতে ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। এই বিষয়টা যখন সালাহ আল-দ্বীনকে জানান হয় তিনি হেসে ওঠেন এবং আমার উপস্থিতিতে তার ভাইকে মন্তব্য করেন: "প্রিয় আল-আদিল, আল্লাহর উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, আমার হয়তো তোমাকে তোমার দায়িত্ব পালন এবং চূড়ান্ত বলিদানের দরকার হবে।"

'আমি বিষয়টাকে রসিকতা ভেবে নিয়ে একটু জোরেই হেসে উঠি। দুজনই এর ফলে নীরব হয়ে যায়, আমার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি জানি তাদের মনের ভেতর কী ভাবনা খেলা করছিল। তারা ভাবছিল যে, আমিই চূড়ান্ত আত্মত্যাগকারী সেই ব্যক্তি হয়ে সিংহের পশ্চাদ্দেশে প্রবেশ করতে পারি। প্রিয় বন্ধু, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি এই আহাম্মকি ধারণা পরিণত হবার জন্য সময় দেইনি। আমি প্রকৃতির ডাকের অজুহাত দেখিয়ে তাদের অনুমতি নিই এবং সুলতানের তাঁবু থেকে বের হয়ে আসি এবং আর সেখানে ফিরে যাইনি।'

BanglaBook.org

আমি ওপরের পঙ্‌ক্তিগুলো লেখার পরে তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে আরেকটা শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে। সুলতানের প্রিয় ভাস্তে, তরুণ আমির তাকি আল-দ্বীন, ফ্রানজদের সাথে একটা অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের সময় শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি লড়াইটার বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু কয়েকজন রক্ত গরম তরুণ তার অভিমত বাতিল করে দেয় এবং তিনি বাধ্য হন তাদের নেতৃত্ব দিতে যখন তিনি খুব ভালো করেই জানতেন শত্রুর তুলনায় তারা হতাশাজনকভাবে সংখ্যায় অল্প। সালাহ আল-দ্বীন ভীষণ বাজেভাবে সংবাদটা গ্রহণ করেন এবং তার হৃদয় এখনো শোকাহত হয়ে রয়েছে। তাকি আল-দ্বীনকে তিনি সত্যিই নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। তাকির আব্বাজান বহু বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন এবং সুলতান আক্ষরিক অর্থেই যেন তাকে দত্তক নিয়েছিলেন, তার সাথে তিনি ঠিক সন্তানের মতোই আচরণ করতেন, কিন্তু তার চেয়েও যেটা গুরুত্বপূর্ণ, বন্ধুর মতোও বটে।

ঘটনাটা অনেকটা এভাবে ঘটেছিল: আল-আদিল এবং দামেস্ক থেকে আগত কয়েকজন আমিরসহ একসাথে সুলতানের তাঁবুতে আমার ডাক পড়েছিল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছায় তাকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখি। জোরে জোরে ফোঁপানোর আওয়াজ এবং আল-আদিলকে দেখা মাত্র তার মনঃকষ্ট আরো তীব্রতা লাভ করে। আমরা দৃশ্যটা দেখে এতটাই মর্মপীড়ায় আক্রান্ত হই যে

তার দুঃখের কারণ সম্বন্ধে কিছু না জেনেই আমরাও অশ্রু বিসর্জন শুরু করি। আমরা যখন কারণ জানতে পারি সবাই হতবাক হয়ে যাই। তাকি আল-দ্বীন কেবল তার ভাস্তেই ছিল না বরং সে ছিল বিশ্বস্ত কয়েকজন আমিরদের একজন যে এই যুদ্ধের মানে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারত এবং যে সালাহ আল-দ্বীন আশা করতেন যে, এই যুদ্ধের শেষ দেখে থামবে। এই আমিরের সাহস তার নিজের লোকদের এবং তার চাচাজানের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস ছিল, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি সেই সাথে এটাও জানতেন তার আত্মা ভীষণ কোমল এবং এই গুণের কারণেই তিনি তাকে ভালোবাসতেন। তাকি ছাড়া, ফ্রানজদের হত্যোদম করতে আর তাদের নেতাদের কালাপানি পার করে ওপারে ফেরত পাঠাতে, যত বেশি সম্ভব বিজয় অর্জনের বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সুলতান পরদিন সকালবেলা আমায় এক টুকরো কাগজ হাতে ধরিয়ে দেন যাতে তার শহীদ ভাস্তের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। ইমাদ আল-দ্বীনের অনুপস্থিতিতে তিনি আমায় পদ্যটা পরিমার্জনা করতে অনুরোধ করেন তার ভাই আর ভাস্তেদের কাছে পাঠাবার পূর্বে। মহান আলেম প্রায়ই সুলতানের হাতের কাজের মুসাবিদা করতে গিয়ে খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু তার লেখায় কোনো পরিবর্তন করার মতো কর্তৃত্ব বা আত্মবিশ্বাস কোনোটাই আমার নেই। ইবনে মায়মুন সত্যি বলতে কি, আমার পদ্যটা পছন্দই হয়েছে এবং আংশিকটা আমি আপনার জন্য লিখে পাঠালাম। আপনি কি আমার সাথে একমত?

*মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ, আমি*
*আমাদের যৌবনের পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া প্রদীপ গণনা করি*
*এই জল্লাদভূমিতে তাদের কতজন হারিয়ে গেছে?*
*আরো কতজন তবে হারিয়ে যাবে?*
*আমাদের লেখা গান বা বাঁশি সুরে আমরা কখনো তাদের ফিরিয়ে আনতে পারব না,*
*কিন্তু প্রতিদিন সূর্যোদয়ের ক্ষণে*
*আমি তাদের প্রত্যেককে আমার মোনাজাতে স্মরণ করব।*
*মৃত্যুর অমোঘ নিশান তাকি আল-দ্বীনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং*
*এই পৃথিবীর নির্মম প্রাচীর চারপাশ থেকে আমায় ঘিরে ধরছে।*
*অন্ধকারের রাজত্ব এখন।*
*নিরাশার জয়জাকার।*
*আমরা কি সামনের পথ আবার আলোকিত করতে পারব?*

আপনার বন্ধু,
ইবনে ইয়াকুব
(সুলতান সালাহ আল-দ্বীন ইবনে আইয়ুবের ব্যক্তিগত নকলনবিশ)

BanglaBook.org

একচল্লিশ

# সিংহের ন্যায় নিতম্বের অধিকারীর ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন এবং সুলতানের দামেস্কে অবসরগ্রহণ

প্রিয় বন্ধু, ইবনে মায়মুন,
আমরা জটিল মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একটা পরিস্থিতির মাঝে অবস্থান করছি। আমিরদের ভেতর মতানৈক্য এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে রিচার্ড যদি এই মুহূর্তে জেরুজালেম অবরোধ করেন, কে বলতে পারে, তিনি হয়তো সফলও হতে পারেন? একটা সময় ছিল যখন সুলতান আল-আকসায় নামাজ আদায় করতে যেতেন এবং তার অশ্রুতে জায়নামাজ সিক্ত হয়ে উঠত। তিনিও পর্যন্ত ঠিক নিশ্চিত নন যে, তার আমির আর সৈন্যরা এই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে।

যুদ্ধের এক মন্ত্রণা সভায়, এক আমির সালাহ আল-দ্বীনকে রূঢ় ভাষায় সম্বোধন করে এবং জোরালভাবে দাবি করে: 'জেরুজালেমের পতন আমাদের ধর্মবিশ্বাসের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর ওই ছাড়া জেরুজালেম ছাড়াই আমরা বহু বছর বেঁচে ছিলাম। এটা কেবলই একটা শহর আর পৃথিবীতে পাথরের কোনো কমতি এখনো পড়েনি।' আমি সুলতানকে প্রকাশ্যে এতটা ক্রুদ্ধ হতে আগে কখনো দেখিনি। তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তার সাথে আমরাও উঠে দাঁড়াই। তিনি তারপর সরাসরি সেই আমির দিকে হেঁটে যান যে এমন অর্বাচীনের মতো কথাগুলো বলেছে এবং তার চোখের দিকে তাকান। আমির তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয় এবং হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। সুলতান একটা কথাও বলেন না। তিনি তার আসনের কাছে ফিরে আসেন এবং কোমল কণ্ঠে বলেন যে, শেষ লোকটা জীবিত থাকা পর্যন্ত জেরুজালেমকে রক্ষা করার প্রয়াস নেয়া হবে এবং যদি এর পতন ঘটেই তাহলে তারও সেই সাথে পতন হবে যাতে অনাগত সময়ে তাদের সন্তানেরা স্মরণ করে আর বুঝতে পারে যে এটা পাথরের তৈরি সাধারণ কোনো শহর নয় বরং এমন একটা স্থান যেখানে আমাদের ধর্মবিশ্বাসের ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে। তিনি কথাটা শেষ করেই কক্ষ ত্যাগ করেন। কেউ কোনো কথা বলে না। সবাই, ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করে।

আমি সেখানেই একা বসে থাকি এবং গত কয়েক বছরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঘটনাপ্রবাহের কথা চিন্তা করি। আমরা জেরুজালেম বিজয়ের পরে বড্ড বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। আমি সুলতানকে আমার নিজের পিতার মতোই

BanglaBook.org

ভালোবাসি কিন্তু তার চরিত্রে একটা খুঁত রয়েছে। তার যে সময়ে নিশ্চায়ক হতে হবে, অপ্রিয় পছন্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তার সহজাত প্রজ্ঞা নির্ভুল এটা কেবল নিজের কাছে গোপন রাখতে হবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তার চেয়ে সব দিক দিয়ে ছোট এমন মানুষদের দ্বারা নিজেকে পরিচালিত হতে দেন। আমি প্রায়ই মনে করি নিজের অবস্থান ছাপিয়ে গিয়ে তার সাথে বন্ধুর মতো কথা বলি, আপনি যেমন প্রায়ই আমার সাথে বলতেন। আপনি কি চিন্তায় পড়ে গেলেন যে আমি আবার কী বলব? আমি নিজেও অবশ্যই ঠিক জানি না।

আমি হয়তো তার কানে ফিসফিস করে বলব: 'এখন কয়েকজন আমির যদি আপনাকে ছেড়ে চলে যায় বা কৃষকরা আপনার নির্দেশ অমান্য করে ফ্রানজদের শস্য সরবরাহ করে তাহলেও সাহস হারাবেন না। আপনার সহজাত প্রবৃত্তি চমৎকার। আপনি সচরাচর ঠিকই সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে অন্য কোনো কিছু না বরং পরাভব না মানার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, আমাদের সৈন্যদের সাথে যখন কথা বলবেন তখন কঠোর স্পষ্টবাদিতা এবং আমাদের নিজেদের ভেতরে সব ধরনের সমঝোতা আর দোদুল্যমানতা পরিহার করায়। এই দ্ব্যর্থহীনতা, বাতাসে ভাসমান বর্শার মতো এই গুণাবলির মাঝেই গোপন ছিল আপনার চাচাজান শিরকুহর সাফল্যের রহস্য।'

আমাদের জন্য সুখবর যে, রিচার্ডও পরাজয়ের ভয়ে ভীত। সে সূর্যকে ভয় পায়। সে বিষাক্ত কুয়োকে ভয় পায়। সে আমাদের ক্রোধকে ভয় পায় কিন্তু সে আমাদের সুলতানকে এর চেয়েও বেশি ভয় পায়। সে দেশে ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। আমাদের গুপ্তচররা এখন শত্রুশিবিরে মারাত্মক মতানৈক্যের খবর নিয়ে আসে তখন আমি হাতে গোনা কয়েকবারে ভেতর একবার সুলতানের হাসির আওয়াজ শুনতে পাই। রিচার্ড আর ফরাসি রাজা কোনো বিষয়েই একমত হতে পারছে না। তাদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, সেটা আমাদের পরাস্ত করার তাদের অভিপ্রায়কেও ছাপিয়ে যেতে শুরু করেছে।

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর,' সুলতান হেসে ওঠেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বী আকাঙ্ক্ষা আর নগণ্য বিরোধ কেবল আমাদের শিবিরকেই বিভক্ত করে রাখেনি।'

তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, শান্তি স্থাপনের এটাই উপযুক্ত সময়। ফ্রানজরা উপকূলবর্তী শহরগুলো নিজেদের দখলে রাখতে পারবে। তারা আক্রে, জাফা, তায়র, আর আসকালন নিজেদের অধীনে রাখুক। আমরা এখন যে এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছি তার তুলনায় এটা কিছুই না এবং আমরা যদিও তাদের তাড়িয়ে সমুদ্র পার করে দিতে পারিনি, সময় এখন আমাদের অনুকূলে। সুলতান এভাবেই যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তার যুক্তি নির্ভুল ছিল।

রিচার্ড আমাদের উপকূল ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। সে দুই বছর এখানে অবস্থান করেছিল, কিন্তু পবিত্র শহর দখল করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। তার অভিযান কোনো ফলাফল আনয়ন করতে পারেনি। সে হয়তো অসহায় বন্দিদের প্রাণদণ্ড দিয়ে আনন্দ লাভ করতে পারে কিন্তু তার ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে আর সেখানেই আমাদের বিজয়।

BanglaBook.org

আমাদের সুলতান এই অঞ্চলের একমাত্র স্বাধীন শাসক। আমি জানি আপনি এটা শুনে মোটেই বিস্মিত হবেন না যে, রিচার্ড আমাদের উপকূলকে বিদায় জানান মাত্র ফ্রানজ অভিজাতদের প্রতিনিধিদের আমরা অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ করি যারা সুলতানের কাছে একে-অপরের কাছ থেকে নিরাপত্তা চায়। তারা তার অধীনস্থ সামন্তরাজার মর্যাদা গ্রহণে রাজি হয়ে নিজেদের নিরাপত্তা লাভে আগ্রহী।

এবং এই পরিস্থিতির ভেতরে আমরা দামেস্কের দুর্গপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করি যেখান থেকে আমি আপনাকে এই পঙ্ক্তিগুলো লিখছি। আমার জন্য এখন তিনটি অতিকায় কামরা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ভৃত্যের পরিবর্তে আমার সাথে এখন অতিথির মতো আচরণ করা হয়। প্রাসাদ-সরকার নিয়মিত আমার সাথে দেখা করে, যাতে আমার কোনো প্রয়োজন উপেক্ষিত না থাকে। সে তার প্রভুর প্রত্যক্ষ আদেশের কারণে এমন আচরণ করে থাকে। ব্যাপার অনেকটা এমন যেন সালাহ্ আল-দ্বীন আমার বহু বছরের অধ্যবসায়ের পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার জীবনের শেষ বছরগুলোকে আনন্দময় আর আরাম-আয়েশের কোনো ঘাটতি না থাকার বিষয়টা নিশ্চিত করে।

সুলতানের সাথে আমার প্রতিদিন দেখা হয়। তিনি প্রায়ই তার আব্বাজান আর চাচাজানের কথা বলেন কিন্তু তিনি আমাদের পুরনো বন্ধু সাধির, পোড় খাওয়া কুর্দি যোদ্ধা যে রক্তের সম্পর্কে তার চাচাও হয় আর যে কখনো সত্যি কথা বলতে ইতস্তত করত না, অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করেন। তিনি গতকাল আমায় 'সাধির ভাষার অলংকারকে যুক্তিতে পরিণত করার ক্ষমতার' কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আমরা দুজনই একসাথে হেসে উঠি, প্রভু আর ভৃত্যের মতো নয়, বরং মূল্যবান কিছু একটা হারিয়ে ফেলে শোকাহত দুই বন্ধুর মতো।

ইবনে মায়মুন, তার জন্য আমার ভীষণ চিন্তা হয় এবং আমি সত্যিই চাই আপনি এই শহরে আসেন আর তার চিকিৎসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার যত্নের প্রয়োজন। তার মুখে বলিরেখা পড়েছে এবং সেখানে সত্যিকারের ক্লান্তির চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। তার দাড়িতে সাদার আধিক্য। ভ্রমণ আজকাল তাকে ক্লান্ত করে তোলে এবং সারা রাত একনাগাড়ে ঘুমানো তার কাছে এখন কঠিন মনে হয়। আপনি কি তার সেবনের জন্য কোনো ভেষজ মিশ্রণের পরামর্শ দিতে পারেন?

গতকাল, দুপুরে তার নির্ধারিত বিশ্রাম শেষে নিছকই খেয়ালের বশে তিনি ইমাদ আল-দ্বীনকে ডেকে পাঠান। মহান আলেম আসতে অনেক দেরি করেন ততক্ষণে আমরা সন্ধ্যার আহার পর্ব অনেক আগে শেষ করে ফেলেছি। তিনি দেরির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে দাবি করেন যে, সুলতানের বার্তাবাহক তাকে মাত্র আধঘণ্টা আগে বিষয়টা সম্বন্ধে অবহিত করেছে। সালাহ্ আল-দ্বীন মুচকি হাসেন এবং তার মিথ্যা ভাষণের জন্য তাকে কোনো প্রশ্ন করেন না। এটা সুবিদিত যে, সুলতানের সাথে পারতপক্ষে ইমাদ আল-দ্বীন একসাথে আহার করতে চান না সালাহ্ আল-দ্বীনের মিতাহারী স্বভাবের কারণে।

'ইমাদ আল-দ্বীন আজ রাতে আপনি কী খেয়েছেন এবং কোথায়?' সুলতান হাসি মুছে এবার জানতে চান

সচিব মহোদয় এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। তার আধ বোজা চোখের পাতা খুলে যায় এবং তার সমস্ত অভিব্যক্তিতে একটা সতর্কতা ফুটে ওঠে।
‘হে সাহসীদের সেনাপতি, খুবই সাধারণভাবে। খানিকটা ভেড়ার মাংসের কাবাব, তারপর আমার রান্না করা একটা পদ, ভেড়ার দুধের দই আর লবণ এবং রসুন দিয়ে রান্না করা কোয়েলের মাংস। এই তো।’
আমরা হেসে উঠি এবং তিনিও আমাদের সাথে যোগ দেন। সুলতান তারপর সৌজন্য বিনিময়ের পরে ঘোষণা করেন, তিনি মক্কায় হজ করতে যেতে আগ্রহী আর ইমাদ আল-দ্বীনকে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করতে বলেন। আলেম মহোদয় ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকেন।
‘আমি এই মুহূর্তে সেটায় মোটেই সম্মতি দেব না। খলিফা ইতিমধ্যে আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছেন। তিনি জানেন যে, মানুষ আপনাকে ভালোবাসে। তিনি আপনার মক্কা গমনকে বাগদাদে তার কর্তৃত্বের প্রতি আপনার পরোক্ষ চ্যালেঞ্জ বলে ধরে নেবেন।’
‘ইমাদ আল-দ্বীন, সেটা হবে পাগলের প্রলাপ,’ সুলতান তার প্রধান পরামর্শদাতাকে শিষ্টাচারবিধির তোয়াক্কা না করেই থামিয়ে দেন। ‘প্রতিবছর একবার মক্কায় হজ করতে যাওয়া একজন বিশ্বাসীর দায়িত্ব।’
‘সুলতান, আমি অবশ্যই সেটা জানি,’ সচিব অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দেন, ‘খলিফা হয়তো জানতে চাইবেন কেন আপনি মক্কায় প্রথমবার যাবার জন্য বছরের এই সময়টাই নির্বাচন করলেন। তিনি হয়তো দুষ্টু লোকের মন্ত্রণায় বিশ্বাস করতে পারেন যে, একসময় আপনি সংশয়বাদী ছিলেন এবং আমাদের ধর্মের কৃত্যানুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতায় সামান্যই গুরুত্ব দিতেন।’
‘ইমাদ আল-দ্বীন, আমি যা বলছি তাই করেন,’ কঠোর উত্তর ভেসে আসে। ‘আমি এই বছর শেষ হবার আগেই মক্কায় যেতে চাই। খলিফাকে আমাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করে যথাযথ সৌজন্য প্রকাশ করে জানতে চাইবেন যে আমরা যাবার সময় বাগদাদে যাত্রা বিরতি করে তাকে আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করব কিনা।’
এ প্রশ্নের একবার মীমাংসা হতে ইমাদ আল-দ্বীন বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই সুলতান ইঙ্গিতে তাকে থাকতে বলেন।
‘ইমাদ আল-দ্বীন, আজকাল আমরা খুব বেশি আপনার সাথে সময় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমায় একটা কথা বলেন, আপনি কি নতুন কোনো প্রেমিক খুঁজে পেয়েছেন?’
এতটা অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করা সালাহ্ আল-দ্বীনের স্বভাবের সাথে ঠিক মানানসই নয় এবং সচিবমহোদয়ও বিস্মিত হন এবং তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এমন ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করায় সামান্য আত্মশ্লাঘাও বুঝি তাকে আপ্লুত করে। তিনি খানিকটা রসিকতা করে প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যান, যা আমাকে বা সুলতানকে মোটেই প্রীত করে না। ইমাদ আল-দ্বীনের গোপনীয়তার প্রতি এমন বাড়াবাড়ি ধরনের পক্ষপাতিত্বের কারণে হাল ছেড়ে দিয়ে সালাহ্ আল-দ্বীন এবার সরাসরি প্রসঙ্গে আসেন।
‘ইমাদ আল-দ্বীন, আমি জানি খ্রিস্টান ধর্ম সম্বন্ধে আপনার বিশদ জ্ঞান রয়েছে। এটা কি সত্যি নয় যে, প্রথমদিকের খ্রিস্টান কপ্টরা যাদের নিজেদের উত্তর-পুরুষ হিসেবে দাবি করে, আমাদের মতোই প্রতীক আর প্রতিকৃতিকে অপছন্দ

BanglaBook.org

করত? আমি এখানে ইবনে ইয়াকুব আর মুসা নবীর অনুসারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে চাই আমাদের মতোই যাদের বিশ্বাসও মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলে পরবর্তীকালের খ্রিস্টানরা কীভাবে তাদের পূর্ববর্তী ধারণা বাতিল করে প্রতীক উপাসনা শুরু করল? তাদের ক্ষেত্রে যদি এটা হতে পারে তাহলে কি আমাদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটা সম্ভব?'

ইমাদ আল-দ্বীন নিজের দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কিছুক্ষণ নিজের মনে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন। তিনি একবার নিজের মাথায় উত্তরটার ছক কষে ফেলতে মৃদু স্বরে কথা বলা শুরু করেন, যেন তিনি তার কোনো ছাত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন।

'খ্রিস্টানরা প্রথমদিকে সত্যিই মূর্তিপূজা ভীষণ অপছন্দ করত। তারা মূলত মুসার অনুসারীদের থেকে আগত, যারা নিজেদের ভেতর সনাতন ইহুদি রীতিনীতির অনেকটাই ধারণ করত। তারা সেই সাথে গ্রিকদের প্রতিও বৈরী মনোভাব পোষণ করত। তারা পৌত্তলিকদের এই বলে ব্যঙ্গ করত যে, মূর্তি আর প্রতিকৃতির যদি অনুভূতি আর চিন্তা করার ক্ষমতা থাকত তাহলে তাদের যারা তৈরি করেছে তাকেই তারা ভালোবাসতো।

'তিনশ বছর পরে পৌত্তলিকরা যখন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় পরিবর্তনটা তখন সূচিত হয়। চার্চের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন যে ঈসা আর সাধুসন্তদের প্রতিকৃতি আর স্মৃতি নিদর্শন যেমন ক্রুশ তাদের আর সংশয়বাদী জনতার মাঝে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে যাদের অনেকেই এখনো অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আর যাদের স্মৃতিতে এখনো পৌত্তলিক কৃত্যানুষ্ঠানের নানা আনন্দময় আঙ্গিক গেঁথে রয়েছে। ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ ঈসার প্রতিকৃতি দ্বারা যদি পিথাগোরাসের অনুসারীদের মন জয় করা সম্ভব হয় তাহলে বিশপরা তাদের নিজেদের অতীতের এই বিচ্যুতি মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন।

'সদ্য ধর্মান্তরিত পৌত্তলিকরা যখন স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের ধর্মে অ্যাথেনা, ডায়েনা, ভেনাসের মতো চরিত্র অনুপস্থিত তখন নিজেদের নতুন সদস্যদের মন শান্ত করতে ঈসার মাতা, মেরিকে তাদের ধর্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিকৃতিতে পরিণত করা হয়। তাদের জন্য মায়ের একটা প্রতিকৃতি দরকারি ছিল, কারণ তারা এমন দেশে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল যেখানে বহু শতাব্দি দেবীদের আরাধনা করা হয়েছে। আমাদের নবী, আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দিন, এই সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু এই বিষয়ে শয়তানের প্ররোচনায় তিনি সাড়া দেননি।

'সুলতান জানতে চেয়েছেন, আমাদেরও কি একই পরিণতি হতে পারে? আমার মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা আল্লাহ্ এবং কেবলমাত্র আল্লাহর উপাসনার সাথে একান্তভাবে সম্পর্কিত যে অন্য কারো প্রতিকৃতির উপাসনা কেবল ধর্মদ্রোহিতাপূর্ণই হবে না, সেই সাথে সেটা বিশ্বাসীদের অধিপতির কর্তৃত্বকেও মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দেবে। আর তা ছাড়া, কোনো মূর্তি বা প্রতীকের মাঝে যদি ক্ষমতা অধিষ্ঠিত থাকে তাহলে মানুষের ক্ষমতাকে কেউ মানতে চাইবে না। হে বুদ্ধিমানদের সেনাপতি, আমি জানি আপনি কী ভাবছেন। রোমে অধিষ্ঠিত পোপ? আমি কেবল এতটুকুই বলতে পারি যে, সময় যত অতিবাহিত হবে তাদের বিশ্বাস পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে একটা বিভেদ লক্ষ্য করবে। এটাই মূর্তি উপাসনার দর্শন।

'আমাদের বিশ্বাসও যদি খ্রিস্টানদের মতো একই পথ অবলম্বন করে তাহলে আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে সেই চাপ বহন করা সম্ভব হবে না। এটা ভেঙে পড়বে।'

সুলতান চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দাঁড়িতে হাত বোলান কিন্তু ইমাদ আল-দ্বীনের যুক্তি তার পছন্দও হয়নি।

'ইমাদ আল-দ্বীন পোপের বা আমাদের খলিফার ক্ষমতাকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি কিন্তু আমি আপনার এই যুক্তিটা মানতে পারছি না যে এটা মূর্তি আর স্মারক উপাসনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আপনি আপনার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারেননি কিন্তু বিষয়টা আমায় আগ্রহী করে তুলেছে। আপনি প্রাসাদ সরকারের সাথে আলোচনা করে আগামী সপ্তাহে এ বিষয়টা আরো বিশদভাবে আলোচনা করার জন্য আলেমদের একটা বৈঠক আয়োজনের বন্দোবস্ত করেন। আমি আর আপনাকে আটকে রাখব না। আমি নিশ্চিত যে, দামেস্কের কোথাও অবশ্যই কোনো সুন্দর অবয়ব অধীর হয়ে তার শয্যা সঙ্গী হবার জন্য আপনার প্রতীক্ষা করছে।'

আলেম মহোদয় উত্তর দেয় না, কেবল বিদায় নেয়ার আগে সুলতানের আলখাল্লার প্রান্তদেশ চুম্বন করে মুচকি হাসে। রাত তখনো গভীর হয়নি কিন্তু সালাহ আল-দ্বীন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। দুজন পরিচারক সাবান, তেল আর শুকনো কাপড়ের স্তূপ নিয়ে উপস্থিত হয় তার স্নানের সময় হয়েছে। তিনি দুর্বল একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে আমার দিকে তাকান।

'আমি আপনাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছি বলে জামিলা আজ রাগ করবে। সে আপনার সাথে কথা বলার জন্য অধীর হয়ে রয়েছে। সে আমার মতোই আপনার বন্ধুত্বকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। আপনার উপস্থিতি তাকে আশ্বস্ত করে। আপনি আগামীকাল বরং তার সাথে সময় অতিবাহিত করেন।'

আমি মাথা নত করে থাকি তিনি যখন পরিচারকদের কাঁধে মাথা রেখে বিদায় নেন। তারা উভয়েই নিজেদের ডান হাতে প্রদীপ ধরে রয়েছেন এবং তিনি যখন হেঁটে যান তখন প্রদীপটা নিজেদের মাঝে এমনভাবে কাত করে রাখেন যে সুলতানের মুখে আলোর মৃদু আভা এসে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য আলোটাকে অপার্থিব মনে হয়। মনে হয় যেন বেহেশত থেকে আসছে। তিনি প্রায়ই বলেন, নিয়তির পক্ষপাত তাকে দুই হাত ভরে দান করেছে এবং নিজেকে তিনি আল্লাহর নগণ্য অনুষঙ্গ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি নিজের মরণশীলতার কথা খুব ভালো করেই জানেন। তার স্বাস্থ্যটা মোটেই ভালো যাচ্ছে না, ইবনে মায়মুন, আর চিন্তাটা আমায় বিষণ্ন করে তোলে।

আমি পরের দিন সুলতানের পরামর্শ অনুযায়ী সুলতানা জামিলার সাথে দেখা করতে যাই। তিনি একা আমার সাথে দেখা করেন আর ভীষণ অন্তরঙ্গভাবে আমায় স্বাগত জানান। তিনি আমার হাতে একটা পাণ্ডুলিপি তুলে দেন এবং আমি পাণ্ডুলিপির পাতা ওল্টাতে শুরু করার পরে তার আর নিজের কথা চিন্তা করে ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করি। তার জন্য ভয় হয় এসব আক্রমণাত্মক কথা লেখার জন্য আর সেসব লেখা কাজিকে না জানিয়ে নিরুদ্বিগ্নভাবে পড়ার কারণে নিজের জন্য। তার লেখায় ঈশ্বরনিন্দা এতই চাঁছাছোলা যে সুলতানও তাকে শেখদের ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারবেন না। ইবনে মায়মুন আপনার

BanglaBook.org

সাথে সাক্ষাতে আমি এসব নিয়ে আলোচনা করব। আমি বার্তাবাহকের হাতে পাঠানো চিঠিতে এসব কথা লিখতে চাই না। আমাদের চিঠিগুলো প্রেরণের আগে গুপ্তচররা সেগুলো খুলে পড়ে বিষয়বস্তু ইমাদ আল-দ্বীন আর কাজি আল-ফাদিলকে জানাবার পর আবার লিফাফায় ভরে গন্তব্যের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিতে পারে।

আমি জামিলাকে পাণ্ডুলিপিটা পুড়িয়ে ফেলতে অনুরোধ করি।

'নকলনবিশ, পাতাগুলো অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলা যায়,' সে তার চোখে আগুনের ঝিলিক নিয়ে বলে, 'কিন্তু আমার ভাবনাগুলো তারপরও থেকেই যাবে। তুমি যেটা বুঝতে পারছ না সেটা হলো আমার মারাত্মক কিছু একটা হয়েছে আর আমি চিরতরে দক্ষিণে চলে যেতে চাই। আমি আর হাসতে পারি না। বাতাসে আমার ঠোঁট পুড়ে গেছে। আমি যেখানে জন্মেছিলাম সেখানেই মৃত্যুবরণ করতে চাই। আমি সেই দিনটা আসার আগে পর্যন্ত আমার ভাবনাগুলো পাতায় লিখে রাখতে চাই। এই পাণ্ডুলিপিটা পুড়িয়ে ফেলার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। এটা একটা নিরাপদ স্থানে রক্ষিত থাকবে আর সত্যের জন্য আমার আগ্রহ যারা বুঝতে পারবে তারাই কেবল এটা পড়ার সুযোগ পাবে।'

আমি উত্তরটা তার চোখে পড়তে পারলেও তার ওপরে কী ধরনের দুর্যোগ আপতিত হয়েছে জানতে চাই। সে সুন্দরী কপ্ট মেয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। মাত্রাতিরিক্ত সঙ্গ তার সহসা বিরক্তির কারণ হয়েছে। তিনি কোনো উত্তর দেন না আমিও জোর করি না। তিনি হালিমার সন্ধান করছিলেন আর কপ্ট মেয়ে সেটা পূরণ করতে পারেনি। তিনি দক্ষিণে ফিরে যাবার পরেও কি অনুসন্ধান বজায় থাকবে, নাকি তিনি বিদ্যার্জনে নিজেকে মগ্ন রাখবেন? আমি তাকে প্রশ্নটা করতে যাব যখন তিনি অপ্রত্যাশিত একটা প্রস্তাব দিয়ে আমাকেই চমকে দেন।

'ইবনে ইয়াকুব, তোমার জীবনও নানা দুর্ভাগ্যের কারণে প্রভাবিত হয়েছে। তুমি সবার কাছ থেকে প্রশংসা আর সম্মান লাভ করেছ কিন্তু তুমি আর আমি আমরা দুজনই ভিখারির মতো। আমাদের কিছুই নেই। আমার দুজন সমর্থ পুত্র রয়েছে সত্যি কিন্তু এই অভিশপ্ত যুদ্ধের কারণে দূরে কোনো দুর্গ রক্ষার যুদ্ধে তারা যাবে। আমার সন্দেহ আছে, আমার বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সাহায্য করার জন্য তারা কোনো প্রপৌত্রের জন্ম পর্যন্ত দিতে পারবে কিনা। সুলতান মৃত্যুবরণ করার পরে আমি একটা নিরানন্দ জীবন দেখতে পাচ্ছি, তোমার অবস্থাও একই। আমার সাথে দক্ষিণে চলো না কেন? আমার আব্বাজানের গ্রন্থাগারে অনেক দুস্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যার ভেতরে কিছু আছে আন্দালুসিয়া সংশয়বাদীদের লেখা। তোমার পাঠ্যবস্তুর কোনো অভাব কখনো হবে না। অনুলেখক, কী বলো? তোমার ভাববার জন্য সময় দরকার?'

আমি মাথা নাড়ি এবং আমার জন্য এত কিছু ভাববার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। ইবনে মায়মুন আসল কথাটা হলো আমি কায়রো ফিরে যেতেই বেশি আগ্রহী সেখানে একটা ছোট বাসস্থান খুঁজে নিয়ে আপনার কাছাকাছি থাকতেই আমি চাই।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু,<br>
ইবনে ইয়াকুব।

BanglaBook.org

## বিয়াল্লিশ

# সুলতানের মহাপ্রস্থান

প্রিয় বন্ধু,

আমি এই চিঠিটা যখন লিখছি তখন দুর্গপ্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে শীতের কুয়াশা কিন্তু গত সাত দিন আমাদের হৃদয়কে যে কালো মেঘ আচ্ছন্ন করে রেখেছে এটা তার কাছে কিছুই না। তিনি, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন দারুণ পারঙ্গম, এখন বড় মসজিদের ছায়ার নিচে শান্তিতে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

আমার নিজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সুলতানের পুত্র আল-আফদাল তার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি চান আমি তার অনুলেখক হিসেবে এখানে অবস্থান করি। জামিলা দক্ষিণে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন এবং তার ইচ্ছা আমিও তার সঙ্গী হই। আমি চিন্তা করছি ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে আমি প্রস্তাবটা এড়িয়ে যাব এবং কায়রো ফিরে যাব এই লোকটার জীবন নিয়ে, যার মৃত্যু আমাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে, আমার ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিয়ে সেগুলো নিয়ে ভাবার জন্য আমার একটু সময় দরকার।

BanglaBook.org

তার স্বাস্থ্য, আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছিলাম, ভালো যাচ্ছিল না। জেরুজালেমে আমাদের শেষ সপ্তাহগুলোতে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিদ্রার অভিযোগ করতেন, কিন্তু কিছুতেই রোজা বন্ধ করতে চাইতেন না, যা তার স্বাস্থ্যকে আরো খারাপ করে দেবে বলে তার চিকিৎসকরা তাকে সাবধানও করেছিল। রোজা তাকে আরো দুর্বল করে দেয় এবং আমি তাকে প্রায়ই দেখতাম মাটির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় তার মাথাটা কাঁধের ওপর ক্লান্ত ভাবে ঝুলে রয়েছে।

কিন্তু দামেস্কে ফিরে আসার পরে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, আর তাই তার মৃত্যুটা আমাদের সবার জন্য অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত। তিনি শেষ মাসটা তার ভাই আল-আদিল আর তার সন্তানদের সাথে বেশি সময় অতিবাহিত করেছিলেন। তার ভগ্নস্বাস্থ্যও যেন অনেকাংশে আরোগ্য লাভ করেছিল। তার খাবারে রুচি ফিরে এসেছিল এবং তার গালের রং পুনরায় ফিরে আসতে আরম্ভ করেছিল। তারা সবাই যখন ঘোড়ায় চেপে শিকারের জন্য শহর ছেড়ে বাইরে যেত দূর থেকে তাদের হাসির শব্দ ভেসে আসত।

আমরা একদিন বাগানে বসেছিলাম যখন তার বড় ছেলে আল-আফদাল আমাদের দিকে সম্মান জানাতে এগিয়ে আসে। সুলতান, যিনি আমায় তখন তার মৃত ভাস্তে তাকি আল-দ্বীনের জন্য তার ভালোবাসার কথা বলছিলেন, আল-আফদাল এগিয়ে এসে তার বাবার হাতে চুম্বন করে। সুলতান তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

'আমি তোমায় দজলা থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত একটা সাম্রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি। কখনো ভুলে যাবে না আমাদের জনগণের ভালোবাসার ওপর আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে। তুমি যদি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও তাহলে তুমি বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না।'

আমি আরেক দিন তাকে আল-আদিলের কাছে যেকোনো মূল্যে তার সন্তানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার অনুরোধ করতে দেখি। তিনি তার ভাইয়ের মতো ঠিকই জানতেন যে, পাহাড়ি গোষ্ঠীর মাঝে উত্তরাধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো ধারণা নয়। গোষ্ঠীটা নিজেদের ভেতর থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিকে তাদের সুরক্ষা আর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত করে থাকে। সুলতানের ভাই আল-আদিলের সাথে তার চাচাজান শিরকুহর চেহারার দারুণ মিল রয়েছে এবং তার চরিত্র আর খাবারের পছন্দও শিরকুহর সাথে মিলে যায়। সালাহ আল-দ্বীন, তার ভাইয়ের মতো ঠিকই জানতেন যে, যদি তার পরিচারক আর দেহরক্ষীদের পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয় তারা আল-আদিলকে তাদের সুলতান মনোনীত করবে। তিনি আল-আদিলকে অনুরোধ করেন আফদাল, আজিজ এবং জহিরকে সব ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে রাখতে। ছোট ভাই নতজানু হয়ে সুলতানের গালে চুমু খায় এবং ফিসফিস করে তার কানের কাছে বলে: 'আপনি এত মন খারাপ করছেন কেন? আল্লাহ আমাকে আপনার বহু আগেই তার কাছে ডেকে নেবেন। আমাদের উপকূলকে কাফের মুক্ত করতে আপনাকে তার প্রয়োজন আছে।'

আল-আদিল যখন কথাগুলো বলে আমিও তার সাথে একমত হই। সুলতানকে প্রাণবন্ত দেখায় এবং তিনি আমায় কায়রোয় শুরুর দিকের দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন যখন তিনি সেখানে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করছিলেন। কিন্তু সুলতান নিশ্চয়ই লক্ষণ টের পেয়েছিলেন।

একদিন তিনি আমায় খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার কাছে ডেকে পাঠান। তিনি মক্কা যেতে না পারায় শহরের প্রতিরক্ষা দেয়ালের বাইরে গিয়ে মক্কা থেকে হজ করে ফিরে আসা হাজিদের তিনি স্বাগত জানাতে চান। আমি মনে করি সত্যিই হজে যেতে না পারার কারণে অনুতপ্ত। তার যৌবনে এটা ছিল একটা স্পর্ধিত অভিব্যক্তি কিন্তু তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি বুঝতে পারেন ভুল হয়েছে। অবশ্য, ফ্রানজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাকে ঘটনাবহুল দুটি বছর আটকে রেখেছিল এবং তারপর তিনি হজে যাবার ধকল সামলাবার জন্য বড্ড বেশি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। ইমাদ আল-দ্বীন তাকে খলিফার বৈরিতার

BanglaBook.org

কথা বলে সে যাত্রা তাকে হজে যাওয়া থেকে থামিয়েছিলেন কিন্তু আলেম মহোদয় আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি ভয় পেয়েছিলেন সুলতান হজে যাবার সময় পথের ধকল সামলাতে পারবেন না। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আমায় নিশ্চিত করেছেন যে, তারা এ জন্যই যাত্রার ব্যাপারে তাকে নিষেধ করেছেন। তিনি মেজাজ খারাপ করলেও তাদের পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন এবং তিনি শহরের বাইরে গিয়ে হাজিদের স্বাগত জানাতে চান নিজের ব্যর্থতা কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে।

আমরা রওনা দেয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বৃষ্টি হঠাৎ কোনো জানান না দিয়েই শুরু হয় এবং শীতকালের ঠাণ্ডা বৃষ্টি, যা আমাদের মুখমণ্ডল জমিয়ে দিচ্ছিল। আমি তাকে কাঁপতে দেখি এবং বুঝতে পারি যে তিনি তার বালাপোষ না নিয়ে চলে এসেছেন। আমি আমার আলখাল্লাটা তার কাঁধের চারপাশে জড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি কিন্তু তিনি হেসে উঠে সেটা আমার দিকে ছুড়ে দেন। তিনি ব্যাপারটায় আমোদ পান যে, যাকে তিনি দুর্বল মানুষ মনে করেন সে চেষ্টা করছে তাকে আবহাওয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচাতে।

বৃষ্টির তোড় এতই বেড়ে যায় যে রাস্তায় জল জমে সেটা দুই ভাগ হয়ে আক্ষরিক অর্থেই অতিক্রম করার অযোগ্য হয়ে পড়ে। ঘোড়ার পা ক্রমেই কাদায় পিছলে যেতে শুরু করে কিন্তু তিনি তারপরও এগিয়ে যেতে থাকেন এবং আমরাও তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হই। আমার চোখে এখনো ভাসে কাদায় কাপড় আর দাড়ি মাখামাখি অবস্থায় তিনি বৃষ্টিতে জবুথবু হয়ে পড়া হজযাত্রীদের দেখতে পেয়ে তাদের স্বাগত জানাচ্ছেন।

আমার যখন ফিরে আসছি তখন বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। দামেস্কের লোকজন তাদের সুন্দর কাপড়চোপড়ে সজ্জিত হয়ে রাস্তায় বের হয়ে এসেছে সুলতান আর মক্কা থেকে আগত হজ কাফেলাকে স্বাগত জানাতে। আমরা লোকদের ভিড় এড়িয়ে একটা সরু গলিপথ দিয়ে দ্রবিজের দিকে এগিয়ে যাই।

সেই রাতেই তার ভীষণ জ্বর আসে। ইবনে মায়মুন আমার মনে হয় না আপনার মতো চিকিৎসকও তাকে এ যাত্রা বাঁচাতে পারত। জ্বরের প্রকোপ ক্রমেই আরো বাড়ে এবং তার সংজ্ঞা প্রায় লোপ পায়। তার সন্তানেরা তাকে প্রতিদিন দেখতে আসত। আমি তার পাশ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও যাই না এই ভেবে যে তিনি হয়তো যেকোনো মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজের শেষ কথাগুলো বলে যেতে চাইবেন কিন্তু জ্বরে আক্রান্ত হবার দশম দিনে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন যে ঘুম তার আর ভাঙেনি। তার মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়স হয়েছিল।

পুরো শহর তিন দিন ধরে কেবল কান্নায় ডুবে থাকে। কোনো নির্দেশ দেয়া না হলেও শহরের সব দোকান বন্ধ ছিল আর রাস্তায় একটা লোকও ছিল না। আমি কখনো প্রকাশ্যে এভাবে মানুষকে শোক প্রকাশ করতে দেখিনি। পুরো

BanglaBook.org

শহরটা সম্পূর্ণ নীরবতায় আমাদের সঙ্গী হয় যখন তার মৃতদেহ আমরা তার শেষ বিশ্রামের স্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আবদ আল-লতিফ আমার কানে ফিসফিস করে বলেন যে তিনি আগে কখনো এমন ঘটনা দেখেননি যেখানে মানুষের হৃদয় একজন সুলতানের মৃত্যুকে আক্ষরিক অর্থেই এমনভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছিল।

ইমাদ আল-দ্বীন কষ্টে তার মুখ বিকৃত দেখায় আর তার গাল বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ছে উচ্চ কণ্ঠে দোয়া করেন: 'ইয়া আল্লাহ আপনার এই বান্দাকে গ্রহণ করে তার জন্য বেহেশতের দ্বার অবারিত করে দিন এবং তাকে শেষ বিজয় দান করেন যার জন্য তিনি সব সময় উৎসুক ছিলেন।'

আমরা যখন দুর্গপ্রাসাদে ফিরে আসি চারপাশে তখন থমথম করছে নীরবতা। আমার মনে হয় যেন আমির আর পরিচারকের দল তাদের নিজেদের কণ্ঠস্বরও যেন সহ্য করতে পারছে না। সুলতানের পুত্র আল-আফদাল এগিয়ে এসে আমায় আলিঙ্গন করে কিন্তু আমরা কেউ কোনো কথা বলি না।

আমি সেই সন্ধ্যাবেলায় কেমন একটা বমিবমি ভাবে আক্রান্ত হই আর অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। আমার সারা দেহে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি তিন মশক-ভর্তি পানি পান করে ঘুমিয়ে পড়ি। আমি পরের দিন যখন ঘুম থেকে উঠি আমার অসুস্থতা তখন আর নেই কিন্তু নিজেকে তখন ভীষণ দুর্বল লাগে আর একটা বিপর্যয়ের আভাস আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি বিছানায় উঠে বসি এবং বুঝতে পারি যে বিপর্যয় আসলে নেমে এসেছে। সুলতান ইন্তেকাল করেছেন।

আমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আর লেখার মতো কিছু বাকি নেই। আমাদের আবার দেখা হবার আগে পর্যন্ত আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক,

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু,
ইবনে ইয়াকুব

[মরহুম সুলতান সালাহ আল-দ্বীন ইবনে আইয়ুবের ব্যক্তিগত নকলনবিশ]।

BanglaBook.org